নন্দন-কানন—৬ষ্ঠ।

ভণ্ড পাদরী

স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক

রাজনৈতিক

অপূর্ব্ব উপন্যাস।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

বসুমতী।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

লেক্‌ট্রো-মেসিন প্রেস।
নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভণ্ড পাদরী

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পল্ ক্রেসিংহাম্ ইংলণ্ডেশ্বরীর সৈন্যদলের একজন কাপ্তেন ছিলেন; ২৪ নং কেণ্টিস রেজিমেণ্ট নামক সৈন্যদল তাঁহার অধীনে পরিচালিত হইত; ইংরেজাধিকৃত আইনিয়ান দ্বীপ-পুঞ্জের অন্যতম প্রধান নগর কারফিউ তাঁহার সৈন্যদলের প্রধান আড্ডা ছিল, এই স্থানে যে সকল ইংরেজ-সৈন্য অধিষ্ঠিত ছিল, কর্ণেল গ্রে ষ্টীল তাহাদের পরিচালক ছিলেন; ইনি কাপ্তেন পলের পিতৃব্য। কাকা সেনাপতি বলিয়া সৈন্যদলে পলের বড় পসার-প্রতিপত্তি ছিল; এমন কি, সময়ে সময়ে তিনি বে-আইনী কাজ করিয়া ফেলিলেও স্নেহান্ধ পিতৃব্য ভ্রাতুষ্পুত্রের সে সকল অপরাধ ক্ষমা করিতেন; কিন্তু চাকরী বজায় রাখিবার জন্য কোন দিন তাঁহাকে চেষ্টাযত্ন করিতে দেখা যাইত না।

সমর-বিভাগের কার্য্যে পল্‌কে অমনোযোগী দেখিয়া তাঁহার কাকা সময়ে সময়ে বড় রাগ করিতেন, কিন্তু বৃদ্ধ সেনাপতির ক্রোধ স্থায়ী হইত না। বৃদ্ধ সেনাপতি পলকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন, তিনি নিঃসন্তান ছিলেন এবং পলকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। পল্ দেখিতে বড় সুপুরুষ ছিলেন; প্যারেডের

গ্রে তাঁহার সুদীর্ঘ সুগঠিত দেহ দর্শকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিত। কার্ ফিউ সহরে যে সকল ইংরেজ-মহিলা বাস করিতেন, তাঁহাদের সকলেরই দৃষ্টি পলের উপর নিপতিত ছিল,বন্দুকে পলের লক্ষ্য অব্যর্থ ছিল, অসি-চালনায় তাঁহার ন্যায় বীরপুরুষ আর দেখা যাইত না; অশ্বারোহণে তাঁহার অসাধারণ নৈপুণ্য ছিল, আর্ত্তের পরিত্রাণে তাঁহাকে কখনও কুণ্ঠিত যায় নাই; সাহস ও শারীরিক সামর্থ্য তাঁহার যেরূপ ছিল, সৈন্যদলে প্রায় তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। তাঁহার এই সকল গুণের জন্য তাঁহার স্নেহময় পিতৃব্য তাঁহার যৌবনসুলভ চাঞ্চল্য ও ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা করিতেন।

একদিন প্রভাতে চা-পানের সময় পল্ তাঁহার পিতৃব্যের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "ডালমেটিয়ার অরণ্যে ভৌগোলিক আবিষ্কারে যাত্রা করিবেন, সুতরাং তাঁহার কিছুকালের জন্য ফার্লো চাই।"

বৃদ্ধ সেনাপতি তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া মুখ বক্র করিয়া বলিলেন, "এই সেদিন ছুটী লইয়াছ, আবার ছুটী চাহিতেছ? সংবৎসরের মধ্যে সরকারী কাজে তোমাকে তিন মাসের বেশী হাজির পাওয়া যায় নাই।"

পল্ বলিলেন, "আপনার একটু ভুল হইয়াছে; এক বৎসরে আমি তিন মাস পাঁচ দিন হাজির ছিলাম।"

কর্ণেল গ্রে ষ্টীল বলিলেন, "তোমার কার্য্যের এরূপ বিশৃঙ্খলা দেখিয়া সমর-বিভাগের কমিশনরেরা তোমার উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন।"

পল্ বলিলেন, "কমিশনরেরা গলায় দড়ী দিয়া মরুক, কাজ যে দেখাইবার কথা বলিতেছেন, কাজ কোথায়? অষ্ট্রিয়া কি তুরস্কের সঙ্গে একটা যুদ্ধ বাধাইতে পারেন, তুরকীদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইলে অধিক সুবিধা হইতে পারে; শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে আমাকে সর্ব্বাগ্রে প্রেরণ করিবেন, সেখানে আমি কি করিতে পারি, তাহার পরীক্ষা লইবেন, কিন্তু এখানে আমরা কি করিতেছি? কেবল আহার ও নিদ্রা আর সময় সময় কুচকাওয়াজ'

এ ভাবে কালযাপন করা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন, আমি এই ভীষণ ম্যালেরিয়াপূর্ণ স্থানে একঘেয়ে জীবন বহন করিতে পারি না, তাই ছুটী লইবার কোন একটা উপলক্ষ্য খুঁজিয়া লই।"

কর্ণেল গ্রে ষ্টীল বলিলেন, "ডালমেটিয়ায় আর কি আবিষ্কার করিবে? এ খেয়াল তোমার মাথায় কে প্রবেশ করাইল? সে স্থানটী অত্যন্ত বিপজ্জনক, সখ করিয়া সেখানে কেহ যায় না।"

পল বলিলেন, "সখ করিয়া সেখানে কেহ যায় না বলিয়াই আমার সেখানে যাইবার অধিক আগ্রহ হইয়াছে।"

কর্ণেল বলিলেন, "দেখিতেছি, তুমি কতকগুলা তস্করের হাতে পড়িবে। তখন তোমাকে ছাড়াইয়া আনা কঠিন হইবে, তোমার কি ষ্ট্রীনোর কথা মনে পড়ে না? শত্রুদল তাঁহাকে ধরিয়া তাঁহার একটী কাণ কাটিয়া লয় এবং সে কর্ণটী একখানা লেফাপার মধ্যে পুরিয়া মুক্তিপণ-লাভের আশায় তাহা তাঁহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দেয়। তিনি অগত্যা দশ হাজার ফ্লোরিণ মুক্তিপণ দিয়া শত্রুহস্ত হইতে পুত্রকে ছাড়াইয়া আনেন।"

পল বলিলেন. "যদি তাহারা আমাকে ধরেই, তাহা হইলে আমার জন্য তাহারা এত অধিক পণের দাবী করিবে না; আর আমাকে ধৃত করাও তাহাদের পক্ষে যে সহজ হইবে, এরূপ আমার অনুমান হয় না।"

যাহা হউক, পলের জিদই বজায় রহিল; পিতৃব্যের চেষ্টায় তিনি দীর্ঘকালের ফার্লো পাইলেন, ছুটী পাইয়া তিনি হৃষ্টচিত্তে মেটারনিক নামক একখানা জাহাজের টিকিট কিনিলেন, তাঁহার ইচ্ছা ছিল, ডালমেটিয়ার রাজধানী জারায় উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহার বাল্যবন্ধুগণের সহিত কয়েকদিন আমোদ-প্রমোদে কাটাইবেন তাঁহার বাল্যজীবন জারায় অতিবাহিত হইয়াছিল।

পল ঠিক করিয়াছিলেন, কয়েকজন বন্ধুকে তাঁহার সঙ্গী করিয়া লইবেন;

যে কয়েক দিন তাঁহার বন্ধুরা সেখানে আসিয়া উপস্থিত না হন, সে কয়েকদিন তিনি সেবিনিকো নামক স্থান পর্য্যন্ত পদব্রজে ভ্রমণের অভিপ্রায় করিলেন। তিন কোন বন্ধু বা ভৃত্যকে সঙ্গে লইলেন না, তাঁহার সামরিক পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া যাত্রা করিলেন, চলিতে চলিতে যেখানে গিয়া তাঁহার রাত্রি হইল, সেই স্থানে একটা হোটেল ছিল, সেই হোটলে তিনি সেই রাত্রি বাস করিলেন।

পরদিন প্রভাতে আবার পলের যাত্রা আরম্ভ হইল; সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যে তাঁহার নয়ন পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল, তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে ফেণ-কিরীট মুখরিত সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; একদিকে সমুদ্র, অন্যদিকে অসংখ্য সুদীর্ঘ পাইনতরুসমাচ্ছন্ন গিরি-উপত্যকা শোভা পাইতেছে। অপরাহ্লকালে পল মাঠের ভিতর দিয়া একটী সংকীর্ণ পাদপথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, এই পথটী সংকীর্ণতর হইয়া ক্রমে একটী বিশাল অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহার হস্তে টোটাপূর্ণ বন্দুক ছিল, এবং তাঁহার মনে সাহসেরও অভাব ছিল না, সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলেন।

অরণ্যমধ্যে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, পল কাহার খস্ খস্ পদ-শব্দ শুনিতে পাইলেন, যেন সেই বিশাল অরণ্যানীর অন্তরালে শুষ্ক পত্র-রাশির উপর দিয়া কে ধীরে ধীরে যাইতেছে। পল প্রথমে মনে করিলেন, হয় ত কোন দস্যু বা পলায়নপর বন্দী; তিনি তাঁহার বন্দুক উদ্যত করিয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিলেন, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একটা প্রকাণ্ড ভল্লুক; ভল্লুকটী তাঁহাকে দেখিবামাত্র গহনবনে প্রবেশ করিল, পলও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন, ক্রমে অন্ধকার গভীর হইয়া আসিল।

ভল্লুক সেই সান্ধ্য অন্ধকারে গভীর অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হইলে, পল তাহার অনুসরণ ত্যাগ করিয়া, লোকালয়ে ফিরিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু

তিনি আর পথের সন্ধান পাইলেন না। পথ হারাইয়া তিনি বনের মধ্যে ব্যাকুল হইয়া ঘুরিতে লাগিলেন, লোকালয় হইতে তিনি কতদূর আসিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না; সঙ্গে দিগ্‌দর্শনযন্ত্র না থাকায় তিনি কোন্ দিকে গিয়াছেন, তাহাও নির্ণয় হইল না।

কয়েক ঘণ্টা বনের মধ্যে ব্যাকুলভাবে ঘুরিয়া কোন্ দিকে যাইবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, তিনি এক দিক্ লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন। চলিতে চলিতে এক স্থলে আসিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, নিকটে আর কোন বৃক্ষ নাই, মস্তকের উপর উন্মুক্ত আকাশ, অনন্ত নক্ষত্রমণ্ডলী ক্ষীণ আলোক বিকীরণ করিতেছিল, সেই আলোকে অদূরে পথের মত কি একটা দেখিতে পাইলেন; তিনি সেই পথ ধরিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, ক্রোশচিহ্নজ্ঞাপক একটী প্রস্তরস্তম্ভ দেখিতে পাইলেন। তিনি দেশালাই জ্বালিয়া দেখিলেন, সেই স্তম্ভগাত্রে '৩০' এই সংখ্যাটী লেখা আছে। তিনি বুঝিলেন, সেই স্থান জারা হইতে ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত।

তাঁহার হস্তস্থিত প্রজ্বলিত দেশালাইয়ের কাঠিটী অল্পক্ষণ আলোক বিতরণ করিয়া নির্ব্বাপিত হইয়াছে, এমন সময় কে একজন রমণী মধুরস্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "জারায় যাইবার পথ কোন্‌টী ?"—ডালমেটিয়ায় ইতালীয় ভাষা প্রচলিত; যুবতী সেই ভাষাতেই পলকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তেমন সুমধুর কণ্ঠস্বর জীবনে কখনও পলের কর্ণে প্রবেশ করে নাই।

রমণীর কণ্ঠস্বর শ্রবণে বিস্মিত হইয়া পল ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। তখন রাত্রি প্রায় বারটা। সেই মধ্যরাত্রে ভীষণ অরণ্যের মধ্যে রমণীকণ্ঠে কে তাঁহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিল, তাহা তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কি উত্তর করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় যুবতী তাঁহাকে বলিল, "আমাকে এ স্থানে এ ভাবে দেখিয়া বোধ হয় আপনি বিস্মিত হইয়াছেন, কিন্তু বিস্ময়ের

কোন কারণ নাই, আমাকে জারায় যাইতে হইবে, কোন্ পথে যাইব, অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিউন।"

পল বলিলেন, "এই পথ ধরিয়া সোজা চলিলেই জারায় উপস্থিত হওয়া যায়।"

"ধন্যবাদ মহাশয়"—এই কথা কয়েকটী বলিয়া রমণী পলের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন।

বিস্ময় হ্রাস হইলে, পল রমণীর অনুসরণ করিলেন, এবং তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "জারা পর্য্যন্ত আপনি হাঁটিয়া যাইতে পারিবেন না।"

যুবতী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাইতে পারিব না বলিতেছেন কেন?"

পল বলিলেন, "এখান হইতে অনেক দূর যাইতে হইবে, একে ভয়ানক রাত্রি, তাহার উপর পথে দস্যুভয় আছে; আপনি একাকিনী, অসহায়া সুন্দরী যুবতী, এত সাহস আপনার পক্ষে সঙ্গত নয়।"

যুবতী বলিলেন, "আপনি কি জানেন না, ডালমেটিয়ার অধিবাসিগণ রমণীগণের প্রতি কিরূপ সম্মানপ্রদর্শন করেন? দস্যুহস্তে আমার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, আমি অনায়াসে যাইতে পারিব।"

দস্যুহস্তে যে রমণীর আশঙ্কা ছিল না, এ কথা ঠিক; কারণ, ডালমেটিয়ার জনসাধারণ, এমন কি, দস্যুগণ পর্য্যন্ত রমণীজাতিকে যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান করে, কোন সভ্যজাতির মধ্যে তাহা একান্ত বিরল। এমন কি, অনেক সময় পুরুষেরা দস্যুহস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য রমণীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাত্রা করে।

পল ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনি জারায় যাইবেন বলিতেছেন, কিন্তু সে অল্প পথ নয়। এখান হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল হইবে, এই পথ আপনি পদব্রজে অতিক্রম করিতে চান; আপনি এই সুদীর্ঘ পথ পদব্রজে চলিতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।"

যুবতী বলিলেন, "আমার একটানা চলিবার আবশ্যক নাই। চলিতে চলিতে যখন শ্রান্ত হইব, তখন পথেই বিশ্রাম করিব। এমন কি, পরিশ্রান্ত হইলে, পথিপ্রান্তে নিদ্রা যাওয়াও কঠিন হইবে না। গতরাত্রে ক্লান্ত হইয়া আমি পথেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, আমাকে যেমন করিয়াই হউক, সত্বর জারায় উপস্থিত হইতেই হইবে।"

এই যুবতীর পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারের পারিপাট্য দেখিয়া পল বুঝিতে পারিলেন, যুবতী অতি সম্ভ্রান্তঘরের কন্যা; তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া, তিনি বুঝিলেন, যুবতী বিদুষী; তথাপি এই যুবতী একাকিনী পথপ্রান্তে পড়িয়া নিদ্রা গিয়াছিলেন, এ কথা শুনিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "যাহাই হউক, এ পথে আপনার একাকিনী যাওয়া কর্ত্তব্য নয়।"

যুবতী বলিলেন, "আপনার সহৃদয়তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিই, কিন্তু আমি কাহাকেও সঙ্গে লইতে ইচ্ছা করি না; আর অধিক কথা কহিয়া আমার সময় নষ্ট করিবার ইচ্ছা নাই।"—যুবতী আবার চলিতে লাগিলেন।

পল মনে করিলেন, এমন সময় এমন স্থানে এই যুবতীকে একাকিনী ছাড়িয়া দেওয়া কখনও শিষ্টাচারসঙ্গত হইবে না, অথচ যুবতী কাহাকেও সঙ্গে লইতে সম্মত নহে, সুতরাং পুনর্ব্বার যুবতীর অনুমতি প্রার্থনা না করিয়া, পল দূরে দূরে থাকিয়া, তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন; তিনি যে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন, যুবতী তাহা বুঝিতেও পারিলেন না। যুবতী হরিণীর ন্যায় লঘুপদক্ষেপে অগ্রসর হইলেন।

পল যুবতীর গমনের ভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, অর্দ্ধঘণ্টাকাল সেই পথ দিয়া চলিয়া, যুবতী এত অবসন্ন হইয়া উঠিলেন যে, তিনি পথপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন, করতলে মস্তক স্থাপন করিয়া, তিনি ঝিল্লিকামুখরিত অপরিচিত বনপথে সেই নিদারুণ নৈশ অন্ধকারের মধ্যে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

পল ধীরে ধীরে যুবতীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে অবসন্ন ও পথশ্রমে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া, তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না; পলকে দেখিয়াই যুবতী সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। মৃদু ভৎসনার-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আপনি আমার পশ্চাৎ লইয়াছেন কেন?"

পল সবিনয়ে বলিলেন, "আমি একজন ইংরাজ এবং যুদ্ধ-ব্যবসায়ী; আপনি কে, কোথা হইতে আসিতেছেন, আপনাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিবার আমার ইচ্ছা নাই। কিন্তু আপনি সৌধবাসিনী রাজকন্যাই হউন, আর কুটীরবাসিনী কৃষকদুহিতাই হউন, আমি আপনাকে একাকিনী অরক্ষিত-ভাবে যাইতে দিতে পারি না; ইহাতে আমার বীর-ধর্ম্মের অবমাননা হইবে।"

যুবতী কোন উত্তর করিলেন না। পল দৃঢ়স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আপনি আমার সাহায্যগ্রহণে অনিচ্ছুক, ইহা আপনার বিবেচনাসঙ্গত কার্য্য হইতেছে আমি দেখিতে পাইতেছি, আপনি যেরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, তাহাতে অন্যের সাহায্য ব্যতীত অধিকদূর অগ্রসর হওয়া আপনার পক্ষে অসম্ভব।"

যুবতী মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনার অনুমান মিথ্যা নহে, আমার শরীর এমন অবসন্ন হইয়াছে যে, প্রতিমুহূর্ত্তেই মনে হইতেছে, হয় ত এখনি আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িব। গত বারঘণ্টার মধ্যে আমার কিছুই আহার হয় নাই। আমার কথা আপনার নিকট আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে, কারণ, এই গভীর রাত্রে এইরূপ ভয়ানক পথে, কোন রমণী যে একাকিনী ভ্রমণ করিতে পারে, ইহা সহজে বিশ্বাস হয় না।"

পল বলিলেন, "আপনার আত্মপরিচয় শুনিবার জন্য আমি কিছুমাত্র ব্যাকুল নহি, আপনাকে সে কথা জিজ্ঞাসাও করিব না, কেবল আমি আপনার নিকট একটীমাত্র অনুমতি চাহিতেছি। আপনাকে কোন নিরাপদ্ স্থানে রাখিয়া আসিব, এই অনুমতি দান করুন।"

যুবতী বলিলেন,"কিন্তু আপনি জানেন না,ইহাতে আপনার কিরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে। আমি বুদ্ধিহীনতা বা স্বাভাবিক চাপল্যবশতঃ আপনার সহায়তা-গ্রহণে অসম্মত হইয়াছি, এরূপ মনে করিবেন না। আমি সরলভাবে আপনাকে সকল কথা বলিতেছি। আমার বিশ্বাস, আমার কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া, আমাকে বিপন্ন করিবেন না। একটী দুর্গম মঠে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে জোর করিয়া আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল। আমি সেখান হইতে গোপনে পলাইয়া আসিয়াছি, কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমার পলায়নের সংবাদ ইতিমধ্যেই সেই মঠে প্রচারিত হইয়াছে; এবং মঠের রক্ষীসৈন্যগণ আমার অনুসরণ করিয়াছে। সুতরাং আমার সাহায্যে অগ্রসর হইলে, যদি সেই সকল সৈন্য আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের হস্তে আপনি অকারণে লাঞ্ছিত হইবেন; আমার জন্য আপনি এভাবে লাঞ্ছিত হন, ইহা আমার ইচ্ছা নহে। এত রাত্রে একাকিনী আমার জারায় গমনের কারণ কি, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন, সেখানে যদি আমি কোন ইংরাজের জাহাজ দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমি তাহাতে আশ্রয় লইতে পারিব; একবার ইংরাজের পতাকাচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে আর আমার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই।"

পল বলিলেন, "মঠের রক্ষীসৈন্যগণ আপনার অনুসরণ করিবে আশঙ্কা করিতেছেন? তাহা হইলে তো আপনার আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারী পুরুষের সহায়তার একান্ত আবশ্যক আছে। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার এই হস্তে তরবারিধারণের শক্তি থাকিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার বন্দুকেরগুলী বারুদ না ফুরাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সহস্র সৈন্য চেষ্টা করিয়াও আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনাকে আমার নিকট হইতে লইয়া যাইতে পারিবে না। আপনি আর আপত্তি করিবেন না, আমার সঙ্গে চলুন।"

যুবতী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইব? আপনি আমাকে কোথায় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন?"

পল বলিলেন, "আপনি চিন্তা করিবেন না। আমার সঙ্গে পথনির্দ্দেশক পুস্তক আছে, তাহার সাহায্যে জানিতে পারিতেছি, সমুদ্রকূল এখান হইতে অধিক দূরে নহে। এখান হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে সমুদ্রতীরে একটী প্রকাণ্ড প্রাচীন অট্টালিকা আছে, তাহার নাম নোভোদুর্গ। নিকটে আর কোন লোকালয় নাই, আপানার সহিত আমার সাক্ষাতের পূর্ব্বে আমি স্থির করিয়াছিলাম, আজ রাত্রে সেইখানে গিয়াই আশ্রয় লইব; আমি একা যাইতাম, না হয় দুজনে যাইব। ডালমেটিয়ার জনসাধারণ যখন রমণীজাতির প্রতি এরূপ সম্মানপ্রদর্শন করে, তখন আমার বিশ্বাস, আপনার ন্যায় অতিথিকে তাহারা আশ্রয়দানে কখনও বিরত হইবে না। আজ রাত্রের মত সেই দুর্গে বাস করিবেন; কল্য প্রভাতে জারায় যাত্রা করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে, অন্ততঃ এই দীর্ঘপথ পদব্রজে ভ্রমণ করিবার আশঙ্কা থাকিবে না।"

এক মাইল দূরে আহার, বিশ্রাম ও নিরাপদ্ আশ্রয়স্থান। ইহা অল্প প্রলোভনের বিষয় নহে, তাহা ত্যাগ করিয়া, অনাহারে, অনিদ্রায়, কে ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্যে এই গভীর অন্ধকার রাত্রে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতে চায়? যুবতী উঠিলেন, পলের মুখের দিকে একবার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে চাহিলেন, তার পর বালিকার ন্যায় সরলভাবে বলিলেন, "তবে আমাকে সেইখানেই লইয়া চলুন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া যুবতী পলকে তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, পল ও যুবতীর নিকট তাঁহার নাম জানিতে চাহিলেন।

যুবতী বলিলেন, "জ্ঞান হইবার পর হইতেই শুনিতেছি, আমার নাম বর্ব্বোরা।"

পল সহাস্যে বলিলেন, "এটা বোধ হয় ডাকনাম, আপনার আসল নামটা কি, জানিতে চাই।"

যুবতী বলিলেন, "ইহা আমার ডাকনাম কি আসল নাম, কিছুই জানি না। কিন্তু এই নামেই আমি পরিচিত। আমার পিতা-মাতা কে, তাহাও আমার অজ্ঞাত। আমার জীবন আমার নিকটই সম্পূর্ণ রহস্যপূর্ণ।"

উভয়ে যে পথ দিয়া চলিতেছিলেন, সে পথটী অন্ধকারের মধ্যে ক্রমেই অধিকতর দুর্গম হইয়া উঠিল, প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই বর্ব্বোরার পদস্খলন হইতে লাগিল; তিনি পলের হাত ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু-দূর আসিয়া উভয়ে সমুদ্রগর্জ্জন শুনিতে পাইলেন, সমুদ্রবক্ষ-প্রবাহিত বায়ু-হিল্লোল তাঁহাদের চোখে মুখে আসিয়া লাগিতে লাগিল। আরও আধ-ঘণ্টা পরে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের সম্মুখে অনন্ত নীলাম্বুরাশি দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রসারিত রহিয়াছে; তাঁহারা সমুদ্রবেলায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; তাঁহাদের প্রায় একশত গজ দূরে বহু প্রাচীন নোভো-দুর্গের সমুন্নত প্রাকারশ্রেণী উচ্চ আকাশে ধূসর চিত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

এই দুর্গের বহির্দ্দেশ দেখিয়া কেহই অনুমান করিতে পারে না যে, সেখানে জনমানবের বাস আছে, দুর্গের অভ্যন্তর হইতে কোনপ্রকার শব্দ শুনা যাইতেছিল না কিংবা কোনপ্রকার আলোকচিহ্ন দেখা

যাইতেছিল না। সমুদ্রতীরে তাহা যেন একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় পড়িয়া

পল বর্ব্বোরাকে সঙ্গে লইয়া দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে একটী স্তম্ভমূলে বসাইয়া রাখিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশের উপায় স্থির করিতে বাহির হইলেন। প্রাচীন ভিনেসীয় জাতি যখন ডালমেটিয়া অধিকার করিয়াছিল, সেই সময় অর্থাৎ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়; সুতরাং আধুনিক সময়ে পল যে এই দুর্গের বহির্ভাগ বিবর্ণ, জীর্ণ ও বিধ্বস্তপ্রায় দেখিবেন, ইহা কিছুমাত্র বিস্ময়ের বিষয় নহে।

অনেক অনুসন্ধানের পর পল সেই দুর্গের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ওককাষ্ঠ-নির্ম্মিত সুবৃহৎ সুদৃঢ় দ্বার রুদ্ধ ছিল, পল তাহাতে সবলে আঘাত করিলেন, দুর্গদ্বার বিন্দুমাত্র কম্পিত হইল না, কেবল একটু শব্দ হইল মাত্র, সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া দুর্গমধ্যস্থ কতকগুলি শীকারী কুকুর একসঙ্গে কলরব করিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে দ্বারের ঊর্দ্ধভাগে একটী ক্ষুদ্র বাতায়ন উন্মুক্ত হইল, একজন প্রহরী মাথা বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুর আসিয়াছেন কি?"

প্রহরী রোমকভাষায় এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা বুঝিতে পলের কষ্ট হইল না, কারণ, তিনি কর্ফু নগরে অবস্থানকালে এই ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

পাছে প্রহরী তাঁহাকে শত্রুভ্রমে গুলী করে, এই আশঙ্কায় পল সিংহ-দ্বারের অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেইখানে দাঁড়াইয়াই পল রোমক-ভাষায় তাঁহার সেখানে আগমনের উদ্দেশ্য ও বিপদের কথা জ্ঞাপন করিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন।

প্রহরী উত্তর করিল, "এখানে থাকিবার স্থান নাই।"

পল বলিলেন, "আমি বড় বিপন্ন, এই রাত্রিকাল, এমন অসময়ে এই

নির্জ্জন সমুদ্রকূলে আর কোথায় আশ্রয় পাইব? আমি তোমাদের যথেষ্ট পুরস্কার দিব, আমাকে একটু আশ্রয়দান কর।"

প্রহরী বলিল, "আপনি বৃথা পুরস্কারের লোভ দেখাইতেছেন; টাকার লোভে যদি আশ্রয় দেওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে আপনি পুরস্কারের লোভ না দেখাইলেও আপনাকে আশ্রয় দিতে পারিতাম, বাহিরের কোন লোককে এই দুর্গে প্রবেশ করিতে দিবার আমার অধিকার নাই। বিশেষতঃ আমার প্রভুর আদেশ আছে, তিনি যখন এখানে না থাকিবেন, তখন কোন অপরিচিত ব্যক্তি এই দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

পল বলিলেন, "তোমার প্রভু কে, তাহা আমি জানি না, কিন্তু তিনি যিনিই হউন, ক্ষুৎপিপাসায় মৃতপ্রায় পথশ্রমে ক্লান্ত একটী ভদ্র-রমণীকে এখানে এক রাত্রির মত আশ্রয়দান করিতে বোধ হয় তাঁহার আপত্তি হইবে না। আমি নিজের জন্য আশ্রয় চাহি না, কেবল আমার সঙ্গিনী বিপন্না রমণীর জন্যই আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"

প্রহরী বলিল, "এক রাত্রির জন্য কি কত রাত্রির জন্য, তাহা কে বলিতে পারে?"

পল অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, "দেখিতেছি, তুমি জাতিতে গ্রীক, যে মহাপ্রাণ ইংরাজ বীরপুরুষ গ্রীকের দুর্গতি-মোচনের জন্য তাঁহার পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি এরূপ আচরণ গ্রীক্‌-জাতির অধঃপতনের নিদর্শন বটে!"

এই তীব্র তিরস্কারে বৃদ্ধ প্রহরী বোধ হয়, কিছু লজ্জিত হইল। সে বলিল, "আপনি আপনার কি পরিচয় দিলেন?"

পল বলিলেন, "আমি ইংরাজ, কর্ফুতে যে সকল ইংরাজ সৈন্য আছে, তাহাদের সেনাপতি কর্ণেল গ্রে ষ্টীলের নাম শুন নাই কি? তিনি আমার পিতৃব্য।"

এবার প্রহরী বলিল, "আপনি বলেন কি? আপনি ইংরাজ, এ কথা

এতক্ষণ বলেন নাই কেন? আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনি একজন অষ্ট্রিয়ান, আমি বৃদ্ধ জেনারেল গ্রে ষ্টীলকে জানি, আপনি যখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, তখন আপনাকে আশ্রয়দানে আমাদের আপত্তি নাই।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে?"

উত্তর হইল, "আমি দুর্গরক্ষক এবং একজন পুরাতন যোদ্ধা।"—তার পর দুর্গরক্ষক ডাকিল, "যাসিন্থা, যাসিন্থা, শীঘ্র উঠ, উঠিতে বিলম্ব হইলে আমি তোমার মাথায় জল ঢালিয়া দিব।"

পল এ কথা শুনিতে পাইয়া মনে মনে ভাবিলেন, যাসিন্থা! যাসিন্থা কাহার নাম? সম্ভবতঃ সে এই দুর্গরক্ষকের স্ত্রী, কন্যা অথবা দাসী হইতে পারে; স্ত্রীলোকের নাম, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই; বর্ব্বোরাকে যে একজন স্ত্রীলোকের হেফাজাতে রাখিতে পারির, ইহাই আনন্দের কথা।

অল্পক্ষণ পরে দুর্গরক্ষক প্রকাণ্ড দুর্গদ্বারের প্রান্তে অবস্থিত একটী ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল; সে তাহার হস্তস্থিত লণ্ঠনের আলোকে পলের আপাদমস্তক ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, "আপনি আমাকে আপনার প্রকৃত পরিচয় দিন, আমার সহিত প্রবঞ্চনা করিবেন না; আপনি যদি ইংরাজ হন, তাহা হইলে ইংরাজীভাষায় কথা বলুন; আমি যদিও নিজে ইংরাজী বলিতে পারি না, তথাপি সে ভাষা বুঝিতে পারি।"

এবার পল ইংরাজীতে বলিলেন, "আমাকে ভিতরে একটু আশ্রয় ও কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য দেন।"

পলের কথায় দুর্গরক্ষকের সন্দেহ দূর হইল, সে তাঁহাকে দুর্গমধ্যে প্রবেশের অনুমতিদান করিল।

এই দুর্গরক্ষকের বয়স প্রায় সত্তর বৎসর, কিন্তু তাহার দেহে যুবকের মত বল; এত বয়সেও তাহাকে কিছুমাত্র অক্ষম বা অকর্ম্মণ্য বোধ হয় না; তাহার চক্ষু উজ্জ্বল; দাড়ি-গোঁফ সমস্ত সাদা; গোঁফ এরূপ

দীর্ঘ যে, তাহা মস্তক বেষ্টন করিয়া পরস্পরের সহিত গ্রন্থি দিয়া রাখিয়াছে।

পল দুর্গরক্ষককে দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, সে পালিকারজাতীয় লোক; ইহরা অত্যন্ত সাহসী, স্বদেশপ্রেমিক ও তুর্কীদের মহাশত্রু।

পল দুর্গরক্ষককে ধন্যবাদ দিয়া, বর্কোরা যেখানে বসিয়া বিশ্রাম করিতে-ছিলেন, সেইখানে তাহাকে আনিতে চলিলেন ও গিয়া দেখিলেন, বর্কোরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, পল তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন।

বৃদ্ধ দুর্গরক্ষকের নাম লাম্‌রো। লাম্‌রো বর্কোরাকে দেখিবামাত্র ভয়ে শিহরিয়া উঠিল, তাহার চক্ষুদুটী কপালে উঠিল, হস্ত হইতে লণ্ঠনটা খসিয়া পড়িয়া গেল, সে উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

কিছুদূর গিয়া লাম্‌রো ডাকিল, "যাসিন্থা, যাসিন্থা, একবার নীচে নামিয়া এস।"

যাসিন্থা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "ব্যাপার কি?"

লাম্‌রো বলিল, "ব্যাপার বড় গুরুতর; মরামানুষ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে; আলো জ্বালিয়া একবার দেউড়ীর দিকে যাও, একজন ইংরাজ ভদ্রলোকের সঙ্গে একটী স্ত্রীলোক আসিয়াছেন; তাঁহার পরিচর্য্যা করা আবশ্যক।"

যাসিন্থা আলো জ্বালিয়া বর্কোরার অভ্যর্থনা করিতে গেল; সে বর্কোরার মুখের দিকে চাহিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "কি আশ্চর্য্য! আপনার নাম কি?"

বর্কোরা বলিলেন, "এ কথার উত্তর দেওয়া বড় কঠিন, কারণ, আমি আমার নাম জানি না।"

যাসিন্থা স্তম্ভিতভাবে জড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মনে ভয়-বৃদ্ধি হইল, কিন্তু তাহার মনের ভাব ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বর্কোরা তাহার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি বলিলেন, "যদি আমাকে আশ্রয়

দিতে তোমাদের আপত্তি থাকে, তাহা হইলে আমি এখান হইতে চলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছি।"

যাসিন্থা বলিল, "না, না, যদি আমি কিছু অশিষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকি, আপনি সে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। আপনাকে যাইতে হইবে না; আপনি এখানে থাকিলে আমরা বড় আনন্দিত হইব, যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের প্রভু এখানে ফিরিয়া না আসেন, কতদিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারেন।"

লাম্‌রো ঠিক সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আপনি কিছু মনে করিবেন না, এখানে কোন অপরিচিত লোককে আশ্রয়দান করিতে আমার প্রভুর নিষেধ আছে।"

বর্ব্বোরা লাম্‌রোকে বলিলেন, "ভাবে বোধ হইতেছে, তুমি আমাকে চেন, কিন্তু পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে যে কখনও আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, এরূপ মনে হয় না।"

লাম্‌রোকে বলিল, "আপনাকে দেখিবামাত্র আমাদের মনে হইয়াছিল— কি মনে হইয়াছিল, সে কথা বলিয়া আর কাজ নাই, যাহা হউক্, দেখিতেছি, ইহা আমাদের ভুল হইয়াছিল, যাসিন্থা, ইহাঁদিগকে উপরে লইয়া যাও।"

পল বর্ব্বোরাকে মৃদুস্বরে বলিলেন, "ইহারা অদ্ভুত প্রকৃতির লোক দেখিতেছি, কিন্তু বোধ হয় বিশ্বাসী, আমার বিশ্বাস, আপনি এখানে নিরাপদে থাকিতে পারিবেন।"

অনন্তর চলিতে চলিতে পল লাম্‌রোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই স্ত্রীলোকটী কি তোমার স্ত্রী?"

লাম্‌রোকে বলিল, "হাঁ, আমার স্ত্রী বলিয়াই মনে করিয়া লইতে পার, কিন্তু পাদরী ডাকিয়া আমার বিবাহ হয় নাই। এই স্ত্রীলোকটীর উপর আমার সম্পূর্ণ অধিকার। জানিনার দাসীহাটে পাঁচশত টাকা দিয়া আমি

ইহাকে ক্রয় করিয়াছিলাম ; দামটা অতিরিক্ত হইয়াছিল বলিয়াই আমার মনে হয়, কারণ, এই মূল্যে আমি কোন সুন্দরী কাকেশিয়ান যুবতীকে কিনিতে পারিতাম ; কিন্তু শুশ্রূষাকার্য্যে ও রন্ধনবিদ্যায় যাসিন্থা যেরূপ পারদর্শিনী,তাহাতে ইহাকে বৃদ্ধবয়সের সঙ্গিনী করিয়া ঠকি নাই বোধ হয়।”

যাসিন্থার পরিচ্ছদ রোমক ধরণের হইলেও, পল কথায় বার্ত্তায় বুঝিয়া লইলেন, সে কোন জাতীয়া রমণী। পল তাহাকে সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি ইংরাজ-রমণী ?”

যাসিন্থা বলিল,“হাঁ মহাশয়, আমি ইংরাজকন্যা।” তার পর সে সংক্ষেপে তাহার জীবনের ইতিহাস বর্ণন করিল ; সে বলিল, একজন ইংরাজ ডাক্তারের অধীনে কনষ্টাণ্টিনোপোলনগরে সে ধাত্রীর কার্য্য করিত, ছুটী লইয়া বাড়ী ফিরিবার সময় সে তুর্কীর জলদস্যুদের হাতে পড়ে ; তাহারা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া জানিনার দাসীহাটে বিক্রয় করিয়া আসে,লাম্‌ব্রো তাহাকে ক্রয় করিয়া নেভোদুর্গে লইয়া যায়।—জানিনার দাসীহাটে একজন ইংরাজকন্যা দাসীরূপে বিক্রীত হইয়াছে, পল এ কথা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি সন্ধানে জানিলেন. এই দাসীর আসল নাম উইনিফ্রেড পাওয়ার ; কিন্তু লাম্‌ব্রো তাহাকে যাসিন্থা বলিয়া ডাকিত। কথায় কথায় প্রকাশ হইল, পল ইংলণ্ডে সেই দাসীর বাসগ্রামের সহিত পরিচিত ছিলেন ; যাসিন্থা পলের মুখে দেশের কথা শুনিয়া তাহার পূর্ব্বস্মৃতি মনে পড়িয়া গেল, তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল ; সে বলিল, “দেশের কথা আর আমাকে বলিবেন না, তাহা শুনিলে আমার মনে বড় কষ্ট হয় ; সময় সময় আমি জানালায় বসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখি ;—দেখিতে পাই, টিষ্টী হইতে কত জাহাজ আমার স্বদেশের দিকে যাইতেছে, জাহাজে উঠিয়া কয়েকদিন মাত্র অপেক্ষা করিলেই সেখানে উপস্থিত হওয়া যায়, কিন্তু আমার পক্ষে তাহা অসম্ভব, হাত বাড়াইয়া চাঁদ ধরা যেমন অসম্ভব, আমার পক্ষে স্বদেশে উপস্থিত হওয়াও সেইরূপ অসম্ভব।”

যাসিন্থার কথা লাম্‌রোর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, সে রাগ করিয়া বলিল, "তোর এখানে দুঃখ কি? তুই তো ভালই আছিস্; আমি তোকে টাকা দিয়া কিনিয়াছি, যতদিন বাঁচিব, তোকে আমার কাছে থাকিতে হইবে; আমি না কিনিয়া তোকে যদি কোন তুর্কী কিনিয়া লইয়া যাইত, তাহা হইলে তোর দুর্দ্দশার সীমা থাকিত না; কিন্তু আমি তোকে কত যত্নে রাখিয়াছি, রাজার মত খাইতেছিস্, রাণীর মত পোষাক পরিতেছিস্, আমি যখন মরিব, তখন আমার সর্ব্বস্বের অধিকারিণী হইয়া তুই স্বদেশে যাইতে পারিবি, ইহার অধিক আর কি চাহিস? এখন যা, এই রমণীটীর ও ভদ্রলোকটীর আহারের যোগাড় করিয়া দে।"

যাসিন্থা যথাসময়ে বর্ব্বোরা ও পলকে ভোজনগৃহে লইয়া গেল; সে গৃহের সজ্জা ও বিবিধ আহারোপকরণ দেখিয়া তাঁহারা উভয়েই বিস্মিত হইলেন, টেবিলে যে সকল ছুরী, কাঁটা, প্লেট ও পেয়ালা প্রভৃতি সজ্জিত ছিল, তাহা সাধারণতঃ রাজার ভোজনগৃহেও দেখা যায় না। লাম্‌রো ও তাহার বাঁদী যথাসাধ্য যত্নের সহিত অতিথি-সৎকার করিল।

আহারের পর তৃপ্তমনে চুরুট টানিতে টানিতে পল, লাম্‌রোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সম্পত্তি কি ইতালীর মার্ক্‌ইস আর্সিনের নয়?"

লাম্‌রো বলিল, "হাঁ, তাঁহারই ছিল বটে, কিন্তু শত বৎসর পূর্ব্বে মার্ক্‌ইস ইচ্ছা আমার বর্ত্তমান মনিবের কাছে বিক্রয় করিয়াছেন, ক্রয়-বিক্রয়-কার্য্যটী গোপনেই সম্পন্ন হইয়াছিল।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপনে কেন?"

লাম্‌রো বলিল, "আমার মনিব সকল কাজই গোপনে করিয়া থাকেন।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মনিবের নাম কি?"

লাম্‌রো বলিল, "তাঁহার নাম বলিতে নিষেধ আছে।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে তিনি যখন না থাকেন, তখন আর কোথায় থাকেন?"

লাম্‌রো বলিল, "সে কথা তিনি আমাকে কোন দিন বলেন নাই।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোন্ দেশের লোক?"

লাম্‌রো বলিল, "তাহাও আমার জানা নাই।"

পলের কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মনিব এখানে বৎসরে কয়বার আসেন?"

লাম্‌রো বলিল, "বৎসরে একবার, দুইবার।"

পল বলিলেন, "আমি যখন প্রথমে তোমাদের দেউড়ীতে ধাক্কা দিই, সেই সময় তোমার কথার ভাবে বোধ হইয়াছিল, আজ তুমি তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলে?"

লাম্‌রো বলিল, "এ কথা যথার্থ, তিনি যে কবে কখন্ এখানে আসিবেন, তাহা কিছুই নির্দ্দিষ্ট থাকে না। আমাকে সকল সময়ই তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকিতে হয়; চিঠিপত্রে তিনি আমাদিগকে তাঁহার আগমনের সংবাদ জানান না, হঠাৎ আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিলেই বুঝিতে পারি, তিনি আসিয়াছেন। আজ রাত্রেও তিনি আসিতে পারেন, আবার হয় ত এখন ছয়মাস না আসিতেও পারেন; কিন্তু তিনি আসুন বা না আসুন, তাঁহার জন্য আহার্য্যদ্রব্য ও শয্যা সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখিতে হয়। আমার প্রভু বড় সহজ লোক নহেন।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে আসিয়া কত দিন তিনি বাস করেন?"

লাম্‌রো বলিল, "তাহা তাঁহার সঙ্গীর ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "সঙ্গী কে? তাঁহার স্ত্রী কি?"

লাম্‌রো হাসিয়া বলিল, "আমার প্রভু বিবাহ করেন নাই; তিনি চিরকুমার থাকিবেন; তিনি যে সম্প্রদায়ের লোক, সে সম্প্রদায় স্ত্রীলোকের সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক রাখে না।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কি জন্য এখানে আসেন?"

লাম্‌রো কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আমার প্রভুর গুপ্তকথা জানিবার জন্য আপনি চেষ্টা করিবেন না।"

পল বলিলেন, "তুমি সত্যই বলিয়াছ; এ সকল কথা জানিবার আমার অধিকার নাই; তুমি কিছু মনে করিও না।"

এই সময় যাসিন্থা দীপ-হস্তে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বর্ব্বোরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি এখন শয়ন করিবেন?"

এই কথা শুনিয়া বর্ব্বোরা উঠিলেন; যাসিন্থা তাঁহাকে একটী সুসজ্জিত শয়নকক্ষে লইয়া গেল, এই শয়নকক্ষটী রাজমহিষীর শয়ন-কক্ষের ন্যায় সুসজ্জিত; গৃহসজ্জা দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, এই কক্ষে বিশ্রাম বা শয়নের জন্য যে কোন মুহূর্ত্তে কোন রমণী আসিতে পারেন,—যেন এই কক্ষে প্রত্যহ কেহ শয়ন করে।

বর্ব্বোরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার শয়নকক্ষটী আমাকে ছাড়িয়া দিতেছ, না?"

যাসিন্থা বলিল, "না না, আমি এ কক্ষে শয়ন করি না।"

বর্ব্বোরা কিছু বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া যাসিন্থার দিকে চাহিয়া রহিল। লাম্‌রো বলিয়াছিল, তাহার প্রভু স্ত্রীজাতির সহিত কোন সম্বন্ধ রাখে না; অথচ এই দুর্গে রমণীর বিশ্রাম ও শয়নের সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে, ইহার অর্থ কি? যাসিন্থার নিকট এ বিষয়ে তিনি দুই একটী প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না।

বর্ব্বোরা সেই আলোকিত কক্ষে শয়ন করিয়া প্রাচীরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটী প্রাচীরের এক স্থানে তিনি দেখিতে পাইলেন,

একটী বেগুণী রঙ্গের গালা দিয়া গোল মোহর করা রহিয়াছে, যাসিন্থাকে তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সে ইহার কোন উত্তর দিতে পারিল না বা দিল না। বর্কোরা উঠিয়া সেই গালা-মোহরের নিকট বাতী লইয়া গিয়া দেখিলেন, সেই মোহরের অদূরে একটী কাচময় ক্ষুদ্র দ্বার আছে, এই দ্বারের উপর একটী তারের জাল, সেই জালের প্রান্তভাগ গালা দিয়া আঁটা; গালার উপর একটী মেষ-শাবকের চিত্র। বর্কোরা ভাবিতে লাগিলেন, প্রাচীরের এ স্থানে এ ভাবে গালা-মোহর করিবার অর্থ কি? তিনি এ রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া কিছু অস্বচ্ছন্দ বোধ করিলেন, যাসিন্থাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্য কোন ঘরে আমার শয়নের ব্যবস্থা করিতে পার না?"

যাসিন্থা বলিল, "অন্য কুঠুরীগুলি কিছু সেতসেতে, কেন, এই কক্ষে শয়ন করিতে আপনার ভয় কি?"

এই গালার মোহর হইতে যে কোন ভয়ের কারণ আছে, তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া বর্কোরা সে কক্ষে শয়নে আর আপত্তি করিলেন না। তিনি গাত্রবস্ত্র অপসারিত করিয়া সুকোমল শুভ্র শয্যায় শয়ন করিলেন। ইতিমধ্যে যাসিন্থা একটা গ্লাসে করিয়া কি একটা কৃষ্ণবর্ণ আরক লইয়া বর্কোরার নিকট উপস্থিত হইল।

বর্কোরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও জিনিসটা কি?"

যাসিন্থা বলিল, "একটু কুইনাইন।"

বর্কোরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুইনাইন কি হইবে, আমার জন্য আনিয়াছ না কি?"

যাসিন্থা বলিল, "হাঁ, আপনার জন্যই আনিয়াছি, এটুকু খাইয়া রাখাই ভাল, এখানে কাহাকে কখন্ ম্যালেরিয়ায় ধরে, বলা যায় না।"

বর্কোরা বলিলেন, "জ্বরে ধরিলেই ত মুস্কিল। কাল আমাকে এক সময়

জাহাজে উপস্থিত হইতেই হইবে। যাহাতে আমার জ্বর না হয়, তাহার উপায় কর, এ জন্য যতখানি কুইনাইনের আবশ্যক, আমি খাইতে প্রস্তুত আছি।”

বর্ব্বোরা কুইনাইন খাইয়া শুইয়া পড়িলেন। যাসিন্থা পলের নিকট ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে বর্ব্বোর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, পল বিশেষ কিছু জানিতেন না, যতটুকু জানিতেন তাহা বলিয়া পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি যখন প্রথম বর্ব্বোরাকে দেখিলে, তখন চমকাইয়া উঠিয়াছিলে কেন?”

যাসিন্থা এ প্রশ্নের উত্তর দিবে কি না, তৎসম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতেছিল, এমন সময় লাম্‌রো তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, “তুই যদি কোন গুপ্তকথা প্রকাশ করিস্, তাহা হইলে আমি তোর মাথাটা কাটিয়া ফেলিব। অনেক রাত্রি হইয়াছে, এখন শুইতে যা, যেন আমার কথা স্মরণ থাকে।”

যাসিন্থা প্রস্থান করিলে, লাম্‌রো পলকে বলিল, “কাপ্তেন ক্রেসিংহাম আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন আর না করুন, আমরা সত্যই বলিতেছি, আপনার সঙ্গিনী এই যুবতীকে আমরা জীবনে আর কখনও দেখি নাই।”

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, “উহার ছবিও দেখ নাই কি?”

লাম্‌রো বলিল, “না, ছবিও দেখি নাই।”

পল কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যূষে যাসিন্থা শয্যা ত্যাগ করিয়া বর্ব্বোরার শয়নকক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইল, প্রথমে সে ধীরে ধীরে দ্বারে করাঘাত করিল; কিন্তু ভিতর হইতে বর্ব্বোরা দ্বার খুলিলেন না দেখিয়া অনেক ডাকাডাকির পর সে স্বয়ং কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

বর্ব্বোরা শয্যার উপর পড়িয়া প্রলাপ বকিতেছিলেন, শেষরাত্রে তিনি দুর্দ্দান্ত ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছেন। বর্ব্বোরা শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন, তাঁহার কেশরাশি বিশৃঙ্খলভাবে উপাধানে নিপতিত ছিল, তাঁহার নিশ্বাসে যেন আগুন বাহির হইতেছিল, চক্ষু দুটী রক্তবর্ণ, জ্বরের প্রকোপ অত্যন্ত অধিক। রাত্রে তিনি যে ভাষায় কথা কহিয়াছিলেন, প্রলাপঘোরে, তাঁহার মুখ দিয়া আর সে ভাষার কথা বাহির হইতেছিল না। এই কথাগুলি যাসিন্থার নিকট সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য মনে হইল।

যাসিন্থা ছুটিয়া গিয়া লাম্‌রোকে এ কথা জানাইল। লাম্‌রো বলিল, "রাত্রে খোলা মাঠে যে শুইয়া কাটাইয়াছে, তাহার ম্যালেরিয়া হইবে না ত কাহার হইবে? সন্ধ্যার পর ঘরের বাহির হইলেই ম্যালেরিয়া ধরে। বড়ই ফ্যাসাদে পড়া গেল দেখিতেছি। এখন যদি মনিব আসিয়া পড়েন, তা হলেই প্রতুল।"

যাসিন্থা বলিল, "তুমি একবার তাহার কাছে চল, তিনি যে কি ভাষায় কথা কহিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, আমার দিকে কাতরভাবে চাহিয়া বোধ হয় কোন অনুরোধ করিতেছিলেন, তুমি হয় ত বুঝিতে পারিবে।"

যাসিন্থার কথা শুনিয়া লাম্‌রো বর্ব্বোরার কক্ষে উপস্থিত হইল, লাম্‌রো বহু-ভাষাবিৎ ছিল, সে বলকান্ উপদ্বীপের অধিকাংশ প্রদেশেই বহুদিন ধরিয়া ঘুরিয়াছিল, সুতরাং ডানিয়ুব নদী হইতে মায়না নদী পর্য্যন্ত

সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের অধিবাসিগণ যে সকল ভাষায় কথা কহিত, তাহা তাহার জানা ছিল; কিন্তু বর্ব্বোরা কোন্ ভাষায় কথা কহিতেছেন, তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না; অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে বর্ব্বোরার প্রলাপ শুনিয়া বলিল, "এ ত দেখিতেছি, রোমক, তুর্ক বা আলবানি কোন ভাষাই নয়।"

ইতিমধ্যে বর্ব্বোরার মুখ হইতে 'রা ভেনা' এই শব্দটী উচ্চারিত হইল, তাহা শুনিয়া বৃদ্ধ লাম্‌রো বলিল, "ইনি এ নাম কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, বুঝিতে পারিতেছি না।"

লাম্‌রো পলের শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বর্ব্বোরার পীড়ার সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। পল শয্যা হইতে সবেগে লাফাইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "বল কি?"

লাম্‌রো বলিল, "আমি কোন অসম্ভব কথা বলি নাই, বোধ হয়, শেষ-রাত্রে তাঁহাকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে, আপনাদের কয় সপ্তাহ যে জারায় যাওয়া হইবে না, তাহা বলিতে পারি না; কিছু দিন তাঁহাকে উত্থানশক্তি-রহিত হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে। আমার মনিব মহাশয় যদি হঠাৎ আসিয়া পড়েন, তাহা হইলে আমার আর প্রাণ বাঁচবে না। তিনি আমাকে স্পষ্টাক্ষরে আদেশ দিয়াছেন, কোন অপরিচিত লোককে এ দুর্গে প্রবেশ করিতে দিও না। আমি তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি, ইহার ফল অবশ্যই আমাকে ভোগ করিতে হইবে।"

পল সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "নিকটে কোথায় ডাক্তার পাওয়া যায়? আমি এখনই একজন ডাক্তার চাই।"

লাম্‌রো বলিল, "আপনি ডাক্তারের সাহায্যে এ রোগ আরোগ্যের চেষ্টা করিবেন না, ডাক্তার কিছুই করিতে পারিবে না, রোগী মারা যাইবে, আপনি যাসিন্থার উপর উহাঁর পরিচর্য্যার ভার দেন, কোন চিন্তা করিবেন না।"

পল বর্ব্বোরাকে দেখিতে যাইতেছেন, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে যাসিন্থার

সহিত তাঁহার দেখা হইল। তিনি তাহাকে বর্ব্বোরা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে যাসিন্থো গম্ভীরস্বরে বলিল, "তাঁর অবস্থা যে খুব সঙ্কটাপন্ন, এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই, তবে আমার ভরসা আছে। পরিচর্য্যার গুণে আমি তাঁহাকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারিব। কনষ্টাণ্টিনোপলে রোগীর শুশ্রূষাই আমার প্রধান কর্ম্ম ছিল, জ্বরে কি ভাবে চিকিৎসা চালাইতে হয়, ডাক্তারেরা আমা অপেক্ষা তাহা যে ভাল জানে, এরূপ নয়, ইনি আরোগ্যলাভ করা পর্য্যন্ত আপনি কি এখানেই থাকিবেন?"

পল সম্মতিসূচক মাথা নাড়িলেন। যাসিন্থ বলিল, "এই যুবতীর সহিত আপনার এমন পরিচয় নাই বটে, কিন্তু আপনিই তাঁহাকে এখানে আনিয়াছেন, এবং আপনিই তাঁহার রক্ষক; সুতরাং তাঁহার বিপদে আপদে আপনিই দায়ী, ইঁহার রোগের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে হয় ত কোন বিপদ্ ঘটিতে পারে। ইতিমধ্যে আমার প্রভু উপস্থিত হইলে মহা অনর্থপাতের আশঙ্কা আছে।"

দেখিতে দেখিতে কয়েক দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু বর্ব্বোরার জ্বর উপশম হওয়া দূরের কথা, ক্রমেই তাহা বাড়িতে লাগিল; ক্রমে তিনি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থানে উপস্থিত হইলেন। যাহা হউক, আরও কয়েক দিন পরে যাসিন্থ পলকে বলিল, বর্ব্বোরার আর প্রাণের আশঙ্কা নাই; শীঘ্র না হউক, কিছু বিলম্বেও তিনি সারিতে পারিবেন।"

পলের একাকী এ ভাবে আর দিন কাটে না; সময় কিছুতেই কাটে না দেখিয়া তিনি লাম্‌রোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে পড়িবার মত কোন বই নাই?"

লাম্‌রো বলিল, "পুস্তকের অভাব কি, কিন্তু কোন পুস্তক বাহিরে নাই, আমার মনিবের পাঠগৃহে তাহা আবদ্ধ আছে। তিনি এখান হইতে যাইবার সময় সেই কক্ষ বন্ধ করিয়া তাহার চাবী নিজে লইয়া যান।"

পল লাম্‌রোর মনিবের সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন কথাই জানিতে পারেন

নাই; তাঁহার সম্বন্ধে সকল কথাই পলের নিকট রহস্যাবৃত বোধ হইতে লাগিল। পাঠগৃহটী এ ভাবে বন্ধ করিয়া যাইবার কারণ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার কৌতূহল অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। পরদিন লাম্‌রো যখন কোন কাজে দুর্গের বাহিরে চলিয়া গেল, এবং যাসিন্থা বর্ব্বোরার পরিচর্য্যায় রত হইল, সেই সময় পল তেতালায় উঠিলেন, পাঠগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ওককাষ্ঠনির্ম্মিত দ্বার সুবৃহৎ তালায় আবদ্ধ। তিনি সে কক্ষে প্রবেশের কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না, তিনি এই কক্ষের আরও বিশেষত্ব দেখিলেন যে, দরজার কব্জাগুলি উপরে বেগুণী রঙ্গের গালার উপর মোহরাঙ্কিত, মোহরের উপর মেষশাবকের ছবি, কেহ কোনরূপে কব্জা খুলিয়া যাহাতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে না পারে, সেই জন্যই এইরূপ সাবধানতা অবলম্বিত হইয়াছিল।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া পলের কৌতূহল ক্রমে সন্দেহে পরিণত হইল, তিনি যাসিন্থার নিকট আসিয়া কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে কক্ষে তোমাদের মনিব পড়াশুনা করেন, সেই কক্ষের দ্বারগুলি এ ভাবে আবদ্ধ কেন? ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গুপ্ত রহস্য আছে; তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।"

যাসিন্থা সভয়ে বলিল, "ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না, লাম্‌রোকে জিজ্ঞাসা করিলে ঠিক উত্তর পাইতে পারিবেন।"

পল বলিলেন, "লাম্‌রো আমার কাছে কোন কথা ভাঙ্গিবে না।"

যাসিন্থা বলিল, "আপনাকে এ সকল কথা বলিতে আমার সাহস হয় না।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত ভয় কিসের?"

যাসিন্থা বলিল, "আমি যদি গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া দিই, তাহা হইলে লাম্‌রো আমার প্রাণবধ করিবে, আপনার সাক্ষাতেই সে আমাকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছে, তদ্ভিন্ন আমার মুখ হইতে কোন গুপ্তকথা

প্রকাশিত হইবে না, এই মর্ম্মে ইতিপূর্ব্বে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, প্রাণের ভয় না থাকিলেও আমি সে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিতাম না, আপনার নিকট আমার অনুরোধ, আপনি এই দুর্গ বা দুর্গস্বামী সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না।"

বর্ব্বোরা ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিলেন, অবশেষে তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া দুই এক পা যাইতে সমর্থ হইলেন, তাহা দেখিয়া পলের আনন্দের সীমা রহিল না। পল তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি যে এতদিনে সারিয়া উঠিলেন, ইহা বড়ই আনন্দের কথা।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "কিন্তু এখনও আমি বড় দুর্ব্বল। যে রাত্রে আপনি আমাকে সঙ্গে লইয়া অরণ্যের ভিতর হইতে এখানে আসিলেন, সেই দিন যদি আমি আপনার সহায়তা গ্রহণ না করিতাম, তাহা হইলে বনের মধ্যেই আমার মৃত্যু হইত। এমন ভয়ঙ্কর জ্বরে আশ্রয়হীনভাবে আপনার দয়ায় আমি জীবন লাভ করিয়াছি; আপনার নিকট উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, আমার এরূপ শক্তি নাই।"

পল বলিলেন, "যাসিন্থার শুশ্রূষায় আপনি মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, এজন্য আপনি তাহার নিকটেই কৃতজ্ঞ, আমি আপনার বিশেষ কোন উপকার করি নাই; সুতরাং আপনার কৃতজ্ঞতার দাবী করিতে পারি না।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "যাসিন্থাকে কিছু বক্‌সীস দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে পুরস্কারগ্রহণে সম্মত নয়; সে বলে, সে তাহার কর্ত্তব্য মাত্র পালন করিয়াছে, এজন্য সে পুরস্কার লইতে পারিবে না।"

পল বলিলেন, "আজ প্রায় ছয় সপ্তাহ হইল বনের মধ্যে আপনার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "এতদিন কি আপনি আমার আরোগ্যের প্রতীক্ষায় এই দুর্গেই বাস করিতেছেন?"

পল বলিলেন, "আমি আপনার নিকট প্রতিশ্রুত আছি, আপনাকে জারায় পৌছাইয়া দিব; আমি আমার সেই অঙ্গীকার রক্ষা করিতে চাই।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "আমার জন্য আপনাকে বোধ হয় বিস্তর ক্ষতি সহ্য করিতে হইল।"

"পল বলিলেন, "না, না, আপনি এরূপ মনে করিবেন না; আমি এখন ছুটীতে আছি, আমার সময় আপনার কার্য্যে ব্যয় করিতে পারিলেই সুখী হইব। পাছে আপনার অনুসন্ধানকারীর দল সন্ধান পাইয়া হঠাৎ এখানে আসিয়া উপস্থিত হয় ও আপনাকে বিপন্ন করে, এই ভয়ে আমি কোন দিন এখান হইতে স্থানান্তরে যাই নাই।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "ধরা পড়িবার ভয়ে রোগের সময়েও আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে কাল কাটাইয়াছি। আমার ভয় ছিল, হয় ত সেই অবস্থাতেই তাহারা আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে, কিন্তু ছয় সপ্তাহের মধ্যেও যখন কেহ আমার সন্ধানে আসিল না, তখন বোধ হয়, আমার বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু যদি তাহারা আসিয়া পড়িত, তা হ'লে আপনি কি করিতেন?"

পল বলিলেন, "বীরের মত যুদ্ধ করিতাম।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "কিন্তু যদি তাহারা সংখ্যায় দশ বারজন কি ততোধিক হইত?"

পল বলিলেন, "তাহাতে ক্ষতি কি? আমি স্বয়ং যুদ্ধব্যবসায়ী, আমি আমার সহায়, আমার বন্দুকের লক্ষ্য অব্যর্থ, তদ্ভিন্ন লাম্‌রোও অস্ত্রচালনায় অনভ্যস্ত নহে, বিশেষতঃ এই দুর্গ অত্যন্ত সুদৃঢ়, অল্প লোকে ইহা আক্রমণ করিয়া দুর্গের ভিতর হইতে কাহাকেও বাহির করিয়া লইয়া যাইবে, তাহার সম্ভাবনা নাই। দুর্গের উপর হইতে শত্রুদলের উপর যদি গুলীবর্ষণ করা যায়, তাহা হইলে দুই একজন লোকেই বহুসংখ্যক শত্রু ধ্বংস করিতে পারে,

তদ্ভিন্ন এই দুর্গে যে বারটী বড় বড় শীকারী কুকুর আছে, দশ লোককে দুর্গদ্বার হইতে বিতাড়িত করা তাহাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নয়।”

বর্ব্বোরা বলিলেন, “দেখিতেছি, আপনারা আমার রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতেও প্রস্তুত, কিন্তু আপনাদের জীবন বিপন্ন করা অপেক্ষা শত্রু-হস্তে আমার বন্দিনী হওয়াও ভাল।”

পল প্রশংসমান-নেত্রে বর্ব্বোরার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, বর্ব্বোরা সেদিন একটা নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন; অতি সূক্ষ্ম সুকোমল শুভ্র রেশম ও মস্লীনে এই পরিচ্ছদটী প্রস্তুত এবং তাহাতে শিল্পনৈপুণ্যের অভাব নাই। পল দেখিলেন, এই সম্পূর্ণ নূতন পরিচ্ছদটীর দক্ষিণ হস্তের আস্তীনের কিয়দংশ লম্বাভাবে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, যেন তাহা কাঁটায় বাধিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে; এই ছিন্ন অংশ এ পর্য্যন্ত কেন মেরামত করা হয় নাই, পল তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, ব্যাপারটী যৎসামান্য বটে, কিন্তু এই কথাটী পল অনেক দিন মনে রাখিয়াছিলেন, তাঁহার মনে পড়িল, বর্ব্বোরা যখন তাঁহার সহিত এই দুর্গে উপস্থিত হন, এ পরিচ্ছদ তখন তাঁহার সঙ্গে ছিল না। পরিচ্ছদটী কোথা হইতে আসিল, পল তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

বর্ব্বোরা তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “আপনি বোধ হয়, আমার অঙ্গে এই পরিচ্ছদটী দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইয়াছেন, বোধ হয় ভাবিতেছেন, এ পোষাক আমি কোথায় পাইলাম? পোষাকটী যাসিন্থা আমাকে দিয়াছে। যাসিন্থা একটা পুরাতন বাক্স খুলিয়া ইহা আমাকে দিয়াছিল। পোষাকটী পরিয়া আমার মনে হইয়াছিল, যেন ইহা আমার গায়ের মাপ লইয়া প্রস্তুত করান, ইহার কোন অংশ বিন্দুমাত্র ঢিলা বা টান হয় নাই, এ পোষাকটী অন্য কাহারও জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল, কিন্তু অন্যের পোষাক আমার গায়ে ঠিক লাগিল, ইহা কি আপনার নিকট কিছু বিস্ময়-

কর বোধ হইতেছে না ? আমি প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, হয় ত কোন জাহাজ সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছিল। এ পোষাক সেই জাহাজের কোন আরোহিণীর; মৃত ব্যক্তির পরিচ্ছদ পরিধানে আমার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না; কিন্তু যাসিন্থা আমাকে বলিয়াছিল, এ পোষাক সেরূপে তাহার হস্তগত হয় নাই। কেবল এ পোষাক নহে, যাসিন্থা আমাকে কেমন এক জোড়া নূতন সাটিনের জুতা উপহার দিয়াছে দেখুন, ইহাও আমার পায়ে চমৎকার বসিয়াছে। আমার এখানে আর কোন অসুবিধা নাই, কেবল যে কক্ষে আমি শয়ন করি, সেই কক্ষটীতে শয়ন করিতে আমার কেমন অস্বচ্ছন্দ বোধ হয়; সেই কক্ষের প্রাচীরে এক স্থানে গালা মোহর করা আছে; সে দিন রাত্রে শুইয়া শুইয়া এই গালা-মোহরটীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে আমার মনে হইল যেন, সেই গালা-মোহরকরা অংশটুকু পেলেনের ভিতর হইতে চলিয়া যাইতেছে এবং তাহার সঙ্গে আমাকেও আকর্ষণ করিতেছে; প্রাচীরের ভিতর দিয়া যেন তাহা আমাকে কোথা টানিয়া লইয়া যাইবে। ইহার পর প্রতি রাত্রে আমার মনে একটী আশঙ্কার উদ্রেক হয়, আমি স্বচ্ছন্দরূপে নিদ্রা যাইতে পারি না, মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠি।"

পল বলিলেন, "ও কিছু নয়, মস্তিষ্কের বিকৃত কল্পনা মাত্র। আমি ম্যালেরিয়ায় অনেক ভুগিয়াছি, সুতরাং এ সম্বন্ধে ভুক্তভোগী। আপনি কিরূপ গালা-মোহরের কথা বলিতেছেন ?"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "তাহার বেগুনী রঙ্গ, মোহরের উপর মেষশাবকের একটী চিত্র অঙ্কিত, মেষশাবকের স্কন্ধে একটী পতাকা। এই কক্ষে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিতে আমার সাহস হয় না; যদি আরও দুই চারিদিন এ কক্ষে বাস করিতে হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই পাগল হইয়া যাইব। সুতরাং আমি স্থির করিয়াছি, আমি এখন হইতে অন্য কোন একটী কক্ষে শয়ন করিব। কিন্তু দেখিতেছি, আমি শয়নকক্ষ পরিবর্ত্তিত করি, ইহা যাসিন্থার ইচ্ছা নহে।"

পল সেই দিন যাসিন্থাকে বলিলেন, বর্ব্বোরার যখন সেই কক্ষে শয়নের ইচ্ছা নাই, তখন তাঁহার শয়নের জন্য অন্য একটী কক্ষ নির্দ্দিষ্ট করাই উচিত।” যাসিন্থা এ প্রস্তাবে আর কোন আপত্তি করিল না।

সেই রাত্রে সকলে নিদ্রামগ্ন হইলে পল তাহার বন্দুক ও একটী ল্যাম্প লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, বর্ব্বোরা যে গালা-মোহরের কথা বলিয়াছিলেন তাহা সহজেই তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি দেখিলেন, দুর্গস্বামীর পাঠগৃহের দরজা-সমূহের কব্জায় যেভাবে মোহর করা ছিল, এ মোহরটীও অবিকল সেইরূপ।

পল দীপ নির্ব্বাণ করিয়া সেই মোহরযুক্ত পেলেনের অদূরে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন এবং বর্ব্বোরার কক্ষপরিবর্ত্তনে প্রকৃতই কোন কারণ আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে বসিয়া রহিলেন।

ক্রমে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল, পূর্ব্বাকাশে উষার আলোকচিহ্ন সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল, কাচের দ্বার ও বাতায়নের ভিতর দিয়া সেই আলোক কক্ষমধ্যে প্রতিবিম্বিত হইল; কিন্তু পল সমস্ত রাত্রি একভাবে সেখানে বসিয়া থাকিয়াও বর্ব্বোরার ভয় বা সন্দেহের কোন কারণ আবিষ্কৃত করিতে পারিলেন না।

পরদিন বর্ব্বোরা পলকে বলিলেন, “শয়নকক্ষ পরিবর্ত্তিত করিয়া কাল রাত্রে আমার বেশ সুনিদ্রা হইয়াছিল, আমি বোধ হয়, শীঘ্রই সবল হইয়া চলিতে পারিব।”

পল যে তাঁহার পূর্ব্বাধিকৃত শয়নকক্ষটী রাত্রে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, সে কথা বর্ব্বোরার নিকট প্রকাশ করিলেন না।

কয়েক দিন পরে বর্ব্বোরা অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও সবল হইয়া পলের হাত ধরিয়া দুর্গের বাহিরে ইতস্ততঃ বেড়াইতে সমর্থ হইলেন; ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, ততই তাঁহাদের ভ্রমণের সময় বর্দ্ধিত

হইতে লাগিল; তাঁহারা কখনও সমুদ্রতীরে দীর্ঘকাল ধরিয়া ভ্রমণ করিতেন, কখনও পাইনবৃক্ষপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ অরণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, পল বর্ব্বোরাকে ক্ষণকালের জন্য চক্ষুর অন্তরাল হইতে দিতেন না। প্রথমে একাকী নিজের পায়ে ভর দিয়া চলিতে কষ্ট হইত বলিয়া বর্ব্বোরা পলের স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া চলিতেন, কিন্তু ক্রমে অভ্যস্ত হওয়ায় সবল হইয়াও তিনি এ অভ্যাস পরিত্যাগ করিলেন না।

এই সময়ের মধ্যে পল বর্ব্বোরার সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে পারিয়াছিলেন; বর্ব্বোরার সহিত কথা কহিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই যুবতী অসামান্যা বিদুষী; এবং ইহাঁর শিক্ষা সাধারণ রমণীর শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বর্ব্বোরা কবিতা, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, সূচিবিদ্যা প্রভৃতি রমণীজনজ্ঞাতব্য বহু বিষয়ে তেমন শিক্ষালাভ করেন নাই। এ সকল বিষয়ে তিনি সাধারণ রমণীগণ অপেক্ষা অনেক হীন ছিলেন বটে, কিন্তু গণিতশাস্ত্রে, তর্কশাস্ত্রে ও রাজনীতিতে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল; এতদ্ভিন্ন অর্থব্যবহার, পুরাতত্ত্ব তিনি ভাল না বুঝিলেও ইউরোপের বর্ত্তমান ইতিহাস ও রাজনৈতিক সমস্যা তিনি সুন্দররূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, ইউরোপের বিভিন্ন রাজবংশের সকল সংবাদই তিনি রাখিতেন; ইউরোপের নেতৃস্থানীয় রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণের জীবনবৃত্তান্ত ও চরিত্রগত বিশেষত্ব তিনি উত্তমরূপে জানিতেন; পোলাণ্ডের, রুশিয়ার ও অন্যান্য অনেক দেশের ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। কাথলিক ধর্ম্মের নিগূঢ় ব্যাখ্যা তাঁহার সুবিদিত ছিল; অথচ বর্ব্বোরার বয়স তখনও কুড়ি বৎসর পূর্ণ হয় নাই; সুতরাং পল ভাবিলেন, বর্ব্বোরার শিক্ষা অত্যন্ত শৈশবেই আরম্ভ হইয়াছে।

বর্ব্বোরার শিক্ষার ও জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া পল বুঝিলেন, কোন দেশের নেতৃত্ব করিতে হইলে যেরূপ শিক্ষার আবশ্যক, বর্ব্বোরা সেই-

রূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন; যাঁহারা বর্ব্বোরাকে শৈশবকালাবধি এই ভাবে শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের এরূপ শিক্ষাদানের কি উদ্দেশ্য ছিল, পল অনেক চিন্তা করিয়াও তাহা স্থির করিতে পারিলেন না, বর্ব্বোরাও স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া সে কথা তাঁহাকে বলিলেন না, বর্ব্বোরা তাঁহার অতীত জীবনের কথা তখন পর্য্যন্ত পলের অজ্ঞাত রাখিয়াছিলেন; সেই কাহিনী জানিবার জন্য পল অধীর হইয়া উঠিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কিছু দিনের মধ্যে বর্ব্বোরা সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন, তখন তাঁহার কিংবা পলের সেই দুর্গে বাস করিবার আর কোন আবশ্যক ছিল না, কিন্তু তথাপি তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় সেখানে বাস করিতে লাগিলেন, ল্যাম্‌ব্রো তাহাতে আপত্তি করিল না; তাঁহাদের সেখানে অবস্থানে যাসিন্থা মনে মনে আনন্দিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রভু আসিয়া কি বলিবেন ভাবিয়া তাহারা উভয়ে মধ্যে মধ্যে চিন্তিত হইত।

বর্ব্বোরা কিছু দিনের মধ্যেই সেই অন্ধকারপূর্ণ নিরানন্দময় দুর্গের প্রাণস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন; এমন কি, কঠোরহৃদয় লাম্‌-ব্রোর হৃদয়ও স্নেহরসে সিঞ্চিত হইয়াছিল।

সমস্ত দিন সমুদ্রতীরে, প্রান্তরপ্রান্তে বা অরণ্যমধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বর্ব্বোরা ও পল সন্ধ্যাকালে দুর্গে বসিয়া লাম্‌ব্রোর সহিত গ্রীকযুদ্ধ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। একদিন কথায় কথায় বর্ব্বোরা বলিলেন, "বাহুবলে একদিন গ্রীকজাতি তাহাদের স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল; গ্রীক যাহা করিতে পারিয়াছিল, পোলাণ্ড তাহা না পারিবে কেন?"

পল বর্ব্বোরাকে সহাস্যে বলিলেন, "আপনার বাসস্থান যে পোলাণ্ড, তাহা আমি জানিতাম না।"

বর্ব্বোরা কহিলেন, "হাঁ, আমি পোলাণ্ডকামিনী; আমার পক্ষে তাহা গৌরবের কথা।"

পল বলিলেন, "পোলাণ্ড স্বাধীনতা লাভ করে, ইহাই আমার ইচ্ছা।"

বর্ব্বোরা স্বদেশপ্রেমে উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "পোলাণ্ড আবার স্বাধীন হইবে। পোলাণ্ডের লোকের বিশ্বাস, তাহাদের আর আশা

নাই, দুর্গতির অন্ধতমাচ্ছন্ন রাত্রির আর বুঝি অবসান হইবে না। চিরদিন তাহারা রুস-সম্রাটের লৌহশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত থাকিবে, কিন্তু না, ইহা সত্য নহে। পোলাণ্ডের রাজদণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া এখন ক্রেমনিনের রাজভাণ্ডারে আবদ্ধ আছে বটে, কিন্তু পোলাণ্ডের অধিবাসিবর্গের হৃদয় এখনও স্বদেশপ্রেমে উচ্ছ্বসিত। এক এক সময় আমার মনে হয়, বিধাতা যদি আমাকে নারী না করিয়া পুরুষ করিয়া পাঠাইতেন, তাহা হইলে আমি তরবারি-হস্তে মাতৃভূমির রক্ষার জন্য অগ্রসর হইতাম, রাজকন্যা রাজিভিন স্বদেশরক্ষার জন্য অশ্বারোহণে রুস-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, আমি কি তাহাতে অসমর্থ?"

এই ভাবে নানা কথায় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কাটিয়া যাইত। একদিন অপরাহ্নে বর্কোরা পলকে বলিলেন, "এই দুর্গে বেশ লুকাইবার স্থান আছে, যদি আমাকে এক মিনিট সময় দেন, তাহা হইলে বাহিরে না যাইয়াও আমি এমন স্থানে লুকাইব যে, আপনারা আমাকে খুঁজিয়া পাইবেন না।"

পল, লাম্‌রো ও যাসিস্থা বর্কোরার প্রস্তাবে সম্মত হইলে, বর্কোরা উঠিয়া দ্রুতবেগে অপ্রদর হইলেন; ঠিক এক মিনিট পরে তিনজনে তাঁহার সন্ধানে চলিলেন।

সকলে বর্কোরাকে আধ ঘণ্টা ধরিয়া নানা স্থানে খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে পাওয়া গেল না, তাহার পর তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আপনি কোথায় আছেন, বাহির হইয়া আসুন, আমরা পরাজয় স্বীকার করিলাম।" কিন্তু বর্কোরার কোন উত্তর পাওয়া গেল না; সন্ধ্যা হইয়া আসিল, কিন্তু বর্কোরার সন্ধান মিলিল না।

তৃতীয়বার অনুসন্ধানের পরও যখন তাঁহাকে পাওয়া গেল না,

তখন পল দুর্গাধিপতির পাঠগৃহের সম্মুখে আসিয়া লাম্‌রোকে বলিলেন, "তিনি ত এ কক্ষে লুকাইয়া নাই ?"

লাম্‌রো বলিল, "অসম্ভব, দরজার চাবী বন্ধ, কব্জার গালা-মোহর-গুলি অবিকৃত রহিয়াছে।"

পল বলিলেন, "কিন্তু যে কক্ষে উনি শয়ন করিতেন, সেই কক্ষ হইতে এই কক্ষে আসিবার উপায় আছে।" পলের এই কথাটী কেবল অনুমান মাত্র; কিন্তু লাম্‌রো এই কথা শুনিয়া ভ্রূকুটি-কুটিলনেত্রে একবার যাসিন্থার দিকে চাহিল, তার পর তাহাকে প্রহারে উদ্যত হইয়া বলিল, "তোর পেটে কি কথা থাকে না ?"

পল বলিলেন, "তুমি উহাকে অন্যায় তিরস্কার করিতেছ, আমি উহার নিকট কোন কথাই শুনি নাই, আমার যাহা অনুমান, তাহাই তোমাকে বলিয়াছি।"

লাম্‌রো এ কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিয়া উঠিল, "বোধ হয়, এ ঘরে কেহ আছে, ভিতর হইতে কেমন শব্দ আসিতেছে, মেম সাহেব কি ঘরের মধ্যে আছেন ?"

সে কক্ষের ভিতর হইতে কে অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিল, তিন জনেই বুঝিলেন, সে বর্ব্বোরার কণ্ঠস্বর। পল ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়াই তাহার সুদৃঢ় বাহুমূল দ্বারা সেই ওকনির্ম্মিত দ্বারে একটী ধাক্কা দিলেন, অন্য দরজা হইলে সেই ধাক্কায় তাহা বিদীর্ণ হইয়া যাইত; কিন্তু সে দ্বার কম্পিত হইল না, তাঁহার বাহুমূল ফাটিয়া গেল।

লাম্‌রো বলিল, "এ ভাবে দ্বার খুলিতে পারিবেন না, আমার বোধ হয়, মেম সাহেব সেই শয়নকক্ষের গুপ্তদ্বার দিয়া এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন।"

প্রথম দিন আসিয়া বর্ব্বোরা যে কক্ষে শয়ন করিয়াছিলেন, পল

সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া খুজিতে খুজিতে বেগুনী রঙ্গের গোলাকার গালা-মোহরটী দেখিতে পাইলেন, কিন্তু কিরূপে তাহার সাহায্যে ভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করা যায়, তাহা বুঝিতে পারিলেন না, ইতিমধ্যে লাম্রো সেখানে উপস্থিত হইয়া একটী গুপ্ত স্প্রীং টিপিল; সঙ্গে সঙ্গে একটী গুপ্তদ্বার খুলিয়া গেল।

লাম্রো বলিল, "এই দ্বার দিয়া আপনি ভিতরে প্রবেশ করুন, বাঁদিকে একটী সিড়ি দেখিতে পাইবেন, সেই সিড়ি দিয়া উঠিয়া আপনি আমার প্রভুর পাঠগৃহে প্রবেশ করিতে পারিবেন।"

পল সেই গুপ্তদ্বারপথের ভিতরে প্রবেশ করিলেন; লাম্রো বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

পাঠগৃহে প্রবেশ করিয়া পল দেখিলেন, বর্ব্বোরা সেই কক্ষের মেঝেতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন।

পল তাঁহার কাছে বসিয়া পড়িয়া সযত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন; বলিলেন, "বর্ব্বোরা, বল, তোমার কি হইয়াছে?"

বর্ব্বোরা কোন কথা না বলিয়া সেই কক্ষ-বিলম্বিত একখানি সুবৃহৎ চিত্রের দিকে অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ করিলেন।

পল সবিস্ময়ে সেই চিত্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহা একজন পুরুষের একখানি তৈলচিত্র; সেই কক্ষটীর অন্যান্য দ্বারজানালা বন্ধ থাকায় ছবিখানি কাহার চেহারা, পল তাহা ভাল বুঝিতে পারিলেন না।

বর্ব্বোরা অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "আমাকে এখান হইতে লইয়া চল, এই ঘরের বাতাসে কি আছে, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমার বড় ভয় করিতেছে, আমাকে লইয়া চল।"

পল বর্ব্বোরাকে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া আর একটী ঘরে উপস্থিত হইলেন।

অন্য কক্ষে আসিয়া বর্ব্বোরা লাম্‌রোকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ ঘরের দেয়ালে একখানি ছবি দেখিলাম, কাহার ছবি?"

লাম্‌রো বলিল, "উহা আমার প্রভুর চিত্র।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "তোমার প্রভুর চিত্র? তাহা হইলে কি আমি অজ্ঞাতসারে এতদিন আমার শত্রুগৃহে বাস করিলাম?"

পল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই গৃহস্বামীকে কি তুমি চেন? তাঁহার নাম কি?"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "আমি তাঁহাকে শত্রু বলিতেছি, তাঁহার নাম কার্ডিনাল রাভেনা।"

লাম্‌রো বলিল, "আমার প্রভু কার্ডিনাল বটেন, কিন্তু তাঁহার নাম কি রাভেনা? আমি কাহারও কাহারও মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার এই নাম, কিন্তু এই নামে তিনি এখানে পরিচিত নহেন।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "লামরো, তোমার মনিব ভাল লোক নহেন।"

লাম্‌রো বলিল, "আপনি আমার প্রভুর মোহর ভাঙ্গিয়াছেন; তিনি এখানে আসিলে বুঝিতে পারিবেন, কোন লোক তাঁহার পাঠগৃহে প্রবেশ করিয়াছিল; তিনি এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি কি উত্তর দিব, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া আমি বড় ভয় পাইয়াছিলাম; আমার মনে হইতেছিল, ঐ ঘরটী ভূতের আড্ডা; আমি এই ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র কে যেন আমাকে সবলে টানিয়া লইয়া ঘরের মধ্যস্থানে উপস্থিত করিল। আমি চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম। আপনারা ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে আমায় ডাকিতেছিলেন, কিন্তু আমার বোধ হইতে লাগিল, সে স্বর বহুদূর হইতে আসিতেছে। এই কক্ষের প্রাচীরে আমি একখানি ছবি দেখিতে পাইলাম; চিত্রখানি প্রথমে অবিকল আমার চিত্র বলিয়া মনে হইয়াছিল; কিন্তু ইহা আমার চিত্র

হইতে পারে না, কারণ, আমি কখনও কাহাকেও নিজের ছবি তুলিতে দিই নাই ; বিশেষতঃ এই চিত্রাঙ্কিত যুবতীর যে পরিচ্ছদ ছিল, সেরূপ পরিচ্ছদ আমি কখনও পরিধান করি নাই ; এই যুবতীর হস্তে রাজদণ্ড ও মস্তকে রাজমুকুট দেখিতে পাইলাম। আমি রাজদণ্ড ও রাজমুকুট কোথায় পাইব? না, সে ছবি আমার নহে। কাহার ছবি লাম্‌রো, তাহা বলিতে পার?"

লাম্‌রো কোন কথা কহিল না, কেবল মাথা নাড়িল, বর্ব্বোরা বুঝিলেন, সে মিথ্যাকথা কহিতেছে।

বর্ব্বোরা বলিতে লাগিলেন, "সেই কক্ষে আমি আর একখানা ছবি দেখিতে পাইলাম, দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম, তাহা কার্ডিনাল রাভেনার ছবি। সে আমার ভয়ানক শত্রু ; ছবি দেখিয়া আমার বোধ হইল, সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাসিতেছে ; তাহার হাস্যে খলতা ও ক্রূরতা সুপরিস্ফুট ; তাহার হাসি দেখিয়া ভয়ে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল, আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।"

লাম্‌রো জিজ্ঞাসা করিল, "ইহা ভিন্ন আপনি আর কিছু দেখিয়াছেন?"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরও কি কিছু আছে না কি?"—কিন্তু লাম্‌রো এ কথার কোন উত্তর দিল না।

বর্ব্বোরা বলিলেন, "কার্ডিনাল রাভেনা যদি এই গৃহের অধিপতি হন, তাহা হইলে আমার এখানে আর বাস করা হইবে না, অদ্যই আমাকে এ স্থান ত্যাগ করিতে হইবে।"

যাসিন্থা বলিল, "সে কি, আপনি এত শীঘ্র যাইবেন?"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "না গিয়া উপায় নাই ; কার্ডিনাল হঠাৎ যদি আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে আমাকে বন্দিনী করিয়া আবার সেই মঠে লইয়া যাইবে।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরূপ করিবার তাঁহার কি অধিকার আছে?"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "এই লোকটাই আমার অভিভাবক।"

পল বলিলেন, "তাহা হইতে পারে, কিন্তু সে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে মঠে লইয়া গিয়া আটক করিয়া রখিতে পারে, তুমি মঠে চির-কুমারীভাবে বাস করিবে, এইরূপ সত্যে কি আবদ্ধ হইয়াছ ?"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "না. আমাকে কেবল শিক্ষাদানের জন্য মঠে রাখা হইয়াছিল।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "মঠে তোমার কি ফিরিবার ইচ্ছা নাই ?"

বর্ব্বোরা ব্যস্তভাবে বলিলেন, "না, আমি কিছুতেই মঠে যাইব না।"

পল বলিলেন, "যদি তোমার ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে তোমাকে সেখানে যাইতে হইবে না।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "কিন্তু এখানে আমি আর এক দণ্ডও থাকিব না, এ শত্রুপুরীতে আমি নিরাপদ নহি।"

পল বলিলেন, "কিন্তু তাড়াতাড়ি হঠাৎ কোথায় যাইবে ? তুমি কি করিবে, তাহা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ, এজন্য কিছু বিলম্ব হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি হইবার আশঙ্কা নাই। কার্ডিনাল যে কালই আসিয়া পড়িবে, এ কথা বলা কঠিন; আর যদি আসিয়াই পড়ে, তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি ? আমি তোমাকে তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার করিব, তাহাকে ভয় করিবার আবশ্যক নাই, তুমি আরও একদিন থাক; মনে আছে, আগামী কল্য আমরা দুজনে আইসোলা সাক্রা দ্বীপ দেখিতে যাইব কথা আছে ?"

সেই রাত্রে দুর্গের সকলে নিদ্রামগ্ন হইলে, পল একটী আলো লইয়া কার্ডিনালের গুপ্ত-কক্ষটী তদন্ত করিতে চলিলেন; কক্ষটী ধূলিরাশিতে সমাচ্ছন্ন। প্রত্যেক কোণে মাকড়সার জাল ও ঝুল; সিঁড়ির নিকট আসিয়া পল দেখিলেন, দ্বারপ্রান্তে একটা লম্বা পেরেক প্রোথিত আছে; ইহার যে অংশটা বাহিরে আছে, হঠাৎ কেহ তাহার সংস্পর্শে আসিলে কাপড় ছিঁড়িবার সম্ভাবনা প্রবল।

পল সেই পেরেকটীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন; দেখিলেন পেরেকে একটী সূক্ষ্ম সূত্র ঝুলিতেছে, তাহা রেসমী সূত্র, বোধ হইল, কোন পরিচ্ছদের অংশবিশেষ এই প্রেকে বাধিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছিল।

হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল, যাসিন্থা বর্ব্বোরাকে যে পরিচ্ছদটী উপহার দিয়াছিল, তাহার আস্তীনের কাছে খানিকটা ছেঁড়া ছিল; এই পেরেকে বাধিয়া ছেড়ে নাই ত? এই পরিচ্ছদের রং ও পেরেকে যে রেসমসূত্র লাগিয়াছিল, তাহার রং সম্পূর্ণ অভিন্ন।

পল সেই কক্ষের এক কোণে সিঁড়ির কাছে একটী কি উজ্জ্বল পদার্থ দেখিতে পাইলেন, তিনি তাহা কুড়াইয়া লইয়া দেখিলেন, একটী স্বর্ণনির্ম্মিত নামের মোহর, মোহরটী গোলাকার, সোণা দিয়া যে পাথরটুকু বাঁধান ছিল. তাহার উপর "এ, সি, কাম, ডিভেরী" এই কথাটী অঙ্কিত ছিল, তাহার আর একদিকে একটী দ্বিমস্তকবিশিষ্ট ঈগল পক্ষীর ছবি অঙ্কিত ছিল।

পল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন. "এ যে দেখিতেছি, পোলাণ্ডের রাজকীয় চিহ্ন!"—মোহরটী তিনি পকেটে ফেলিলেন, তার পর প্রাচীরের ছবি দেখিতে লাগিলেন, তিনি আলোক লইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং দীপালোকে ছবিখানি ভাল করিয়াই দেখিতে পাইলেন। কার্ডিনাল ছবিতে লোহিত পরিচ্ছদে দণ্ডায়মান, মুখখানি সুন্দর ও বুদ্ধিমত্তা-প্রকাশক। মুখখানি দেখিয়া লোকটীকে অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী, দাম্ভিক ও ধূর্ত্ত বলিয়া বোধ হয়; সে মুখে ধর্ম্মভাব বা নিষ্ঠার কোন পরিচয় তিনি পাইলেন না, যেন তাহা কোন কঠোরপ্রকৃতি কুটিল রাজনীতিকের মুখ।

পল দৃষ্টি ফিরাইয়া একটী যুবতীর চিত্র দেখিতে পাইলেন, যুবতীর সর্ব্বাঙ্গ হারকালঙ্কারে ঝলমল্ করিতেছে, কণ্ঠে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মুক্তায় গাঁথা কণ্ঠহার, মস্তকে হীরকখচিত মুকুট, দক্ষিণ হস্তে রাজদণ্ড; এই ছবিখানির সহিত বর্ব্বোরার আকৃতির এতই সাদৃশ্য ছিল যে, ইহা যে বর্ব্বোরার চিত্র নহে, অন্য কোন যুবতীর চিত্র, পল তাহা প্রথমে অনুমান করিতেই

পারিলেন না। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই চিত্রখানির দিকে চাহিয়া চাহিয়া পল বুঝিলেন, দেহের কোন অংশ দেখিয়াই ইহা বর্ব্বোরার চিত্র নহে, এরূপ অনুমান করা যায় না বটে, কিন্তু এই চিত্রাঙ্কিত যুবতীর ও বর্ব্বোরার মুখের ভাব যেন একটু বিভিন্ন বলিয়াই তাঁহার মনে হইল, বর্ব্বোরার মুখের হাসি যেন অপেক্ষাকৃত সরল, সে হাস্যে যেন কিঞ্চিৎ বিষাদ মিশ্রিত ছিল। কিন্তু এই চিত্রে যুবতীর ওষ্ঠে যে হাসি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সহিত বিষাদ বা কোন একটা মনোবেদনার সংস্রব ছিল না।

পল বলিলেন, "এই হাস্যময়ী যুবতী কে? আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, বর্ব্বোরার মুখের সহিত এই ছবির মুখ আমি যে ভাবে মিলাইয়া দেখিলাম, এমন করিয়া মিলাইয়া না দেখিলে, কেহ বলিতে পারিবে না যে, ইহা বর্ব্বোরার ছবি নহে। তেমনি আয়ত নেত্র ও বঙ্কিম ভ্রূ, তেমনি সুদীর্ঘ কেশপাশ, মুখখানি তেমনি সদ্যোবিকশিত শতদলের ন্যায় হাস্যোজ্জ্বল। এ কাহার ছবি? বর্ব্বোরাকে যাসিন্তা যে পরিচ্ছদটী উপহার দিয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই এই চিত্রাঙ্কিত যুবতীর পরিচ্ছদ। এই যুবতীর সহিত কি পাদরী রাভেনার কোনরূপ অবৈধ সম্বন্ধ ছিল? চিরকুমার পাদরীর গৃহে রমণীর শয়নকক্ষ কেন?"

পল অনেক চিন্তা করিয়াও কোন রহস্য ভেদ করিতে পারিলেন না; তিনি বুঝিলেন, লাম্‌রো ও যাসিন্তা এ সকল কথা জানে, কিন্তু তাহারা কখনই সে কথা প্রকাশ করিবে না।

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে পল সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আইসোলা সাক্রা নামক ক্ষুদ্র দ্বীপটীতে একবার ভ্রমণ করিবার জন্য বর্ব্বোরার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল, সেই জন্য তিনি নেভো-দুর্গে আর একদিন থাকিতে সম্মত হইলেন। এই দ্বীপটী নেভো-দুর্গ হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত; সেখানে জনমানবের বাস ছিল না।

বর্ব্বোরা ও পল উভয়ে স্থির করিলেন, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া তাঁহারা কেবল দুই জনে সেই দ্বীপে উপস্থিত হইবেন। তদনুসারে লান্‌রো একখানি ক্ষুদ্র নৌকা সংগ্রহ করিয়া আনিল, যাসিন্থা একটী ক্ষুদ্র ঝুড়ীতে কিছু খাবার লইয়া নৌকার উপর রাখিয়া দিল।

লান্‌রো বলিল, "নৌকায় পাল খাটাইয়া কোন লাভ নাই; কোন দিকে একটুও বাতাস নাই, সুতরাং দাঁড় বাহিতে হইবে।"

বর্ব্বোরা দাঁড় ধরিলেন, পল হাল্ ধরিলেন। যাসিন্থা জিজ্ঞাসা করিল, "কখন্ ফিরিবেন?"

পল হাসিয়া বলিলেন, "সন্ধ্যার পূর্ব্বে নয়।" তখনও অধিক বেলা হয় নাই; তরুণ সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণে প্রকৃতি হাস্য-প্রফুল্ল-ভাব ধারণ করিয়াছিলেন, আকাশ পরিষ্কার, অনন্ত নীলিমা মহাশূন্য ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছিল, এবং সুনীল সমুদ্র এমন স্থির যে, তাহার জলে উচ্চপর্ব্বতশৃঙ্গ, দুর্গচূড়া ও সমুন্নত বৃক্ষশ্রেণী তাহাতে দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইতেছিল।

বর্ব্বোরা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এখানে আজ আমার শেষ দিন।"

পল বলিলেন, "তুমি অল্প দিন মাত্র জ্বর হইতে উঠিয়াছ, দাঁড় টানা অতি শ্রমসাধ্য কার্য্য, তোমার হাতে ফোস্কা পড়িতে পারে।"

কিন্তু বর্ব্বোরা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিলেন; এ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল না, কাজেই কোন বার দাঁড়ে জল উছলাইয়া নৌকায় উঠিতে লাগিল, কোন বার বা দাঁড় আদৌ জল স্পর্শ করিল না। দেখিয়া শুনিয়া বর্ব্বোরা দাঁড় ছাড়িয়া সরিয়া বসিলেন, হাসিয়া বলিলেন, "পুরুষের কার্য্য সকল সময় স্ত্রীলোকের খাটে না।"

পলের একা চেষ্টায় নৌকা চলিতে লাগিল; জলপথে তিন মাইল পথ অতিক্রম করিতে তাঁহাদের অধিক কষ্ট বা বিলম্ব হইল না; অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহারা আইসোলা সাক্রায় উপস্থিত হইলেন।

এই দ্বীপটী দীর্ঘে প্রায় দুই মাইল ও প্রস্থে এক মাইল, কিন্তু এতটুকু দ্বীপেও দৃশ্যবৈচিত্র্যের অভাব ছিল না; জলের উপরেই একটী সমুন্নত পর্ব্বত উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান ছিল, তীরভূমি বহু দূর পর্য্যন্ত পীতবর্ণের বালুকারাশিতে সমাচ্ছন্ন, তাহার উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া তাহা সুবর্ণচূর্ণ বলিয়া ভ্রম হইতেছিল, দ্বীপের মধ্যে একটী অনতিবিস্তৃত অরণ্য ছিল, এই অরণ্যের ভিতর দিয়া একটী ক্ষুদ্র স্বচ্ছসলিলা তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইতেছিল, এবং পর্ব্বতের পাদদেশে একটী বহু পুরাতন মন্দির গ্রীকীয় ভাস্করনৈপুণ্যের আদর্শস্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল; তাহার শুভ্র মার্ব্বেলনির্ম্মিত স্তম্ভগুলি বহুদূর হইতে চিত্রপটে অঙ্কিত ছবির মত সুন্দর দেখাইতেছিল, এবং সেই মন্দিরের অদূরে বহুসংখ্যক সুবৃহৎ সাইপ্রস বৃক্ষের শ্রেণী প্রাকৃতিক মাধুরী ও সেই মন্দিরের গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি করিতেছিল।

তীরে নৌকা বাঁধিয়া বর্ব্বোরা ও পল সেই মন্দিরের সোপানপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বর্ব্বোরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কোন্ দেবতার মন্দির?"

পল বলিলেন, "ইহা প্রাচীন গ্রীকজাতির প্রণয়ের দেবতা ইরস্ দেবের মন্দির।"

বর্ব্বোরা অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "প্রণয়ের দেবতার মন্দিরের এত দুর্দ্দশা! মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, দেবমূর্ত্তি চূর্ণপ্রায়।"

পল হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু পৃথিবীতে তাঁর উপাসকের অভাব নাই; তাঁহার ভক্তবৃন্দ চিরদিন একাগ্রমনে তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত আছে।

তাহারা উভয়ে একটা ভগ্ন স্তম্ভের উপরে বসিয়া পড়িলেন, এবং মুক্ত প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্য তাঁহারা প্রাণ ভরে দেখিতে লাগিলেন।

ক্ষণকাল পরে বর্ব্বোরা বলিলেন, "এমন সুন্দর দৃশ্য জীবনে বোধ হয় অধিক দেখিতে পাইব না। আজ আমার বড় আনন্দ বোধ হইতেছে।"

পল বলিলেন, "প্রণয়প্রকাশের এমন সুন্দর স্থান বোধ হয় আর কোথাও নাই, আমার বোধ হয়, তুমি যেখানে থাক, সেই স্থানই সুন্দর,—সেখানে থাকিলেই আমি আনন্দ পাই। আমার ঐ কথা হইতে তুমি কি কিছু বুঝিতে পারিতেছ, না আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইবে?"

বর্ব্বোরা এ কথার কোন মৌখিক উত্তর না দিয়া পলের হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইলেন। পল বুঝিলেন, ইহা তাঁহার প্রতি বর্ব্বোরার অনুরাগের চিহ্ন।

ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পল বলিলেন, "বর্ব্বোরা, তুমি ত এখন পর্য্যন্ত তোমার জীবনের কোন কথা আমার নিকট প্রকাশ করিলে না। আজ বেশ অবসর আছে, আজ বল।"

বর্ব্বোরা বলিতে লাগিলেন,—"আমি নিজের সম্বন্ধে কোন কথা জানি না বলিলেও চলে, শুনিয়াছি, ১৮২৬ অব্দে ওয়ারস্ নগরে আমার জন্ম হয়। সুতরাং আগামী মাসে আমার বয়স উনিশ বৎসর পূর্ণ হইবে। আমার পিতা-মাতা কে; তাঁহারা কি করিতেন, তাহা আমি কোন দিন জানিতে পারি নাই। বাল্যকালে কাউণ্টেস্ লোরেনস্কা নাম্নী পোলাণ্ডের একটী সম্ভ্রান্ত

বিধবা রমণী আমার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে তিনিই আমার জননীস্বরূপিণী ছিলেন, আমার প্রতি তাঁহার দয়ার সীমা ছিল না; কিন্তু আমার পিতা-মাতা সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কোন দিন আমি তাঁহার নিকট কোন উত্তর পাই নাই।

কাউণ্টেস্ লোরেনস্কা অত্যন্ত ধনাঢ্য রমণী ছিলেন, ওয়ারস্ নগরে তাঁহার যে বাসভবন ছিল, তাহাকে একটী প্রাসাদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার গৃহে নিত্য বহু সম্ভ্রান্ত অতিথির সমাগম হইত; আমি শিশু ছিলাম, আমাকে সকলেই অত্যন্ত আদর-যত্ন করিতেন, আমার শিক্ষাবিধানের জন্য কাউণ্টেস্ বিভিন্ন বিদ্যায় সুপণ্ডিত কয়েকজন শিক্ষককে বহু বেতনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সাধারণ রমণীগণ যে ভাবে শিক্ষালাভ করে, আমার শিক্ষা তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছিল।

আমার ধর্ম্মমাতা কাউণ্টেস্ নানা বিদ্যায় সুপণ্ডিতা ছিলেন, তিনি স্বয়ং আমার কিরূপ শিক্ষা হইতেছে না হইতেছে, তাহা সর্ব্বদা সযত্নে পরীক্ষা করিতেন; কিন্তু তিনি সর্ব্বপ্রথমে আমাকে যে সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা দিয়াছিলেন, সে কথা আমি কোনদিন বিস্মৃত হইব না। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'প্রতিজ্ঞা কর, আমি আজীবনকাল পোলাণ্ডকে ও কাথলিক ধর্ম্মমতকে প্রাণের মত ভালবাসিব; রুসিয়াকে চিরদিন শত্রু মনে করিব; গ্রীক-ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধাচরণে কখনও মতান্তর হইব না।'—প্রত্যহ প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে এই কথাগুলি আমি উপাসনার মত আবৃত্তি করিতাম, এবং অভ্যাসবশে এখনও করি।

পোলাণ্ডের ইতিহাস আমার প্রধান শিক্ষার বিষয় ছিল। দুর্দ্দান্ত রুস-জাতি আমার স্বদেশের প্রতি কি রকম অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহার লোমাঞ্চকর কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমার দেহের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিত, কিন্তু আমার স্বদেশের অতীত ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া আমার স্বদেশপ্রেমশিক্ষার কোন আবশ্যক ছিল না; চতুর্দ্দিকে প্রত্যহ যে সকল

ঘটনা ঘটিত, আমার স্বদেশানুরাগবৃদ্ধির পক্ষে তাহাই যথেষ্ট মনে করিতাম। আমার বয়স যখন পাঁচ কি ছয় বৎসর—সেই সময়ে ওয়ারস্ নগরে প্রজা-বিপ্লব উপস্থিত হয়, ইহাতে ক্রোধান্ধ রুস-সম্রাট পোলাণ্ডকে নিপীড়িত করিবার জন্য যে সকল কঠোর বিধি প্রচলিত করেন ও তাহাতে দেশের জনসাধারণকে যে ভাবে দুঃখ-দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইয়াছিল, চতুর্দ্দিকে যেরূপ অত্যাচার ও নিপীড়ন চলিতেছিল, তাহা আমি জীবনে বিস্মৃত হইব না।

কাউণ্টেস্ লোরেনস্কার গৃহে যে সকল বন্ধুবান্ধবের সমাগম হইত, তাঁহারা সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে রাজনৈতিক প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেন, সামাজিক প্রসঙ্গ সে মজ্‌লীসে বড় একটা স্থান পাইত না। কাউণ্টেসের এই সকল বন্ধুবান্ধবের মধ্যে একজনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন ইতালী দেশীয় পাদরী—তাঁহার নাম পাস্কাল রাভেনা; কাউণ্টেসের উপর এই যুবক পাদরীর অসামান্য প্রভাব ছিল, কারণ, এই পাদরীই তাঁহার ধর্ম্মগুরু ছিল।

একদিন জ্যোৎস্নাপুলকিত রাত্রে আমাদের বাড়ীতে একটী নাচের মজ্‌লীস হইয়াছিল; একজন ফাজিল চালাক যুবকের সহিত আমার নাচিবার কথা হয়, এই যুবককে আমি দুই চক্ষে দেখিতে পারিতাম না, সেই জন্য নাচিবার পূর্ব্বেই আমি গৃহত্যাগ করিয়া বাগানে প্রবেশ করিলাম। বৃক্ষ-শ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া আমি স্বচ্ছন্দে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম, কিছু দূরে দুইজন লোক পাদচারণা করিতে করিতে অনুচ্চস্বরে কি কথা কহিতেছেন। একটু মনোযোগের সহিত শুনিতেই বুঝিতে পারিলাম, কাউণ্টেস্ লোরেনস্কা পাদরী রাভেনার সহিত কোন বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন; তাঁহাদের গুপ্তকথা শুনিতে আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাঁহাদের দুই একটী কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিল।

রাভেনা বলিতেছেন, 'উহাকে শীঘ্রই সরানো দরকার। না সরাইলে

বিস্তর অসুবিধায় পড়িতে হইবে। সে সর্ব্বদা ওয়ারস্ নগরে আসে, যদি সে তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের সকল বড় যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এখন তাহার বয়স বার বৎসর মাত্র, কিন্তু তাহাকে অনেক বড় দেখায়, তাহার বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ। যতদিন পর্য্যন্ত সে সিংহাসন লাভ করিতে না পারে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে কোন মঠে আবদ্ধ করিয়া রাখাই উচিত।'

কাউণ্টেস্ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'আপনি যদি ইহা কর্ত্তব্য মনে করেন, তবে তাহাই করিতে হইবে, কিন্তু উহাকে কাছ ছাড়া করিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে; আপনার উপদেশ অনুসারেই কাজ চলিতেছে; আমরা তাহাকে গোঁড়া রাজনীতিক ও পোলাণ্ডের প্রতি ভক্তি-মতী করিয়া তুলিয়াছি।'

রাভেনা বলিলেন, 'সে খুব ভালই হইয়াছে।' কাউণ্টেস্ ও পাদরী কথা কহিতে কহিতে দূরে প্রস্থান করিলেন; তাঁহারা যে আমার কথাই বলিতেছিলেন, ইহা আমি তখন বুঝিতে পারি নাই।

পরদিন প্রভাতে কাউণ্টেস্ আমাকে তাঁহার সম্মুখে ডাকাইলেন; পাদরী রাভেনাও সেখানে বসিয়া ছিলেন।

কাউণ্টেস্ আমাকে বলিলেন, 'বর্ব্বোরা, তোমাকে এখন ছয় বৎসর একটী মঠে বাস করিতে হইবে। এখানে তোমার যে শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে সে শিক্ষার সমাপ্তি হইবে, ফাদার রাভেনা তোমাকে মঠে লইয়া যাইবেন, তুমি স্মরণ রাখিও, এই সময়ের মধ্যে যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তিনিই তোমার অভিভাবক হইবেন; তুমি তাঁহার প্রত্যেক আদেশ নতশিরে পালন করিবে, সে সম্বন্ধে কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিচার করিও না।'

কাউণ্টেসের নিকট বিদায় লইতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল, আমি কত যে কাঁদিলাম, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া কাউণ্টেস সস্নেহে বলিলেন, 'ইহাতে তুমি কাতর হইও না, ইহাতে পোলাণ্ডের মঙ্গল হইবে।'

আমি তাঁহার নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিলাম; কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র প্রাণী ছয় বৎসর কাল মঠে বন্দিনীর মত অবস্থান করিলে পোলাণ্ডের কি মঙ্গল হইবে,তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না,কিন্তু আমার কাতরতায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পাদরী রাভেনা আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া দক্ষিণদেশে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে আমি নির্দ্দিষ্ট মঠে উপস্থিত হইলাম। মঠের কর্ত্রীকে আমার সম্বন্ধে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়া রাভেনা সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

মঠে আসিয়া আমার জীবন বেশ সুখেই কাটিতে লাগিল, এই মঠে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়স্ক ছাত্রী ছিলাম; সুতরাং মঠের সন্ন্যাসিনীরা আমাকে সকলেই বড় ভালবাসিতেন। আমার আহারাদির বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র ছিল; অন্যান্য ছাত্রীর সহিত আমি একত্র আহার করিতাম না; আমি বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতাম; সেখানে আমার যেরূপ আদর-যত্ন ছিল, কোন রাজকন্যার আদর-যত্ন তাহা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না।

সেখানে তিন জন শিক্ষক আমাকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দান করিতেন। এই তিন জনের মধ্যে একজন অষ্ট্রীয়া দেশের প্রধান রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, জর্ম্মন্ সম্রাট কোন অপরাধের জন্য তাঁহাকে এই মঠে নির্ব্বাসিত করেন: তিনি আমাকে রাজনীতি ও সাময়িক ইতিহাস সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেন।

মঠে প্রবাসের দ্বিতীয় বর্ষে কাউণ্টেস্ লোরেনস্কার মৃত্যুসংবাদে আমি বড় শোক পাইলাম; আমার আন্তরিক দুঃখের আরও কারণ এই যে, সেই সময় হইতে পাদরী রাভেনা আমার অভিভাবক হইলেন, এই লোকটীকে আমি মনে মনে বড় অশ্রদ্ধা করিতাম।

ক্রমে আমার যত বয়স বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই নূতন নূতন চিন্তা আমার মন অধিকার করিতে লাগিল; আমি প্রায় সর্ব্বদাই ভাবিতাম, আমি কে, আমার পিতা-মাতাই বা কে? আমি কেন তাহাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম, আমাকে কোন কথা জানিতে দেওয়া হয় না কেন, ইত্যাদি নানা কথার আলোচনা করিয়া সময়ে সময়ে আমি সন্তপ্ত হইতাম। মঠের কর্ত্রী টেরেসাকে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আমাকে বলিতেন, আমার অভিভাবক রাভেনার নিকটেই শীঘ্র সকল কথা শুনিতে পাইবে; আমার বয়স আঠার বৎসর হইলে তিনি আমাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবেন।

যেদিন আমি আঠার বৎসরে পড়িলাম, তাহার কয়েকদিন পূর্ব্বে রাভেনা সেই মঠে উপস্থিত হইলেন; তখন আর তিনি সামান্য পাদরী নহেন, পাদরীগিরী হইতে প্রমোশন পাইয়া তিনি তখন কার্ডিনাল অর্থাৎ পাদরীদের দলপতি হইয়াছিলেন।

কার্ডিনাল রাভেনা আমার নির্জ্জন কক্ষে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; ছয় বৎসরের মধ্যে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই; ছয় বৎসরের পরে যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন আর আমি বালিকা ছিলাম না।

আমার বেশ স্মরণ হয়, আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কার্ডিনাল রাভেনা যেন চমকিত হইয়া উঠিলেন, অস্ফুটস্বরে বলিলেন, 'কি অদ্ভুত মিল!'

তিনি চঞ্চলভাবে সেই কক্ষে পাদচারণ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ আমার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন, বোধ হয়, আমার মনের ভাব অনুধাবন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তাঁহার ভাবভঙ্গী আমার নিকট বড় বিরক্তিকর বোধ হইতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে তিনি আমাকে বলিলেন, 'বৎসে, শুন; তুমি

মনে করিয়াছ, তোমার পিতা জীবিত নাই, কিন্তু এ কথা সত্য নহে, তিনি সত্যই জীবিত আছেন।”

এই কথা শুনিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘তাহা হইলে আমার পিতা আমার কোন সন্ধান লন না কেন?’

রাভেনা বলিলেন, ‘তাঁহার বিশ্বাস, তোমার জন্মের অল্পদিন পরেই তোমার মৃত্যু হইয়াছে।’

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘আমি যে বাঁচিয়া আছি, এ কথা এখন তিনি জানিতে পারিয়াছেন কি?’

রাভেনা বলিলেন,‘হাঁ, আমি তাঁহার ভ্রমদূর করিয়াছি।’

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘তবে কি তিনি আমাকে লইতে পাঠাইয়াছেন?’

রাভেনা বলিলেন, ‘দুঃখের বিষয়, তোমাদের মিলনের পক্ষে আপাততঃ একটী প্রকাণ্ড বাধা বর্ত্তমান। গত আঠার বৎসর কাল তিনি বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন, তোমার মৃত্যু হইয়াছে, এখন তোমার জীবিত-সংবাদ পাইয়া হঠাৎ সে কথা বিশ্বাস করিতেছেন না, তিনি মনে করিতেছেন, আমি কোন ষড়্‌যন্ত্রসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে মিথ্যা কথা বলিতেছি।’

আমি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলাম, ‘ষড়্‌যন্ত্র কি, কিসের ষড়্‌যন্ত্র?’

তিনি বলিলেন, ‘তোমার পিতার দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত একটী কন্যা আছে;—তোমার এই বৈমাত্রেয় ভগ্নীর প্রতি তাঁহার স্নেহ অত্যন্ত অধিক, তুমি তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা, সুতরাং তাঁহার সমুদায় বিষয়-সম্পত্তির তুমিই উত্তরাধিকারিণী। তোমাকে যদি এখন তিনি কন্যা বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যাটী সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়,—এজন্য তিনি তোমাকে কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে অসম্মত।’

আমি বলিলাম,‘ আমার সম্বন্ধে তিনি বড় অন্যায় ধারণা করিয়া-

ছেন, আমি তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি প্রার্থনা করি না, আমি কেবল তাঁহার স্নেহের ভিখারিণী।'

কার্ডিনাল বলিলেন, 'কিন্তু তুমি যে তাঁহার প্রথমা কন্যা,—তাঁহার বৈধ পত্নীর গর্ভজাত কন্যা, ইহার অব্যর্থ প্রমাণ বর্ত্তমান আছে; তিনি যাহাতে তোমাকে কন্যারূপে গ্রহণ করেন, সে জন্য আমরা তাঁহাকে বাধ্য করিব, তোমার ন্যায্য অধিকারে তোমাকে কোনমতেই তিনি বঞ্চিত করিতে পারিবেন না।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'শৈশবকালে আমার মৃত্যু হইয়াছে, এ ধারণা তাঁহারা কিরূপে জন্মিল?'

কার্ডিনাল বলিলেন, 'সেজন্য আমিই কতকটা দায়ী।' এই কথা বলিয়া তিনি মৃদু হাস্য করিলেন, তাঁহার হাসি দেখিয়া আমি বুঝিলাম, কোন প্রকার স্বার্থসাধনের উদ্দেশেই তিনি আমার পিতাকে এ ভাবে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন। ক্রোধে আমার মানসিক সংযম রক্ষা করা কঠিন হইল; আমি অধীরভাবে বলিয়া উঠিলাম, 'আপনি? ধার্ম্মিক পাদরী হইয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনার সাহায্যে এই আঠার বৎসর কাল পিতার নিকট হইতে তাঁহার কন্যাকে দূরে রাখিয়াছেন, হয় ত চিরজীবনের মধ্যে পিতার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হইবে না। আমার পিতা এখন আপনার সত্যকথাও বিশ্বাস করিতে চাহিতেছেন না, এজন্য আমি তাঁহাকে অপরাধী মনে করিতে পারি না। আমার শৈশবে একটা মিথ্যাকথা বলিয়া যদি আপনি তাঁহাকে ভুল বুঝাইয়া থাকেন, তাহা হইলে এখন তাঁহার সে ভুল ভাঙ্গিবার জন্য আপনি সত্যকথা বলিতেছেন, ইহা তিনি কিরূপে বিশ্বাস করিবেন?'

কার্ডিনাল বলিলেন, 'উদ্দেশ্য দ্বারা ন্যায় অন্যায় বিচার করিতে হয়, আমার উদ্দেশ্য অতি মহৎ।'

ক্রোধের পরিবর্ত্তে আমার মনে কৌতূহলের সঞ্চার হইল, আমি তাঁহাকে

আমার পিতার ও আমার ভগ্নীর নাম জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহাদের বাসস্থান কোথায়, তাঁহারা কি করেন, এ সকল কথাও জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু কার্ডিনাল র‍্যাভেনা আমার কোন প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। আমি অশ্রু-পূর্ণ-লোচনে একবার আমার পিতা ও ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলাম, কিন্তু তিনি বলিলেন, 'তুমি তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলে ভয়ানক গোলযোগ বাধিবে। যত দিন পর্য্যন্ত আমি তোমাকে তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী করিতে না পারি—তত দিন পর্য্যন্ত তুমি এই মঠেই থাক।' এই কথা বলিয়া কার্ডিনাল র‍্যাভেনা মঠ হইতে প্রস্থান করিলেন।

কার্ডিনালের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলাম। আমার পিতা-মাতা উভয়েই বর্ত্তমান অথচ তাঁহাদের সহিত জীবনে আমার আলাপ-পরিচয় নাই, কখনও দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই, এরূপ কল্পনা কতদূর কষ্টকর, তাহা তুমি সহজেই বুঝিতে পারিতেছ। কার্ডিনাল যখন স্বয়ং স্বীকার করিলেন, তিনিই আমার এই নির্ব্বাসনের কারণ, তখন তাঁহার উপর আমার ক্রোধ ও ঘৃণা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল, তিনি স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে আমার এইরূপ সর্ব্বনাশসাধনে কুণ্ঠিত হইলেন না। আমি স্থির করিলাম, আমি আর একদিনও এই পাষণ্ড পাদরীর অধীনে থাকিব না; আমি গোপনে মঠ পরিত্যাগ করিয়া ওয়ারস্ নগরে যাত্রা করিব এবং আমার শৈশবকালের বন্ধুবান্ধবগণের সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করিব।

আমি মঠের কর্ত্রী টেরেসাকে আমার মনের কথা বলিলাম; তিনি আমার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন না;—বলিলেন,'কার্ডিনাল সেই মঠে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত আমাকে সেখানে থাকিতেই হইবে।' সেই দিন হইতে আমি মঠে নজরবন্দী হইলাম। মঠের বাহিরে পদার্পণের আর অধিকার থাকিল না; মঠের বাগানের মধ্যে যখন আমি ভ্রমণ করিতাম,তখন দুইজন সন্ন্যাসিনী আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত; পূর্ব্বে যে স্থান আমার নিকট আনন্দ-নিকেতন ছিল, এখন তাহা কারাগার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; অবশ্য,

আমার প্রতি সকলের স্নেহ-যত্ন পূর্ব্ববৎ ছিল, কিন্তু তথাপি আমি পূর্ব্বের সুখ-শান্তি ফিরিয়া পাইলাম না। ইহার পর আর আট মাসের মধ্যে কার্ডিনাল সে মঠে ফিরিয়া আসিলেন না; এই আট মাস আমার নিকট আট বৎসর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; অবশেষে অধীরচিত্তে আমি সেই মঠের দ্বাররক্ষক বুনগারের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিলাম; সে আমাকে আন্তরিক ভালবাসিত; আমার অনুনয়-বিনয়-অশ্রুপাতে সে একদিন রাত্রে আমার জন্য মঠের দ্বার খুলিয়া রাখিতে সম্মত হইল, আমি সেই সুযোগে একাকী মঠ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলাম। পাছে ধরা পড়ি, এই ভয়ে আমি দুই দিন দিবারাত্রি চলিলাম, জারায় যাইব বলিয়া আমি সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া চলিতেছিলাম। দ্বিতীয় দিন রাত্রে অরণ্যের মধ্যে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ; তার পর যাহা যাহা হইয়াছে, সকলই তুমি জান। পৃথিবীতে তুমি ভিন্ন আমার কেহ আপনার বলিতে নাই, তথাপি প্রথম রাত্রে আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারি নাই, সেই জন্য এখন লজ্জিত হইতেছি।"

পল গম্ভীরভাবে বর্ব্বোরার সকল কথা শুনিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

বর্ব্বোরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ এত গম্ভীর হইলে কেন?"

পল বলিলেন, "বর্ব্বোরা, আমার ইচ্ছা ছিল, আমাকে বিবাহ করিবার জন্য তোমাকে অনুরোধ করিব, কিন্তু তোমার কথা শুনিয়া আমি বড় কঠিন সমস্যায় পড়িলাম। তুমি যে কোন সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীর কন্যা, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, এমনও হইতে পারে, হয় ত তুমি কোন রাজার নন্দিনী, এ অবস্থায় সংসারে যাহার একখানি তরবারি ও যোদ্ধার পরিচ্ছদ ভিন্ন অন্য সম্বল নাই, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য তোমাকে কিরূপে অনুরোধ করিব।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "পল, এ সকল কথা ছাড়িয়া দাও, ইহা স্বপ্ন মাত্র।"

পল বলিলেন, "না, স্বপ্ন নহে, কার্ডিনালের আচরণ হইতেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, তুমি সামান্য গৃহস্থের কন্যা নও।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "কার্ডিনালের উপর আমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নাই ; হইতে পারে, পোলাণ্ডের কোন ভূম্যধিকারীর শিশু কন্যা আঠার উনিশ বৎসর পূর্ব্বে নিরুদ্দেশ হইয়াছিল, কিন্তু আমি যে সেই বালিকা, তাহারই বা প্রমাণ কি ? আর যদি আমি সম্রাট্‌নন্দিনী হইতাম, তাহা হইলেও"—মধ্যপথে বর্ব্বোরার কথা বাধিয়া গেল।

পল সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলেও কি হইতে পারিত বর্ব্বোরা ?"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "আমার মনের কথা কি বুঝিতে পার নাই ?"

পল বলিলেন, "তাহা হইলেও তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ করিতে, ইহাই কি তোমার অভিপ্রায় ?"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "তুমি ভিন্ন আর কেহ আমার স্বামী হইবে না।"

পল বর্ব্বোরার দুইখানি হাত আপনার উভয় হস্তের মধ্যে গ্রহণ করিলেন। সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ সলিলরাশি ও শ্যামল বনভূমিকে লোহিতালোকে রক্তাভ করিয়া অপরাহ্ণের সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলেন।

* * * * * *

সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে সেই নিস্তব্ধ নির্জ্জন ক্ষুদ্র দ্বীপটী ধীরে ধীরে সমাচ্ছন্ন হইল ; আকাশে অনন্ত নক্ষত্র ম্লান আলোকধারা বিকীর্ণ করিতে লাগিল, ঈষৎ উষ্ণ সলিল-হিল্লোলে বনকুসুমের সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতে লাগিল। পল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "চল, নৌকায় ফিরিয়া যাই।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "আমার গায়ের কাপড়টা মন্দিরের সম্মুখে ভগ্নস্তূপের উপর ফেলিয়া আসিয়াছি, তাহা আমাকে লইয়া আসিতে হইবে। সে

কাপড় আমার নহে, যাসিন্থা আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিল, আমার হীরার ক্রুচটাও তাহাতে আটকান আছে।”

পল বলিলেন, “বর্ব্বোরা, তুমি বড় শ্রান্ত হইয়াছ, এখানে অপেক্ষা কর, আমি তাহা লইয়া আসিতেছি।”

বর্ব্বোরা বলিলেন, “কিন্তু অধিক বিলম্ব করিও না।”

পল সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পাঁচ মিনিটের বিলম্বও কি তোমার সহিবে না?”

বর্ব্বোরা বলিলেন, “এক মিনিটের বিলম্বও অসহ্য।”

পল সেখান হইতে উঠিয়া ত্রস্তপদে মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলেন; সেখানে একটী ভগ্নস্তূপের উপর তিনি বর্ব্বোরার গাত্রাবরণটী পাইলেন বটে, কিন্তু ক্রুচটী তাহাতে সংলগ্ন দেখিতে পাইলেন না; এই অলঙ্কারটী মূল্যবান্ হীরকে খচিত বলিয়া তিনি তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে কোথাও তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না।

দশ মিনিট কাল অনুসন্ধানের পর পাছে তাঁহার বিলম্বে বর্ব্বোরা ভয় পান, এই ভয়ে তিনি বর্ব্বোরার নিকট ফিরিয়া চলিলেন; তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটীও তারকা দেখা যায় না, ঘন কোয়াসারাশি সেই ক্ষুদ্র দ্বীপটীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল।

পল ছুটিয়া চলিলেন বটে, কিন্তু তিনি কোন্ পথে আসিয়াছিলেন, তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না; কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই তিনি উচ্চৈঃস্বরে বর্ব্বোরার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন; দিকে দিকে সমুদ্রতরঙ্গে তাঁহার ধ্বনির প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল, কিন্তু বর্ব্বোরার কোন উত্তর পাওয়া গেল না। পল উন্মত্তের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে খুঁজিতে খুঁজিতে বর্ব্বোরাকে যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

সেই অন্ধকারের মধ্যে যতদূর দৃষ্টি চলে, পল্ ততদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি প্রসা-

রত করিলেন, কিন্তু কোন মনুষ্যমূর্ত্তি তাঁহার নয়নগোচর হইল না; অধীরভাবে পুনঃপুনঃ বর্ব্বোরাকে ডাকিতে লাগিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহার কর্ণেই প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল; তিনি উন্মত্তের ন্যায় সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন, সমুদ্রবক্ষে চাহিলেন, সহসা দূর হইতে কাহার গম্ভীর স্বর তাঁহার কর্ণমূলে প্রবেশ করিল,—

"সব ঠিক, আর বিলম্বে কাজ নাই, নাভো-দুর্গে চল।"

তাহার পরই দাঁড়ের ঝুপ ঝুপ শব্দ তাঁহার শ্রবণপথে প্রবেশ করিল; সঙ্গে সঙ্গে পলের বক্ষমধ্যে রক্তস্রোত তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। ব্যাপার কি, তাহা তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিতে পারিলেন; তিনি বুঝিলেন, এতদিন পরে মঠের রক্ষী সৈন্যগণ বর্ব্বোরার সন্ধান পাইয়াছে। এখান পর্য্যন্ত আসিয়া তাহারা বর্ব্বোরাকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

পল উন্মত্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "বর্ব্বোরা—বর্ব্বোরা, যদি তুমি কোন নৌকায় উঠিয়া থাক, আমাকে বল।"—কিন্তু বর্ব্বোরার কোন উত্তর পাওয়া গেল না; শত্রুগণ নিশ্চয়ই তাঁহার মুখ বাঁধিয়াছিল।

পল আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সমুদ্রবক্ষে ঝম্প প্রদান করিলেন; শত্রুগণ বর্ব্বোরাকে যে নৌকায় তুলিয়া অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তিনি সেই নৌকা ধরিবার জন্য দুই ব্যগ্রবাহু প্রসারিত করিয়া জলে সাঁতার দিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথায় তিনি আর কোথায় শত্রুপক্ষের নৌকা। ক্রমে নৌকার দাঁড়ের শব্দ অস্পষ্ট হইয়া আসিল, অন্ধকার নিবিড়তর হইয়া উঠিল, তখন পল নিরুপায়ভাবে তীরে ফিরিয়া আসিলেন, এবং যেখানে তিনি তাঁহার নৌকা বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, সেইখানেই উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, নৌকা নাই। তিনি বুঝিলেন, শত্রুদল হয় নৌকাখানি ডুবাইয়া দিয়াছে, না হয় তাহা সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছে।

পল সেই অন্ধকার রাত্রে একাকী সেই নির্জ্জন দ্বীপে দণ্ডায়মান রহিলেন, তাঁহার পদতল হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল,

তিনি সেই দ্বীপে বন্দী হইলেন, যদি নদী হইত, তাহা হইলে তিনি সেই তিন মাইল ব্যবধান সন্তরণ দ্বারা পার হইবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু সাগর-প্রণালীর ভিতর সে ভাবে সন্তরণ করিয়া পার হওয়া মনুষ্যের অসাধ্য বলিয়া তাঁহার মনে হইল; তিনি ভাবিলেন, যদি দৈবাৎ কোন জেলে ডিঙ্গীর সহিত তাঁহার দেখা হয়, তাহা হইলে তিনি উদ্ধার লাভ করিতে পারিবেন; নতুবা তাঁহার পরিত্রাণ নাই।' কার্ডিনাল রাভেনাই যে বর্ব্বোরাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। সুতরাং কার্ডিনাল যে বর্ব্বোরাকে পুনর্ব্বার সেই মঠে রাখিবেন, পল এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

বর্ব্বোরার অমঙ্গল আশঙ্কায় পল ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, মধ্যরাত্রে কোয়াসা কাটিয়া গেল, আকাশ আবার পরিষ্কার হইল; চন্দ্রের সুধা-ধবল কিরণে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, পল তখন উঠিয়া সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন, এবং সমুদ্রের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন; কোন দিকে একখানিও নৌকার পাইল দেখিতে পাইলেন না। তিনি তাঁহার পকেট হইতে দূরবীণ বাহির করিয়া পরপারের তীরভূমির দিকে চাহিয়া রহিলেন, একটী স্থান হইতে একটী অলোকরাশি দেখিতে পাইয়া তিনি বুঝিলেন, ইহা সেই দুর্গের আলোক। তাঁহার মনে হইল, বর্ব্বোরা সেই দুর্গের যে কক্ষে আবদ্ধ আছেন, সেই কক্ষ আলোকিত করিয়া বর্ব্বোরা তাঁহাকে নিজের সন্ধান জানাইতেছেন। পল অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে আলোকের দিকে চাহিয়া রহিলেন, যেন তিনি সেই আলোকে বর্ব্বোরার মুখ প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে সে আলোকটী অদৃশ্য হইল। পল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কে জানে, কখন্ বর্ব্বোরার জীবনপ্রদীপও এই ভাবে নির্ব্বাপিত হইবে।"

পল শ্রান্তদেহে শিলাখণ্ডের উপর কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই, অতি প্রত্যুষে অদূরে কামান-গর্জ্জনের ন্যায়

শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, বোধ হইল, সমুদ্রপারে পর্ব্বতের উপর হইতে একসঙ্গে শত কামানের গর্জ্জন হইতেছে। কয়েকবার এইরূপ ভয়ঙ্কর শব্দের পর চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ হইল।

প্রভাতে তরুণ সূর্য্য আবার তেমনি হাসিতে হাসিতে পূর্ব্বাকাশে সমুদিত হইলেন, মুক্ত প্রকৃতি যেন আলোকসাগরে ভাসিতে লাগিল; বিহঙ্গের সুস্বর ও বনকুসুমের সৌরভ তখনও পূর্ব্বের ন্যায় মুক্ত প্রভাত-সমীরণে প্রবাহিত হইতেছিল, কিন্তু সে সকলের দিকে পলের আর দৃষ্টি রহিল না; নাভো-দুর্গ যে দিকে অবস্থিত ছিল, সেই দিকে তিনি দূরবীণ লইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু নাভো-দুর্গ দূরের কথা, যে ভূখণ্ডের উপর তাহা সংস্থাপিত ছিল, দূরবীণে তাহা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন না, দূরবীক্ষণে যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখিলেন, অনন্ত নীলাম্বুরাশি উত্তালতরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া পৃথিবীর প্রান্তে ছুটিয়া যাইতেছে, সেই তীরভূমির পাহাড়, বাতীঘর, স্থানরেখা সমস্তই যেন মায়াচিত্রের ন্যায় অদৃশ্য হইয়াছে।

কয়েক দিন পরে যাঁহারা জারা টাইমস্ নামক সংবাদপত্রখানি পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন, ডালমাটিয়ার তীরভূমি বহু শত ক্রোশ ব্যাপিয়া ভীষণ ভূমিকম্পে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়াছে, এবং নাভো-দুর্গের চিহ্নমাত্রও বর্ত্তমান নাই।

উপাখ্যানারম্ভ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(দুই বৎসর পরের কথা)

নাভো-দুর্গের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বর্ব্বোরা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, ইহাই পলের বিশ্বাস হইয়াছিল। এই ঘটনার পর দুই বৎসর চলিয়া গেল, এই দুই বৎসর পরে কি হইয়াছিল, সে কথা আলোচনার পূর্ব্বে পল সেই বিজন দ্বীপ হইতে কিরূপে উদ্ধার লাভ করিলেন, তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

পরদিন প্রভাতে একখানা জেলে ডিঙ্গী দেখিতে পাইয়া পল তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক সেই দ্বীপ পরিত্যাগ করিলেন; তিনি ঠিক সময়েই নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন, কারণ, নৌকাখানি আধ মাইল দূরে আসিয়া পড়িবামাত্র সমুদ্রজল গম্ভীর-গর্জ্জনে আলোড়িত হইয়া উঠিল, এবং দেখিতে দেখিতে আইলাসা সাক্রা নূতন ভূমিকম্পের প্রকোপে সমুদ্র-গর্ভে চির-নিমজ্জিত হইল; হয় ত আবার ভূমিকম্প উপস্থিত হইতে পারে, এই কথা ভাবিয়া জেলেরা ডালমাটিয়ার দিকে নৌকা না চালাইয়া অন্য-দিকে চলিতে লাগিল; ২৪ ঘণ্টার পর তাহারা নৌকাখানি তীরে ভিড়াইল। তীরে পদার্পণ করিয়াই, পল যেদিকে নাভো-দুর্গ ছিল, সেই দিকে ধাবিত হইলেন; কিন্তু কিছুদূর গিয়াই তিনি শুনিতে পাইলেন, নাভোদুর্গ সমুদ্র-

গর্ভে বিলীন হইয়াছে। তিনি বুঝিলেন, তাহা হইলে আর কেহ বাঁচিয়া নাই, বর্কোয়া, বাসিন্থা, লাম্‌রো, সকলেরই দেহ সমুদ্র-সলিলে সমাহিত হইয়াছে।

পল অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইলেন, তাঁহার সদা-হাস্য মুখখানিতে আর কেহ হাসি দেখিতে পাইল না, জীবন তাঁহার নিকট দুর্ব্বহ বোধ হইতে লাগিল।

এই সময় কর্ফুতে সংবাদ আসিল, ভারতের সীমান্তপ্রদেশে দুরন্ত পার্ব্বত্য জাতি বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে, বিদ্রোহদমনের জন্য কর্ফুর ইংরেজ সৈন্যসমূহ ভারতে প্রেরিত হইবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছে।

পল প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিবেন, উদ্দেশ্য-হীন জীবনে চাকরীর আবশ্যক কি? কিন্তু পরে তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, যুদ্ধে যোগদান করিলে রণজয়ের উৎসাহে তাঁহার হৃদয়ের অনল নির্ব্বাপিত হইতে পারে, অতীতস্মৃতির দংশন হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিতে পারেন, এমন কি, যে জীবন তিনি দুর্ব্বহ মনে করিতেছিলেন, পার্ব্বত্য জাতির সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে উপস্থিত হইয়া রণক্ষেত্রে সে জীবন বিসর্জ্জন করা অল্প আকাঙ্ক্ষণীয় নহে।

কর্ফুতে উপস্থিত হইয়া পল শুনিতে পাইলেন, তাঁহার এক ধনবতী পিতৃস্বসার মৃত্যু হইয়াছে, কেনটে তাঁহার সুবিস্তীর্ণ ভূমিসম্পত্তি ছিল, সে সমস্ত বৃদ্ধা পলকে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তিনি উইলে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, পল যদি তাঁহার শ্বশুর-বংশের পদবী গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবেন।

বৃদ্ধার শ্বশুরবংশের নাম ছিল উডভিলি।

পল বলিলেন, "আমার নিকট ক্রেসিংহামও যা, উড্‌ভিলিও তা; ভাল, এখন হইতে উড্‌ভিলি নামেই পরিচিত হইব।" অনন্তর তিনি সৈন্যদলের সহিত ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন।

ভারতে যুদ্ধ করিয়া তিনি মরিতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যশোগৌরবে মণ্ডিত হইয়া অল্পকালমধ্যেই স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন

করিলেন। তাঁহার বীরত্বগৌরবের কাহিনী এক্ষণে সংক্ষেপে বলা আবশ্যক।

যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি ভারতের পূর্ব্বপশ্চিম-সীমান্তে একটী ক্ষুদ্র দুর্গে চারিশত ইংরাজ-সৈন্যের সহিত অবরুদ্ধ হন; প্রায় আট-হাজার সাহসী আফগান সেই দুর্গ অবরোধ করিয়াছিল। দারুণ শীতে বরফ জমিয়া, গিরিপথসমূহ অত্যন্ত দুর্গম হইয়াছিল; শীঘ্র বাহির হইতে কোনরূপ সহায়তালাভের আশা ছিল না।

অবরুদ্ধ দুর্গে খাদ্যসামগ্রীর পরিমাণ অধিক ছিল না; চারিশত লোক প্রতিদিন আহার করিতে করিতে অল্পদিনের মধ্যেই সমুদায় আহার্য্য দ্রব্য প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিল। অবশেষে নিরুপায় দেখিয়া এই অবরুদ্ধ দুর্গের প্রধান সেনানী দুই তিন জন সহযোগী সৈনিক কর্ম্মচারীর সহিত পরামর্শ করিয়া শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করাই কর্ত্তব্য মনে করিলেন।

পল এ পর্য্যন্ত কোন কথাই বলেন নাই; কিন্তু এই কাপুরুষোচিত প্রস্তাবে তিনি বিরক্তিভাবে বলিলেন, "মহাশয়, এই দুর্গ আমরা রক্ষা করিতে পারিব, এই বিশ্বাসেই কর্তৃপক্ষ আমাদিগকে এইখানে পাঠাইয়াছিলেন; যদি আপনাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান না থাকে, তবে অন্যের নিকট তাহা শিখিয়া লইবার জন্য প্রস্তুত হউন; যদি আমাদের মধ্যে কেহ পুনর্ব্বার শত্রু-হস্তে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব উত্থাপিত করে, তাহা হইলে তাহাকে আমি গুলী করিব, পদগৌরবের প্রতি লক্ষ্য করিব না।"

তার পর পল আর বিলম্ব না করিয়া সেই দুর্গস্থ সেনাদলগুলীর পরিচালনভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন; যাঁহারা শত্রু-হস্তে আত্মসমর্পণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে বন্দী করিলেন। হতাশ, চিন্তাক্লিষ্ট, নিরুৎসাহ, অবরুদ্ধ, ইংরাজ-সৈন্যগণ

পলের উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া উঠিল, দুর্গমধ্যে ইংরাজ-সৈন্যের হর্ষকোলাহল সমুত্থিত হইল, পল সসৈন্যে সশস্ত্রে দুর্গ হইতে ঝটিকাবেগে বাহির হইয়া আট সহস্র আফগান সৈন্যের উপর নিপতিত হইলেন। চারিশত সৈন্যের সেই বেগ আট সহস্র পাঠান সহ্য করিতে পারিল না, রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল; অনেকেই ইংরাজ-সৈন্যের হস্তে প্রাণ দিল, আফগানের নাগরা ও পাগ্‌ড়ী যুদ্ধক্ষেত্রে একসঙ্গে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।

পল তাহার পর বহুযুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাজাপুরে তিনি দুর্গসংরক্ষণব্যাপারে যে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার খ্যাতি সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইল; ইচ্ছা না করিলেও পল বিখ্যাত বীরপুরুষ বলিয়া সমগ্র সভ্যজগতে পরিচিত হইলেন।

ভারতে অবস্থানের দ্বিতীয় বর্ষের শেষভাগে পল হঠাৎ একদিন একটী আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন।

এই সময়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পলের বিশ্বাস ছিল, কার্ডিনাল রাভেনা ডাল-মাটিয়ার ভূমিকম্পে জাহান্নমে গিয়াছেন, কিন্তু তিনি বাঁচিয়া আছেন কি না, এ বিষয়ে তিনি একবার অনুসন্ধান করেন নাই। এই সময় পুনাতে অবস্থানকালে একদিন ক্লাবে তিনি একখানি বিলাতী সংবাদপত্র দেখিতে পাইলেন; কাগজখানি উল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে একটী প্যারা তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল; তিনি পাঠ করিলেন;—

"মহামান্য ও খৃষ্টধর্ম্ম-জগতের একমাত্র সম্রাট পোপের আদেশ অনুসারে কার্ডিনাল রাভেনা শ্লাভোবিচ নগরের প্রধান ধর্ম্মমন্দিরের সর্দ্দার পাদরীর পদলাভ করিলেন।"

পলের হাত হইতে কাগজখানি খসিয়া পড়িল; সহসা নূতন আশা তাঁহার অন্ধকার হৃদয় আলোকিত করিল; ভূমিকম্পে যদি

তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে বর্ব্বোরারও জীবিত থাকা বিচিত্র নহে; কিন্তু সত্যই কি বর্ব্বোরা এখনও বাঁচিয়া আছেন?

ইহার পূর্ব্বে পল কখনও শ্লাভোবিচ নগরের নাম শ্রবণ করেন নাই; ভৌগোলিক অভিধান খুলিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, এই নগরটী জের্ণবা প্রদেশের রাজধানী; জের্ণবা অষ্ট্রিয়া ও রুসিয়া সাম্রাজ্যদ্বয়ের সীমান্তবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য।

পল আর বিলম্ব না করিয়া জের্ণবা রাজ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পল দুই বৎসর কাল অবিশ্রান্তভাবে গবর্ণমেণ্টের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন; সুতরাং অল্প চেষ্টাতেই তিনি দীর্ঘকালের বিদায় পাইলেন। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া একদিন রাত্রি-শেষে তিনি শ্লাভোবিচ নগরে উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলেন, নবনিযুক্ত সর্দ্দার পাদরী রোম নগরে পোপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, শীঘ্রই তাঁহার মঠে প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে।

পল শ্লাভোবিচের ভার্ষবি হোটেল নামক হোটেলে বাসা লইলেন। ইহার পরদিন প্রভাতে সেই হোটেলে একজন বাল্যবন্ধুর সাক্ষাৎ পাইলেন। এই বাল্যবন্ধুটীর নাম নোয়েল ত্রেভিষা।

পল তাঁহাকে চিনিবামাত্র তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন; ত্রেভিষা তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন, উভয়ে একত্র বসিয়া কত সুমধুর বাল্যস্মৃতির আলোচনা করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে ত্রেভিষা জানিতে পারিলেন যে, যে কাপ্তেন উড্-ভিলির নাম সংপ্রতি যুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছে, সেই বীর-পুরুষ তাঁহার বাল্যবন্ধু পল ক্রেসিংহাম।

পল তাঁহার বন্ধু ত্রেভিষাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কিরূপে আসিয়া জুটিলে?"

ত্রেভিষা বলিলেন, "আমি প্রথমে এখানে শ্লাভোবিচ বিশ্ববিদ্যালয়ে

ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক হইয়া আসি, সেই পদ হইতে আমি এখন এই রাজ্যের মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছি এবং প্রাসাদের কয়েকটী কক্ষ আমার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।”

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তোমাকে এই চাক্‌রীতে প্রথমে নিযুক্ত করেন?”

ত্রেভিষা বলিলেন, “বর্ত্তমান মহারাণীর পিতা স্বর্গীয় রাজা আডিয়স্‌ আমাকে অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছিলেন; ছয় মাস হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে আমি অধ্যাপকের পদ পাইয়া এ দেশে আসি নাই; স্বর্গীয় রাজা আমাকে তাঁহার কন্যা নাতালির জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করেন। আমি রাজকন্যাকে ইংরাজী সাহিত্য ও ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাস শিখাইতাম। পিতার মৃত্যুর পর নাতালি সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং কয়েকমাস পূর্ব্বে তাঁহার সেক্রেটারী অসুস্থতা বশতঃ কর্ম্মত্যাগ করিলে রাজ্ঞী আমাকে সেই পদে নিযুক্ত করিলেন, আমি এই চাকরীতে বেশ সুখে ও সম্মানে কাল কাটাইতেছি; আমার ইচ্ছা, তুমিও আমাদের রাজ্ঞীর অধীনে কাজ কর।”

পল বলিলেন, “তুমি বল কি? তোমাদের এখানকার সৈন্যেরাও কলের পুতুল বলিলে চলে, তাহাদের নাকে বোধ হয় কখনও বারুদের গন্ধও যায় নাই; এ সকল সৈন্যের নেতৃত্ব করিয়া কি বিন্দুমাত্র আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ হয়?”

ত্রেভিষা বলিলেন, “রাণীর ইচ্ছা, যুদ্ধক্ষেত্রে রণজয় করিয়া যাঁহারা সামরিক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ দূরদর্শী সেনানায়কগণকে তিনি তাঁহার সৈন্যদলের নেতৃত্বভার প্রদান করেন; সকল জাতি অপেক্ষা ইংরেজ জাতিরই তিনি পক্ষপাতী; বিশেষতঃ ডালমাটিয়া হইতে তাঁহার প্রত্যাগমনের পর—”

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা হইতে?"

ত্রেভিষা বলিলেন, "ডালমাটিয়া।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদিন পূর্ব্বে তোমাদের রাজ্ঞী ডালমাটিয়া হইতে এখানে আসিয়াছেন?"

ত্রেভিষা বলিলেন, "প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে।"

পল বলিলেন, "উত্তম, বলিয়া যাও।"

ত্রেভিষা বলিলেন, "আমি বলিতেছিলাম, ডালমাটিয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের রাজ্ঞী তাঁহার সেই রক্ষী সৈন্যগণের পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন করেন। তুমি যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান কর, তাঁহার রক্ষী সৈন্যগণের পরিচ্ছদও অকিল সেইরূপ; এমন কি, যদি তুমি শ্লাভোবিচের পথে তোমার সামরিক পরিচ্ছদে বাহির হও, তাহা হইলে লোকে তোমাকে রাজ্ঞীর রক্ষী সৈন্য বলিয়া মনে করিবে।"

এই সকল কথা শুনিয়া পলের মনে একটী সন্দেহের ছায়াপাত হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের রাজ্ঞীর বয়স এখন কত?"

ত্রেভিষা বলিলেন, "গত সপ্তাহে তাঁহার বয়স উনিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় রাজধানীতে উৎসব হইয়া গিয়াছে।"

পল মনে মনে বলিলেন,"বর্ব্বোরা বাঁচিয়া থাকিলে এতদিন তাঁহার বয়স একুশ বৎসর হইত। প্রকাশ্যে বলিলেন,"তোমাদের রাজ্ঞী কি খুব সুন্দরী?"

ত্রেভিষা হাসিয়া বলিলেন, "তুমি তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে; আর মিনিট পনের পরে তিনি এই হোটেলের সম্মুখ দিয়াই তাঁহার উদ্যানভবনে যাত্রা করিবেন; হোটেলের এই বারান্দা হইতেই তাঁহাকে বেশ ভাল করিয়া দেখিতে পাইবে।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন,"তোমার কাছে কি তাঁহার কোন ছবি আছে?"

ত্রেভিষা বলিলেন, "না,অন্য ছবি নাই,তবে তোমাকে তাঁহার এক রকম

ছবি দেখাইতে পারি।"—তিনি তাঁহার পকেট হইতে একটী স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া পলের হস্তে দিলেন ; স্বর্ণমুদ্রাটী অত্যন্ত টাট্‌কা, সুতরাং তাহা ঝক্‌মক্‌ করিতেছিল, মুদ্রাটী পলের হাতে দিয়া তিনি বলিলেন, "এই মুদ্রা গত সপ্তাহে টাঁকশাল হইতে বাহির হইয়াছে ; এই মুদ্রার একদিকে পোলাণ্ডের জাতীয় পতাকার চিহ্ন একটী দ্বিমস্তক ঈগলপক্ষী, অন্যদিকে রাজ্ঞী নাতালির ছবি ও তাঁহার নাম লিখিত আছে।"

পল স্বর্ণমুদ্রাটী লইয়া রাজ্ঞীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু বর্ব্বোরার মূর্ত্তির সহিত তাহার কোন সামঞ্জস্য দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার একবার সন্দেহ হইল, নাভো-দুর্গে তিনি যে মুকুট-দণ্ডধারিণী সুন্দরীর চিত্র দেখিয়াছিলেন, তাহা ত এই রাজ্ঞীর চিত্র নহে? কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজ্ঞী নাতালি শৈশবে ও প্রথমযৌবনে কোথায় ছিলেন?"

ত্রেভিষা বলিলেন, "তাঁহার বাল্য ও যৌবনকাল এ দেশে কাটিয়াছে ; তবে তিনি দেশভ্রমণেও অনেক দিন অতিবাহিত করিয়াছেন, ইউরোপের অনেক দেশ তিনি দেখিয়াছেন।"

পল মনে মনে বলিলেন, "তাহা হইলে এ রাজ্ঞী নিশ্চয়ই বর্ব্বোরা নহেন ; বর্ব্বোরার বাল্যজীবন ইলিরিয়ার মঠে অতিবাহিত হইয়াছিল. তিনি প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বলিতেছিলে না, তিনি ডালমাটিয়ায় গিয়াছিলেন?"

ত্রেভিষা বলিলেন, "সে আজ আড়াই বৎসরের কথা। সে সময় তাঁহার স্বাস্থ্য অত্যন্ত মন্দ হইয়াছিল, সেই জন্য চিকিৎসকেরা তাঁহাকে একবার আড্রিয়াটিক সমুদ্রে জাহাজে করিয়া বেড়াইবার পরামর্শ দেন। তদনুসারে কয়েকজন মাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া কার্ডিনাল রাভেনার তত্ত্বাবধানে তিনি সমুদ্রে যাত্রা করেন। কিছুদিন পরে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাঁহার অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেল,

ছয়মাস পরে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন বটে, কিন্তু এ কয় মাসের মধ্যেই তাঁহার প্রকৃতিগত বহু পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা গেল, এমন কি, যদি তাঁহার আকৃতি দেখা না যাইত, তাহা হইলে তিনি যে নাতালি, ইহা কেহই বুঝিতে পারিত না।"

ত্রেভিষার কথা শুনিয়া পল বুঝিলেন, রাজকুমারী নাতালি জের্ণবায় কখন ফিরিয়া আসেন নাই, তাঁহার পরিবর্ত্তে বর্ব্বোরাই আসিয়াছেন। তিনি প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা তাঁহার কিরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলে?"

ত্রেভিষা বলিলেন, "পূর্ব্বে নাতালি অত্যন্ত প্রফুল্ল ও অত্যন্ত গল্প-প্রিয় ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন, তখন যেন আর তাঁহার মত গম্ভীর ও চিন্তাশীলা রমণী পৃথিবীতে অধিক নাই। কেহ কেহ বলেন, ভূমিকম্পের জন্য তাঁহার এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভূমি-কম্পে ডালমাটিয়া প্রদেশে যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহা স্বচক্ষে দেখি-য়াই তাঁহার প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; দেশে ফিরিয়া তিনি রাজ্যশাসনে অধিকতর মনোযোগিনী হইলেন, এবং রাজনীতিচর্চ্চাই তাঁহার রাজকার্য্যের প্রধান অঙ্গ হইল।

পল মনে মনে বলিলেন, "বর্ব্বোরাও রাজনীতিতে সুদক্ষ ছিলেন।"

ত্রেভিষা বলিলেন, "তাঁহার প্রকৃতিগত পরিবর্ত্তনের আরও নিদর্শন আছে। পূর্ব্বে তিনি রুস-গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত পক্ষপাতিনী ছিলেন, কিন্তু স্বদেশপ্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি রুসিয়ার নাম পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারেন না।"

পল বলিলেন, "আমার বোধ হয়, কেবল তাহাই নহে, রাজকুমারী পূর্ব্বে গ্রীকধর্ম্মমতে বিশ্বাস করিতেন; কিন্তু তিনি দেশভ্রমণের পর রাজ-ধানীতে ফিরিয়া কাল্পনিক ধর্ম্মে অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।"

ত্রেভিষা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে এ কথা কে বলিল, এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা বলিও না; তোমার কথা সত্য বটে, কিন্তু রাজ্ঞীর

মন্ত্রী-সভার সভ্যগণ ভিন্ন এ কথা আর কেহ জানে না। ইহা এখন পর্য্যন্ত রাজকীয় গুপ্ত রহস্য বলিয়া পরিগণিত, সুতরাং আমার অনুরোধ, তুমি এ কথা আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, এ কথা প্রকাশ হইলে তিনি সিংহাসন পর্য্যন্ত হারাইতে পারেন।”

ত্রেভিষার কথা শেষ হইতে না হইতে চারিদিকে শব্দ উঠিল, “ঐ রাণী আসিতেছেন, ঐ রাণী আসিতেছেন।” এই কথা শুনিবামাত্র রাণীকে দেখিবার জন্য পল ত্রেভিষার হাত ধরিয়া বারান্দার রেলিঙের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রথমেই একদল অশ্বারোহী সৈন্য শ্রেণীবদ্ধভাবে অগ্রসর হইল, তাহাদের হস্তে তীক্ষ্ণধার সুদীর্ঘ বর্শা; প্রত্যেক বর্শার অগ্রভাগে এক একটী পতাকা, প্রভাতের বায়ু-হিল্লোলে ধাবমান অশ্বারোহী সৈন্যগণের বর্শা-সংলগ্ন পতাকা পত পত শব্দে উড়িতে লাগিল; প্রভাত-রৌদ্র সেই সকল তীক্ষ্ণধার সুপ্রশস্ত বর্শার অগ্রভাগে প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল।

ত্রেভিষা পলকে বলিলেন, “ইহারাই রাজ্ঞীর দেহরক্ষী সৈন্য; নীল-পরিচ্ছদধারী সৈন্য বলিয়া ইহারা খ্যাত।”

পল বলিলেন, “কিন্তু ইহাদের পরিচ্ছদ আমাদের সৈন্যগণের পরিচ্ছদের অনুরূপ।”

ত্রেভিষা বলিলেন, “আমি ত পূর্ব্বে তোমাকে সে কথা বলিয়াছি।”

অশ্বারোহী সৈন্যগণের পর একখানি খোলা ল্যাণ্ড-গাড়ীতে রাজ্ঞী দর্শন দিলেন। হোটেলের সম্মুখে আসিয়াই গাড়ী হঠাৎ থামিল; রাজ্ঞী হাস্যমুখে সমাগত প্রজাবর্গের অভিবাদনে প্রত্যভিবাদন করিতে লাগিলেন।

পল দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলেন, এই রাজ্ঞী স্বয়ং বর্ব্বোরা; তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে যেন সমস্ত জগৎ ঘুরিতে লাগিল; কিন্তু বহু কষ্টে তিনি আত্ম-সংবরণ করিলেন।

সেই হোটেলের সম্মুখে আসিয়া গাড়ী দাঁড়াইয়াছে, কারণ এই যে,

সে সময়ে সে স্থানে দুইজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী রাজ্ঞীকে অভিবাদনের জন্য দাঁড়াইয়া ছিলেন। তন্মধ্যে একজন পলিতকেশ বৃদ্ধ, আর একজন বিপুলদেহ যুবক, এই যুবকের সাজসজ্জা অত্যন্ত জমকালো; তাঁহার শিরস্ত্রাণে রৌপ্যনির্ম্মিত একটী ঈগলপক্ষী, দেহ যোদ্ধৃবেশে মণ্ডিত।

ত্রেভিষা বলিলেন, "ঐ যে পক্ককেশ বৃদ্ধটীকে দেখিতেছ, উহাঁর নাম কাউণ্ট রাস্কিভিন, উনি এই রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী; উহাঁর ভ্রাতা মাইকেল পোলাণ্ডের অন্তর্বিপ্লবে দেশীয় সৈন্যদলের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ রূপার ঈগলধারীটী কে ?"

ত্রেভিষা বলিলেন, "উহাঁর নাম জন্, পরাক্রান্ত জন্ বলিয়াই উনি প্রসিদ্ধ। উহাঁর উপাধি ডিউক অফ্ বোরা; উনি জের্ণবা রাজ্যের সৈন্যগুলীর প্রধান সেনাপতি ও মন্ত্রীসভার একজন সদস্য, রাজ্ঞীর উনি পিতৃব্যপুত্র, সুতরাং এ রাজ্যের সিংহাসনেও উহাঁর অধিকার আছে, তদ্ভিন্ন রুস-সম্রাটেরও উনি অতি নিকট জ্ঞাতি।

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডিউক অফ বোরার সহিত রাজ্ঞীর কিরূপ সদ্ভাব ?"

ত্রেভিষা বলিলেন, "সদ্ভাবের অভাব কি, রাজ্ঞীর সহিত উহাঁর বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া পল যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিলে ?"

পলের কণ্ঠস্বরে ও মুখভাবে ত্রেভিষার মনে অত্যন্ত বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ তোমার এমন ভাবান্তর হইল কেন ?"

পল বলিলেন, "না, ও কিছু নয়, একটী পুরাতন বেদনার যন্ত্রণা মাত্র; কিন্তু কি বলিতেছিলাম, লোকটা তোমাদের রাজ্ঞীর প্রণয়ভাজন হইবার যোগ্য নয়।"

ত্রেভিষা বলিলেন, "এ সকল বিবাহে প্রণয়ের বড় সম্বন্ধ থাকে না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই এরূপ বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা হয়। রাজ্ঞীর সিংহাসন অটুট রাখিবার জন্য এই বিবাহের আবশ্যক হইয়াছে, কিন্তু এ কথা যাক্, এই দেখ, রাণীর গাড়ী আবার চলিতে আরম্ভ হইয়াছে।"

রাজ্ঞী এই দুইজন প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত অল্লক্ষণ আলাপ করিয়া তাঁহার অভীষ্টপথে যাত্রা করিলেন। তাঁহার ল্যাণ্ডের পশ্চাতে আবার কতকগুলি সৈন্য চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ত্রেভিষা বলিলেন, "আমাদের রাণীকে তুমি কেমন সুন্দরী দেখিলে ?"

পল সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "তুমি ত তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী, প্রত্যহই তোমাকে তাঁহার মন যোগাইয়া চলিতে হয় ; এমন সুন্দরী রাজ্ঞীর অধীনে চাকরী করিয়া আজও যে তুমি তাঁহার প্রণয়াস্পদ হইলে না, ইহাই আশ্চর্য্য।"

ত্রেভিষা হাসিয়া বলিলেন, "রাণীই বল, আর রাজকন্যাই বল, ইহারা ভগবানের অনুগৃহীত জীব. আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণী ইহাদের প্রেমে পড়িতে পারে না, তাঁহার প্রেমের পাত্র বড় বড় রাজার বংশ হইতে ধরিয়া আনিতে হয়। জের্ণবার রাজনন্দিনী যদি কোন সাধারণ লোককে বিবাহ করেন, তাহা হইলে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইবেন, ইহা এই দেশের রাজবিধান, কোন রাজবংশীয় পুরুষ ভিন্ন অন্য কাহাকেও তাঁহার বিবাহ করিবার অধিকার নাই।"

পল কথাটা যেন গ্রাহ্যই নহে, এই ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ রাজ্যের কি এই নিয়ম ?"

ত্রেভিষা বলিলেন, "বহুদিন হইতেই এ রাজ্যে এ নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।"

পল বলিলেন, "তুমি বলিতেছিলে, ডিউক অফ বোরার সহিত তোমাদের রাজকুমারীর বিবাহ হইলে, তাঁহার সিংহাসন স্থায়ীত্ব লাভ করিবে, ইহার অর্থ কি ?"

ত্রেভিষা বলিলেন, "এই রাজ্য প্রাচীন পোলাণ্ডের একটী অংশবিশেষ। এখন ইহা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পোলাণ্ডের স্বাধীনতা বিধ্বস্ত হইলে জের্ণবা রাজ্য রুসিয়ার অংশে পড়ে ; রুসিয়া এই রাজ্যটীর

প্রতি বড়ই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কারণ, এই রাজ্যের তদানীন্তন লিনিক্তি অর্থাৎ রাজা অতি রূপবান্ যুবক ছিলেন বলিয়া, রুসিয়ার তাৎকালিক সম্রাজ্ঞী ক্যাথারাইন্ তাঁহাকে অত্যন্ত অনুগ্রহ করিতেন; তিনি লিনিক্তিকে কেবল যে স্বাধীনভাবেই এই রাজ্যশাসনের অধিকার দান করিলেন, এরূপ নহে, তাঁহাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া স্বীকার করিয়া আরও কতক গুলি নূতন নূতন অধিকার প্রদান করিলেন। ক্যাথারাইন-প্রদত্ত সেই অধিকারবলে জের্ণবা রাজ্য অন্য অন্য ইউরোপীয় রাজ্যের ন্যায় স্বাধীন বলিয়া পরিগণিত হইল। এখন রুসেরা বলে, সম্রাজ্ঞী সেই সনন্দ স্বাক্ষর করিবার সময় তাহা পাঠ না করাতেই এই রাজ্যের স্বাধীনতা ঐরূপ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; তিনি যে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা তিনি বুঝিতেই পারেন নাই, সে যাহাই হউক, এরূপে জের্ণবাবাসী পোল জাতি তাহাদের স্বাধীনতায় আনন্দলাভ করিয়াছিল, এখন রুসিয়া নানা ছলে সেই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছে, জের্ণবা-বাসিগণের তাহা অসহ্য।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "জের্ণবার তুলনায় রুস-সাম্রাজ্য তাহা অপেক্ষা একশত গুণ বড়, রুস ইচ্ছা করিলেই ত জের্ণবা গ্রাস করিতে পারে; ছল-চাতুরী বা ইতস্ততঃ করিবার আবশ্যক কি?"

ব্রেভিবা বলিলেন, "না, রুস ইচ্ছা করিলেই হঠাৎ তাহা গ্রাস করিতে পারে না; ভিয়েনা নগরে রুসিয়ার সহিত যে শেষ সন্ধিবন্ধন হইয়াছে, সে সন্ধির একটা সর্ত্ত এই যে, সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয়া ক্যাথারাইন, তাঁহার প্রদত্ত সনন্দে জের্ণবাকে যে অধিকার দান করিয়া গিয়াছেন, তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে; সুতরাং সন্ধির এই সর্ত্ত অগ্রাহ্য করিয়া রুসিয়া ইউরোপের অন্যান্য প্রবল ব্যক্তিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। যাহা হউক, এ হইল রাজ্যঘটিত ব্যাপার; কিন্তু এ রাজনীতির আলোচনা করিতে হইলে, প্রজানীতিপ্রসঙ্গও উত্থাপন করা চাই; জের্ণবা রাজ্যে বহুজাতীয় লোকের

বাস, এই সকল জাতির মধ্যে দুইটী জাতি প্রধান, একটী পোলাণ্ডের অধিবাসিগণ অর্থাৎ পোল জাতি; দ্বিতীয় মস্কো ভাইট অর্থাৎ জের্ণবা-প্রবাসী রুস। পোলেরা এ দেশের আদিম অধিবাসী. তাহারা অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয় ও ভক্ত ক্যাথলিক; তাহারাই সংখ্যায় অধিক; কিন্তু বিশ বৎসর কাল হইতে রুসিয়া হইতে দলে দলে লোক জের্ণবায় প্রবেশ করিতেছে; ইহাদের সংখ্যা প্রতিদিন যেরূপ বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে আশঙ্কা হয়, অল্পদিনের মধ্যেই এই রাজ্যটী রুসীয় রাজ্যে পরিণত হইবে।

এই সকল প্রবাসী রুস অর্থাৎ মস্কো ভাইটম্ সকলেই গ্রীক্ খৃষ্টান; সুতরাং বলা বাহুল্য, রুসিয়ার সম্রাট ধর্ম্ম-সম্বন্ধে তাহাদের নেতা। রুসিয়ার প্রতি তাহাদের অনুরাগ অত্যন্ত অধিক; যদি সম্রাট নিকোলাস কোনদিন জের্ণবা আক্রমণ করেন, তাহা হইলে এই সকল প্রবাসী রুস, জের্ণবার স্থায়ী অধিবাসী হইলেও সানন্দচিত্তে তাঁহার সাহায্য করিবে। অতএব বুঝিতে পারিতেছ, একদেশের অধিবাসী হইলেও তেলে ও জলে যেমন মিশ খায় না, অগ্নিতে ও জলে যেমন বন্ধুত্ব হইতে পারে না, সেইরূপ জের্ণবার এই দুই সম্প্রদায়ের লোক কখনও যে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইবে, তাহার সম্ভাবনা দেখা যায় না; পোলে ও মস্কো ভাইটে দেখা হইলেই বিবাদ হয়, আর মুখামুখি হইতে হইতে রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হইতে দেখা যায়।”

পল বলিলেন, “এরূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির দুই জাতীয় লোককে শাসনাধীনে সন্তুষ্ট রাখা, রাজা বা রাণীর পক্ষে বড় সহজ কাজ নয়। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ রাজ্ঞী নাতালি এই কঠিন কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন; স্বদেশের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ অসহ বলিয়া পোলেরা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে, আবার অন্যদিকে তিনি গ্রীক-ধর্ম্মমতের অনুরাগিণী বলিয়া প্রবাসী রুসেরা তাঁহাকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারে না। কিন্তু

বোধ হয়, শীঘ্রই ভীষণ সমস্যা উপস্থিত হইবে, কারণ, যখন প্রবাসী রুসেরা জানিতে পারিবে, তিনি কাথলিকধর্ম্মমতাবলম্বিনী, গ্রীক্‌মতের প্রতি আর তাঁহার বিশ্বাস নাই, তখন প্রবাসী রুসেদের রাজভক্তি টিকিবে কি না সন্দেহ, তাহারা বিদ্রোহী হইয়া ডিউক অফ বোরাকে তাঁহার পরিবর্ত্তে সিংহাসনে স্থাপন করিতে পারেন। বিশেষতঃ ডিউকেরও সিংহাসনে আরোহণ করিবার তিনটী অধিকার আছে, প্রথমতঃ তিনি গ্রীক্‌-ধর্ম্মমতাবলম্বী, দ্বিতীয়তঃ মাতৃ-কুলানুসারে তিনি রুস-তৃতীয়তঃ রুস-সম্রাটের তিনি ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি।

এই সকল কারণে মন্ত্রীসভা মনে করেন, রাজ্ঞীর সহিত ডিউক অব বোরার বিবাহ হওয়াই একান্ত আবশ্যক, সিংহাসনে তাঁহাদের উভয়ের যে স্বতন্ত্র দাবী আছে, এই বিবাহে তাহা একীভূত হইয়া সিংহাসনে তাঁহাদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবে; এই বিবাহের পর ইহাঁদের কোন পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে উভয়জাতির স্বার্থই অক্ষুণ্ণ থাকিবে।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রী-সমাজ কি এই প্রকার সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন?"

ত্রেভিষা বলিলেন, "মতভেদ হইলেও এরূপ সংস্কার যে আবশ্যক, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই; আমি মন্ত্রীসভায় এমন দুইজন সদস্যের কথা জানি, যাঁহারা প্রকাশ্যতঃ এই বিবাহে মত করিলেও মনে মনে তাঁহাদের আপত্তি আছে।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই লোক দুটী কে?"

ত্রেভিষা বলিলেন, "একজন পাদরীসর্দ্দার কার্ডিনাল রাভেনা, অন্তজন মার্শেল জাবেরণ।"

পল বলিলেন, "কার্ডিনাল রাভেনা যখন পোপের ক্রীতদাস, সুতরাং তাঁহার মত ধর্ম্মধ্বজী কথলিক গ্রীক্ খৃষ্টানের সহিত রাজ্ঞীর বিবাহে আপত্তি করিবে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কিন্তু জাবেরণ লোকটী কে?"

ত্রেভিষা সহাস্যে বলিলেন, "জাবেরণ যে কে, তাহা তুমি এখানে দুই-চারি দিন থাকিলে ভাল করিয়াই জানিতে পারিবে; রুস-সম্রাজ্ঞী ক্যাথারাইন এদেশের জন্য যে স্বাধীনতা-সনন্দ মঞ্জুর করিয়া গিয়াছিলেন, মার্শেল জাবেরণ সেই সনন্দের রক্ষক; মন্ত্রাসভায় এমন নির্ভীক স্পষ্টবাদী তেজস্বী সদস্য আর দ্বিতীয় নাই; পোলেরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় মনে করে; তাঁহার প্রতি তাহাদের অসাধারণ বিশ্বাস। কিন্তু কোন মস্কো ভাইটকে যদি জিজ্ঞাসা কর, মার্শেল জাবেরণ কে, তাহা হইলে শুনিতে পাইবে, তিনি মনুষ্যমূর্ত্তিতে সয়তান।"

পল বলিলেন, "তুমি বলিতেছ, জাবেরণের এ বিবাহে মত নাই, কিন্তু যদি রাণী স্বয়ং এই বিবাহে সম্মতি দান করেন, তাহা হইলে তিনি আপত্তি করিয়া কি করিবেন?"

ত্রেভিষা বলিলেন, "তিনি পোপকে মুরুব্বী ধরিয়াছেন; আমাদের রাজ্ঞী নিজে কাথলিক খৃষ্টান, কাথলিক ধর্ম্মের বিধানানুসারে তিনি ডিউককে বিবাহ করিতে পারেন না; বিশেষতঃ ডিউক সম্বন্ধে রাজ্ঞীর ভ্রাতা বলিয়া পোপের বিশেষ অনুমতি ভিন্ন এই বিবাহ হইতে পারে না।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "পোপ যদি সম্মতি দান না করেন?"

ত্রেভিষা বলিলেন, "তাহা হইলে রাণী উভয় সঙ্কটে পড়িবেন; পোপের সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া যদি তিনি এই বিবাহ করেন, তাহা হইলে এদেশের কাথলিক প্রজারা ইহা বৈধ বিবাহ বলিয়া স্বীকার করিবে না, এদেশে পোল পাদরীর দল তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবে, সে বড় সাধারণ সঙ্কট নহে। আবার অন্যদিকে যদি তিনি পোপের আদেশ অনুসারে এই বিবাহে অসম্মত হন, ও ডিউকের দীর্ঘকালের আশা ব্যর্থ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার অশেষ বিপদের আশঙ্কা আছে, আর চারি মাস পরে আমাদের রাজ্ঞীর মুকুটোৎসব হইবে; রুসপ্রবাসী প্রজারা আশা করিয়া আছে, এই সময়ে

তাহারা রাণীর সহিত তাহাদের ডিউককে একাসনে বসিয়া উৎসবের কাজ সুসম্পন্ন করিতে দেখিবে; কিন্তু যদি তাহাদের এই আশা সফল না হয়, তাহা হইলে প্রজা-বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, তাহার শেষ ফল রাজ্ঞীর সিংহাসনচ্যুতি। ডিউক অফ বোরা রুস-সম্রাটের আত্মীয়, এ কথা তোমাকে বলিয়াছি। সম্রাট তাঁহার সাহায্যের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত আছেন, একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিলেই প্রবাসীরুসেরা সম্রাট নিকোলাসের সাহায্য প্রার্থনা করিবে, তাহা হইলেই জের্ণবার স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইবে, রুস-সম্রাট তাঁহার বহুদিনের সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবেন, জের্ণবা রুস-সম্রাটের অন্তর্ভুক্ত হইবে; সুতরাং এই বিবাহ ভিন্ন জের্ণবার মঙ্গলের আশা নাই।”

ইতিমধ্যে একটী মহিলা সেই হোটেলে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিয়া ত্রেভিষা কয়েক মিনিটের জন্য পলের নিকট হইতে উঠিয়া চলিলেন।

পল একাকী বসিয়া বসিয়া বর্ব্বোরার কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ডিউক অফ্ বোরা প্রধানমন্ত্রী কাউণ্ট রাজিভিনের সঙ্গে সেই হোটেলে প্রবেশ করিয়া পল যে বারান্দায় বসিয়া ছিলেন, সেই বারান্দা দিয়া যাইতে লাগিলেন; হঠাৎ পলের উপর ডিউক অফ্ বোরার দৃষ্টি পড়িল, তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন,“তুমি উঠিয়া আমাদের সম্মান প্রদর্শন করিলে না কেন?”

পল অবাক্ হইয়া ডিউক অফ্ বোরার দিকে চাহিয়া রহিলেন; তিনি একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী, তিনি একটী পক্ষী-ডিম্ববৎ ক্ষুদ্র জের্ণবা-রাজ্যের একজন কর্ম্মচারীকে কি জন্য উঠিয়া সম্মান প্রদর্শন করিবেন?

ডিউক অফ্ বোরা পলকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনর্ব্বার সেই প্রশ্ন করিলেন।

এবার পল বলিলেন, "আমি কেন আপনাকে সম্মান প্রদর্শন করিব ?"

পলের কথায় ডিউকের কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু দুটী অঙ্গারের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল, তাঁহার মুখখানি নিদাঘ-পরাহ্নের মেঘকান্তির ন্যায় অতি-ভীষণ ভাব ধারণ করিল, তিনি ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "তুমি কি পাগল না মাতাল হইয়াছ ? আজ জানিয়া রাখ, আজই তোমাকে দুর্গে বন্দী হইতে হইবে।"

পল অবিচলিতস্বরে বলিলেন, "আমাকে বন্দী করিবার আপনার অধিকার আছে ?"

ডিউক অফ্ বোরা ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া কোষ হইতে তরবারি আকর্ষণ করিলেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কাউণ্ট রাজিভিন তাঁহার কর্ণ-মূলে দুই একটী কথা বলায় তিনি অপেক্ষাকৃত শান্তভাব ধারণ করিলেন। অনন্তর রাজিভিন পলকে বলিলেন, "আমার নাম কাউণ্ট রাজিভিন, আমি জের্ণবা রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ; আপনার পরিচয় জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।"

পল বলিলেন, "আমি একজন ইংরাজ, আমার নাম কাপ্তেন উড্-ভিলি, ২৪ নং কেণ্টিস ফৌজে আমি কাজ করি। আপনার সঙ্গী যে ভদ্রলোকটী আমার উপর খামকা খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছিলেন, উনি কে ?"

ইংরেজ! ডিউক অফ্ বোরা তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন, পলের পরিচ্ছদ দেখিয়া তিনি তাঁহাকে তাঁহার অধীনস্থ একজন সৈনিক কর্ম্মচারী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ডিউক অফ্ বোরা মনে করিলেন, যদি তাঁহার এই ভ্রমের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বন্ধু-সমাজে তাঁহাকে অপদস্থ হইতে হইবে। তিনি পলকে বলিলেন, "আমি ডিউক অফ্ বোরা, জের্ণবার সৈন্যমণ্ডলীর আমি প্রধান সেনাপতি ; আপনার পরিচ্ছদ আমার সৈনিকমণ্ডলীর পরিচ্ছদের এত অনুরূপ যে,—"

পল বাধা দিয়া বলিলেন, "মাপ করিবেন, আপনার সৈন্যমণ্ডলীর পরিচ্ছদই আমাদের পরিচ্ছদের অনুরূপ,—"

ডিউক অফ বোরা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আপনার পরিচ্ছদ আমার সৈন্যমণ্ডলীর পরিচ্ছদের অনুরূপ বলিয়া আমার এরূপ ভ্রম হইয়াছিল।" তিনি মনে করিলেন, একজন ইংরেজ কর্ম্মচারীর প্রতি তিনি যে অশিষ্টাচারণ করিয়াছেন, তাঁহার এই কৈফিয়তেই তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া গেল।

বৃদ্ধ প্রধান মন্ত্রী গোলমালটা চাপা দিবার জন্য বলিলেন, "আপনি বলিলেন না, আপনার নাম কাপ্তেন উডভিলি ? আপনিই কি মহাবিক্রমে ভারতসীমান্তে তাজাপুর-দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন ?"

পল বলিলেন, "হাঁ, আমি সেই ব্যক্তি।"

এই কথা শুনিয়া বোরা কিছু অপ্রস্তুত হইলেন; তাঁহার পরিচ্ছদে সেনাপতিসুলভ নানাবিধ মেডল ঝলমল করিতেছিল, অথচ তিনি কোন দিন যুদ্ধবিদ্যার ধার ধারেন নাই, অথচ কাপ্তেন উডভিলি ইংরেজ-সৈন্যদলের পরিচালক হইয়া বহু যুদ্ধ জয় করিলেও তাঁহার পরিচ্ছদে একটীও রণজয়ের মেডল বর্ত্তমান ছিল না।

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "কাপ্তেন উডভিলি, আপনার সহিত আলাপ করিয়া আমি বড় সুখী হইলাম, আপনি আমাদের রাজ্য দেখিতে আসিবেন, এ কথা যদি পূর্ব্বে জানাইতেন, তাহা হইলে আমরা বীর-পুরুষের ন্যায় আপনার অভ্যর্থনা করিতাম ; আপনি যেরূপ বীর-পুরুষ, আপনাকে প্রকাশ্যভাবে তাহার উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতাম, আপনি গোপনে শ্লাভোবিচ নগরে পদার্পণ করিয়া এই আনন্দ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান রাজ্ঞী ইংরাজের আচারব্যবহারের কিছু পক্ষপাতী ; এ জন্য আমাদের দেশের কোন কোন সংবাদপত্রে রাজ্ঞীর ইংরাজীয়ানার বিরুদ্ধ সমালোচনাও সময়ে

সময়ে বাহির হয়। আমাদের রাজ্ঞী আপনাদের পালিয়ামেণ্টের হাউস অফ কমন্সের অনুকরণে ডিরেক্ট সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইংরাজের প্রতি আমাদের রাজ্ঞীর পক্ষপাতের আর একটী নিদর্শন এই যে, একজন ইংরেজকে তিনি তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।"

পল বলিলেন, "আপনি ত্রেভিষার কথা বলিতেছেন; তিনি আমার বন্ধু, স্বদেশে আমরা উভয়ে এক কলেজে একত্রে পড়িয়াছি।"

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "বটে, এখানে হঠাৎ সেই বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইয়া আপনি বোধ হয়, খুব আনন্দলাভ করিয়াছেন।"

কিন্তু ডিউক অফ্ বোরা এ সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না, রাজ্ঞীর প্রাইভেট সেক্রেটারী ও তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিগণকে তিনি আন্তরিক ঘৃণা করিতেন।

প্রধান মন্ত্রী বলিতে লাগিলেন, "ত্রেভিষা বড়ই কাজের লোক; সাঙ্কেতিক অক্ষরে লিখিত যে সকল গুহ্য রাজনৈতিক ষড়্‌যন্ত্র-সম্বন্ধীয় চিঠিপত্র আমাদের হাতে পড়ে, তাহার অর্থ আবিষ্কারে ত্রেভিষার অসামান্য দক্ষতা আছে, রাজ্ঞীর প্রতি তাঁহার অসাধারণ শ্রদ্ধা, তিনি ইংরেজ হইলেও এক রকমে আমাদের দেশের লোকই হইয়া পড়িয়াছেন; এ রাজ্যের তিনি শতমুখে প্রশংসা করেন, আর আমাদের রাজ্য ক্ষুদ্র হইলেও পৃথিবীর অনেক ক্ষুদ্ররাজ্য অপেক্ষাও আমাদের শক্তি অধিক।"

পল সহাস্যে বলিলেন, "এ সি কম্ ভিডেরি।"

প্রধান মন্ত্রী ডিউক অফ বোরাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কাপ্তেন উডভিলি আপনার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন; তিনি যে লাটিন প্রবচনটী বলিলেন, তাহা বোরার ডিউক বংশেরই মূলমন্ত্র।"

পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, নাভো-দুর্গে পল যখন গোপনে কার্ডিনালের পাঠগৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি সেই

কক্ষে সিঁড়ির কাছে একটী স্বর্ণপদক কুড়াইয়া পান, এই পদকে উক্ত লাটিন কথাটী মুদ্রিত দেখিতে পান, এই পদকখানি পল তাঁহার ঘড়ীর চেনে লকেটের মত গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন; পল সেই লকেটটী হাতে লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিলেন।

ডিউক অফ্ বোরা তাহা দেখিতে পাইলেন, তিনি পলের নিকট দুই এক পদ সরিয়া আসিলেন, তার পর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এই পদক কোথায় পাইলেন?"

হঠাৎ পলের মনে হইল, ইহাতে যখন ডিউক-পরিবারের মূলমন্ত্র খোদিত আছে, তখন হয় ত ইহা তাঁহারই জিনিস হইবে, বাস্তবিকই এই পদকখানি রাজকুমারী নাতালিকে উপহার দিয়াছিলেন; রাজকুমারী বায়ুপরিবর্ত্তন উপলক্ষে ডালমাটিয়ায় গিয়া উল্লিখিত কক্ষে তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন, তাহাই পল কুড়াইয়া পান।

ডিউক অফ্ বোরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন স্ত্রীলোকের নিকট হইতে কি আপনি ইহা পাইয়াছেন?"

পল বলিলেন, "না মহাশয়, আপনার এ অনুমান সত্য নয়।"

ডিউক অফ বোরা হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ?"

পল কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনি এ রাজ্যের একজন প্রধান কর্ম্মচারী বটে, কিন্তু আপনার কথাগুলি শিষ্টাচারবর্জ্জিত। যাহা হউক, আপনার অশিষ্টতায় আমার কোন ক্ষতি হইবে না, বিশেষতঃ আমি এ রাজ্যের অতিথি, সুতরাং আপনার সহিত আমি বিবাদ করিব না। আমি সত্যই বলিতেছি, এই পদক আমি কোন মহিলার নিকট হইতে পাই নাই, কোন স্থানে আমি ইহা কুড়াইয়া পাইয়াছি, এখন আপনি যদি বলেন, ইহা আপনার সম্পত্তি, তাহা হইলে আপনি ইহা অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন।"

ডিউক অফ বোরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুড়াইয়া পাইয়াছ? কোথায় কুড়াইয়া পাইয়াছ, কবে কুড়াইয়া পাইয়াছ?"

পল বিরক্তিভরে বলিলেন, "আমি আপনার এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নহি।"

ডিউক বলিলেন, "উত্তর দিবে না?"

পল অবিচলিতস্বরে বলিলেন, "না।"

ডিউক বলিলেন, "তাহা হইলে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর।"

পল ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে আমি ইচ্ছুক নহি।"

ডিউক বলিলেন, "ভারতে গোটাকতক আফগানকে গুলী করিয়া আসিয়া খুব সহজে বীরপুরুষ সাজিয়াছ, কিন্তু আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে তোমার সাহস নাই, তুমি এতই বীরপুরুষ! অবশ্য, যদি তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ভয় পাও, তাহা হইলে তোমাকে আমি বলপূর্ব্বক তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে পারি না, কিন্তু কাপুরুষের যোগ্য পুরস্কার হইতে তোমাকে আমি বঞ্চিত করিব না।"

ডিউক অফ বোরার হস্তে একগাছি সূক্ষ্ম সুগোল লকলকে বেত ছিল, তিনি সেই বেত্র দ্বারা পলের গণ্ডদেশে সজোরে এমন আঘাত করিলেন যে, তাঁহার গাল কাটিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল।

এ দৃশ্য দেখিয়া প্রধান মন্ত্রী "কি অন্যায়" এই কথা বলিয়া বিরক্তিভরে সে স্থান হইতে উঠিয়া চলিলেন। পল পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া গালের রক্ত মুছিলেন।

ডিউক বলিলেন, "কেমন, এখন আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে রাজি?"

পল বলিলেন, "আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছি, আপনি আপনার মধ্যস্থকে অবিলম্বে আমার মধ্যস্থের নিকট পাঠাইয়া দিবেন, আপনার সহিত

আমার বাক্যযুদ্ধের আবশ্যক নাই; আমাদের পরস্পরের ক্ষমতা তরবারি মুখে ব্যক্ত হইবে।”

ডিউক বলিলেন, “এক ঘণ্টার মধ্যে আমার মধ্যস্থ তোমার মধ্যস্থের নিকট উপস্থিত হইবে; কিন্তু প্রধান মন্ত্রীকে ভয় আছে; তিনি অত্যন্ত গল্পপ্রিয়; এই যুদ্ধের কথা গোপনে রাখিতে হইবে।”

পল মনে মনে বলিলেন, “আমি উহাকে নিশ্চয় বধ করিব। এ হতভাগাটা বর্ব্বোরাকে বিবাহ করিতে চায়। আমি তাহার বিবাহের সাধ ঘুচাইয়া দিব।”

ডিউক অফ বোরা সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া রাজ্ঞিভিন যেখানে বসিয়াছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন; প্রধান মন্ত্রী পলের প্রতি তাঁহার অশিষ্টাচারের জন্য কিঞ্চিৎ বিরাগপ্রকাশ করিলেন, কিন্তু ডিউক অফ বোরা নগণ্য লোক নহেন; একদিন রাজ্ঞীর সহিত তাঁহার বিবাহের সম্ভাবনা আছে, সুতরাং তাঁহাকে অধিক কিছু বলিতে সাহস করিলেন না তার পর তিনি যখন শুনিলেন, এই ব্যাপার লইয়া উভয়ে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তখন তিনি ডিউক অফ বোরাকে বলিলেন, “আপনি বোধ হয় বুঝিয়া যাইতেছেন যে, আমাদের দেশে আইনে এরূপ যুদ্ধ নিষিদ্ধ।”

ডিউক উদ্ধতভাবে বলিলেন, “যে ব্যক্তি একদিন সিংহাসন লাভ করিবে, সে আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য নয়।”

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, কিন্তু আমাদের রাজ্ঞী এসম্বন্ধে অন্যরূপ বিচার করিবেন। এরূপ যুদ্ধে তাঁহার অত্যন্ত বিরাগ; আপনি যে সকল্প করিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞোচিত নহে, ভবিষ্যতে এজন্য আপনাদের বিবাহে পর্য্যন্ত বিঘ্ন হইতে পারে।”

ডিউক বলিলেন, এ কথা রাণীর কাণে উঠিবার সম্ভাবনা নাই, যদি উঠে, তাহা হইলে রাণী কাহার নিকট ইহা শুনিয়াছেন, তাহা আমার জানিতে

বিলম্ব হইবে না। আপনি বোধ হয় জানেন না, ঐ ইংরেজটা তাহার ছেলের সঙ্গে যে পদকখানি ঝুলাইয়াছে, তাহা আমি নাতালিকে উপহার দিয়াছিলাম। তার পর আমি কতবার তাহাকে এই পদকের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু সে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে নাই, ইহার কারণ কি. হয় ত সে ইহা হারাইয়া ফেলিয়াছিল, তার পর এই ইংরাজটা ইহা কুড়াইয়া পাইয়াছে। অবশ্য কোন জিনিস কুড়াইয়া পাওয়া দোষের বিষয় নহে, কিন্তু সে ইহা কোথায় কুড়াইয়া পাইল,—কবে পাইল,—তাহা বলিল না কেন?"

রাজিভিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ইহার কি কারণ অনুমান করেন?"

ডিউক বলিলেন,"আমার বিশ্বাস, নাতালি স্বয়ং ইহা উঁহাকে দিয়াছে।"

রাজিভিন বলিলেন, "আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন, কাপ্তেন উডভিলি এই সর্ব্বপ্রথম এ দেশে আসিয়াছেন, আমাদের রাণীর সহিত ইহার পূর্ব্বে তাঁহার কিরূপে সাক্ষাৎ হইবে?"

ডিউক বলিলেন, "তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না; তবে ডাল-মাটিয়ায় সাক্ষাৎ হইতে পারে, তিন মাসের নাম করিয়া নাতালি সেখানে ছয়মাস বাস করিয়াছিল, গুপ্তপ্রেমই ইহার কারণ।"

রাজিভিন বলিলেন, "এ আপনি অতি অন্যায় কথা বলিতেছেন, আপনার সহিত তাঁহার বিবাহের কথা ঠিক হইবার পর তিনি যে আর একজনের প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এ কথা বলিলে তাঁহার অপমান করা হয়।"

ডিউক অসহিষ্ণুভাবে বলিলেন, "কিন্তু আমার অনুমান যে মিথ্যা নহে, ইহার অনেক প্রমাণ দেখাইতে পারি। নাতালি যখন বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য বিদেশে যায়, তখন তাহার হাস্যপ্রফুল্লভাব দেখিলাম, সেই কৌতুক-ময়ী নাতালি যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সে ভয়ানক বিষণ্ণ, সর্ব্বদা

চিন্তাকুল; এরূপ ভাবান্তরের আর অন্য কি কারণ থাকিতে পারে? কেবল তাহাই নহে, বিদেশযাত্রার পূর্ব্বে নাতালি আমাকে বিবাহ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এখন নানা আপত্তিতে বিবাহের বিলম্ব করিয়া ফেলিতেছে, ইহার অন্য কি কারণ হইতে পারে? নাতালি দেশভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহার দেহরক্ষী সৈন্যদলকে ইংরেজসৈন্যের পরিচ্ছদের অনুরূপ পরিচ্ছদে মণ্ডিত করিয়াছে; ইহার কারণ কি? তাহার প্রেমাস্পদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্যই সে এরূপ করিয়াছে।"

রাজিভিন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ইহা কখনও সম্ভব নয়; আপনি কি মনে করেন, পৃথিবীতে তাঁহার কোন গুপ্তপ্রণয়ী থাকিলে দুই বৎসরের বিরহবেদনা সহ্য করিতে পারিতেন?"

ডিউক বলিলেন, "তাহারও কারণ আছে, নাতালি জানে, দুর্ব্বল হস্তে আমি তরবারি ধারণ করি না, প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমি কখনও সহ্য করিব না; আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, ডুয়েলযুদ্ধ নিষিদ্ধ করিবার জন্য আইনপাশে তাহার এত আগ্রহ কেন? সে বুঝিয়াছিল, এই আইন পাশ হইলে তাহার গুপ্তপ্রণয়ী নিষ্কণ্টকভাবে জের্ণবায় বাস করিতে পারিবে। তাহাকে আর আমার তরবারির ভয় করিতে হইবে না; একজন ইংরাজকে তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারী করিয়া লইবার কারণও আমি বুঝিতে পারিতেছি। ত্রেভিষার উপর সে গোপনে তাহার প্রণয়ীর সহিত চিঠিপত্র চালাইবার ভার লইয়াছে, সাঙ্কেতিক অক্ষরবিষয়ক বিদ্যায় ত্রেভিষার বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে, সুতরাং আমার অনুমান হয়, সাঙ্কেতিক অক্ষরেই প্রেমলিপির আদান-প্রদান হইয়া থাকে এবং ত্রেভিষা সেই সকল চিঠিপত্রের মর্ম্ম বুঝাইয়া দেয়।"

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "ত্রেভিষা সাঙ্কেতিক অক্ষরে লিখিত চিঠিপত্রের রহস্যভেদে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেও একখানি সাঙ্কেতিক পত্র লইয়া তিনি বড় বিপদে পড়িয়াছেন।"

ডিউক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপ বিপদ ?"

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "সংপ্রতি একজন লোক, শুনিলাম, তাহার নাম াইভান রসাকফ, রুসের গুপ্তচর সন্দেহে ধরা পড়িয়াছে, তাহার নিকট কখান সুদীর্ঘ কাগজ পাওয়া গিয়াছে, তাহার উভয় পৃষ্ঠাতেই কতকগুলি াঙ্কেতিক শব্দ লিখিত আছে; এই পত্রখানির মর্ম্ম কি, তাহা রসাকফকে জ্ঞাসা করা হয়, কিন্তু সে তাহা বলিতে অসম্মত; সে তাহার পরিচয় য়াছে যে, ওয়ার্স নগরের পাঙ্কোবিচ নামক একজন বস্ত্রব্যবসায়ীর সে জেণ্ট। এ কথা যে সত্য, তাহার প্রমাণস্বরূপ সে তাহার ট্রাঙ্ক হইতে তকগুলা কাপড়ের নমুনা বাহির করিয়া দিয়াছিল; কিন্তু তাহার কথা শ্বাসযোগ্য মনে না হওয়ায় ওয়ার্স নগরে টেলিগ্রাম করা হয়, সেখানে াঙ্কোবিচ নামক কোন বস্ত্রব্যবসায়ী আছে কি না, তাহা জানা আবশ্যক। নুসন্ধানে জানা গিয়াছে, সত্যই সেখানে ঐ নামের একজন বস্ত্রব্যবসায়ী াছে এবং রসাকফ তাহার এজেণ্ট।

ডিউক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার পর কি সে লোকটাকে ছাড়িয়া ওয়া হইয়াছে ?"

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "না, এ কথা জাবেরণের কাণে উঠিলে তিনি াককে সম্মুখে আনাইয়া সাঙ্কেতিক অক্ষরগুলির অর্থ জিজ্ঞাসা রিলেন। রসাকফ বলিল, ইহা তাহার ব্যবসা-সম্বন্ধীয় গুপ্তকথা, এ কল রহস্যভেদ করিতে সে পারিবে না। এ কথা শুনিয়া জাবেরণ লেন, 'আমার বিশ্বাস, তুমি কাহারও গুপ্তচর, কাপড় বিক্রয় মার প্রকৃত উদ্দেশ্যগোপনের একটা ফন্দী মাত্র; আমি তোমাকে জে ছাড়িব না।' জাবেরণ তাহাকে নানারূপে জেরা করিতে লাগিলেন, ন্তু রসাকফের নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিতে পারিলেন ; তখন তিনি তাহাকে দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং সাঙ্কেতিক রপূর্ণ পত্রখানির অর্থাবিষ্কারের জন্য তাহা ত্রেভিযার জিম্মা করিয়া

দিলেন। ত্রেভিষা এ পর্য্যন্ত সে পত্রের মর্ম্মোদ্ঘাটনে সমর্থ হন নাই। শুনিলাম, জাবেরণ আজ রসাকফকে চরকিতে তুলিবেন। একরার করাইবার জন্য তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে স্ক্রু কষা হইবে।"

ডিউক ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "এ কাজটা বে-আইনী।"

বৃদ্ধ রাজিভিন বলিলেন, "কিন্তু ডুয়েল-যুদ্ধটাও বে-আইনী।"

ডিউক অফ বোরা প্রধান মন্ত্রীর উপর খুব চটিয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "আপনার কথা হইতে বুঝিলাম, প্রায় এক মাস পূর্ব্বে অন্যরাজ্যের গুপ্তচর সন্দেহে এ লোকটাকে ধরা হইয়াছে, আমি মন্ত্রীসভার একজন সদস্য, এমন গুরুতর কথাটা জাবেরেণ এতদিনের মধ্যেও কেন আমার গোচর করিলেন না?"

রাজিভিন বলিলেন, "জাবেরেণ বিচারবিভাগের সদস্য, এ বিষয়ের সকল ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত আছে, সুতরাং তিনি এ সকল কথা ব্যক্তি-বিশেষকে বলেন নাই কেন, এরূপ কৈফিয়তে তিনি উত্তর দিতে বাধ্য নন। এ কথা তিনি আমার নিকটও প্রকাশ করেন নাই, আমি হঠাৎ তাহা জানিতে পারিয়াছি, আর আপনি ত ইহাও জানেন, জাবেরণ অনেক সময় অনেক কাজ মন্ত্রীসভার সভ্যগণকে না জানাইয়াই করিয়া থাকেন; এ বিষয়ে একবার আমরা রাজ্ঞীর নিকট অভিযোগও উপস্থিত করিয়াছিলাম। কিন্তু রাজ্ঞী উত্তর দিয়াদিলেন, জাবেরণের হস্তে আমি এ ক্ষমতা দিয়াছি।"

ডিউক সক্রোধে বলিলেন, "জাবেরণের এ অধিকার অধিকদিন স্থায়ী হইবে না।"

প্রধান মন্ত্রী ও ডিউক প্রস্থান করিলে পল দেখিতে পাইলেন, টেবিলের যেখানে তাঁহারা বসিয়াছিলেন, সেই স্থানে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক পড়িয়া আছে; পুস্তকখানি সেখানেই পড়িয়া থাকিবে কি একজন ভৃত্য দিয়া তাহা যথাস্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে, পল এই কথা চিন্তা করিতেছেন,

এমন সময় নোয়েল ত্রেভিষা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; পলকে বলিলেন, "আমার সেই মহিলা বন্ধুটীর সহিত গল্প করিতে করিতে বড়ই বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।"

ত্রেভিষা সেই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি দেখিবামাত্র তাহা তুলিয়া লইয়া খুলিলেন, দেখিলেন, তাহা গ্রীক্ কবি ইসিলসের গ্রন্থাবলী। গ্রন্থাবলীতে গ্রীক্ কবিতাগুলির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উভয়ই ছিল।

পুস্তকখানি খুলিয়া দুই এক স্থান দেখিয়াই ত্রেভিষা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অধর দংশন করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ তাঁহার পশ্চাৎ হইতে মোটা মিলিটারী স্বরে কে বলিয়া উঠিল, "সেক্রেটারী, ওখান আমার বহি।"

ত্রেভিষা তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, ডিউক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিতেছেন।

ডিউক অফ বোরা বলিলেন; "দেখ সেক্রেটারী, এখনও লেখাপড়ার চর্চ্চা রাখিয়াছি।"

ত্রেভিষা বলিলেন, "আপনার পাঠানুরাগ খুব প্রবল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি; গ্রীক্ ভাষা পাঠ করে, এমন বহুতর ছাত্রকে আমি জানি, কিন্তু আর কেহ আপনার মত পাঠ্যপুস্তকের প্রত্যেক অক্ষরের সংখ্যা লিখিয়া রাখে না; ধন্য আপনার অধ্যবসায়।"

এই কথা কয়টী নিন্দা বা প্রশংসা, তাহা বুঝিতে না পারিয়া ডিউক অফ বোরা সংশয়পূর্ণ-দৃষ্টিতে একবার ত্রেভিষার মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু সে মুখে অপ্রতিভের কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলেন না; তখন ডিউক গরম হইয়া তাঁহার কেতাব লইয়া প্রস্থান করিলেন।

আপদ্ বিদায় হইলে ত্রেভিষা পলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার গাল কাটিল কিসে?"

পল গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "উহা তোমাদের প্রধান সেনাপতির বীরত্বের

নিদর্শন।" অনন্তর পল ডিউকের সহিত তাঁহার বিবাদের বিবরণ সংক্ষেপে ত্রেভিষার গোচর করিলেন; তবে তিনি পদকখানির কথা গোপন করিলেন, এবং ডিউককে সম্মান প্রদর্শন না করাতেই এই বিভ্রাট. তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন।

ত্রেভিষা স্তব্ধভাবে সকল কথা শুনিয়া সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন,"লোকটা কি বর্ব্বর! পল, তুমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া ভাল কর নাই। অসি-যুদ্ধে এই ডিউকের সমকক্ষ লোক কোথাও আছে কি না, আমি জানি না, আমার বোধ হয়, এ বিষয়ে সে অদ্বিতীয়; অন্ততঃ জের্ণবায় কেহই অসিযুদ্ধে তাহার সমকক্ষ নয়।"

পল সহাস্যে বলিলেন, "জের্ণবার ন্যায় ক্ষুদ্ররাজ্যে প্রকৃত বীরপুরুষের অস্তিত্ব না থাকাই সম্ভব। কোন্ বীরপুরুষ কয়টা যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছে?"

ত্রেভিষা বলিলেন. "ডিউক এ পর্য্যন্ত ত্রিশজনের সহিত অসিযুদ্ধ করিয়াছেন; সাতটী যুদ্ধে শতজন বীরপুরুষ তাঁহার হস্তে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছে, কোন যুদ্ধেই তিনি পরাজিত হন নাই।"

পল বলিলেন, "লোকটার সৌভাগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু একত্রিশবারের অধিক আর তাহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে না। নোয়েল, তোমাকে আমার মধ্যস্থ হইতে হইবে।"

ত্রেভিষা বলিলেন, "এত সাহস আমি কিরূপে করিব, ডুয়েল-যুদ্ধে রাজ্ঞীর ঘোর আপত্তি; জাবেরণের চেষ্টায় অল্পদিন পূর্ব্বে এক আইন পাশ হইয়া গিয়াছে, যাহারা এই রাজ্যে ডুয়েল-যুদ্ধ করিবে, তাহাদিগের কঠোর দণ্ড হইবে।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন. "তথাপি ডিউক এরূপ যুদ্ধে সাহসী হইল? আইনলঙ্ঘনের দণ্ড কি?"

ত্রেভিষা বলিলেন, "যাহারা যুদ্ধ করিবে ও যাহারা তাহাতে মধ্যস্থ হইবে, তাহাদের সকলকেই কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। যদি দুজনের মধ্যে এক

জনের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে অপর ব্যক্তিকে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করা হইবে; তোমার উভয় সঙ্কট দেখিতেছি, যদি ডিউকের জয় হয়, তাহা হইলে তোমার মৃত্যু, আর যদি তোমার জয় হয় তাহা হইলে আইনানুসারে ডিউকের প্রাণদণ্ড অবশ্যম্ভাবী। দেখ পল, আমি মনে করিতেছি, রাজ্ঞীকে এ সকল কথা বলি, তাহা হইলে এ যুদ্ধের আর কোন সম্ভাবনা থাকিবে না।"

পল বলিলেন, "তুমি কি মনে কর, প্রাণের ভয়ে আমি রাজ্ঞীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এইভাবে জান বাঁচাইব? না নোয়েল, ঈশ্বর আমাকে এত কাপুরুষ করিয়া পৃথিবীতে পাঠান নাই। যাহা হউক, তুমি মধ্যস্থ হইলে রাজ্ঞী যখন তোমার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিতে পারেন, তখন আমি আর তোমাকে বিপন্ন করিব না, তোমার মধ্যস্থ হইয়া কাজ নাই, আমি আর একজন মধ্যস্থের অনুসন্ধান করিতেছি।"

ত্রেভিষা বলিলেন, "না পল, এ সময় যদি আমি তোমার এ উপকারটুকু না করি, তাহা হইলে আমি তোমার বন্ধুত্বের যোগ্য নহি, ঐ যে ডিউকের সেক্রেটারী ব্যারণ অষ্ট্রোভা আসিতেতেছেন, উনি বোধ হয়, তাঁহার মধ্যস্থ।"

মধ্যস্থ আসিয়া বলিলেন, "আজ সন্ধ্যার সময়, সন্ধ্যা ঠিক ছয়টায়, অসিযুদ্ধ, জয় অথবা মৃত্যু।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জের্ণবা-রাজ্যের ভিস্তালা নামক রাজ-প্রাসাদের একটী কামরায় প্রধান মন্ত্রী কাউন্ট রাজিভিন ও মার্শেল জাবেরণ রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাতের আশায় বসিয়াছিলেন, রুস-রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গ হইতে জের্ণবার রাজদূত একটী প্রয়োজনীয় ডেস্‌প্যাচ পাঠাইয়াছিলেন, সে ডেস্‌প্যাচের অভিপ্রায় রাজ্ঞীর গোচর করাই তাঁহাদের সেখানে উপস্থিত হইবার কারণ।

জাবেরণকে দেখিয়াই বীরপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। তাঁহার মুখে বীরত্বের চিহ্ন সুপরিস্ফুট; তাঁহার বয়স ৫২।৫৩ বৎসর হইবে, কিন্তু তাঁহাকে অল্পবয়স্ক বোধ হয়। মাথার চুল ও দাড়ি দুই একটী পাকিয়াছিল, কিন্তু যৌবনের উৎসাহ ও উদ্যম পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান ছিল।

বাল্যকাল হইতেই তিনি যুদ্ধবিদ্যায় অনুরাগী। তাঁহার ললাটে একটী তরবারির আঘাতচিহ্ন ছিল এবং তাঁহার সম্বন্ধে একটী গল্প শুনা যাইত যে, বাল্যকালে তাঁহার পিতা তাঁহাকে দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন, যতদিন তিনি বাঁচিবেন, রুসিয়াকে শত্রু বিবেচনা করিবেন।

যৌবনকালে তিনি পোলাণ্ডকে রুসিয়ার শৃঙ্খলপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। রুস-গবর্ণমেণ্টের আদেশে তাঁহাকে ধৃত করিয়া সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত করা হয়।

কয়েক বৎসর পরে সাইবিরিয়া হইতে পলায়ন করিয়া, তিনি জের্ণবা-রাজ্যে উপস্থিত হন এবং রুসিয়ার বিরুদ্ধাচরণের জন্য রাজকার্য্যে প্রবেশ করেন। এ পর্য্যন্ত জের্ণবা ক্ষুদ্ররাজ্য হইয়াও যে স্বাধীনতারক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল, জাবেরণের অস্ত্রবল অপেক্ষা তাঁহার কূট-রাজনীতিই তাহার কারণ।

সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত বন্দী জের্ণবার উচ্চপদ লাভ করিলেও রুসিয়ার রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহাকে ধরিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য না হওয়ায় গুপ্তভাবে তাঁহার প্রাণ-সংহারের চেষ্টা চলিতেছিল।

মন্ত্রীসভায় তাঁহার ন্যায় মন্ত্রণাকুশল, কার্য্যদক্ষ ও প্রভুভক্ত সভ্য আর কেহই ছিলেন না; রাজিভিন প্রধান মন্ত্রী বটেন, কিন্তু তিনি তাঁহাকেও পরিচালিত করিতেন। আমাদের উল্লিখিত কক্ষে বসিয়া জাবেরণ,পল ও ডিউকের বিবাদের কাহিনী রাজিভিনের মুখে শ্রবণ করিতেছিলেন, সকল কথা শুনিয়া জাবেরণ বলিলেন, "বিবাদ হইয়াছে, বেশ ভালই হইয়াছে, আপনি মন্ত্রণাসভার অন্য অন্য সভ্যকে ত এ কথা বলেন নাই?"

রাজিভিন বলিলেন, "হাঁ, বলিয়াছি; তাঁহাদের সকলেরই মত, এ বিষয়ে রাজ্ঞীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করা উচিত।"

জাবেরণ হাসিয়া বলিলেন, "না, তাহা করা হইবে না, এই যুদ্ধ যাহাতে হয়, তাহা করিতেই হইবে। ইহাতে রাজ্যের মঙ্গল হইবে।"

রাজিভিন বলিলেন, "প্রচলিত আইনলঙ্ঘন দ্বারা রাজ্যের মঙ্গল হইবে? অসম্ভব; মন্ত্রীসভা কখনও বে-আইনী কার্য্যের সমর্থন করিবে না; এ কথা রাণীকে বলিতেই হইবে; আপনি কি না বলিবার কোন কারণ দেখাইতে পারেন?"

জাবেরণ বলিলেন, "আমি মার্শেল জাবেরণ বলিতেছি, এ কথা রাণীর কাণে তুলিবার আবশ্যক নাই, ইহাই আপনি যথেষ্ট কারণ বলিয়া মনে করিতে পারেন।"

ইতিমধ্যে কক্ষান্তরে ঘণ্টাধ্বনি হইল; মন্ত্রিদ্বয় বুঝিতে পারিলেন, রাজ্ঞী তাঁহাদের সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। রাজ্ঞীর কক্ষে উঠিয়া যাইবার সময় জাবেরণ রাজিভিনকে আবার বলিলেন, "স্মরণ রাখিবেন, রাজ্ঞীকে এই ডুয়েল-যুদ্ধের প্রসঙ্গে কোন কথা বলা হইবে না।"

উভয় মন্ত্রী একসঙ্গে রাজ্ঞীর শ্বেত কামরায় প্রবেশ করিলেন ; এই কামরাটী মন্ত্রিদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কামরা।

রাজ্ঞী মন্ত্রিদ্বয়কে দেখিয়া বলিলেন, "আপনারা অসময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছেন, বোধ হয়, কোন প্রয়োজনীয় সংবাদ আছে।"

ক্লাবেরণ বলিলেন, "হাঁ, রুস-সম্রাটের নিকট হইতে কিছু সংবাদ আসিয়াছে।"

প্রধান মন্ত্রী রাজিভিন বলিলেন, "আমাদের সেণ্টপিটার্স বর্গস্থ দূত লিখিয়াছেন, কয়েকদিন পূর্ব্বে সম্রাট নিকোলাস বিভিন্ন রাজ্যের রাজদূতগণকে তাঁহার উইণ্টার-প্রাসাদে এক ভোজ দিয়াছিলেন, সেই ভোজের সভায় সম্রাট সকলের সাক্ষাতে আমাদের দূতকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 'শুনিতে পাইলাম, জের্ণবার রাজ্ঞী ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত করিয়া কাথলিক মত গ্রহণ করিয়াছেন, এ কথা কি সত্য'?"

রাজ্ঞী বলিলেন, "দেখিতেছি, আমার গুপ্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সে জন্য আমি চিন্তিত নই। সাধারণে এ কথা শীঘ্রই জানিতে পারিবে, কারণ, কাথলিকের গির্জ্জায় আমার মুকুটোৎসব হইবে।"

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "আমাদের দূত সম্রাটের কথা শুনিয়া বলিলেন, আমি রাজ্ঞীর নিকট হইতে তাঁহার মতামত না শুনিয়া এ কথার উত্তর দিতে পারিতেছি না।"

রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের দূতের এ কথা শুনিয়া সম্রাট কি বলিলেন?"

প্রধান মন্ত্রী ডেস্‌প্যাচ খুলিয়া তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন,—সম্রাট বলিলেন, আমরা শীঘ্রই তোমাদের রাজ্ঞীর নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে জানাইব যে, গ্রীকধর্ম্ম-মতানুসারে তাঁহাকে মুকুটোৎসবের শপথ গ্রহণ করিতে হইবে।"

রাজিভিন বলিলেন,"আমার বিবেচনায় রুসসম্রাট এ কথা বলিতে পারেন জের্ণবা-রাজ্যকে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত করিবার সময় সভাপতি যে সনন্দ দিয়াছিলেন, তাহাতে যে সকল অঙ্গীকারে আমরা বাধ্য আছি, তাহা পালন করিতেই হইবে; সুতরাং আপনার ইচ্ছা আপনার ধর্ম্মমত-পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আপনি কোন কথা প্রকাশ করিবেন না, এবং আবশ্যক হইলে তাহা অস্বীকার করিবেন। আমি একটী কথা জানিতে চাই, আপনি কাথলিক ধর্ম্মে বিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারেন না?"

রাজা বলিলেন, "কাউণ্ট, আপনি কি মনে করেন, মানুষের ধর্ম্মমত-পরিবর্ত্তন বস্ত্রপরিবর্ত্তনের ন্যায় অতি সহজ?"

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "আপনি এখন পর্য্যন্ত এ কথা প্রকাশ্যতঃ ঘোষণা করেন নাই যে, কাথলিক ধর্ম্মেই আপনার বিশ্বাস আছে, সুতরাং রুস-সম্রাটের নিকট এ কথা অঙ্গীকার করায় কোন ক্ষতি নাই; এখন সরলভাবে কাজ করা আমাদের কর্ত্তব্য নয়, আপনি কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ করুন, গ্রীক-ধর্ম্মমতাবলম্বীদের গির্জ্জায় আপনি প্রকাশ্য উপাসনায় যোগদান করুন; প্রাসাদে আপনি কাথলিক ধর্ম্মে বিশ্বাস বজায় রাখুন; এ বিষয়ে পোপের নিকটেও আপনি সাহায্য পাইবেন।"

রাজা ঈষৎ উত্তেজিতস্বরে বলিলেন,"মহাশয়, আমার অনুরোধ, আপনি আমাকে এ প্রকার উপদেশ দিবেন না। আমি কাথলিক, যেসুইট নহি।"

প্রধান মন্ত্রী কহিতে লাগিলেন, "রুস-সম্রাট আরও বলিয়াছেন, জের্ণবা-রাজ্য শীঘ্রই রুস-সাম্রাজ্যভুক্ত করা আবশ্যক; তাঁহার এইরূপ ভয় প্রদর্শনের কথা অনেকেই শুনিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন,"জের্ণবা-রাজ্যের স্বাধীনতা লোপ করিবার জন্য এরূপ ভয়প্রদর্শন অনেকেই অনেকবার করিয়াছেন; কিন্তু ইহাতে এ রাজ্যের কোন ক্ষতি হয় নাই।"

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "রুসসম্রাট ও তাঁহার মন্ত্রিগণের মত এই যে, যদি আপনি কাথলিক-ধর্ম্মমতে বিশ্বাসিনী হন, তাহা হইলে আপনার এই রাজ্য-শাসনের অধিকার থাকিবে না।"

রাজ্ঞী দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "উত্তম, আমার ধর্ম্ম আমার সিংহাসন, এমন কি, আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয়। আমি রুসসম্রাটকে খুসী করিবার জন্য ধর্ম্মবিশ্বাসের পরিবর্ত্তন করিতে পারিব না।"

জাবেরণ বলিলেন, রুস-সম্রাট যখন দূত পাঠাইবেন বলিয়াছেন, তখন সেই দূতের আগমনের পূর্ব্বে এই ডেসপ্যাচের কোন জবাব দেওয়া অনাবশ্যক মনে করি।" রাজ্ঞী এ কথা স্বীকার করিলেন।

জাবেরণ সহাস্যে বলিলেন, "ইতিমধ্যে আমরা ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখি, মুকুটোৎসবের শপথে রুসসম্রাটের আদেশ খণ্ডন করিবার কোন উপায় আছে কি না; রুসিয়ার শক্তি প্রতিদিন যেরূপ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে ইউরোপের বিভিন্ন রাজশক্তি তাহাকে অত্যন্ত ঈর্ষার চক্ষে দেখিতেছে, আমাদের সনন্দে যে সকল সর্ত্তের কথা লেখা আছে, আমাদের অনুকূলে তাহার যদি কূটার্থ বাহির হয়, তাহা হইলে তাহার মীমাংসার ভার ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের উপর সমর্পণ করিলেই চলিবে; তাঁহারা কখনই রুসিয়ার পোষকতা করিবেন না।"

এ কথার কোন উত্তর না দিয়া রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার মন্ত্রী-সভার সদস্যগণ ভিন্ন যে কথা আর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই, সেই গুপ্তকথা কিরূপে রুসসম্রাটের কর্ণগোচর হইল?"

য়াজিভিন বলিলেন, "আমাদের এই সভার কোন সভ্য বিশ্বাসঘাতক; তাহার সহায়তাতেই এ সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, মন্ত্রীসভায় যে কেহ বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে, এ সন্দেহ কিছুদিন পূর্ব্বেই আমার মনে স্থান পাইয়াছিল, কিন্তু এই ব্যাপারে আমার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে।"

রাজ্ঞী সবিস্ময়ে বলিলেন, "মন্ত্রসভায় বিশ্বাসঘাতক, কি ভয়ঙ্কর কথা!"

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "স্বীকার করি, ইহা আমাদের পক্ষে বড় লজ্জার কথা, কিন্তু যাহা সত্য, তাহা কিরূপে অস্বীকার করিব? আমাদের সভায় গোপনে যে সকল রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা চলে, তাহা অল্পকালের মধ্যেই রুস-সম্রাটের মন্ত্রিগণের কাণে উঠিয়া থাকে।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "আমার মন্ত্রীরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাদের গুপ্তকথা সম্রাটকে জানায়, ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে? মন্ত্রী, এই বিশ্বাসঘাতক কে, কাহার উপর আপনার সন্দেহ?"

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "আমি যখন ঠিক জানি না, তখন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া কাহার নাম করিব?"

জাবেরণ অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "মন্ত্রিবর চোখ থাকিতেও কাণা।"

সে অস্ফুটস্বর রাজ্ঞীর কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি বলিলেন, "মার্শেল, তুমি কি কাহাকেও সন্দেহ কর?"

জাবেরণ বলিলেন, "হাঁ, করি, কিন্তু কাহারও নাম করিবার পূর্ব্বে আমি তাহাকে হাতে হাতে ধরিয়া দিতে চাই। আমার গুপ্তচরেরা এই বিশ্বাস-ঘাতকের গতিবিধির সন্ধান লইতেছে; এমন কি, আমি কোনও শত্রুপক্ষের একজন গুপ্তচরকে কয়েদ করিয়াও রাখিয়াছি।"

প্রধান মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি রস্যাকফের কথা বলিতেছেন?"

জাবেরণ বলিলেন, "হাঁ, আমার বিশ্বাস, সেই হতভাগাটা বিশ্বাসঘাতকের দূত; আমি এতদিন সকল রহস্য ভেদ করিতে পারিতাম; কেবল আমাদের রাজ্ঞী মহোদয়ার দয়ার আতিশয্যেই আমি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।"

রাজ্ঞী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার দয়ায় তোমার কর্ম্মসিদ্ধির ব্যাঘাত হইতেছে, এ কিরূপ কথা হইল ?"

জাবেরণ বলিলেন, "সেই হতভাগাটাকে একবার চরকিতে তুলিয়া দুই এক ঘা উত্তম মধ্যম দিলেই সকল কথা বাহির করিতে পারিতাম ; কিন্তু আপনার দয়ার দৌরাত্ম্যে আমাদিগকে ও পাট প্রায় তুলিয়া দিতে হইয়াছে।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "না মার্শেল, অপরাধ প্রমাণের জন্য কাহাকেও উৎপীড়িত করিও না, অন্ততঃ আমি যে কয়দিন এ রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালন করিব, সে কয়দিন আমার এ আদেশ যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, এরূপভাবে উৎপীড়িত করিয়া অপরাধ স্বীকার করান, অতি নিষ্ঠুর ও বর্ব্বর প্রথা।"

জাবেরণ বলিলেন, "তাহা হইলে অগত্যা সাঙ্কেতিক পত্রখানির অর্থাবিষ্কারের জন্য আমাদের সেক্রেটারী ত্রেভিষার উপাসনা করিতে হইবে ; তিনি যদি ইহার মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারেন, তাহা হইলে বিশ্বাসঘাতকদের মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা হইবে।"

রাজ্ঞী স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, "মন্ত্রীসভায় বিশ্বাসঘাতক ! রুসিয়ার আশা অনন্ত, তাহার লোভের সীমা নাই ; কে তাহার পররাজ্যলোভে বাধাদান করিবে ? ইংলণ্ডের সহিত রুসিয়ার যে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা ছিল, সে সম্ভাবনাও ক্রমে দৃঢ়তর হইতেছে।'

জাবেরণ বলিলেন,"না, নিকটতর হইতেছে,আমাদের এই রাজধানীতেই সংপ্রতি এমন একজন ইংরাজ আসিয়াছেন, যাঁহার কথাতেই যুদ্ধ বাধিয়া যাইতে পারে।"

রাজ্ঞী কৌতূহলভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন শক্তিশালী ইংরাজ কে ?"

জাবেরণ বলিলেন,"তাঁহার নাম কাপ্তেন উডভিলি, সংপ্রতি তিনি ভারত হইতে এখানে আসিয়াছেন।"

রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাপ্তেন উডভিলি, "তাজপুর যুদ্ধে যিনি মহা-বিক্রমে দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিই কি?"

রাজিভিল বলিলেন, "হাঁ, তিনি, এখন তিনি হোটেল ডি ভাক্রুসোবিতে বাসা লইয়া আছেন, আজ প্রভাতে তাঁহার সহিত আমার অল্প আলাপ হইয়াছিল।"

জাবেরণ প্রধান মন্ত্রীকে ইঙ্গিত করিয়া ডুয়েল-যুদ্ধ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে নিষেধ করিলেন।

রাজ্ঞী বলিলেন, "তাজপুর-যুদ্ধে এই বীরপুরুষ অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। চারিশত লোক আট সহস্র নির্ভীক আফগানকে সম্মুখ-যুদ্ধে পরাজিত করিল, ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার! জাবেরণ! আমাদের কি এমন সাহসী সৈন্য আছে? এই ইংরাজ বীরপুরুষ এ স্থান পরিত্যাগের পূর্ব্বে আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করেন, ইহাই আমার ইচ্ছা; মন্ত্রী, আপনি সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিবেন। সে যাহা হউক, কাপ্তেন উডভিলির কথায় রুসের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ কিরূপে বাধিবে?"

জাবেরণ বলিলেন, "এইরূপেঃ—কাপ্তেন উডভিলি যখন আলেক-জান্দ্রিয়া নগরে উপস্থিত হন, সেই সময়ে লণ্ডনের টাইমস্ নামক সংবাদ-পত্রের একজন রিপোর্টার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান; এই রিপোর্টারের নিকট কাপ্তেন উডভিলি প্রকাশ করেন, তাজপুর-যুদ্ধে যে সকল সেনানায়ক আফগান-সৈন্য পরিচালিত করিতেছিল, তাহারা রুসিয়ার লোক, ছদ্মবেশে তাহারা আফগানদিগকে সাহায্য করিতেছিল। তাহারা যে ভাবে বন্দুকের কসরৎ দেখাইয়াছিল, অসভ্য আফগানজাতির পক্ষে তাহা অসম্ভব; এই সকল ছদ্মবেশী সেনানায়ক যে রুস, এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, তাহাদের অনেকের মুখেই রুস ভাষা শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। কাপ্তেন উডভিলির এই মন্তব্য ব্রিটিস মন্ত্রী-সভায় এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে। রুসিয়া প্রতিদিন যে ভাবে মধ্য

আসিয়ায় তাহার অধিকার বিস্তার করিতেছে, তাহাতে লর্ড পামারষ্টোন অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন, রুসের এ সকল অন্যায়াচরণের জন্য ইংরাজ শীঘ্রই তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবেন, তাহার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।”

রাজ্ঞী উৎসাহের সহিত বলিলেন, “ইংরাজের সহিত রুসের যেদিন যুদ্ধ বাধিবে, সেইদিন পোলাণ্ড আবার স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করিবে। আপনারা এখন যাইতে পারেন।”

প্রধান মন্ত্রী রাজিভিন ও মার্শেল জাবেরণ রাজ্ঞীর দরবার পরিত্যাগ করিয়া উভয়ে নানা কথা আলোচনা করিতে করিতে গৃহে ফিরিলেন।

রাজিভিন বলিলেন, “মার্শেল, কাপ্তেন উডভিলির সহিত সাক্ষাতের জন্য রাণীর বড়ই আগ্রহ দেখা গেল।”

জাবেরণ বলিলেন, “ভালই হইয়াছে, কাপ্তেন যদি ডিউক অফ বোরার হস্তে নিহত হন, তাহা হইলে রাজ্ঞী ডিউকের উপর হাড়ে চটিয়া যাইবেন।”

রাজিভিন চটিয়া বলিলেন, “তোমার কাজগুলি ছেলেমানুষের মত হইতেছে আমাদের রাজ্ঞীর সহিত ডিউকের যাহাতে বিবাহ হয়, রাজ্যের মঙ্গলার্থ আমি তাহাই করিতেছি, তুমি আমার এই সঙ্কল্পে কেন বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছ?”

জাবেরণ বলিলেন, “আপনি ঠিক অনুমান করিয়াছেন, এই বিবাহে বাধাদানই আমার উদ্দেশ্য। যেরূপেই হউক, ডিউকের উপর রাজ্ঞীর বিরাগ উৎপাদন করিতে হইবে। ডিউক নিজে চেষ্টা করিয়াই আমার জালে আসিয়া পড়িয়াছেন। যদি এই যুদ্ধে ডিউক জয়লাভ করেন, তাহা হইলে আইন-লঙ্ঘনের জন্য তিনি রাজ্ঞীর অসন্তোষভাজন হইবেন; আইন লঙ্ঘনের জন্য ডিউককে শাস্তি দিবেন। তখন আর এই বিবাহের সম্ভাবনা মাত্রও থাকিবে না; আর যদি কাপ্তেন উডভিলির

হস্তে ডিউক প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমাদের বিনা চেষ্টায় এই কণ্টক নিপাত হয়।”

রাজিভিন বলিলেন, “কিন্তু ডিউক অসিচালনায় যেরূপ সিদ্ধহস্ত, তাহাতে ইংরাজ কাপ্তেনেরই মৃত্যুর আশঙ্কা করি।”

জাবেরণ বলিলেন, “তাহা হইলে আইন অনুসারে রাজ্ঞীকে ডিউকের প্রতি অতি কঠোর দণ্ডের বিধান করিতে হইবে; প্রাণদণ্ডও হইতে পারে।”

রাজিভিন বলিলেন, “না, তাহা হইবে না; এই ফ্যাসাদ যাহাতে না ঘটে, তাহার একটা উপায় করিতেই হইবে; আমি এখনি রাজ্ঞীর নিকট গিয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিয়া আসিব।”

জাবেরণ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, “সাবধান মন্ত্রিবর! ডিউক তাহার দাম্ভিকতার উপযুক্ত প্রতিফল লাভ করুক, সে আমাদের রাজ্ঞীর স্বামী হইবার যোগ্য নহে, তাহার সঙ্কল্প ব্যর্থ হউক। যদি এ দেশের পোলজাতির প্রাধান্য-অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তাহা হইলে ডিউককে এখান হইতে তাড়াইতেই হইবে। ডিউক অফ বোরা এই রাজ্যের সিংহাসন লাভ করিলে, আপনি মনে করেন, আপনি বা আমি স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিব?”

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় একটী লোক আসিয়া জাবেরণের হাতে একখানা পত্র দিল। জাবেরণ পত্রখানি পাঠ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “কেল্লা হইতে রসাকফ পলায়ন করিয়াছে, কি বিভ্রাট!”

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রিদ্বয় বিদায় লইবার পর রাজ্ঞী তাঁহার দরবার-কামরা হইতে বহির্গত হইয়া প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে প্রবেশ করিলেন, এবং একাকী সেই উদ্যানে পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে কাহার ছায়া পড়িল; তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া লোহিত পরিচ্ছদধারী দীর্ঘাকার একটী সুপুরুষকে দেখিতে পাইলেন।

এই আগন্তুক পাঠকগণের অপরিচিত নহেন; ইনি পাদরী রাভেনা; পোপের অনুগ্রহে তিনি জের্ণবা-রাজ্যের সর্দ্দার পাদরীর পদলাভ করিয়াছেন, এবং ইনি জাতিতে ইতালীয় হইলেও পোলের দেশে আসিয়া তাঁহাদেরই মত নাম গ্রহণ করিয়াছেন; নিজের নামকরণ করিয়াছেন, রাভেনাস্কি।

কাডিনাল রাভেনা কেবল এ রাজ্যের সর্দ্দার পাদরী মাত্র নহেন, তিনি এই রাজ্যের মন্ত্রণাসভারও একজন স্থায়ী সভ্য।

বর্ব্বোরা মন্ত্রীসভায় স্বীয় কাথলিক ধর্ম্মমত প্রকাশ করিলে, রাভেনার আনন্দের সীমা ছিল না; তিনি বুঝিয়াছিলেন, ইহাতে জের্ণবারাজ্যে কাথলিক খৃষ্টানদিগের প্রতিপত্তি যেমন বর্দ্ধিত হইবে, অন্যদিকে তাঁহার গ্রীকধর্ম্মমতাবলম্বী প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রভাব হ্রাস হইবে। কাডিনাল রাভেনার উচ্চাভিলাষ ছিল, জের্ণবা-রাজ্যে পোপের অধিকার অক্ষুণ্ণ করিয়া রাখিবেন। এই চেষ্টায় তিনি নানাবিধ ষড়যন্ত্রের ত্রুটি করেন নাই।

পাদরী রাভেনা রাজ্ঞীকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "আমি পোপ পায়সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আজ এখানে ফিরিয়া আসিয়াছি।"

পাদরী পকেট হইতে একখানি পুরুপত্র বাহির করিয়া রাজ্ঞীর হস্তে

তাহা প্রদানে উদ্যত হইলেন, বলিলেন, "পোপ এ পত্রে আপনাকেই আশীর্ব্বাদ জানাইয়াছেন।"

রাজ্ঞী পত্রখানি গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, "আপনি উহা পাঠ করুন।"

রাভেনা পত্রখানি খুলিয়া যাহা পাঠ করিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, পোপ আশা করেন, রাজ্ঞী এখন সর্ব্বজনসমক্ষে তাঁহার প্রকৃত ধর্ম্মমত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। তিনি যখন সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, তখন আর তাঁহার কোন আশঙ্কা নাই।

রাজ্ঞী বলিলেন, "পোপের ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে, আজ রাত্রেই আমার প্রধান মন্ত্রী রাজিভিন প্রতিনিধি-সভায় আমার প্রকৃত ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কথা ঘোষিত করিবেন। এরূপ কপটতার আবরণে বেষ্টিত থাকা অত্যন্ত লজ্জা ও বিড়ম্বনাকর। নানাভাবে আমি জনসাধারণকে প্রতারিত করিতে বাধ্য হইয়াছি, আমি কি নিজের নামে রাজ্যশাসন করিতে পারিতাম না? এরূপ প্রবঞ্চনার কি আবশ্যক ছিল?"

রাভেনা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "পোপের ইচ্ছা, গ্রীক খৃষ্টানেরা এ রাজ্যের কোন উচ্চপদ লাভ করিতে না পারে, প্রতিনিধি-সভাকে এই সম্বন্ধে একটী আইন করিতে হইবে"।

রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডিউক অফ বোরার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, মন্ত্রীসভা ও প্রতিনিধি-সভা এই বিষয়ে মতও দিয়াছেন, পোপের ইচ্ছা কি? এই ডিউকের সহিত আমি কোন সম্বন্ধ না রাখি, ইহাই কি তাঁহার মত?"

রাভেনা বলিলেন, "বোধ হয়, তাহাই তাঁহার মত। কারণ, তিনি বলিয়াছেন, ডিউক অফ বোরার সহিত আপনার বিবাহের সম্বন্ধে তিনি কখনই সম্মতি দান করিবেন না।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, পোপের সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়াই

ডিউক অফ বোরাকে বিবাহ করিব; আমার প্রবাসী রুস-প্রজাগণকে সন্তুষ্ট রাখা আমার একটী কর্ত্তব্য!"

রাভেনা বলিলেন, "কিন্তু আপনি কাথলিক ধর্ম্ম-জগতের গুরু পোপের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার আদেশের অপেক্ষা না রাখিয়া কাহাকেও বিবাহ করিলে পোপের বিধানানুসারে সেই বিবাহ সিদ্ধ হইবে না; আপনি সত্য ধর্ম্মগুরুর ভক্তিমতী, শিষ্যা, তাঁহার কন্যা-স্থানীয়া।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "কন্যাস্থানীয়া হইতে পারি, কিন্তু কন্যাকে ক্রীতদাসী করিবার চেষ্টা করা সঙ্গত নয়।"

রাভেনা বলিলেন, "পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তিতা কন্যার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, পোপের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া আপনি যদি ডিউককে বিবাহ করিতে চান, তাহা হইলে কোন কাথলিক পুরোহিত সেই বিবাহে আপনার পৌরোহিত্য করিবেন না।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "এ রাজ্যে অন্ততঃ একজন কাথলিক পাদরীর উপর আমার বিশ্বাস আছে।"

রাভেনা বলিলেন, "আপনি বোধ হয় পাদরী ফষ্টসের কথা বলিতেছেন, লোকটা আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নিয়মাদি পালন করিতে চাহে না, লোকটা বড়ই দাম্ভিক; তাহার শিক্ষা হওয়া আবশ্যক; আমি তাহাকে সে শিক্ষা দিব, আপনি বোধ হয় জানেন, পোপ আমাকে এ রাজ্যের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সকল ব্যাপারের কর্ত্তৃত্বভার সমর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং আমি ফষ্টস্‌কে আমার আজ্ঞাধীন করিতে পারি।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "ফষ্টস্ যে মঠের পাদরী, সেই মঠ বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই সম্পূর্ণ স্বাধীন, আপনার ব্যবহারে ফষ্টস্ কিছু সঙ্কটে পড়িবেন, পোপ দ্বিতীয় পায়স্ এইরূপ বিধান করিয়া গিয়াছেন, পোপ নবম পায়স্ সেই বিধান খণ্ডন করিতে চান, ফষ্টস্ কাহার অনুসরণ করিবেন? আমার বিশ্বাস, স্বর্গীয়

পোপ তাঁহাকে যে অধিকার দিয়া গিয়াছেন, ফষ্টস্ তদনুসারেই কাজ করিবেন।”

রাভেনা বলিলেন, “ফষ্টস্ যদি আমার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আপনি কি তাহাকে সাহায্য করিবেন?“

রাজ্ঞী বলিলেন, “ফষ্টস্ তাঁহার ধর্ম্মনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন। আমার তাহাতে হস্তক্ষেপণের আবশ্যক নাই।”

রাভেনা বলিলেন, “আপনি রাজ্ঞী, আপনি যদি তাঁহাকে আমার বশীভূত হইয়া থাকিতে বলেন, তাহা হইলে সে আদেশলঙ্ঘনে তাঁহার সাহস হইবে না।”

রাজ্ঞী বলিলেন, “আমি কখনই এরূপ অনধিকারচর্চ্চা করিব না।”

রাভেনা বলিলেন, “দেখিতেছি, রাজনীতিশাস্ত্রে আপনার এখনও তেমন অভিজ্ঞতা জন্মে নাই; অনেক দিন হইতেই আমার সন্দেহ ছিল, হয় ত ফষ্টসের মঠের সহিত আপনার কোন গুপ্ত সম্বন্ধ আছে, ফষ্টস্ নিঃস্বার্থভাবে আপনার আনুগত্য করিবেন না।”

রাজ্ঞী বিচলিতস্বরে বলিলেন, “আপনি এ সকল আলোচনা পরিত্যাগ করুন; একজন সাহসী পাদরীকে তাঁহার বহুদিনের অধিকারে বঞ্চিত করিয়া আপনার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করিব, আমার শক্তির অপপ্রয়োগ করিব, এরূপ কল্পনাকে আপনি মনে স্থান দিবেন না। এখন হইতে আপনার সঙ্গে আমার একটা বোঝা পাড়া হওয়া উচিত, কারণ, আপনি মনে করিতেছেন, আপনি এই জের্ণবা-রাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা, আর আমি আপনার হস্তের ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র; আপনার এ বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইবে, আপনি ধার্ম্মিক পাদরী, কিন্তু আপনি আমার বাল্যকালে আমাকে ষড়যন্ত্র করিয়া চুরী করিয়া দেশান্তরে লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আমার পিতার মনে বিশ্বাস জন্মাইয়াছিলেন, আমার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার পর আপনি আমার শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন।”

রাভেনা তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বলিলেন, "তোমাকে সিংহাসনে স্থাপিত করিব বলিয়াই এ কার্য্য করিয়াছিলাম।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "তাহা সত্য : আপনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, জের্ণবা-রাজ্যের ভবিষ্যৎরাজ্ঞীকে তাহার পৈতৃক ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করাইয়া কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বিনী করিবেন।"

রাভেনা বলিলেন, "আমার এই উদ্দেশ্যটী মহৎ।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "আপনার এই মহৎ ইচ্ছা কিয়দংশে সফল হইয়াছে; যে রাজ্ঞীর গ্রীকধর্ম্মমতে বিশ্বাসিনী হইবার কথা, তাহাকে আপনি কাথলিক করিতে সমর্থ হইয়াছেন; বাল্যকাল হইতে আমি যে ধর্ম্মে বিশ্বাস লাভ করিয়াছি, তাহা আমি জীবনে পরিত্যাগ করিব না; তবে আপনাকে এ কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হইতেছি না যে, আপনি যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত, সে সম্প্রদায় হইতে দূরে থাকাই আমার কর্ত্তব্য ছিল। আপনার উদ্দেশ্যের প্রথমাংশ সফল হইলেও দ্বিতীয়াংশ সফল হইবে না। আপনি চান, পোপ যে কিছু নিয়মজারী করিবেন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে এখানে আপনি সেইরূপ আদেশ প্রচার করিবেন, আমি অন্ধের মত তাহারই সমর্থন করিব, আপনার এ আশা কখনও পূর্ণ হইবে না।"

রাভেনা আবেগের সহিত বলিলেন, "রাজকুমারি, তুমি কোন্ সর্ত্তে সিংহাসন অধিকার করিয়াছ, তাহা আজ ভুলিয়া যাইতেছ।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "আমি এ রাজ্যের রাজার কন্যা; সিংহাসনে আমার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে বলিয়াই ইহা আমি লাভ করিয়াছি।"

রাভেনা বলিলেন, "কিন্তু আমার সাহায্য ব্যতীত তুমি যে এ রাজ্যের রাজকন্যা, এ কথা প্রমাণিত হইবে না।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "আপনি কি জন্য কথা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছেন?"

রাভেনা বলিলেন, "এই রাজ্যে কাথলিক ধর্ম্মে, অখণ্ড প্রতিপত্তি-স্থাপনের জন্য।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "আপনার উদ্দেশ্য এইমাত্র হইলে আমি আপনাকে ক্ষমা করিতে পারিতাম, কিন্তু আপনার ইচ্ছা অন্যরূপ, আমি আপনার মনের কথা বলিব কি?"

রাভেনা বলিলেন, "আমার মনের কথা তুমি কি বুঝিয়াছ?"

রাজ্ঞী বলিলেন. "আপনার মত প্রকাণ্ড ভণ্ড ধর্ম্মব্যবসায়ীদের মধ্যে আর জুটী নাই। আপনি পোপকে ডিউক অফ বোরার সহিত আমার বিবাহ অসঙ্গত হইবার জন্য পরামর্শ দিয়া আসিয়াছেন। ইহার কারণ কি আমি বুঝি নাই? আপনি গোপনে রাজ্ঞীকে আপনার উপপত্নীরূপে লাভ করিতে চান, আপনি কি এ কথা অস্বীকার করেন?"

রাভেনা বলিলেন, "রাজকুমারি, তুমি আমার মনের ভাব ঠিক বুঝিয়াছ, আমি সত্যই তোমাকে বড় ভালবাসি।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "জাবেরণ যদি আপনার মুখে এই কথা শুনিতে পাইত, তাহা হইলে বেশ ভাল হইত। আপনি ধার্ম্মিক পুরোহিত, রমণীর ছায়াস্পর্শও আপনার পক্ষে দোষের বিষয়, আপনি রাজকুমারীকে ভালবাসেন, এ কথা বলিতে আপনার লজ্জা হইতেছে না? আপনাকে ধিক্!"

রাভেনা বলিলেন, "রাজকুমারি, শোন। ভালমাটিয়ার মঠে যেদিন আমি তোমার যৌবনসুলভ কমনীয় কান্তি ও প্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবকতুল্য রূপ-রাশি নিরীক্ষণ করিলাম, সেই দিন আমি তোমাকে যে কি চোখে দেখিলাম, তাহা বলিতে পারি না। তোমাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা আমার মনে প্রবল হইয়া উঠিল, আমি তোমাকে উচ্চপদ, বিপুল অর্থ, অনন্যসাধারণ প্রতিপত্তির অধিকারিণী করিলাম; সে কেবল তোমাকে লাভ করিবার আশায়। তুমি আমার হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছ; তুমি ভাবিতেছ, ডিউক অফ বোরা তোমার পর এই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। যদি তুমি তাহাকে বিবাহ কর, তাহা হইলে সহজে তোমার সিংহাসনচ্যুতির আশঙ্কা নাই। অথচ তাহাতে আমার

সকল আশা-ভরসা বৃথা হইবে। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, ডিউক অফ বোরা তোমাকে লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন, তোমার সিংহাসনই তাঁহার প্রকৃত আকাঙ্ক্ষার বিষয়, আমি যদি কোনরূপে এ কথা তাঁহার কাণে তুলি যে, এ রাজ্যে তোমার কেন অধিকার নাই, তাহা হইলে তোমাকে সিংহাসন হইতে সরাইবার জন্য ডিউকই সর্ব্বপ্রথম চেষ্টা করিবেন। তোমার প্রতি তাঁহার প্রেম এতই গভীর। তোমার যে এই সিংহাসনে কোন দাবী নাই, প্রবঞ্চনা দ্বারা তুমি এখানকার রাণী সাজিয়াছ, এ কথা প্রমাণ করা আমার পক্ষে কঠিন হইবে না, যে সকল চিকিৎসক ও ধাত্রী রাজকুমারী নাতালির শৈশবকালে তাহার চিকিৎসা ওশুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই জীবিত আছেন। তোমার দক্ষিণ স্কন্ধটী অনাবৃত করিলে প্রতিপন্ন হইবে, তুমি আর যে হও, রাজকন্যা নাতালি নহ, কোন প্রমাণ ভিন্ন কেবল তোমার মুখের কথায় কে বিশ্বাস করিবে যে, স্বর্গীয় রাজা থাডিয়স গোপনে প্রথম বয়সে এক বিবাহ করিয়াছিলেন ? সকলেই বলিবে, কাথলিক ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠার জন্য কার্ডিনাল রাভেনা ষড়যন্ত্র করিয়া এইরূপ একটা গোলযোগ পাকাইয়া তুলিয়াছে। জের্ণবার সিংহাসনে তোমার যে ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, এ কথা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিও, যখন আমার ইচ্ছা হইবে, তখনই আমি তোমাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারিব। তাহার উপযুক্ত উপকরণ আমার হাতে আছে।”

বর্ব্বোরা ক্রোধে ও ঘৃণায় কাঁপিতে লাগিলেন। তিনি একটী স্বাধীন রাজ্যের রাজ্ঞী, বহু প্রাচীন পোল-নরপতিগণের শোণিত তাঁহার দেহে প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহার ইঙ্গিতমাত্র বিংশতি সহস্রাধিক বীরপুরুষের তরবারি যুগৎপৎ নিষ্কোষিত হইতে পারে। ইতালীদেশীয় একজন পাদরী তাঁহার এরূপ অপমান করিতে সাহসী হইতেছে! তিনি একবার প্রাসাদের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, অস্ত্রধারী রক্ষিগণ স্থানে স্থানে নিঃশব্দে পদসঞ্চারণ করিতেছে; তাঁহার ইঙ্গিতমাত্র তাহারা অগ্রসর হইয়া

এই দুরাকাঙ্ক্ষা ভণ্ডপাদরিকে নিমিষমধ্যে লৌহশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিতে পারে।

বর্ব্বোরার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কার্ডিনাল রাভেনা বলিলেন, "রাজকুমারি, তুমি কি মনে করিয়াছ, তোমার প্রহরীর দ্বারা আমাকে বন্দী করিবে? অবশ্য, তুমি ইচ্ছা করিলেই তাহা করিতে পার বটে, কিন্তু আমি পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়াছি; এই রাজ্যের প্রান্তসীমায়, কোন্ নগরে, সে কথা আমি বলিব না, এমন একজন লোক আছেন, যিনি আমার জন্য সকলই করিতে পারেন। আমি তাঁহার হস্তে শীলমোহর-বদ্ধ তিনটী প্যাকেট দিয়া আসিয়াছি। তুমি আমাকে বন্দী করিয়াছ, এ কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইবামাত্র, তিনি একটী প্যাকেট রুসিয়ার পর-রাষ্ট্র-সচিবের নিকট পাঠাইবেন, দ্বিতীয় প্যাকেট ডিউক অফ বোরার নিকট প্রেরিত হইবে, এবং তৃতীয় প্যাকেটটী কোন সংবাদপত্রের সম্পাদক লিপার্কের নিকট পাঠান হইবে এবং সেই প্যাকেটে যাহা লিখিত আছে, তাহা তাঁহার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে। তাহার ফলে কি ঘটিবে তাহা এখন আমি বলিতে পারি না। তোমার সাহস হয়, তুমি তোমার রক্ষীসৈন্যদের ডাকাইয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিতে পার, এইখানেই আমার প্রাণবধের আদেশ দান করিতে পার; কিন্তু তাহার পর এক সপ্তাহ পরে তোমার পতন নিশ্চয়।"

বর্ব্বোরা তাঁহার রক্ষী সৈন্যদের ডাকিলেন না; কিছুই করিলেন না, কিছুই বলিলেন না।

কার্ডিনাল রাভেনা বলিলেন, "রাজকুমারি, যদি আমি তোমাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার সে অপরাধ মার্জ্জনা কারও। আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে এইরূপ ব্যবহার করিতে হইয়াছে। আমার ক্ষমতা কত, তাহাও তুমি বুঝিতে পারিয়াছ। আমি তোমাকে কত ভালবাসি, তাহাও বলিয়াছি, এখন তোমার কি উত্তর জানিতে চাই?"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "আপনার এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অপেক্ষা সমাধি-ক্ষেত্রে শয়ন করা অনেক ভাল।"

কার্ডিনাল রাভেনা বলিলেন, "সমাধিক্ষেত্রে তোমার স্থান হইবে, এ আশা করিও না। রুসিয়ার দুর্ভেদ্য দুর্গে তোমাকে বন্দিনী হইয়া থাকিতে হইবে। তুমি জের্ণবা-রাজ্যের সিংহাসন প্রবঞ্চনাবলে অধিকার করিয়াছ। ডিউকের পর এই সিংহাসন রুস-সম্রাটের অধিকার, সুতরাং তুমি তাঁহার অধিকার অপহরণ করিয়াছ। তোমার এই অপরাধে সম্রাটের আদেশে তোমাকে রুসসাম্রাজ্যে ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইবে, সেখানে তোমার অপরাধের বিচার হইবে। রুসিয়ার মন্ত্রিসমাজ রমণীর রাজনৈতিক চর্চ্চা সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহাদের বিচারে তুমি কিরূপ দণ্ডলাভ করিবে, মনে কর। যখন তুমি রুসিয়ার দুর্গে বন্দিনী হইয়া, নিত্য শত লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা সহ্য করিবে, যখন কারা-প্রহরিগণ তোমাকে তাহাদের ইচ্ছানুসারে নির্যাতন করিতে থাকিবে, অথচ সে কথা তুমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিবে না, তখন হয় ত এই পাদরীর প্রেম তোমার নিকট বাঞ্ছনীয় মনে হইতে পারে।"

পাদরী রাভেনার কথা শুনিয়া বর্ব্বোরার বুকের মধ্যে একবার কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু তাহার মুখভাবের পরিবর্ত্তন হইল না, তিনি নিঃশব্দে দণ্ডায়-মান রহিলেন।

পাদরী রাভেনা বলিতে লাগিলেন, "তোমার পদচ্যুতির পর যদি ডিউক এ রাজ্যশাসনভার লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই রুসসম্রাটের করদরাজরূপে রাজ্যশাসন করিবেন; সুতরাং তুমি বুঝিতে পারিতেছ, তোমার পতনে তোমার স্বদেশের ও তোমার বন্ধুবর্গেরও পতন অবশ্যম্ভাবী! জাবেরণ, রাজিভিন, ডোরিস্নাম প্রভৃতি তোমার যে সকল মন্ত্রী আছে, রুসসম্রাট তাহাদের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত। ডিউক তাহাদিগকে রুসসম্রাটের হস্তে সমর্পণ করিবেন। তার পর দলে দলে কসাকসৈন্য জের্ণবারাজ্যের

এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অশান্তির আগুন জ্বালিয়া দিবে। সামরিক আইনজারী হইবে, এই রাজ্যের যুবকদল দলে দলে বন্দী হইয়া সাইবিরিয়ার প্রান্তরে নির্ব্বাসিত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হইয়া যাইবে। কাথলিক খৃষ্টানগণের দুর্গতির সীমা থাকিবে না। রমণীর সম্মানরক্ষা করা কঠিন হইবে, তোমার এক কথার উপর রাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, আমাকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে তোমার সকল দিক্ রক্ষা হইবে, তোমার কি উত্তর জানিতে চাই।"

কার্ডিনাল রাভেনা জানিতেন, বর্ব্বোরা যেরূপ স্বদেশানুরাগিণী ও প্রজাবৎসলা, তাহাতে দেশের অকল্যাণের সম্ভাবনা আছে জানিলে, তিনি সহজেই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। এই জন্যই তিনি বর্ব্বোরার অসম্মতিতে দেশের ভবিষ্যতের কথা এরূপ উজ্জ্বলবর্ণে বর্ণিত করিলেন, কিন্তু পাদরী সাহেবের এ সকল ধর্ম্মনীতির উপদেশ নিষ্ফল হইল। বর্ব্বোরা ঘৃণাভরে উত্তর করিলেন, "তুমি ধার্ম্মিক পাদরী, তোমার মুখে এ সকল কথা খুব চমৎকার শুনাইল,. তুমি আমার জীবন সম্বন্ধে অনেক গুপ্তকথা অবগত আছ, সে জন্য আমি তোমার ক্রীতদাসী হইয়া থাকিব, এরূপ আশা করিও না। হয় ত আমি এখানে নাতালি নামে আত্মপরিচয় দিয়া ভুল করিয়াছি, অন্যায় করিয়াছি, কিন্তু জের্ণবা-রাজ্যের সিংহাসনের আমিই যে ন্যায়ানুমোদিত উত্তরাধিকারিণী, কে এ কথা অস্বীকার করিবে? যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আজই তুমি আমার সকল গুপ্তকথা ডিউকের নিকট, প্রতিনিধিসভার সমক্ষে, দেশের সকল লোকের কাছে ঘোষণা করিতে পার, আমি তাহাতে নিবারণ করিব না। তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর, তাহাতে আপত্তি করিব না, কিন্তু জাবেরণের প্রতিহিংসা স্মরণ রাখিও; আমার সর্ব্বনাশ করিয়া যদি তুমি তোমার ধর্ম্মবাবা পোপের আশ্রয় গ্রহণ কর ও তাঁহার পবিত্র আলখেল্লার অন্তরালে গিয়া লুকাও, তাহা হইলেও জাবেরণের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিবে

না, সেখানে গিয়া সে তোমাকে বধ করিয়া আসিবে। ইহা ভিন্ন আমার অন্য উত্তর আর নাই।"

কার্ডিনাল রাভেনা বলিলেন, "রাজকুমারি, আমি আপাততঃ তোমার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিব না, তোমাকে চিন্তা করিবার সময় দিলাম; স্থিরচিত্তে কিছুকাল চিন্তা করিলেই তুমি কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিবে। তোমার মুকুটোৎসবের দিন পর্য্যন্ত এই রাজ্য শাসন কর, তাহার পর তোমার বিবেচনার উপর তোমার রাজত্ব ও তোমার রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমি আর একটী কথা বলিয়া যাই, কথাটা শুনিয়া বোধ হয়, তুমি বিস্মিত হইবে, দীর্ঘকাল হইতে আমরা যাহাকে মৃত মনে করিতেছিলাম, জানিতে পারিলাম, সে জীবিত আছে।"

বর্ব্বোরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সে?"

রাভেনা বলিলেন, "আইসোলা সাক্রা দ্বীপ যে ভূকম্পনে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; কিন্তু এই দ্বীপ নিমজ্জিত হইবার পূর্ব্বে বন্দী বোধ হয় সেখান হইতে পলাইয়াছিল; কারণ, আমি সন্ধান পাইয়াছি, ভার্সোবি হোটেলে একজন ইংরেজ যুবক পল ক্রেসিংহাম উডভিলি' এই পরিচয়ে বাস করিতেছে।"

বর্ব্বোরা কি বলিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না, তিনি একবার রাভেনার মুখের দিকে চাহিলেন।

রাভেনা তাঁহার প্রশ্নসূচক দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন, "হাঁ, এই সেই লোক। আমি পুলিস-আফিসে বিদেশী পর্য্যটকগণের নামের তালিকা হইতে আগন্তুক সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, তাহা তোমার নিকট পাঠ করি শুন। নাম—পল উডভিলি, পূর্ব্বে নাম ছিল পল ক্রেসিংহাম; বয়স—২৭ বৎসর; জাতি—ইংরাজ; বাসস্থান—ইংলণ্ডের কেণ্ট সহরে ওরিয়েন হলে, ধর্ম্ম—প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান; পেষা—২৪নং কেণ্টিস অশ্বারোহী সৈন্যদলের কাপ্তেন, জের্ণবা-

ভ্রমণের উদ্দেশ্য—দেশভ্রমণ। পৃথিবীর এত দেশ থাকিতে কাপ্তেন পল উডভিলি এখানে কেন আসিল, তাহা কিছু বুঝিতে পারিতেছ কি? ডালমাটিয়ায় তোমার সঙ্গে যে ইংরাজ-যুবকের প্রণয় হইয়াছিল, এই যে সেই যুবক, তাহাতে তোমার সন্দেহ আছে? কাপ্তেন উডভিলি আজ প্রভাতে ভার্ব্বি হোটেলের বারান্দা হইতে তোমাকে দেখিয়াছিল; তোমাকে দেখিবামাত্র সে বুঝিয়াছিল, তুমি ন,তালি নহ, বার্ব্বোরা, তুমি প্রবঞ্চনার সহায়তায় এ দেশের সিংহাসন অধিকার করিয়াছ, তাহা তাহার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। বীরপুরুষেরা প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও কপটতাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকে; পল বীরপুরুষ, যখন সে দেখিবে, ধর্ম্মসম্বন্ধেও তুমি ভয়ঙ্কর ভণ্ডামী আরম্ভ করিয়াছ, গোপনে কাথলিক ধর্ম্মমতে বিশ্বাস করিয়া প্রকাশ্যে কেমন স্বার্থসিদ্ধির অনুরোধে আপনাকে গ্রীক খৃষ্টান বলিয়া প্রকাশ করিতেছ, তখন এই বীরপুরুষ তোমাকে কিরূপ ঘৃণার চক্ষে নিরীক্ষণ করিবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছ? ডিউক অফ্ বোরাকে তুমি বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছ, তাহা তাহার জানিতে বিলম্ব হইবে না, বোরার চরিত্র কিরূপ ঘৃণিত, তাহা সে যখন শুনিতে পাইবে, তখন কিরূপে তুমি একজন বর্ব্বরকে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছ—তাহা ভাবিয়া তাহার বিস্ময়ের সীমা থাকিবে না, তোমার প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা শত গুণ বর্দ্ধিত হইবে!”

রাভেনার প্রত্যেক কথা বর্ব্বোরার হৃদয়ে বিষাক্ত ছুরিকার ন্যায় বিদ্ধ হইতেছিল।

রাভেনা বলিতে লাগিলেন, “আমার কথা এখনও শেষ হয় নাই, তোমার সেই ইংরাজ প্রণয়ী এখানে আসিয়া চমৎকার অভিনয় আরম্ভ করিয়াছে। কাপ্তেন উডভিলির সহিত সেই হোটেলের বারান্দায় ডিউক অফ্ বোরার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কাপ্তেনের ঘড়ীর চেনে একটী

পদক ছিল, সেই পদকখানি পূর্ব্বে কোন সময় ডিউক রাজকুমারী নাতালকে উপহার দিয়াছিলেন, পদকখানি দেখিবামাত্র ডিউক তাহা তাঁহার নিজের জিনিস বলিয়া চিনিতে পারিলেন, তাহা কিরূপে কাপ্তেনের হস্তগত হইল, এ কথা জিজ্ঞাসা করায়—কাপ্তেন তাহার উত্তর দিতে সম্মত হন নাই; ইহাতে স্থির হইয়াছে, তাঁহারা উভয়ে ডুয়েল-যুদ্ধ করিবেন।”

বর্ব্বোরা এই সংবাদে স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, তাঁহাকে প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দ বোধ হইল।

রাভেনা বলিলেন, “হাঁ, তাঁহারা ডুয়েল-যুদ্ধ করিবেন, অসি লইয়া যুদ্ধ হইবে, এ যুদ্ধের ফল একজনের মৃত্যু; হয় তোমার পূর্ব্বপ্রণয়ী ইংরেজ কাপ্তেন উর্ডাভিলি ডিউকের অসিতে প্রাণত্যাগ করিবে, না হয় ডিউক অফ্ বোরার জীবনের খেলা সাঙ্গ হইবে।”

এতক্ষণ পরে বর্ব্বোরার মুখে কথা ফুটিল, তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, “না, যুদ্ধ হইবে না, আমি এখনই ডিউককে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইব।”

রাভেনা পৈশাচিক হাস্যে উত্তর করিলেন, “তাহার আর সময় নাই। কুমারি, এখন সে চেষ্টা নিষ্ফল, তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, আজ সন্ধ্যাকালে এই যুদ্ধ হইবে, সুতরাং আর এক ঘণ্টাও সময় নাই; উভয় প্রতিদ্বন্দ্বী রেড-ফরেষ্টে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিয়াছে, সুতরাং তোমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রুতগামী অশ্বারোহী সৈন্যেরা এখনি এখান হইতে যাত্রা করিয়াও এই যুদ্ধ নিবারণ করিতে পারিবে না; আর যদি তুমি কোন উপায়ে যুদ্ধের পূর্ব্বে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হও, তাহা হইলেও এই যুদ্ধ নিবারণ করা তোমার সাধ্য হইবে না; কারণ, আইনের হাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য ডিউকের মধ্যস্থ অষ্ট্রোভা যুদ্ধের জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা জের্ণবা-রাজ্যের সীমার মধ্যে নহে,

তাহা রুসীয় সীমায়, সুতরাং তোমার আদেশ সেখানে নিষ্ফল। ডিউক অসিচালনায় কিরূপ সুদক্ষ ও সিদ্ধহস্ত, তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে, তিনি এ পর্য্যন্ত ত্রিশটী ডুয়েল-যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর হস্তে তিনি আহত হন নাই; জের্ণবার সৈন্যদলে বিংশতি সহস্র সৈন্য আছে, তাহাদের কেহই অসিচালনায় ডিউকের সমকক্ষ নহে; তোমার সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী বীর সৈনিকেরা জাবেরণ, ডোরিস্লাভ, মিরোস্লাভ অসিচালনে তাঁহার নিকট শিশু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কে ডিউককে পরাজয় করিবে?"

রাভেনা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া উপবনের বৃক্ষান্তরালে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন, "রাজকুমারি, ঐ দেখ, সূর্য্য অস্ত যাইতেছে; সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রণয়ী ইংরাজ বীরপুরুষের রক্তাক্ত মৃতদেহ তোমার রাজ্যসীমান্তে প্রান্তরবক্ষে লুণ্ঠিত হইতে থাকিবে; তুমি যাহাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছ, সেই ব্যক্তির হস্তেই তোমার প্রণয়ীর প্রাণ যাইবে; আশা করি, এই দৃশ্যটী তোমার পক্ষে বড় প্রীতিকর হইবে।"

বর্ব্বোরা আর কোন কথা শুনিতে পারিলেন না, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল; "হায় পল, হায় পল" এইমাত্র উচ্চারণ করিয়া সুন্দরী বর্ব্বোরা কার্ডিনাল রাভেনার পদপ্রান্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সেই দিন অপরাহ্ণে পল ও ত্রেভিষা জের্ণবা-রাজ্যের সীমাপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন; রাস্তায় গাড়ী রাখিয়া তাঁহারা উভয়ে মাঠে প্রবেশ করিলেন; এই প্রান্তরে জের্ণবা-রাজ্যের ও রুস-সাম্রাজ্যের প্রান্তসীমাজ্ঞাপক কতকগুলি স্তম্ভ প্রোথিত ছিল, কতকগুলি স্তম্ভে মোটা মোটা অক্ষরে 'রুসিয়া' এই শব্দ লিখিত, অন্য কতকগুলি স্তম্ভে সেইরূপ স্থূল অক্ষরে 'জের্ণবা' এই শব্দ অঙ্কিত।

সীমাস্তম্ভ অতিক্রম করিয়া উভয়ে রুসের সীমায় পদার্পণ করিলে ত্রেভিষা বলিলেন, "আমরা এখন যথেচ্ছাচারী সম্রাটের সীমায় আসিয়াছি, এই সীমায় পদার্পণ করা বড় নিরাপদ্ নহে, যদি আমরা সাবধান হইয়া না চলি, তাহা হইলে হয় ত রুস-প্রহরিগণ শত্রুসন্দেহে অলক্ষ্যে থাকিয়া আমাদের উপর গুলী চালাইতে পারে। ঐ যে অদূরে একটা রুস-প্রহরী দেখিতেছি, তাহাকে কোন কথা না বলিয়া আমাদের আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়।"

সেখান হইতে প্রায় এক শত গজ দূরে গাছের ছায়ায় একজন রুস-প্রহরী অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া ছিল, এই প্রহরীটী একজন ভীষণদর্শন কসাক।

কসাক প্রহরী দুইজন অপরিচিত ভদ্রলোককে তাহাদের সীমার মধ্যে ঘুরিতে দেখিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া তাঁহাদের নিকটে আসিল এবং তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখিতেছি, আপনারা বিদেশী লোক, আপনারা রুস-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, আপনাদের পাশ কোথায়?"

ত্রেভিষা বলিলেন, "পাশের আবশ্যক কি, পাশ অপেক্ষা মূল্যবান্ জিনিস তোমার হাতে দিতেছি।" এই বলিয়া ত্রেভিষা পকেট হইতে

কয়েকখানি নোট বাহির করিয়া তাহা প্রহরীর হস্তে প্রদানে উদ্যত হইয়া বলিলেন, "আমরা আর অধিক যাইব না, এই খানে ডুয়েল-যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছি।"

কসাক বলিল, "ডুয়েল-যুদ্ধ? রুসিয়ার আইন অনুসারে এই যুদ্ধ নিষিদ্ধ, তাহা কি আপনারা জানেন না? এখান হইতে পুলিসের ফাঁড়ি এক মাইল দূরে অবস্থিত; ফাঁড়ির দারগা বড় সহজ লোক নহেন; তিনি এদিকে আসিয়া পড়িলে কেবল আপনাদের নহে, আমারও হাতে দড়ী পড়িবে।"

ত্রেভিষা বলিলেন, "সে ভয় করিও না, যুদ্ধ দেখিয়া তোমাদের দারগা খুব খুসী হইবে, সঙ্গে সঙ্গে কিছু লাভ করিয়াও যাইবে, তাহার জন্যও আমি নোট রাখিয়াছি।"

কসাক রক্ষী ক্ষণকাল চিন্তা করিল, অতি অল্প বেতনে তাহাকে চাকরী করিতে হয়, তাহার উপর উপরি ভাওনাও তেমন জোটে না, এমন একটা দাঁও সে ছাড়িতে পারিল না, ত্রেভিষার হাত হইতে নোট-গুলি লইয়া সে তাহার জুতার মধ্যে গুঁজিয়া রাখিল।

ত্রেভিষা ঘড়ী খুলিয়া পলকে বলিলেন, "আমরাই আগে আসিয়াছি দেখি-তেছি, সময়ও আর অধিক নাই; আজিকার যুদ্ধ বড় সঙ্গীন ব্যাপার।"

পল বলিলেন, "সে জন্য চিন্তা কি, একবারের বেশী ত দুবার মরিতে হইবে না।"

ত্রেভিষা বলিলেন, "সে কথা ঠিক বটে, যদি একবারের অধিক-বার মরিবার সুবিধা থাকত, তাহা হইলে প্রথমবার মরিতে কেহ ভয় পাইত না। পল, তুমি যে ডিউকের হস্তে হত হইবে, এ ভয় আমার নাই, আমার বিশ্বাস, তুমিই ডিউককে সাবাড় করিবে; কিন্তু যদি ডিউকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমাদের রাজ্ঞীর মনে বড় আঘাত লাগিবে।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কথা কেন বলিতেছ? তুমিই ত বলিয়াছ, তোমাদের রাজ্ঞী যদি ডিউকের হাত হইতে মুক্তিলাভ করেন, তাহা হইলে বাঁচিয়া যান।"

ত্রেভিষা বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু তুমি যে ভাবে তাঁহাকে ডিউকের হস্ত হইতে মুক্তিদানে উদ্যত হইয়াছ, তাহাতে অসুবিধাও আছে। ডিউক যে রুস-সম্রাটের একজন জ্ঞাতি, এ কথা বিস্মৃত হইও না, রুস-সম্রাট জের্ণবা-রাজ্যের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ, যদি ডিউকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সম্রাট নিকোলাসের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে, ক্রুদ্ধ জার জের্ণবা-রাজ্যের উপর এত টাকা ক্ষতিপূরণের দাবী করিবেন যে, তাহা প্রদান করা আমাদের সাধ্য হইবে না, তাহার ফলে তিনি এই রাজ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন।"

এই কথা শুনিয়া পল কিছুকাল চিন্তা করিলেন, তার পর বলিলেন, "প্রাণের ভয় আমার আদৌ নাই, আমি এখানে হয় মারিতে, না হয় মরিতে আসিয়াছি; এখন আমি এ স্থান হইতে পলায়ন করিতে বা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিবাদ মিটাইতে পারি না; তাহাতে আমার অপমানের সীমা থাকিবে না; কিন্তু তুমি যে কথাগুলি বলিলে, তাহাও হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত কথা নয়, তোমাদের রাণী যাহাতে মনে কষ্ট পান, এরূপ কোন কাজ আমি করিতে পারিব না; এ অবস্থায় একটা উপায় আছে দেখিতেছি; আমি ডিউককে এরূপে আহত করিব যে, এক মাস কাল সে আর অস্ত্র ধারণ করিতে পারিবে না।"

নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর আধ ঘণ্টা অতীত হইলে, ডিউক অফ বোরা তাঁহার মধ্যস্থ ব্যারণ অষ্ট্রোভাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

ডিউক একটু দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তাঁহার মধ্যস্থ ত্রেভিষার নিকটে আসিয়া টুপী খুলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

ত্রেভিষা বলিলেন, "আপনারা সময় উত্তীর্ণ করিয়া আসিয়াছেন।"

ব্যারণ বলিলেন, "হাঁ, সে জন্য আমরা দুঃখিত হইয়াছি; কিন্তু পথের মধ্যে আমাদের গাড়ী ভাঙ্গিয়া যাওয়াই এই বিলম্বের কারণ। আমি আপনাদের দুজনকেই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। এই গণ্ডগোলের কি আপোষে নিষ্পত্তি হইতে পারে না? আজ প্রভাতে ডিউক, কাপ্তেনের প্রতি যে অশিষ্ট আচার করিয়াছিলেন, সে জন্য তিনি ত্রুটি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন।"

ডিউকের স্বপক্ষে এই একটী কথা বলা যাইতে পারে যে, পলের তরবারির ভয়ে তিনি এরূপ আপোষের প্রস্তাব করিতেছিলেন, তাহা নহে; তাঁহার ভয় হইয়াছিল, যদি রাজ্ঞী ভবিষ্যতে এই ডুয়েল-যুদ্ধের কথা শুনিতে পান, তাহা হইলে রাগ করিয়া তিনি ডিউককে বিবাহ না করিতেও পারেন। সুতরাং ডিউক ভাবিতেছিলেন, যদি মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া এই ফ্যাসাদ মিটাইতে পারেন, তাহা হইলে আর কাটাকাটিতে আবশ্যক কি?

ত্রেভিষা প্রতিপক্ষের মধ্যস্থকে বলিলেন, "সব ভাল যার শেষ ভাল।" তাহার পর পলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কেমন, তুমি মিটমাটে সম্মত আছ?"

পল বলিলেন, ডিউক অব বোরা দূরে দাঁড়াইয়াও শুনিতে পান, এমন স্বরে বলিলেন, "ডিউক পশুবৎ আচরণ করিয়াছেন, এ কথা যে তিনি এতক্ষণ পরে বুঝিতে পারিয়াছেন, ইহা শুনিয়া আমি সুখী হইলাম। তিনি আমাকে মিথ্যাবাদী ও কাপুরুষ বলিয়া গালি দিয়াছেন, তাহার পর বেত্রাঘাতে আমার গাল কাটিয়া দিয়াছেন। এখন কি তিনি মনে করেন, তিনি মৌখিক একটু দুঃখ প্রকাশ করিলেই একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ সৈনিক তাঁহার বর্ব্বরতা বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন দান করিবেন? উত্তম, আমি রফা করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এক সর্ত্ত—"পল যেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহার অদূরে বহুশাখাপূর্ণ একটী বৃক্ষ ছিল, তিনি সেই বৃক্ষের একটী

শাখা ভাঙ্গিয়া তাহা পত্রচ্যুত করিলেন, তার পর সেই শাখা দক্ষিণ হস্তে উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "সর্ত্ত এই যে, ডিউক আমার গালে যেরূপ আঘাত করিয়াছিলেন, আমিও তাঁহার গালে সেইরূপ একটা আঘাত করিব।"

বলা বাহুল্য, ডিউক অফ বোয়া এরূপ কথায় কখনও সম্মত হইতে পারেন না, অষ্ট্রোভা তাহা বুঝিয়া দুইখানি কোষবদ্ধ তরবারি ত্রেভিযার হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, "তোমরা কোন্‌খানি ব্যবহার করিবে, বাছিয়া লও।"

ত্রেভিষা তরবারি দুইখানি কোষমুক্ত করিয়া তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সমান কি না, পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর তরবারি দুখানার ধার দেখিলেন; দুখানি অসিই ঠিক একরূপ ছিল, ত্রেভিষা একখানি লইয়া তাহা পলকে দিলেন, অন্যখানি অষ্ট্রোভাকে ফেরত দিলেন। পল কোট খুলিয়া ফেলিয়া বীরবিক্রমে অসি-হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন।

ত্রিশটী ডুয়েল-যুদ্ধে অক্ষতদেহে যিনি জয়লাভ করিয়াছিলেন, সেই অদ্বিতীয় অসিযোদ্ধা অজেয় ডিউক অফ বোয়া পলের প্রস্তাবে অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার মধ্যস্থ অষ্ট্রোভার হস্ত হইতে দ্বিতীয় অসিখানি টানিয়া লইয়া, উদ্যত অসি-হস্তে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া মহাবেগে পলের উপর লাফাইয়া পড়িলেন।

কিন্তু অসিযুদ্ধে পল তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তিনি ডিউকের সেই আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য বিদ্যুদ্‌বেগে এমনভাবে সরিয়া দাঁড়াইলেন যে, ডিউকের অসি শূন্যে আঘাত করিল মাত্র। এই অবসরে পল সামলাইয়া লইয়া ডিউককে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন।

যোদ্ধ দ্বয় পরস্পরকে আক্রমণ করিবার চেষ্টাতেই ব্যস্ত ছিলেন, অস্ত্র

দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না; কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সুস্পষ্টাক্ষরে কে বলিয়া উঠিল, "আইনের সম্মানরক্ষার জন্য এই যুদ্ধ পরিত্যাগ কর।"

ইহা রমণীর কণ্ঠস্বর, এ কণ্ঠস্বর পলের অপরিচিত নহে, গত দুই বৎসর এ স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই; তিনি আহ্লাদিত কি বিস্মিত হইলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু এই স্বর শুনিয়া আর তাঁহার হাত উঠিল না, তিনি চিত্রস্থিত ছবির মত সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন, তার পর চাহিয়া দেখিলেন, অদূরে বর্ব্বোরা স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাঁহার মুখে ক্রোধের পরিবর্ত্তে বিষাদচিহ্ন সুপরিস্ফুট।

পল যুদ্ধের কথা ভুলিলেন, পৃথিবীর সকল কথা বিস্মৃত হইলেন, মুগ্ধ-

সুন্দরী—সেই মোহিনী—সেই রমণীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হাত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িল, ডিউক অফ বোরা কিংকর্ত্তব্য-

অদূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন, রাজ্ঞীর আদেশ লঙ্ঘন করিয়া তিনিও আর তরবারি তুলিতে পারিলেন না।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ কোন কথা বলিলেন না, তার পর রাজ্ঞী গম্ভীর-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে প্রথমে এই ডুয়েল-যুদ্ধের প্রস্তাব করিয়াছিল?"

ডিউক অফ বোরা বলিলেন, "আমি; আমার এইরূপ প্রস্তাব করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল।" তাহার পর ডিউক রাজ্ঞীর অত্যন্ত কাছে আসিয়া ও তাঁহার কাণের কাছে মুখ আনিয়া নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাতালি, আমি তোমাকে যে পদক দিয়াছিলাম, সেই পদকটী ঐ ইংরাজটার হাতে করূপে গেল?"

রাজ্ঞী দুই এক পদ সরিয়া গিয়া বলিলেন, "আমার মন্ত্রিগণের মধ্যে কেহ আইন লঙ্ঘন করিলে তাহার মার্জ্জনা নাই। মার্শেল জাবেরাণ, এই অপ-রাধীকে বন্দী করিয়া দুর্গে লইয়া যাও।"

মার্শেল জাবেরণ রাজ্ঞীর রাজ্যসীমার মধ্যেই দণ্ডায়মান ছিলেন, তিনি

রুস-সীমায় পদার্পণ করেন নাই, তাঁহার পশ্চাতে একদল রক্ষী সৈন্য, তাহাদের কোষে সুদীর্ঘ অসি, হস্তে তীক্ষ্ণধার বর্শা ; সর্ব্বাগ্রে রাজ্ঞীর শকট।

আমরা পূর্ব্বে যে কসাক প্রহরীর কথা বলিয়াছি, সে অদূরে দাঁড়াইয়া এই সকল ব্যাপার দেখিতেছিল ; সে তৎক্ষণাৎ বিউগেল বাজাইয়া রুসীয় ফাঁড়ি হইতে একজন প্রহরীকে সেখানে আনিতে পারিত, কিন্তু সে উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিল, পাছে জেরায় তাহার অপরাধ প্রতিপন্ন হয়, এই ভয়ে তাহার সহযোগিগণকে সংবাদ দেয় নাই।

রাজ্ঞী পুনর্ব্বার গম্ভীরভাবে আদেশ দিলেন, "মার্শেল, বন্দীকে লইয়া যাও।"

ডিউক অফ বোরা রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি, তোমার কথায় খুব সাহস প্রকাশ হইতেছে বটে, কিন্তু কাহার রাজ্যে তুমি এই আদেশ প্রদান করিতেছ, তাহা ভুলিয়া গিয়াছ। আমি রুস-সম্রাটের প্রতিনিধিস্থানীয় এই শান্তিরক্ষকের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"

কসাক শান্তিরক্ষক এই কথা শুনিয়া মনে মনে বড় অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতে লাগিল, একদিকে উৎকোচ, অন্যদিকে কর্ত্তব্য, দোটানায় পড়িয়া বেচারা প্রমাদ গণিল। কিন্তু অবশেষে উৎকোচের কথা বিস্মৃত হইয়া সে কর্ত্তব্যপালনই সঙ্গত বোধ করিল। সে অশ্বারোহণে রাজ্ঞীর সম্মুখীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার অভিপ্রায় কি? কাহাকে আপনি বন্দী করিতে চান? এখানে আপনি কাহাকেও বন্দী করিতে পারিবেন না। আপনি কি জানেন না, কাহার জমীতে দাঁড়াইয়া আপনি এ কথা বলিতেছেন? এ স্থান রুসিয়ার রাজ্যসীমা, আপনি আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, আপনার নিকট আমি রুস-রাজকর্ম্মচারীর ছাড়-পত্র দেখিতে চাই।"

রাজ্ঞা অবজ্ঞাভরে উত্তর দিলেন, "রাজ্ঞীরা ছাড়পত্র সঙ্গে লইয়া বেড়ান না।"

কসাক রক্ষী বলিল, "তাহা হইলে আপনি আপনার রাজ্যসীমায় প্রস্থান করুন; পরের রাজ্যে দাঁড়াইয়া হাঙ্গামা করিবেন না।"

রাজ্ঞী প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, সামান্য একটা প্রহরীর কথা তিনি কাণে তুলিবেন না, কিন্তু যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য অনুচিত বুঝিয়া তিনি তাঁহার রাজ্যসীমায় সরিয়া দাঁড়াইলেন।

জাবেরণ হাসিয়া বলিলেন, "রাজ্ঞি, আপনি অতি বুদ্ধিমতীর কার্য্য করিয়াছেন। রুসীয়া সীমা হইতে বাহিরে আসিতে আমার পাঁচ বৎসর সময় লাগিয়াছিল, আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।" তার পর নিম্নস্বরে বলিলেন, "ডিউক যতক্ষণ পর্য্যন্ত রুসীয়সীমায় আছেন, ততক্ষণ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার আমাদের অধিকার নাই। যদি সেখানে গিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করি, তাহা হইলে ঐ কসাক প্রহরীটা তাহার কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করিবে; তাহা হইলে পরচ্ছিদ্রান্বেষী রুস-মন্ত্রী-সমাজ আমাদের সহিত বিবাদ বাধাইবার একটা ছল পাইবে, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা অকর্ত্তব্য।"

রাজ্ঞী ডিউককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "জন লিনোস্কি, যদি তুমি আমাদের রাজ্যে অবিলম্বে প্রত্যাগমন না কর, তাহা হইলে আর কখনও এ রাজ্যে পদার্পণ করিতে পাইবে না। মের্ণবা-রাজ্য হইতে স্বেচ্ছায় চির-নির্ব্বাসন অথবা আমার আদেশানুসারে কারাদণ্ডগ্রহণ, এ উভয়ের মধ্যে কোন্ দণ্ড তোমার প্রার্থনায়, অবিলম্বে উত্তর দাও।"

রাজ্ঞী যে এরূপ দৃঢ়তার সহিত এমন কথা তাঁহাকে বলিতে সাহস করিবেন, ডিউক অফ বোরা স্বপ্নেও তাহা মনে করেন নাই; রাজ্ঞীর কথা শুনিয়া প্রথমে তিনি বিস্মিত হইলেন, তাহার পর এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে তাঁহার সেক্রেটারী ও মধ্যস্থ ব্যারণ অষ্ট্রোভার সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

অষ্ট্রোভা বলিলেন, "রাজ্ঞী আপনাকে যতই ভয় প্রদর্শন করুন, আপনাকে

দণ্ড দিতে সাহস করিবেন না; বিশেষতঃ আপনি যদি দুর্গে বন্দীভাবে প্রেরিত হন, তাহা হইলে আপনি যথেষ্ট সহায়তা ও সহানুভূতি লাভ করিতে পারিবেন। বহু ব্যক্তি আপনার পক্ষাবলম্বন করিবে, পক্ষান্তরে আপনি যদি রুসসম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইয়া প্রতিবিধানের প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে সেই মামলা কতদিনে কোথায় গিয়া মিটিবে, তাহা বলা কঠিন; এ অবস্থায় আপনার রাজ্যসীমায় ফিরিয়া যাওয়াই উচিত।”

ডিউক এই পরামর্শই সঙ্গত জ্ঞান করিয়া, রাজ্ঞীর রাজ্যসীমায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাহা দেখিয়া রাজ্ঞী বলিলেন, “তুমি যে স্বেচ্ছায় আমাদের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতেছ, তাহা ঐ কসাক প্রহরীর নিকট স্বীকার কর।”

ডিউক প্রহরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমি স্বেচ্ছাক্রমে জের্ণবা-রাজ্যের সীমায় প্রবেশ করিতেছি।”

জাবেরণ বলিলেন, “ডিউক, আপনি বন্দী, রাজ্ঞীর প্রদত্ত তরবারি-ধারণে আর আপনার অধিকার নাই। আপনি তরবারি ত্যাগ করুন।”

ডিউক ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহার তরবারি খুলিয়া দিলেন, তার পর রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আমার প্রতি তো এই শাস্তির বিধান করিলে, আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে কিরূপে শাস্তি দিবে জানিতে, চাই; আমার মত সে ব্যক্তিও আইন লঙ্ঘন করিয়াছে, সুতরাং সে আমার মতই অপরাধী।”

রাজ্ঞী এ কথার কোন উত্তর না দিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, “রক্ষিগণ, বন্দীকে দুর্গে লইয়া যাও।”

ডিউক সক্রোধে একবার চারিদিকে চাহিলেন, তাঁহার স্বপক্ষে কেহ একটী কথা বলিতেও সহসী হইল না; রক্ষিগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিল।

ব্যারণ অষ্ট্রোভা তখনও রুস-সীমায় দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন, "তোমাদের আইন অনুসারে আমিও অপরাধী, কিন্তু স্বাধীনতা আমার প্রাণের বস্তু, আমি জের্ণবার কারাগারে বন্দী হওয়া অপেক্ষা চাকরীত্যাগ প্রার্থনীয় মনে করি, জের্ণবা-রাজ্যে আমি পদার্পণ করিব না।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "আর কখনও আমার রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না।"

অষ্ট্রোভা সহাস্যে বলিলেন, "ভয় নাই, আপনি আর অধিকদিন রাণী-গিরী করিতে পারিবেন, এ আশা ত্যাগ করুন।"

অষ্ট্রোভা টুপী খুলিয়া রাজ্ঞীকে অভিবাদন পূর্ব্বক কিছু দূরে গিয়া রাজ্ঞী ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণের কাণ্ড দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া পলের ইচ্ছা হইতেছিল, লোকটাকে ধরিয়া তাহার কাণ মলিয়া দেন।

রাজ্ঞী তাঁহার সেক্রেটারী ত্রেভিষার দিকে ফিরিয়া গভীরস্বরে বলিলেন, "ত্রেভিষা, তুমিই আমার অত্যন্ত বিশ্বাসী ও অতি সুযোগ্য কর্ম্মচারী, সেজন্য আইন অনুসারে তোমার যে দণ্ড হওয়া উচিত, তাহা রহিত করিলাম, কিন্তু আজ হইতে তুমি পদচ্যুত হইলে।"

ত্রেভিষা কাতরভাবে বলিলেন, "রাজ্ঞি, ইচ্ছা হয় আপনি আমার অর্থদণ্ড করুন, আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করুন, যে দণ্ড আপনার অভিরুচি, আমার প্রতি তাহারই বিধান করুন। আমাকে পদচ্যুত করিবেন না।"

জাবেরণ নিম্নস্বরে বলিলেন, "রাজ্ঞি, এমন দক্ষ কর্ম্মচারী আর আমরা পাইব না। বিশেষতঃ সাঙ্কেতিক লিপি-রহস্যভেদে ত্রেভিষা অদ্বিতীয়। তাহাকে পদচ্যুত করিলে সরকারের বিস্তর ক্ষতি হইবে।"

পল দূরে দাঁড়াইয়া সকল ব্যাপার দেখিতেছিলেন, সকল কথা শুনিতে-ছিলেন, এবার তিনি অগ্রসর হইলেন। মৃত্তিকায় জানু নত করিয়া বসিয়া

কাতরভাবে রাজ্ঞার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি আমার বন্ধুর জন্য রাজ্ঞীর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি।"

রাজ্ঞী এতক্ষণ পরে পলের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন, সে কণ্ঠস্বর তাঁহার সুপরিচিত; তাঁহার মনে পড়িল, দুই বৎসর পূর্ব্বে একদিন জ্যোৎস্নালোকিত সায়ংকালে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে বসিয়া তিনি শেষবার সেই সুমধুর কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, দুই বৎসর পরে আমার সেই চিরপরিচিত সুমধুর কণ্ঠস্বর! রাজ্ঞা আত্মসংবরণে প্রায় অসমর্থ হইয়া উঠিলেন, তাঁহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিল, কিন্তু রাণী-গিরী করা বড় দায়;—তিনি শতস্মৃতিকণ্টকিত হৃদয়ে স্থিরভাবে সেইখানে দণ্ডায়মান হইয়া বিষণ্ণ-দৃষ্টিতে পলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পল অনুনয়ের স্বরে বলিলেন, "ইহাঁর একমাত্র অপরাধ, তিনি তাঁহার বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিয়াছেন।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিতে পারেন, কিন্তু আমাদের দেশের আইনের প্রতি তাঁহার যে শ্রদ্ধা ও সম্মান থাকা আবশ্যক, তাহা তাঁহার নাই। আমার কর্ম্মচারিগণ আমার আইন ভঙ্গ করে, ইহা আমার অসহ্য।"

পল ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন, তার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "রাজ্ঞি, আমি অপরাধী, আমার প্রতি কিরূপ দণ্ডের বিধান হইবে, জানিতে ইচ্ছা করি।"

রাজ্ঞী স্খলিতস্বরে বলিলেন, "তুমি যেখানে দাঁড়াইয়া আছ, সেখানে তুমি নিরাপদ্।"

পল এই কথা শুনিবামাত্র রুস-রাজ্যের সীমা পরিত্যাগ করিয়া রাজ্ঞীর অধিকারসীমায় পদার্পণ করিলেন, বলিলেন, "এভাবে আমি আইনকে ফাঁকি দিয়া দণ্ড হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে চাই না।"

এবার রাজ্ঞীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল, পলের প্রতি তাঁহার যে স্নেহ ছিল, এতদিনেও তাহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই, সেই স্নেহের পাত্রকে তিনি কিরূপে দণ্ডদান করিবেন ? অথচ যে অপরাধে তিনি ডিউক অফ্ বোয়াকে কারাগারে প্রেরণ করিলেন, সেই অপরাধে যদি তিনি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে মুক্তিদান করেন, তাহা হইলে লোকে কি বলিবে ? তিনি ইহার কি কৈফিয়ৎ দিবেন ?

রাজ্ঞী ইতস্ততঃ করিতেছেন, দেখিয়া ত্রেভিষা বলিলেন, "রাজ্ঞি, আমার বন্ধু কাপ্তেন উডভিলি অকারণে ডিউক কর্তৃক অত্যন্ত লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন ; তিনি ডিউকের প্রস্তাবে যে সময় ডুয়েল-যুদ্ধে সম্মত হইয়াছিলেন, সে সময় তিনি জানিতেন না যে, ডুয়েল-যুদ্ধ এ দেশের আইনানুসারে নিষিদ্ধ।"

রাজ্ঞী যখন শকটারোহণে এখানে আসিতেছিলেন, সেই সময় জাবেরণের মুখে ডিউকের সহিত পলের বিবাদের আমূল বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন, ডিউক পলের গণ্ডে বেত্রাঘাত করিয়া কি ভাবে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছিলেন, সে কথাও রাজ্ঞীর কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল ; তিনি পলের মুখের দিকে চাহিলেন, তাঁহার গণ্ডস্থলে সেই বেত্রাঘাত-চিহ্ন সুপরিস্ফুট দেখিতে পাইলেন. তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, পলকে দণ্ড দেওয়া হইবে না, তাঁহার প্রতি সত্যই বর্ব্বরের ন্যায় আচরণ হইয়াছে।

ত্রেভিষা সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, "আমি মার্শেল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যদি কাহারও দ্বারা এই ভাবে অপমানিত হইতেন, তাহা হইলে তিনি তরবারি ধারণ না করিয়া আর কোন্ উপায়ে নিজের মান রক্ষা করিতেন ?"

মার্শেল জাবেরণ রাজ্ঞীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রাজ্ঞি, কাপ্তেন উডভিলি একজন সেনাপতি ; তিনি অপমানিত হইয়া তাঁহার রাজ্ঞীর

সৈন্যদলের সম্মানরক্ষার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হইয়াছিল, ইহা ভিন্ন আত্মসম্ভ্রমরক্ষার অন্য উপায় তাহার ছিল না।”—জাবেরণ অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিলেন, “আপনি ডিউককে অনায়াসে বন্দী করিতে পারেন, কারণ, তিনি আপনার প্রজা, কিন্তু ইংরাজ-রাজ্যের একজন প্রজা রুস-সম্রাটের অধিকারসীমায়—যদি কাহারও সহিত ডুয়েল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহাকে দণ্ডদানে, আপনার কি অধিকার? রুস-সম্রাট এ সম্বন্ধে যাহা ভাল বুঝেন করিবেন।”

রাজ্ঞী চঞ্চলদৃষ্টিতে জাবেরর্ণের মুখের দিকে চাহিলেন, নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার এ কথার অর্থ কি? তুমি কি মনে কর, রুসিয়ানেরা কাপ্তেন উডভিলিকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরোয়ানা বাহির করিবে?”

জাবেরণ বলিলেন, “আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, এই ব্যাপার লইয়া একটা মহারাজনৈতিক অনর্থ উপস্থিত হইবে। ব্যারণ অষ্ট্রোভা রুস-রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াই এই ঘটনাটীকে নূতন আকারে দাঁড় করাইবে; রুসগবর্ণমেণ্ট তাজপুরের ব্যাপার লইয়া ইংরাজের উপর হাড়ে চটিয়া আছেন, কাপ্তেন উডভিলি এই ব্যাপারের নায়ক, সুতরাং তাঁহাকে হাতে পাইবার জন্য গবর্ণমেণ্ট যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; আমি বুঝিতেছি, এই ব্যাপার লইয়া রুসে ইংরাজে ভয়ানক মন-কষাকষি আরম্ভ হইবে।”

রাজ্ঞী গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “কাপ্তেন উডভিলি, আমার মন্ত্রী আমাকে জানাইয়াছেন, আমি আপনাকে আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করিতে পারি না; বিশেষতঃ যে ইংরেজ-সেনাপতির শৌর্য্য-বার্য্যের কাহিনী ইউরোপের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে, সেই বীরকে দণ্ডদান করিবার ইচ্ছাও আমার নাই।”—অনন্তর রাজ্ঞী পলের নিকট সরিয়া আসিয়া অতি

নিম্নস্বরে তাঁহাকে বলিলেন, "পল, তুমি আমার গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া দিও না। যত শীঘ্র পার, প্রাসাদে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"—রাজ্ঞী প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

পল আবার জানু নত করিয়া রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি ডুয়েল-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, বিচারে আমার কোন দণ্ড হইবে না, অথচ আমার মধ্যস্থ ত্রেভিষা দণ্ড লাভ করিলেন, এ কিরূপ বিচার হইল?"

রাজ্ঞী বলিলেন, "আপনাদের উভয়ের অবস্থা ঠিক একরূপ নহে; আমার যাহা সঙ্গত বোধ হইয়াছে, তাহাই করিয়াছি, তবে আমার রায় যে ফিরিবার নহে, এরূপ মনে করিবেন না।"

রাজ্ঞী মার্শেল জাবেরণের সহিত শকটারোহণে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে শত শত অশ্বারোহী রক্ষীসৈন্য চলিতে লাগিল; রাজ্ঞী যেমন হঠাৎ আসিয়াছিলেন, তেমনই হঠাৎ অদৃশ্য হইলেন। পল বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে সেই সন্ধ্যার সেই নির্জ্জন প্রান্তরপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"বর্ব্বোরা কি সত্যই এখনও আমাকে ভুলিতে পারে নাই?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পল ও ত্রেভিষা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে নগরের দিকে চলিলেন, পথে মার্শেল জাবেরণের সহিত তঁাহাদের সাক্ষাৎ হইল, ত্রেভিষা তঁাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মার্শেল জাবেরণ, আপনি রাজ্ঞীর সহিত না আসিয়া এ পথে কোথায় চলিয়াছেন?"

জাবেরণ বলিলেন, "একটা হোটেলে আমার কিছু কাজ আছে, সেই জন্য রাজ্ঞীর সহিত যাইতে পারি নাই, আমি একবার সোবিস্কির হোটেলে যাইব।"

ত্রেভিষা বলিলেন, "আমরাও সেই পথে যাইব, সেইখানেই আমরা গাড়ী রাখিয়া আসিয়াছি; আমার এই সঙ্গী বন্ধুটীকে আপনি বোধ হয় চিনিতে পারিতেছেন, ইহাঁর নাম কাপ্তেন পল উডাভিলি।"

জাবেরণ সহাস্যে বলিলেন, "উহাঁর আর নূতন করিয়া পরিচয় দিতে হইবে না, উহাঁর বন্ধুত্ব আমাদের সকলেরই প্রার্থনায়।" জাবেরণ তাঁহার শিরস্ত্রাণ উন্মোচন করিয়া পলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। পূর্ব্ব হইতেই পলের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল।

চলিতে চলিতে জাবেরণ বলিলেন, "ইংরাজের প্রতি আমার শ্রদ্ধা চিরদিনই সমান, কারণ, ওয়াটারলুর যুদ্ধে আমি ইংরাজের হস্তে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম।"

পল সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওয়াটারলুর যুদ্ধে আপনি কি সুবিখ্যাত নেপোলিয়ানের স্বপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন?"

জাবেরণ বলিলেন, "হাঁ, নেপোলিয়ানের অধীনে আমি কিছুদিন কাজ করিয়াছি, নেপোলিয়ান যখন মস্কোনগর আক্রমণ করিতে রুসিয়ায় যান, স্বদেশপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া আমি স্বদেশের পক্ষ হইতে নেপোলিয়ানের

সাহায্য করিতে যাই, যখন রুসিয়ার বিরুদ্ধে নেপোলিয়ানের দুন্দুভি গম্ভীর-নিনাদে চতুর্দ্দিকে বাজিয়া উঠিল, তখন স্বদেশের দুর্গতি দূর করিবার জন্য রুসিয়ার সেই দুর্গ চূর্ণ করিবার আশায় পোলেরা যেমন উৎসাহের সহিত নেপোলিয়ানের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন, আর কোন জাতি তেমন করে নাই। নেপোলিয়ানের দূত আগে প্র্যাট পোলাণ্ড রাজধানী ওয়ারস্ নগরে উপস্থিত হইয়া প্রকাশ্যভাবে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, নেপোলিয়ান ইউরোপের অন্যান্য সকল দেশ হইতে রুসজাতিকে নির্ব্বাসিত করিবেন, এবং তিনি পোলদিগকে নানা সুবিধা দান করিবেন; তাঁহার এই কথায় নির্ভর করিয়া আমরা ষষ্টি সহস্র পোল স্বদেশের মঙ্গল-কামনায় তাঁহার সৈন্যগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া মস্কো নগরে উপস্থিত হইলাম।

যেদিন আমরা আমাদের জাতীয় শত্রু রুসসম্রাটের রাজধানীপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া শতকিরীটমুকুটিত রাজপ্রাসাদের হিরণ্ময় আভা নিরীক্ষণ করিলাম, সেদিন আমাদের কি আনন্দ, তাহা প্রকাশ করিবার নহে। আমরা অল্পদিনের মধ্যেই সেই নগর অধিকার করিলাম, এবং ক্রেমিলিন-দুর্গের শিখরদেশে পোলাণ্ডের বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রোথিত করিলাম।"

ত্রেভিবা সহাস্যে বলিলেন, "মার্শেলের জীবনের ইহা সুখস্বপ্ন; একবার যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, পুনর্ব্বার তাহা লাভের চেষ্টা করিতে দোষ কি?"

জাবেরণ বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু একটী অভিজ্ঞতার কথা আমি জীবনে ভুলিব না।"

জাবেরণ তাঁহার দক্ষিণ হস্তখানি খুলিয়া পলকে দেখাইলেন; পল সবিস্ময়ে দেখিলেন, জাবেরণের দক্ষিণ হস্ত নাই।

জাবেরণ বলিতে লাগিলেন, "ইহার একটু ইতিহাস আছে, ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, আমরা রুসিয়া হইতে পলাইয়া আসি; রুস-

সৈন্যগণের বাহুবলে পরাজিত হইয়া আমরা পলাইয়া আসি নাই; রুসিয়ার বাহুবলের গর্ব্ব আমরা খর্ব্ব করিতে পারিতাম, কিন্তু একদিকে দুর্ভিক্ষ ও অন্য-দিকে ভয়ঙ্কর শীত আমাদিগকে রুস-সাম্রাজ্যত্যাগে বাধ্য করিল। তেমন ভয়ঙ্কর শীত জীবনে কখনও দেখি নাই, সে কথা স্মরণ করিলে এখনও আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এখনও আমার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে, একদিন প্রভাতে চলিতে চলিতে আমাদের গাত্রে তুষারপাত আরম্ভ হইল; যেন তাহা আমাদের দেহের চর্ম্ম ও শিরা উপশিরা ভেদ করিয়া অস্থির মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। সেই দারুণ শীতে ও বরফপাতে আমাদের রক্ত যেন জমিয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া গেল, এই সময় একদল কসাক আমা-দিগকে আক্রমণ করিল, আমার সম্মুখে যে কসাকটা আমাকে আক্রমণো-দ্যত হইয়াছিল, তাহার মস্তকে আমি তরবারির আঘাত করিলাম, তাহার পরমুহূর্ত্তেই আমার দক্ষিণ বাহুতে অল্প বেদনা অনুভব করিলাম, চক্ষুর নিমেষে চাহিয়া দেখিলাম, আমার পদতলে আমার ছিন্ন দক্ষিণবাহু নিপতিত রহিয়াছে; কিন্তু মুষ্টিতে তখনও সেই তরবারি; এইরূপে কসাকের অসির আঘাতে আমি দক্ষিণ বাহু হারাইয়াছি।”

ত্রেভিষা বলিলেন, “কি সর্ব্বনাশ!”

জাবেরণ বলিলেন, “দক্ষিণ বাহুখানি হারাইয়া আমি কিছু অসুবিধায় পড়িলাম, অগত্যা বামহস্তে তরবারি পরিচালন শিক্ষা করিতে লাগিলাম। দক্ষিণ হস্ত হারাইয়া স্বেচ্ছায় আমি কোন কাজ করিতে পারি নাই, যাহা হউক কিছুদিনের মধ্যেই আমার অসুবিধা দূর হইল, আমার বাম হস্ত এখন দক্ষিণ হস্তের মত কার্য্যক্ষম। এইরূপে আমার প্রথম যুদ্ধ শেষ হয়।”

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি তাহার পরও রুসিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন?”

জাবেরণ বলিলেন, “হাঁ, বহুবার; ককেসস প্রদেশে জর্জ্জিয়ানগণ যখন রুসিয়ার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করে, তখন আমি তাহাদের সাহায্য

করিয়াছি। আবার দানিয়ুব নদীর তীরভূমিতে তুর্কীরা যখন রুসের বিরুদ্ধে অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকা উত্তোলিত করিয়াছিল, তখন আমি তাহাদের পাতাকামূলে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে উৎসাহিত করিয়াছিলাম। যখন আমি গোপন সংবাদ পাইলাম, পোলাণ্ড রুসিয়ার লৌহশৃঙ্খল চূর্ণ করিবার আশায় বর্ত্তমান রুস-সম্রাটের ভ্রাতা ও পোলাণ্ডের রাজপ্রতিনিধি কনষ্টাণ্টাইনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছে, তখন আমি তাহাদের সাহায্যে উপস্থিত হইয়াছিলাম। জের্ণবা-রাজ্যের স্বর্গীয় অধিপতি আড্রিয়াস চারিদিক ভাবিয়া এই অভ্যুত্থানে যোগদান করেন নাই; করেন নাই, সে ভালই করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ওয়ারস্ নগরের স্বদেশপ্রেমিক পোলাণ্ডগণ রাজপ্রতিনিধি ডিউক কনষ্টাণ্টাইনকে বন্দী করিতে যড়্যন্ত্র করিলেন, আঠার জন যুবকের উপর এই গুরুতর ভার সমর্পিত হইয়াছিল, এই আঠার জনের মধ্যে আমিও ছিলাম। যথানির্দ্দিষ্ট দিনে রাত্রিকালে আমরা রাজপ্রাসাদাভিমুখে ধাবিত হইলাম, প্রহরিগণকে হত্যা করিয়া রাজপ্রতিনিধির শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু আমাদের কয়েক মূহুর্ত্ত বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল; রাজপ্রতিনিধি কনষ্টাণ্টাইন অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় ও কোলাহলে জাগিয়া উঠিয়া গুপ্তদ্বারপথে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া প্রাসাদসংলগ্ন উপবনে পলায়ন করিয়াছিলেন।”

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনাদের সে চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছিল?”

জাবেরণ বলিলেন, “কিন্তু এক বৎসর কাল, আমরা মহাশক্তিশালী অমিততেজা রুসিয়ার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলাম; কিন্তু পঙ্গপালের ন্যায় শত্রুসৈন্যের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় স্বদেশপ্রেমিকদল কতদিন সংকল্প স্থির রাখিতে পারে? আমরা অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যদি আমরা কোনদিন রুসিয়ার দশ সহস্র সৈন্যও ধ্বংস করিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাহার পরদিন আর দশ সহস্র নূতন সৈন্য আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিত; কিন্তু তাহাতেও আমরা হতাশ হই নাই; শেষে

রুস-সৈন্যদের মধ্যে কলেরা আরম্ভ হইল, সেই রোগ আমাদের সৈন্য-দলে এমন সংক্রামিত হইয়া উঠিল যে, রুসিয়ার অস্ত্রে যে কার্য্য না হইল, রোগে তাহাই করিল। তবে সুখের বিষয় এই যে, এই রোগে যথেচ্ছাচারী কনষ্টাণ্টাইনকেও ভবলীলা সংবরণ করিতে হইল। রুস-সৈন্যেরা ওয়ারস নগর অধিকার করিয়া আমাদিগকে বন্দী করিল। আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া চারিসহস্র মাইল দূরে সাইবিরিয়ার তুষারাচ্ছন্ন প্রান্তরে নির্ব্বাসিত হইলাম।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাইবিরিয়া হইতে আপনি পলায়ন করিয়াছিলেন?"

জাবেরণ বলিলেন, "আমাকে ধরিয়া রাখে, কাহার সাধ্য? কিন্তু আমাকে পাঁচবৎসর নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। পাঁচ বৎসর চেষ্টার পর আমি সেখান হইতে পলায়নে সমর্থ হইলাম এবং ঘুরিতে ঘুরিতে জের্ণবায় আসিয়া আশ্রয়গ্রহণ করিলাম। আমার এখন তিপ্পান্ন বৎসর বয়স হইয়াছে; স্বদেশের কার্য্যে আমার একখানি হাত গিয়াছে, অবশিষ্ট হাতখানি যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে, রুসিয়ার বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণে কখনই বিরত হইব না। আমি এখানে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত আছি, রুসিয়ানদের ইহা সহ্য হইতেছে না। তাহারা আমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছে, কিন্তু রাজ্ঞী তাহাদের সে ওয়ারেণ্ট অগ্রাহ্য করিয়াছেন।"

অনন্তর জাবেরণ ব্রোভস্কার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজ রাজ্ঞী তোমাকে পদচ্যুত করিয়াছেন বলিয়া তুমি ক্ষুণ্ণ হইও না; রসাকফের যে সাঙ্কেতিক পত্রখানির অর্থাবিষ্কারের ভার তোমার হস্তে দিয়াছি, সে কার্য্যটী যথাসাধ্য তৎপরতার সহিত শেষ করিবে। আমি তোমাকে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিব।"

ব্রোভস্কা বলিলেন, "কাজটা বড় কঠিন। আমি এই সাঙ্কেতিক পত্রের

কোন রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছি না; কোন্ ভাষার অক্ষর অবলম্বন করিয়া সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আমি নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। তথাপি আমার আশা আছে, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিব। এই পত্রের লেখক কে, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ আপনার মনে স্থান পায় নাই?"

জাবেরণ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "মুহূর্ত্তকাল তোমার সঙ্গে গোপনে দুই একটা কথা বলিতে চাই।"

পল তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া বলিলেন, "আমি একটু তফাতে যাইতেছি।"

ত্রেভিষা বলিলেন, "তাহার আবশ্যক নাই। মার্শেল, উডভিলিকে আমার মতই বিশ্বাস করিতে পারেন, তাঁহার নিকট কোন কথা গোপন করিবার আবশ্যক নাই।"

জাবেরণ বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, ডিউক অফ বোরা ইহার মধ্যে আছেন। হয় তিনি এই সাঙ্কেতিক পত্রের লেখক, না হয় আমাদের শত্রুপক্ষ তাঁহাকে এই পত্র লিখিয়াছে।"

ত্রেভিষা সবিস্ময়ে বলিলেন, "আপনি বলেন কি? ডিউক এই রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাজ্যের অনিষ্ট-সাধনের জন্য তিনি গোপনে ষড়্যন্ত্র করিবেন, বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় সাঙ্কেতিক চিঠি-পত্র ব্যবহার করিবেন, ইহা আমি অসম্ভব মনে করি।"

জাবেরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "অসম্ভব কেন?"

ত্রেভিষা বলিলেন, "যিনি এই রাজ্যের রাজ্ঞীকে বিবাহ করিবেন স্থির হইয়া গিয়াছে, তিনি তাঁহার ভাবী-পত্নীকে সিংহাসনচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা কি সম্ভবে?"

জাবেরণ সহাস্যে বলিলেন, "ডিউক এই রাজ্যের সিংহাসনকে যত ভাল-বাসেন, রাজ্ঞীকে তত ভালবাসেন না। রাজ্ঞী তাঁহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার

করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার প্রেমে ডিউকের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ডিউকও রুসিয়ার সহিত ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা, রাজ্ঞীকে তিনি অর্দ্ধচন্দ্রদানে সিংহাসন হইতে বিদায় করিয়া রুস-সম্রাটের অধীনে রাজা হইবার অভিলাষ করিয়াছেন। তাঁহার এই উদ্দেশ্য তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে সূচিত হইতেছে; তিনি জের্ণবা-রাজ্যের সৈন্যমণ্ডলীকে দুর্ব্বল করিয়াছেন। মিথ্যা ছলনায় পোলাণ্ডবাসী সেনানায়কগণকে সরাইয়া রুসপ্রবাসিগণকে সেই সকল দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমাদের সভায় যে সকল গুপ্ত কথার আলোচনা হইয়াছে, তাহা তিনি ভিন্ন আর কে সম্রাটের গোচর করিবে? মন্ত্রণা-সভায় আর কোন সদস্যের প্রতি আমাদের সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কোন অন্যায় কার্য্য হইলে, প্রথমে দেখিতে হয়, তাহাতে কাহার লাভ অধিক; যাহার অধিক লাভ, তাহাকেই সেই অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠাতা বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া ডিউককেই আমরা বিশ্বাসঘাতক বলিয়া সন্দেহ করিতেছি।”

হঠাৎ ত্রেভিষা বলিয়া উঠিলেন, “মার্শেল, আপনি আগামী কল্য প্রভাতেই এই সাঙ্কেতিক পত্রের মর্ম্ম জানিতে পারিবেন।”

জাবেরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তুমি বলিতেছিলে, তুমি কিছুই ঠিক করিতে পার নাই; কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই তুমি এমন কি রহস্য আবিষ্কার করিলে যে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এতখানি আশা করিতেছ?”

ত্রেভিষা বলিলেন, “এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি, গ্রীকভাষার সাহায্যে এই সাঙ্কেতিক পত্র লিখিত হইয়াছে। আজ রাত্রেই আমি এ বিষয়ে চেষ্টা করিব।”

কথায় কথায় তাঁহারা তিনজন সোবিস্কি হোটেলের দ্বারদেশে উপস্থিত

হইলেন, সেখানে জাবেরণের আর্দ্দালী তাঁহার গাড়ী লইয়া দণ্ডায়মান ছিল; তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, ইংরেজদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া তিনি হোটেলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

জাবেরণ চলিতে চলিতে পলকে বলিলেন, "পোলাণ্ডের রমণীগণ অসামান্য রূপসী। আজ আমি আপনাকে একটী যুবতীর সঙ্গে পরিচিত করিব, এই যুবতী রূপে প্রায় রাজ্ঞীর সমকক্ষ। এই হোটেল আমার একটী বন্ধুর, এক সময়ে তিনি আমারই মত যোদ্ধা ছিলেন ও ওয়ারস্ নগরে অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার নাম বরিস লভোভাস্কি। পোলাণ্ডের স্বাধীনতালাভের চেষ্টায় তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, অবশেষে এই হোটেল করিয়া কষ্টে কালাতিপাত করিতেছেন। এই হোটেলটী সীমান্তপ্রদেশে ওয়ারস্‌নগরের প্রধান রাস্তায় সংস্থাপিত বলিয়া আমাদের শত্রুপক্ষের অনেকে এখানে ছদ্মবেশে পানভোজন করিতে আসে; সুতরাং বরিসের সুন্দরী কন্যা কাতিনার নিকট আমরা অনেক গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারি। আজ রুসিয়ার গুপ্তচর রসাকফ কেল্লা হইতে পলাইয়াছে। তাহার সম্বন্ধে যদি কোন সংবাদ পাই, এই আশায় এখানে আসিয়াছি; এই যে হোটেল-স্বামীর কন্যা কাতিনা নিজেই এদিকে আসিতেছেন।"

জাবেরণ পলের সহিত কাতিনার পরিচয় করিয়া দিলেন।

কাতিনা পলের নাম শুনিয়া সহাস্যে পলকে বলিলেন, "আপনার নাম রুসিয়ার জারের নামের অনুরূপ।"

জাবেরণ বলিলেন, "সে জন্য কোন ক্ষতি হয় নাই। আসিয়াখণ্ডে কাপ্তেন উডভিলি রুস-গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন।"

কাতিনা বলিলেন, "আশা করি, উনি দীর্ঘজীবী হইয়া ইউরোপেও তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন।"

পল দেখিলেন, এই যুবতীর হৃদয় স্বদেশপ্রেমে পূর্ণ!

জাবেরণ বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক; কিন্তু আজ তোমাকে

কিছু সুখবর দিব। আজ রাজ্ঞার সহিত ডিউকের রীতিমত বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। রাজ্ঞী ডিউককে মন্ত্রণাসভা হইতে তাড়াইয়াছেন, সেনাপতির পদ হইতে পদচ্যুত করিয়াছেন; বোধ হয়, হৃদয় হইতেও নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। অতঃপর ডিউক যে রাজ্ঞীর স্বামী হইয়া রাজত্ব করিবেন, সে আশা বিলুপ্ত হইয়াছে।”

কাতিনা বলিলেন, “ইহা বড়ই সুসংবাদ, আমাদের রাজ্ঞী যে একটা বর্ব্বর রুসের সঙ্গে শয্যাসঙ্গিনী হইবেন, ইহা আমার নিকট অসহ্য মনে হইত। এ ঘটনা কিরূপে ঘটিল?”

জাবেরণ সকল কথা সংক্ষেপে কাতিনার গোচর করিলেন। পলই যে ডিউকের পতনের প্রধান কারণ, ইহা বুঝিয়া পলের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা শতগুণ বাড়িয়া গেল।

সহসা জাবেরণের দৃষ্টি সেই কক্ষ-বিলম্বিত একখানি শ্রীভ্রষ্ট চিত্রপটের দিকে আকৃষ্ট হইল, চিত্রখান রুস-সম্রাটের।

চিত্রখানি দেখিয়া জাবেরণ বলিলেন, “ছি! কাতিনা, তুমি পোলাণ্ডের কন্যা, যে রুস-সম্রাট নিকোলাস ষোল বৎসর পূর্ব্বে ওয়ারস নগর বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, তুমিই সেই অত্যাচারী দাম্ভিক সম্রাটের চিত্রপট গৃহে রাখিয়াছ।”

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, “রুস-সম্রাটের প্রতি আপনার অত্যন্ত বিরাগ, তবে আপনি কেন তাঁহার ছবি সযত্নে গৃহে রাখিয়াছেন?”

কাতিনা বলিলেন, “ইহার একটা কূট উদ্দেশ্য আছে; রুস মসাফিরেরা যাহাতে আমাদের হোটেলে আহারাদি করে, সেই উদ্দেশ্যে এই ছবিখানি রাখা। শত্রুপক্ষের নিকট হইতে যদি দুপয়সা আদায় করা যায়, তবে তাহা না করিব কেন? তাহাদের পয়সা সৎকার্য্যেই ব্যয়িত হইবে, অন্য কক্ষে চলুন, দেখিবেন, আমাদের রাজ্ঞীর ছবি সেখানে কত যত্নে রাখিয়াছি।”

জাবেরণ বলিলেন, “রাজ্ঞীর প্রতি তোমার যে আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে,

তাহা আমি জানি; আজ তোমাকে তাঁহার সম্বন্ধে এমন একটী কথা জানাইব, যাহা শুনিলে তাঁহার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা আরও বর্দ্ধিত হইবে। তোমার বোধ হয় বিশ্বাস, রাজ্ঞী গ্রীকধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু তুমি শুনিয়া আনন্দিত হইবে যে, তিনি প্রকৃতই কাথলিক-মতাবলম্বী।”

ত্রেভিষা বলিলেন, “আপনি রাজকীয় গুপ্তকথা ব্যক্ত করিতেছেন।”

জাবেরণ বলিলেন, “না, ইহা গুপ্তকথা নহে। জের্ণবা-রাজ্যে সকল লোকে হয় এতক্ষণ ইহা জানিতে পারিয়াছে, না হয় শীঘ্র জানিবে। কারণ, কোলোকস নামক সংবাদপত্রে আজ অপরাহ্নে রাজ্ঞীর ধর্ম্মমত-সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়াই সকলে বুঝিতে পারিবে, কাথলিক ধর্ম্মের প্রতিই রাজ্ঞী অনুরাগিণী; অবশ্য এই উক্তি সত্য, এবং আমরা ইহা অস্বীকার করিতে পারিব না।”

ত্রেভিষা বলিলেন, “দুঃখের বিষয়, রাজ্ঞীর মন্ত্রি-সমাজের মুখে সর্ব্বপ্রথমে এ কথা প্রকাশিত না হইয়া একখানা নোংরা সংবাদপত্রে তাহা ছাপা হইল। লিপিস্কির সম্পাদক এ খবর কোথায় পাইল?”

জাবেরণ বলিলেন, “কোথায় পাইল, সে কথা ডিউককে জিজ্ঞাসা করিও।

কাতিনা বলিলেন, “কাথলিক ধর্ম্মমত ও আমাদের স্বদেশানুরাগিণী রাজ্ঞীর জয় হউক, ইহাই আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব।”

জাবেরণ পলকে বলিলেন, “তুমি কাতিনার স্বদেশপ্রেম দেখিয়া বিস্মিত হইতেছ; ইহার যথেষ্ট কারণ আছে।” অনন্তর তিনি অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “১৮৩০ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ দমন করিয়া রুস-সম্রাট নিকোলাস অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, পরাধীন জাতির দুঃখ দূর করাই তাঁহার জীবনের ব্রত; তিনি কি ভাবে পরাধীন জাতির দুঃখ দূর করিয়াছেন, আর রুসিয়াই বা কি ভাবে তাঁহার উদারনীতির অনুসরণ করিতেছে, কাতিনা তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারে।”

কাতিনা নিম্নস্বরে বলিলেন, "মার্শেল, আপনি কি আমাকে অপমানিত করিতে চান ?"

জাবেরণ বলিলেন, "না, পোলাণ্ডের জন্য আমি আর একখান তরবারি সংগ্রহের চেষ্টায় আছি।"

জাবেরণের অনুরোধে কাতিনা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, টেবিলের উপর আলোটী উজ্জ্বল করিয়া দিলেন, তার পর তাঁহার অঙ্গাবরণ অপসারিত করিয়া নতমুখে তাঁহাদের সম্মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাঁহার পৃষ্ঠে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দাগ, গভীর ক্ষতচিহ্ন, দীর্ঘকালেও সে ক্ষতচিহ্ন মিলায় নাই, দড়া দড়া দাগ পড়িয়া গিয়াছে।

জাবেরণ বলিলেন, "কেবল কাতিনার পৃষ্ঠে নহে, বুকে পিঠে সর্ব্বাঙ্গে এই চিহ্ন দেখিতে পাইবেন, ইহা কশাঘাতের চিহ্ন; রুসরাজ-কর্ম্মচারীর আদেশে কাতিনার এ দুর্গতি।"

কাতিনা নিঃশব্দে তাঁহার অঙ্গাবরণ যথাস্থানে পুনঃ স্থাপিত করিলেন। জাবেরণ পলের নিকট এই লোমহর্ষণ অত্যাচারের কাহিনী নিম্নস্বরে সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন।

জাবেরণ বলিতে লাগিলেন, "কাতিনার পিতা-মাতা ওয়ারস নগরে বাস করিতেন, একদিন তাঁহারা পোলাণ্ডের একটী স্বদেশপ্রেমিক যুবককে স্বগৃহে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এই অপরাধে কাতিনার পিতৃবংশের সকল লোককে ইউরোপীয় প্রান্তরে নির্ব্বাসিত করা হয়। সেখানে কাতিনার রূপমাধুর্য্যে সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ফিওডোর অর্লকের পাপদৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; সে কাতিনাকে ডাকাইয়া বলে, যদি কাতিনা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হয়, তাহা হইলে তাহাদের সকলের নির্ব্বাসন-দণ্ড রহিত হইতে পারে, তাহাদের স্বদেশপ্রত্যাগমনের অধিকার দেওয়া হইবে। কাতিনা শাসনকর্ত্তার এই পাপপ্রস্তাবে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তাহার মুখে সবলে মুষ্ট্যাঘাত করেন।

এই ঘটনার পরদিন সম্রাটের জন্মতিথি-উৎসবের দিন: অল্‌ক সেই দিন রাজদণ্ড-নির্ব্বাসিত পোলাণ্ডবাসিগণকে শ্রেণীবদ্ধভাবে নগর প্রদক্ষিণ করিতে বলেন ও আদেশ করেন, চলিতে চলিতে পাঁচ মিনিট অন্তর তাহাদিগকে বলিতে হইবে—'পরমেশ্বর রুস-সম্রাটকে দীর্ঘজীবী করুন।' বন্দিগণের মধ্যে কেহ কেহ ইহা করিতে অসম্মত হয়, কাতিনাও সে দলে ছিলেন; কাতিনা রাজভক্তিহীনতার অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন, এবং বিচারে তাঁহার প্রতি পঞ্চাশবার কশাঘাতের ব্যবস্থা হইল।

রুস-রাজ্যে কি ভাবে কশাঘাত করা হয়, তাহা আপনি জানেন কি? সে অতি হৃদয়বিদারক দৃশ্য, একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত টিকটিকির উপর আসামীকে লম্বমানভাবে বাঁধিয়া সেই টিকটিকির প্রায় বিশ পা দূরে আঘাতকারী দণ্ডায়মান হয়, তাহার হস্তে সুদীর্ঘ কশা; এ বড় সাধারণ কশা নয়, পুরু চামড়া তিন কোণা কাটিয়া কশার ছিলা নির্ম্মিত হয়; এক একটী ছিলা প্রায় এক এক ইঞ্চি পুরু, এবং নয় হইতে বার ফিট লম্বা। তাহার অগ্র ...রু, এই সরু অগ্রভাগে প্রায় দুই ফিট লম্বা একটী কাষ্ঠদণ্ড বদ্ধ থাকে।

কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাইবামাত্র, কশাধারী উভয় হস্তে সেই কশা ধারণ করিয়া সবেগে দণ্ডার্হ ব্যক্তির নিকটে অগ্রসর হয়, তাহার পর সেই কশা মস্তকের উপর উদ্যত করিয়া সবেগে দেহে নিক্ষেপ করে। ইহার কিরূপ ফল হয়, তাহা বুঝিতেই পারিতেছেন; আঘাতের পর সেই কশা টানিয়া তুলিবার সময় সে এমনভাবে টান দিবে যে, ক্ষত আরও গভীর হয়। কাতিনাকে এইভাবে কশাঘাত করা হইয়াছিল, তাহার যে ফল হইয়াছিল, তাহা স্বচক্ষে দেখিলেন।"

পল বলিলেন, "কাতিনা, যদি সেই ফিওডোর অল্‌ক এখনও বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে সে এখন কোথায় আছে বল, আমি তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার প্রাণ বধ করিব।"

কাতিনা বলিলেন, "না মহাশয়, সেই নরপিশাচকে দণ্ডদান করা আমার অকর্ত্তব্য. আমি স্বয়ং প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিব; তাহার সময় বোধ হয় শেষ হইয়া আসিয়াছে, কারণ, কাউণ্ট অলক জের্ণবার নিকটেই আসিতেছে।"

জাবেরণ বলিলেন, "এ কথা সত্য, সংপ্রতি সে ওয়ারসের গবর্ণর জেনেরাল নিযুক্ত হইয়াছে।"

কাতিনা বলিলেন, "মার্শেল, এ সকল কথা এখন থাক্,আপনাকে একটী গুরুতর কথা বলিবার আছে, যে ব্যক্তি আমাকে স্বহস্তে কশাঘাত করিয়াছিল, আজ আমি তাহাকে দেখিয়াছি।"

জাবেরণ বলিলেন, "তুমি স্বপ্ন দেখিয়াছ।"

কাতিনা বলিলেন, "না মার্শেল, স্বপ্ন নহে, সত্য, আজ অপরাহ্নে আমরা যে ঘরে বসিয়া আছি, এই ঘরেই তাহাকে দেখিয়াছিলাম; তাহার গালে ঘোড়ার লালবন্ধের দাগ দেখিয়া তাহাকে চিনিয়াছিলাম।"

জাবেরণ বলিলেন, "গালে লালবন্ধের দাগ? আজ বৈকালে এখানে দেখিয়াছ, তাহার দাড়ী কেমন?"

কাতিনা বলিলেন, "লালদাড়ী, গায়ে নীল কোট।"

জাবেরণ বলিলেন,"এ লোকটা নিশ্চয়ই রসাকফ; তোমাকে যে কশাঘাত করিয়াছিল, বুঝিয়াছি, সে ব্যক্তি রুসিয়ার গুপ্তচর। আজ বৈকালে কটার সময় তাহাকে দেখিয়াছিলে?"

কাতিনা বলিলেন, "প্রায় চারিটার সময়।"

জাবেরণ বলিলেন,"সে ত প্রায় পাঁচ ঘণ্টা হইবে, কেল্লা হইতে পলাইয়া বোধ হয়, সে প্রথমে এইখানেই আসিয়াছিল। মৎলব করিয়াছিল, এখানে আহারাদি শেষ করিয়া সীমান্ত অতিক্রম করিবে। ব্যাপারটা কি খুলিয়া বল দেখি; আহা, যদি এ সকল কথা প্রথমেই বলিতে।"

কাতিনা বলিলেন, "আজ বৈকালে আমি একটু বাহিরে গিয়াছিলাম।

হোটেলে ফিরিয়া দেখি, আমার ভগ্নী জুলিস্কা একখানি থালায় করিয়া দুইটী গ্লাস লইয়া যাইতেছে। আমাকে দেখিয়া সে বলিল, 'কাতিনা, আমাদের হোটেলে দুটী দুস্‌মন চেহারার লোক আসিয়াছে, তাহাদের একটা খালি কামরা ও কয়েক বোতল মদ চাই। এই থালাখানা তাহাদের কাছে রাখিয়া এস, আর দেখিয়া এস, তাহাদের রকম সকম কি ?"

তাহারা এই কামরা ভাড়া লইয়াছিল। আমি কামরায় থালা লইয়া প্রবেশ করিলাম, সে কামরা অর্থাৎ এই কামরা।"

কাতিনা আবার বলিতে লাগিলেন, "এই ঘরের মধ্যে দুজনে মুখামুখী হইয়া বসিয়াছিল, তাহাদের একজনের মুখ দেখিবামাত্র আমি শিহরিয়া উঠিলাম, এই লোকটা অরেনবর্গে কশাঘাতে আমার অঙ্গ বিকৃত করিয়া দিয়াছিল, আমার হাত হইতে যে থালাখানা কেন খসিয়া পড়িল না, আমি কেন যে চীৎকার করিয়া উঠিলাম না, ইহা ভাবিয়া আমি আশ্চর্য্য হইতেছি। অতিকষ্টে আমি আত্মসংবরণ করিলাম।"

জাবেরণ বলিলেন, "সে তোমাকে দেখিয়া কি চিনিতে পারিয়াছিল ?"

কাতিনা বলিলেন, "আমি যখন এই কক্ষে প্রবেশ করি, সে তখন আমার দিকে তাকাইয়া দেখে নাই; সে তখন তাহার সঙ্গীর সহিত গল্পেই মত্ত হইয়াছিল, আমি টেবিলের উপর মদের বোতল রাখিয়া অন্য লোকটীর দিকে চাহিলাম; কিন্তু তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না। কারণ, তাহার টুপীটা ভ্রূর উপর পর্য্যন্ত নামান ছিল ও তাহার কোটের কলারটা মুখ পর্য্যন্ত টানিয়া তোলা ছিল। ইহা দেখিয়াই জুলিস্কার সন্দেহ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই আমি বুঝিয়াছিলাম, লোকটী সম্ভ্রান্তবংশীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি।"

জাবেরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে তোমাকে কশাঘাত করিয়াছিল,

তাহাকে দেখিয়া যখন চিনিতে পারিলে, তখন তুমি তোমার পিতা ও ভ্রাতাদের ডাকিলে না কেন? তাহাকে ধরিয়া উত্তম মধ্যম দিতে পারিতেন।”

কাতিনা বলিলেন, “এ মৎলবটা প্রথমে আমার মাথাতেও আসিয়াছিল। যাহা হউক, আমি টেবিলের উপর মদের বোতল রাখিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া আসিলাম; দরজা বন্ধ করিবার সময় যে আমাকে কশাঘাত করিয়াছিল, তাহার একটা কথা আমার কর্ণে গেল।”

জাবেরণ বলিলেন, “তাহার নাম রসাকফ; রসাকফ কি বলিতেছিল?”

কাতিনা বলিলেন, “রসাকফ বলিতেছিল, ‘আপনি আমাকে শ্লাভোবিচে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিবেন না;—জাবেরণের হস্তে পুনর্ব্বার আমার পড়িবার ইচ্ছা নাই।’ লোকটার মুখে আপনার নাম শুনিয়া আমার কৌতূহল বৰ্দ্ধিত হইল; তাহাদের ধরাইয়া দিবার পূর্ব্বে তাহারা কি আলাপ করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য আমি ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম, তাহারা যে খোলা জানালার কাছে বসিয়াছিল, সেই জানালার ঠিক নীচে অনেকখানি স্থান লরেলের ঝোপে আচ্ছন্ন ছিল, আমি বাহিরে আসিয়া সেই ঝোপের মধ্যে গিয়া লুকাইয়া বসিয়া রহিলাম। কিন্তু তাহারা অতিনিম্ন-স্বরে আলাপ করিতেছিল, তবে যখন তাহারা খুব রাগিয়া রাগিয়া কথা বলিতে-ছিল, সেই সময় দুই একটা কথা আমার কাণে প্রবেশ করিয়াছিল। রসা-কফের সঙ্গী বলিল, ‘তোমার মত নিরেট গাধাকে অর্লক কেন যে গুপ্ত-চর করিয়া পাঠাইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; যে এক ঘণ্টা মদ না খাইলে বাঁচে না, তাহার হস্তে এমন প্রয়োজনীয় রাজনীতি-সংক্রান্ত কাগজপত্র দেওয়া কেন? রাজ্ঞীর সেক্রেটারী যদি সেই সাঙ্কেতিক পত্রখানির অর্থ আবিষ্কার করিতে পারে, তাহা হইলে রুস-সম্রাটের জের্ণবা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবার আশা অন্তর্হিত হইবে, অন্ততঃ সৈন্যবলের সহায়তা না হইলে কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না।’

এই কথা শুনিয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, রুসিয়া কৌশলে জের্ণবা বাজেয়াপ্ত করিতে চায়, ইহার অর্থ কি? এ কিরূপ কৌশল?”

পলও এই কথা ভাবিতে লাগিলেন, তিনি একবার ভাবিলেন, “বর্ব্বোরা যে নাতালি নহে, শত্রুপক্ষ কি এ কথা জানিতে পারিয়াছে? এ কথা শুনিয়া থাকিলে বর্ব্বোরাকে সিংহাসনচ্যুত করা কঠিন হইবে না। তাহার পর ডিউক অফ্ বোরা এই সিংহাসন লাভ করিবে, সে রুস-সম্রাট নিকোলাসের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া করদ-নৃপতিরূপে রাজ্যশাসন করিতে পারে; কিংবা বর্ব্বোরাকে গোপনে হত্যা করিবার ষড়্‌যন্ত্র হইয়াছে কি না, তাহাই বা কে বলিতে পারে।”

জাবেরণ বলিলেন, “কাতিনা, তাহার পর আর কি শুনিলে বল।”

কাতিনা বলিলেন, “চুপে চুপে আরও অনেক কথা হইল, তার পর রসাকফ স্বর একটু উচ্চ করিয়া বলিল, ‘না, ও কাজে বিপদের আশঙ্কা আছে। তাহার পর—চারিশত রুবল অতি অল্প টাকা।’ তাহার সঙ্গী বলিল ‘বার ঘণ্টার মধ্যে যদি কাজ শেষ করিতে পার, তাহা হইলে আরও চারিশত রুবল বেশী দেওয়া হইবে’।”

কাতিনা বলিতে লাগিলেন, “আমি এই সকল কথা শুনিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, ইহারা কোন দুষ্কর্ম্মসাধনের পরামর্শ করিতেছে, আমার মনে হইল, আর সেখানে আমার অধিকক্ষণ বিলম্ব করা উচিত নয়, বিলম্ব করিলে হয় ত তাহারা ভাগিতে পারে। আমি অতি সন্তর্পণে সেখান হইতে বাহির হইলাম, ও আমার দুই ভাইকে সে সংবাদ দিলাম, আমরা সকলে মিলিয়া এই কামরায় অসিয়া দেখিলাম, পাখী উড়িয়া গিয়াছে।”

জাবেরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, “মদের গ্লাস কি খালি দেখিলে?”

কাতিনা বলিলেন, “না, তাহা পূর্ণ ছিল।”

জাবেরণ বলিলেন, “তাহা হইলে তাহারা বোধ হয় তোমাকে লুকাইয়া

থাকিতে দেখিয়াছিল, ততখানি বিলম্ব না করিয়া আগে তাহাদের ধরিবার চেষ্টা করিলেই ভাল হইত। তাহার পর তোমরা কি করিলে ?"

কাতিনা বলিল, "আমি, আমার পিতা, আমার কয়েক ভাই ও আমার ভগ্নী জুলিস্কা তাহাদের সন্ধানে ছুটিলাম, কিন্তু কোথাও তাহাদের খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। আমার পিতা ব্যাপারটা গুরুতর বুঝিয়া জুলিস্কাকে দিয়া আপনার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন, কিন্তু আপনার সঙ্গে বোধ হয় তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।"

জাবেরণ বলিলেন, "জুলিস্কা শ্লাভোবিচে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই আমি সেখান হইতে স্থানান্তরে গিয়াছিলাম। তুমি আমাদিগকে যে সংবাদ দিয়াছ, আমাদের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহা অত্যন্ত মূল্যবান্ সংবাদ। আমরা বুঝিতে পারিতেছি, অলর্কই এই গুপ্তচরটাকে পাঠাইয়াছিল; অলর্কই ওয়ারসের গভর্ণর জেনারল হইয়া আসিয়া জের্ণবারাজ্যটাকে রুস-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য এই সকল খেলা খেলিতেছে; আমাদের রাজাকে বিপন্ন করিবার জন্য ডিউক অফ্ বোরা অলর্কের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছে,—রসাকফ্ ইহাদের গুপ্তচর; কিন্তু কোন্ বিপজ্জনক কাজ করিবার জন্য রসাকফ্ চারিশত রুবলের উৎকোচ যৎসামান্য মনে করিল; কোন্ কাজ বার ঘণ্টার মধ্যে সম্পন্ন করিলে সে আরও চারিশত রুবল অধিক দিতে সম্মত হইল? কাতিনা, তুমি যে সকল কথা বলিলে, তাহা ঠিক তাহার মুখে শুনিয়াছিলে ত?"

কাতিনা বলিল, "হাঁ, নিশ্চয়ই শুনিয়াছি।"

জাবেরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু রসাকফের সঙ্গী লোকটা কে, সে কেন রসাকফ্‌কে সহরে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল? যদি সে ফিরিয়া আসিয়া থাকে, আমার গুপ্তচরেরা আজই তাহার সন্ধান পাইবে, ত্রেভিষা, তুমি আর বিলম্ব না করিয়া সাঙ্কেতিক পত্রখানির মর্ম্ম

আবিষ্কার করিয়া ফেল; আর বিলম্ব নয়, এখনই শ্লাভোবিচে যাইতে হইবে।”

জাবেরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর তাঁহার সঙ্গীগণকে বলিলেন, “আমার আর এখানে বিলম্ব করা হইবে না; কারণ, রাজধানীতে আজ দাঙ্গা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, রাজ্ঞী কাথলিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন ও ডিউক অফ্ বোরাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, এই সংবাদে প্রবাসী রুসেরা অত্যন্ত ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; সেজন্য আমার অগ্রেই রাজধানীতে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। আপনারা পশ্চাতে আসুন।”

জাবেরণ প্রস্থান করিলেন, তাহার অল্পক্ষণ পরে একখানি গাড়ী আনাইয়া পল ও ত্রেভিষা কাতিনাকে সঙ্গে লইয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। তাঁহারা তিনজনে গাড়ীতে উঠিয়াছেন, এমন সময়ে সেই গাড়ীর ইষ্ট ভষ্টিক অর্থাৎ গাড়োয়ান ওরিয়েণ্টাল চার্চের একজন পাদরীকে দেখিয়া বলিল, “আমি ভাড়ায় যাইতে পারিব না।”

পল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলে, “ইহার অর্থ কি?”

কাতিনা বলিল, “এই গাড়োয়ানটা প্রবাসী রুস; ইহারা কোন স্থানে যাত্রা করিবার সময় পাদরী দেখিলে তাহা ভয়ানক দুর্লক্ষণ মনে করে; ও কিছুতেই যাইবে না।”

কাতিনার কথাই ঠিক। পল ও ত্রেভিষা তাহাকে অনেক টাকা বকশীশের লোভ দেখাইলেও সে রাজি হইল না, তাঁহাদের নামাইয়া দিয়া বৃদ্ধ ইষ্ট ভষ্টিক গাড়ী লইয়া প্রস্থান করিল।

কাতিনা বলিল, “আমার ভগ্নী রাজধানীতে গিয়াছে; তাহাকে আনিতেই হইবে; আমাদের ঘরের গাড়ী আছে, তাহাই লইয়া যাই, আপনারাও সেই গাড়ীতে চলুন।”

পল ও ত্রেভিষা ইহাতে আপত্তির কোন কারণ পাইলেন না, কাতিনা তখনই গাড়ী তৈয়ারি করিয়া আনিল, তখন তাঁহারা তিনজনে সেই গাড়ীতে

আরোহণ করিলেন। গাড়ীখানি সুন্দর; তিনটী ক্ষুদ্রকায় অথচ বলিষ্ঠ-দেহ অশ্ব সেই গাড়ী টানিতে লাগিল; কাত্তিনা পল'ও ত্রেভিষার মধ্যে বসিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিল।

যে গাড়োয়ান পাদরী দেখিয়া অমঙ্গল আশঙ্কায় সরিয়া পড়িয়াছিল, সে পথে ইহাঁদিগকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "মহাশয়েরা আজ যাত্রা বন্ধ রাখিলেই ভাল করিতেন, আজ নিশ্চয়ই আপনাদের বিপদে পড়িতে হইবে।"

তাহার কথা শুনিয়া কাত্তিনা অবজ্ঞাভরে একবার সেই ইষ্ট ভক্তিকের দিকে চাহিল, ত্রেভিষা অবিশ্বাসভরে হাসিলেন, কিন্তু পল গম্ভীর হইয়া রহিলেন, তাঁহার মনে হইতে লাগিল, হয় ত বৃদ্ধ ইষ্ট ভক্তিকের কথা খাটিয়া যাইবে। শকটখানি নক্ষত্রবেগে সেই অন্ধকার রাত্রে মাঠের উপর দিয়া ছুটিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কাতিনা রমণী হইলেও অত্যন্ত দ্রুতবেগে গাড়ী চালাইতে পারিত; সে বায়ুবেগে গাড়ী চালাইয়া দিল। পল বলিলেন, "এরূপ বেগে কিছুকাল চলিলেই আমরা মার্শেল জাবেরণকে ধরিতে পারিব।"

কাতিনা বলিল, "তিনি যে পথে রাজধানীতে গিয়াছেন, আমরা সে পথে যাইতেছি না, এ রাস্তাটা একটু ঘুরিয়া গিয়াছে, তথাপি আমি এ রাস্তায় চলিতে ভালবাসি, ঐ যে অদূরে মঠটী দেখিতেছেন, ঐ মঠকে আমি পুণ্য-তীর্থ মনে করি।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটী কিসের মঠ?"

কাতিনা বলিল, "ইহার নাম কলভেন্ট অংট্রান্স ফিলারেসন; এই মঠের উপর দিয়া রুস ও তুর্কীদের কত আক্রমণ গিয়াছে, কিন্তু মঠের কোন অনিষ্ট হয় নাই। এই মঠে যে সকল সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহাদের ন্যায় স্বদেশভক্ত পৃথিবীতে অধিক দেখা যায় না; তাঁহারা পোলাণ্ডের দুর্গতি দূর করিবার জন্য পরমেশ্বরের নিকটে দিবানিশি প্রার্থনা করিতে-ছেন। এক কথায় ইহা স্বদেশপ্রেমিকের মঠ, যাঁহারা বিশ্বাস করেন, একদিন আমাদের দুর্গতি দূর হইবে, তাঁহারাই এই মঠের সন্তান। এই মঠে এমন অনেক সন্ন্যাসী আছেন, যাঁহারা সাইবিরিয়ার প্রান্তরে দীর্ঘকাল নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। এই মঠে দিবারাত্রি উপাসনা চলিতেছে। ৯৫ অব্দে যখন আমাদের মাতৃভূমি শত্রুপদানত হইল, সেই সময় এই মঠের প্রধান পুরোহিত নিয়ম প্রচার করিলেন, পোলাণ্ডের উদ্ধারের জন্য তাঁহারা দিবারাত্রি ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিবেন। এজন্য মঠের সন্ন্যাসিগণকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন সময়ের জন্য প্রার্থনায় নিযুক্ত করা হইয়াছে। এইরূপে গত ৫০ বৎসর কাল তাঁহাদের

প্রার্থনা দিবারাত্রি ঈশ্বরের সিংহাসন-অভিমুখে প্রেরিত হইতেছে, কিন্তু এ প্রার্থনার এখনও ফল পাওয়া যায় নাই।”

ত্রেভিষা বলিলেন, “এই মঠের প্রধান পুরোহিত ফষ্টস এ সকল বিষয়ে আর্ক বিসপের আদেশ মানিয়া চলেন না; তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রধান পুরোহিতের মতেরই অনুগামী।”

কাতিনা বলিলেন, “তিনি চিরদিনই এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবেন। সর্দ্দার পাদরী রাভেনা যতই ক্ষমতাশালী হউক, এ মঠে কথনই প্রবেশ করিতে পারিবে না।”

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা রাজধানী শ্লাভোবিচের নগর-প্রাচীর দেখিতে পাইলেন।

কাতিনা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমরা কি ত্রিজকা দেউড়ী দিয়া প্রবেশ করিব?”

ত্রেভিষা বলিলেন, “সেই ভাল, আমাদের বন্ধু সহরের একটী অংশ দেখিতে দেখিতে যাইবেন।” তার পর তিনি পলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ঐ সম্মুখে যে পল্লী দেখিতেছেন, উহার নাম রুসগ্রাড; এই পল্লীটীতে প্রবাসী রুসগণের বাস।”

কাতিনা দেউড়ীর ভিতর দিয়া গাড়ী চালাইয়া চলিলেন, একজন পোল-প্রহরী পলকে রাজ্ঞীর রক্ষী সৈন্য মনে করিয়া অভিবাদন করিল।

গাড়ী ক্রমে রুসগ্রাডের ভিতরে প্রবেশ করিল, তথন গৃহে গৃহে ও পথে পথে ডিউকের গ্রেপ্তার ও রাজ্ঞীর ধর্ম্মমত-পরিবর্ত্তনের কথা লইয়া আলোচনা চলিতেছিল; সকলের মুখেই ঐ এক কথা; সকলেই এই দুই কারণে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা ব্যক্তিগত বিবাদ-বিসংবাদ ভুলিয়া কিরূপে রাজ্ঞাকে ও তাঁহার অনুগত পারিষদ্‌বর্গকে জব্দ করা যায়, সেই কথার আলোচনায় সময়ক্ষেপ করিতেছিল। কেহ রাজ্ঞীর নিন্দা করিলে দশজন তাহার সমর্থন করিতেছিল। একজন বলিল, “রুসসম্রাটের প্রতি

রাজ্ঞীর ভয়ানক ঘৃণা; রুসসম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি তিনি জুতার সুখতলায় ব্যবহার করেন।” দশজন তাহার সমর্থন করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, “হাঁ, হাঁ, এ ঠিক কথা, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।” এইরূপ নানা কথায় সাধারণ লোক অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল ও দাঙ্গার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

একজন লোক চীৎকার করিয়া বলিল, “রাজ্ঞী ডিউককে পদচ্যুত করিয়া, তাঁহাকে কারাগারে পাঠাইয়াছেন কেন জানো? তিনি জাবেরণকে প্রধান সেনাপতি করিতে চান, কারণ, জাবেরণ পোলাণ্ডবাসী ও কাথলিক খৃষ্টান; জাবেরণ প্রবাসী-রুসদের মহাশত্রু।” শতকণ্ঠে হুঙ্কার উঠিল, “নিপাত দাও জাবেরণকে।”

এই সময় রাজ্ঞীর পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিগণের রুসগ্রাডের ভিতর দিয়া যাতায়াত বড় নিরাপদ্ ছিল না, কিন্তু কাতিনা বা ত্রেভিষা পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারেন নাই; তাঁহাদের গাড়ী উত্তেজিত ও ক্রোধান্ধ নগরবাসিগণের মধ্যে গিয়া পড়িল। পলের অঙ্গে যে পরিচ্ছদ ছিল, তাহা দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে রাজ্ঞীর রক্ষী সৈন্য মনে করিয়া চারিদিক্ হইতে গাড়ী আক্রমণে উদ্যত হইল। আত্মরক্ষার উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র তাঁহাদের সঙ্গে ছিল না। পলের হস্তে একখানি তরবারি ছিল, কাতিনার হস্তে একগাছি সুদৃঢ় চাবুক ছিল, ত্রেভিষার হস্তে কিছুই ছিল না।

পল কাতিনার জন্য চিন্তিত হইলেন, কিন্তু যে রমণী কসাক-সৈন্যের হস্তে নিদারুণ কশাঘাত অনলীলাক্রমে সহ্য করিয়াছে, কতকগুলি কাণ্ডজ্ঞানহীন বর্ব্বরের চীৎকারে তাহার হৃদয় বিচলিত হইল না। কাতিনা সেই ভিড়ের ভিতর দিয়া পথ করিয়া লইবার জন্য অশ্বের বল্গা আকর্ষণ করিলেন। ইতিমধ্যে একজন লোক ঘোড়ার সম্মুখে আসিয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া, কাতিনা তাহাকে সাবধান করিবার জন্য বলিলেন, “তফাৎ।”

এই কথা শুনিয়া পার্শ্ব হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "দরকার হয়, তুমি তফাৎ যাও। মানুষের গায়ের উপর গাড়ী চালাইবার রাস্তা নয়।"

কাতিনা বক্তার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, তাহার লাল দাড়ী ও নীল পোষাক দেখিয়া তাহাকে চিনিতে পারিলেন। গাড়ীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া কাতিনা নির্ভীকভাবে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "রসগ্রাডে যদি কেহ রাজভক্ত প্রজা থাক, তাহা হইলে এই পলাতক বন্দীকে শীঘ্র গ্রেপ্তার কর; সে কেল্লা হইতে পলাইয়া যাইতেছে।"

কাতিনার কথা শুনিয়া, আর একজন লোক বলিয়া উঠিল, "এ ত অতি উত্তম কথা। এমন বুদ্ধিমান্ লোক আমাদের সকলেরই আশ্রয়-লাভের যোগ্য।"

পলাতক বন্দী রসাকফ কাতিনাকে চিনিতে পারিল, সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "রুস-সম্রাটের দোহাই! আমি রসগ্রাডের রাজভক্ত নগরবাসিগণকে অনুরোধ করিতেছি, এই স্ত্রীলোকটীকে গ্রেপ্তার করিয়া অবিলম্বে অরেনবর্গে পাঠাইয়া দাও। সে রাজদণ্ডে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, এখানে পলাইয়া আসিয়াছে।" রসাকফ কাতিনার শকটের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উভয় হাত উর্দ্ধে তুলিয়া, পাগলের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "তোমরা কি কেহ কাতিনা লডোভাস্কিকে চেন না? বেশ্যাবৃত্তিই ইহার পেষা। এখন এ জাবেরণের উপপত্নী।"

এই কথা শ্রবণমাত্র কাতিনা ক্রোধে আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া; চাবুক উদ্যত করিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন যদি তিনি তাঁহার চাবুক দিয়া তাঁহার অপমানকারীর পৃষ্ঠে একটীবার আঘাত করিতে পারিতেন; তাহা হইলে চাবুকের সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিঠের আধখানি চামড়া উঠিয়া আসিত; কিন্তু কাতিনা তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত

করিবার পূর্ব্বেই পল তাঁহার কোমরবন্ধ চাপিয়া ধরিলেন ও তাঁহাকে বসাইয়া দিলেন।

রসাকফ ত্রেভিষার দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "তোমরা বুঝি, এই লোকটাকে চেন না? এ তোমাদের রাজ্ঞীর উপপতি, কিন্তু রাজপারিষদ্‌গণের নিকট রাজ্ঞীর প্রাইভেট সেক্রেটারী নামে পরিচিত।"

রসাকফের এই কথা শুনিয়া অনেক লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রসাকফ বলিতে লাগিল, "তোমাদের রাণী ডিউককে বিবাহ করিবেন, ইহার কারণ কি জান? এই সেক্রেটারীটা উহার মন বিগড়াইয়া দিয়াছে। যত নষ্টের গোড়াই ঐ লোকটা, লাগাও উহাকে।"

কাণ্ডজ্ঞানবিহীন উন্মত্ত জনসাধারণ ত্রেভিষার উপর ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

ত্রেভিষা চঞ্চলভাবে একবার চারিদিকে চাহিলেন, যে সকল প্রহরী রাত্রিকালে রসগ্রাড পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদের একজনকেও দেখিতে পাইলেন না।

পল মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিতে পারিলেন, অবিলম্বে গাড়ী লইয়া সেখান হইতে সরিতে না পারিলে, আর এই ক্ষিপ্ত জনতার হাত হইতে উদ্ধার-লাভের উপায় নাই। কিন্তু তাঁহাদের সম্মুখে ভয়ঙ্কর ভিড় জমিয়াছিল, কাত্তিনা পলের মনের ভাব বুঝিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

রসাকফ জনতাকে আরও উত্তেজিত করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "ডুয়েল-যুদ্ধের জন্য রাণী আমাদের ডিউককে গ্রেপ্তার করিয়াছে; কিন্তু আমাদের ডিউকের সঙ্গে যে লোকটী ডুয়েল লড়িতে গিয়াছিল, তাহাকে চেন কি?" সে পলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ দেখ,

গাড়ীতে বসিয়া আছে, এই লোকটাই আমাদের ডিউকের সহিত ডুয়েল লড়িয়াছিল। কিন্তু রাজ্ঞী ডিউককে যে অপরাধে কারাগারে পাঠাইল, সেই অপরাধে এই লোকটাকে মুক্তিদান করিল, বল দেখি ভাই, এ কিরূপ বিচার?”

জনতার মধ্যে হইতে বহুকণ্ঠে শব্দ উঠিল, “অতি অবিচার! অতি অবিচার! মার—ধর—খুন কর।”

দুর্লঙ্ঘ্য দুর্গ হইতে বলপূর্ব্বক ডিউককে উদ্ধার করিয়া আনা সহজ নহে। কারণ, দুর্গপ্রাচীর শ্রেণীবদ্ধ কামান দ্বারা পরিবেষ্টিত; ধর্ম্ম-ত্যাগিনা নাতালিকে তাঁহার প্রাসাদে গিয়া তাঁহাকে অপমান করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ, বহুসংখ্যক রক্ষীদ্বারা তখন প্রাসাদ সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু রাণীর অনুরক্ত কয়েক জন লোককে অসহায় অবস্থায় পাইয়া তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। স্ত্রীপুরুষ সকলে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, “অধার্ম্মিকদের নিপাত দাও! গাড়ী হইতে উহাদের টানিয়া নামাও! উহাদের হাত, পা, মাথা জোর করিয়া টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেল! উহাদের রক্তাক্ত মাথা ভাঁটার মত রাণীর জানালায় নিক্ষেপ কর!”

সমুদ্রতরঙ্গের মত, জনস্রোত কাতিনার গাড়ীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। পল নিরুপায় দেখিয়া নিষ্কোষিত অসি-হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন।

কোথা হইতে একখণ্ড প্রস্তর বোঁ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া, কাতিনার ললাটের উপর পতিত হইল, কপাল ফাটিয়া গেল। পল তাহা দেখিয়া বলিলেন, “সাবধান কাতিনা! ওরে কাপুরুষেরা, যদি সাহস থাকে, তবে একে একে আয়।”

তখন পলায়নের আর সম্ভাবনা ছিল না; গাড়ীর চারিদিকে অসংখ্য লোক, উন্মত্তের প্রায় পুরুষ ও রমণীর দল, তাহারা যষ্টি আঘাতে, কেহ

মুষ্ট্যাঘাতে, কেহ বা ছুরিকাঘাতে গাড়ীখানি ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পল তাঁহার তরবারির উল্টাদিক্ দিয়া আঘাত করিয়া লোক তাড়াইতে লাগিলেন; ত্রেভিষার হস্তে কোন অস্ত্র ছিল না, অগত্যা তিনি ঈশ্বরদত্ত অস্ত্রেরই সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার বজ্রমুষ্টির আঘাতে কাহারও দাঁত ভাঙ্গিল, কাহারও মাথা ফাটিল, কাহারও বা চক্ষু কোটরের মধ্যে বসিয়া গলিয়া গেল।

পল ও ত্রেভিষার এইরূপ সাহস ও শক্তি দেখিয়া আক্রমণকারীরা একটু হটিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কাতিনা ঘোড়ার পিঠে এমন এক চাবুক দিল যে, অশ্বদ্বয় তিন লম্ফে গাড়ী লইয়া কতকগুলা লোকের উপর দিয়াই একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়া পড়িল, তাহার পর গাড়ী বিদ্যুদ্‌বেগে রাজপথ দিয়া ছুটিয়া চলিল। গাড়ী বাহির হইয়া গেল দেখিয়া, শত শত লোক চীৎকারশব্দে গাড়ীর পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিল।

পল উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "বাহবা কাতিনা, এমন কৌশলে গাড়ী চালান পুরুষের সাধ্য নয়, কি বল ত্রেভিষা ?"

কিন্তু ত্রেভিষাকে নিরুত্তর দেখিয়া পল তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, এবং সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ত্রেভিষা তখন গাড়ীর উপর ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার মুখ রক্তহীন, চক্ষু ভয়ঙ্কর লাল, এবং দাঁতে দাঁতে ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইতেছিল।

পলের চীৎকারে কাতিনার দৃষ্টি ত্রেভিষার প্রতি আকৃষ্ট হইল; কাতিনা গাড়ী থামাইয়া বলিলেন, "খুন করিয়াছে, পাঁজরে ছোরা মরিয়াছে।" কাতিনা ত্রেভিষার লুণ্ঠিতপ্রায় মস্তক তাঁহার বুকের কাছে টানিয়া তুলিলেন, ত্রেভিষার রক্তে তাঁহার পরিচ্ছদ রঞ্জিত হইল।

ত্রেভিষা অতি কষ্টে বলিলেন, "ইহা রপাকফের কীর্ত্তি, পল, স্মরণ রাখিও, ফিউরিজ নামক—"

হঠাৎ ত্রেভিষার মুখে রক্ত উঠিল, কণ্ঠনালীর মধ্যে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হইতে

লাগিল, তিনি যে কথা বলিতেছিলেন, তাহা আর বলা শেষ হইল না, তৎ-ক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল।

পল ক্ষণকাল ক্রোধে দুঃখে অভিভূত হইয়া সেই মৃত দেহের দিকে অচঞ্চল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; পর-মুহূর্ত্তেই প্রচণ্ড প্রতিহিংসার অনল তাঁহার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল, তিনি উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আমি জনতার মধ্যে ফিরিয়া গিয়া হত্যাকারীকে বাহির করিব, তাহাকে সেই স্থানেই হয় বধ করিয়া আসিব, না হয় নিজে মরিব।"

কাতিনা বলিলেন, "আপনি পাগলের মত কথা বলিতেছেন কেন, ঐ সকল উন্মত্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন বর্ব্বরের মধ্যে গিয়া কেন প্রাণ হারাইবেন? কাতিনা পলের হাত চাপিয়া ধরিলেন,তার পর বলিলেন,"না,আপনি যাইতে পাইবেন না; আপনি যাহা করিতে চান, সেই কার্য্যের ভার জাবেরণের হস্তে সমর্পণ করুন; জাবেরণ তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া উপযুক্ত দণ্ড দান করিবেন। ঐ যে মার্শেল আসিয়া পড়িয়াছেন।"

জাবেরণ তাঁহার অধীনস্থ বহুসংখ্যক বর্শাধারী সৈন্য সমভিব্যাহারে ঘটনাস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন; কাতিনার গাড়ীর নিকটে আসিয়া সৈন্যেরা দণ্ডায়মান হইল ও পলকে সামরিক প্রথায় সম্মান প্রদর্শন করিল।

জাবেরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের মাথায় এমন খেয়াল প্রবেশ করিল কেন? আজ রাত্রে রসগ্রাডের ভিতর দিয়া গাড়ী চালাইতে কে বলিয়াছিল?"

জাবেরণ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, হঠাৎ ত্রেভিষার মৃতদেহের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "এ কি, এ যে ত্রেভিষার মৃতদেহ! আমি আশা করিয়াছিলাম, তিনি রাজ্ঞীর পক্ষে অসিধারণ করিয়া শত্রুগণের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করিবেন। গুপ্ত সাঙ্কেতিক পত্রখানির যে এখনও অর্থ আবিষ্কৃত হয় নাই, এমন কার্য্য কে করিল?"

পল বলিলেন, "হাঁ, ত্রেভিষা মরিয়াছেন, কিন্তু এখন বৃথা বাক্যব্যয়ের সময় নাই। হত্যাকারী এখনও ঐ জনতার মধ্যে আছে, তাহার নাম আইভান রসাকফ্।"

রুসিয়ার গুপ্তচরের নাম শ্রবণমাত্র জাবেরণের মুখ ভীষণভাব ধারণ করিল; তিনি তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে আদেশ করিলেন, "তোমরা এখনই নগর ঘেরাও কর, নগরের প্রত্যেক দেউড়ীতে পাহারা দাও, যেন কোন লোক তোমাদের অজ্ঞাতসারে নগর পরিত্যাগ করিতে না পারে।"

তার পর জাবেরণ চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমি রসাকফকে জীবন্ত বন্দী করিতে চাই, তাহার মৃতদেহে আমার কোন কাজ হইবে না; যদি এ বিষয়ে তোমাদের কেহ বাধাদান করে, তাহা হইলে আমার আদেশ, তাহাকে কুকুরের মত গুলী করিয়া মারিবে। কাতিনা, তুমি আমার প্রহরীদের সঙ্গে প্রাসাদে যাও। কাপ্তেন উডভিলি, আপনাকে একটা ঘোড়া দেওয়া যাইতেছে, ইচ্ছা হইলে আপনি আমাদের সঙ্গে আসিতে পারেন।"

প্রহরিগণ রসাকফকে ধরিবার জন্য সমস্ত রাত্রি ধরিয়া চেষ্টা করিল, জাবেরণ অনুসন্ধানের ত্রুটি করিলেন না, সহরের প্রত্যেক গুপ্তস্থান, গৃহস্থের গৃহ, দোকান, হোটেল, বেশ্যালয় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু রসাকফের সন্ধান মিলিল না। জাবেরণ সন্ধানে জানিলেন, কোনও লোক নগরের বাহিরে যাইতে পায় নাই।"

সমস্ত রাত্রির অনুসন্ধানে বিফলমনোরথ হইয়া জাবেরণ প্রভাতে রস-গ্রাডের প্রধান পুলিস-কর্ম্মচারী নারিসকিনকে সম্মুখে আহ্বান করিলেন, কঠোরস্বরে বলিলেন, "নারিসকিন, তোমার এলাকার মধ্যে কাল রাত্রে আমাদের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিহত হইয়াছেন, গত রাত্রে তুমি শান্তিরক্ষার চমৎকার বন্দোবস্ত করিয়াছিলে।"

নারিসকিন আত্মসমর্থনের জন্য কি বলিতে উদ্যত হইলেন, জাবেরণ

ধমক দিয়া বলিলেন, "তোমার বক্তৃতা শুনিয়া আমাদের কোন লাভ নাই, আমি চাই রসাকফকে, তুমি আজই ঘোষণা করিতে চাও, রসগ্রাডে যে সকল পুলিস-প্রহরী আছে, তাহাদের সকলকে সস্‌পেণ্ড করা হইল, আমার রক্ষী সৈন্যেরা তাহার পরিবর্ত্তে প্রহরীকার্য্য করিবে, দ্বিতীয় ঘোষণা এই যে, আজ সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে যদি রুসিয়ার গুপ্তচর রসাকফ ধরা না পড়ে, তাহা হইলে রসগ্রাডের অধিবাসিগণকে পঞ্চাশ হাজার রুবল জরিমানা দিতে হইবে।"

নারিসকিন কাতরভাবে বলিলেন, "এত টাকা জরিমানা দিবার শক্তি তাহাদের নাই।"

জাবেরণ তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া অন্যদিকে প্রস্থান করিলেন।

পথে পলের সহিত জাবেরণের সাক্ষাৎ হইল, জাবেরণ পলকে সঙ্গে লইয়া রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা ক্রেভিষার অধিকৃত মহলে উপস্থিত হইয়া একটী কক্ষে ত্রেভিষার মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন মৃতের সর্ব্বাঙ্গ শুভ্রবস্ত্রে মণ্ডিত; তাঁহার মস্তকের নিকট একটী রৌপ্য-নির্ম্মিত সামাদানে সুগন্ধ বাতী জ্বলিতেছিল।

জাবেরণ বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "কি শোচনীয় মৃত্যু; বোধ হয়, আমিই সেক্রেটারীর মৃত্যুর জন্য দায়ী।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কিরূপে দায়ী?"

জাবেরণ বলিলেন, "সাঙ্কেতিক গুপ্ত লিপির অর্থাবিষ্কারের ভার আমিই ত্রেভিষার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম।"

পল বলিলেন, "আপনি কি বলিতে চান, যাহাতে এই সাঙ্কেতিক পত্রের অর্থ না হয়, এই অভিপ্রায়ে হত্যাকারী উহাকে হত্যা করিয়াছে?"

জাবেরণ বলিলেন, "তোমার অনুমান যথার্থ; ডিউক তাঁহার ষড়্‌যন্ত্র গোপন রাখিবার জন্য কোন দুষ্কর্ম্মসাধনেই কুণ্ঠিত নহেন।"

পল বলিলেন, "আপনার এ অভিযোগের কোন প্রমাণ আছে?"

জাবেরণ বলিলেন, "যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, কোন প্রমাণ নাই, যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিত, তাহা হইলে এতক্ষণ তাঁহার মস্তক ঘাতকের রক্তাক্ত কুঠারের নিম্নে লুণ্ঠিত দেখিতে পাইতেন। কিন্তু পরোক্ষ প্রমাণের অভাব নাই। কাল প্রভাতে ডিউক সর্ব্বপ্রথমে জানিতে পারিয়াছিল, কেল্লায় রসাকফকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে এবং সাঙ্কেতিক লিপির অর্থনির্ণয়ের ভার ত্রেভিষার হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। এ সংবাদ আমি গোপনে রাখিয়াছিলাম, কিন্তু প্রধান মন্ত্রী মহাশয়, ইহার কিরূপ ফল হইবে বুঝিতে না পারিয়া কথাপ্রসঙ্গে গুপ্তকথা ব্যক্ত করিয়াছেন; তাঁহার মুখেই শুনিয়াছি, রসাকফের গ্রেপ্তারের কথা শুনিয়া, তাঁহাকে বড় উদ্বিগ্ন দেখা গিয়াছিল; এ উদ্বেগের কারণ কি? রসাকফের সহিত তাঁহার ষড়যন্ত্র না থাকিলে তিনি কি তাহার মুক্তির জন্য ব্যস্ত হইতেন? কেবল তাহাই নহে, সেই দিনই ডিউক দুর্গে উপস্থিত হন, ইহার দুই ঘণ্টা পরে দেখা গেল, রসাকফ যে কক্ষে বন্দী ছিল, সে কক্ষটী শূন্য! টাকার অসাধ্য কর্ম্ম নাই।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু অর্থ ব্যয় করিয়াই যদি বন্দীরা দুর্গ হইতে পলায়ন করিতে পারে, তাহা হইলে ডিউককে বন্দীভাবে দুর্গে পাঠান হইল কেন?"

জাবেরণ বলিলেন, "সে কথা আমি পূর্ব্বেই ভাবিয়া দেখিয়াছি, সেই জন্য আমি আমার কতকগুলি বিশ্বস্ত সৈন্যকে ডিউকের পাহারায় রাখিয়াছি, টাকা খাইয়া তাহারা নেমখারামি করিবে না। যাহা হউক, ত্রেভিষা মরিলেন, গুপ্তলিপির অর্থাবিষ্কারের আর কোন সম্ভাবনা রহিল না; তিনি আপনাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া গিয়াছেন?"

পল বলিলেন, "কৈ, আমার তো তা মনে পড়ে না।" কিন্তু তৎক্ষণাৎ ত্রেভিষার শেষ কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল, তিনি বলিলেন, "হাঁ,

ত্রেভিষা মৃত্যুকালে একটা কথা বলিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন, স্মরণ রাখিও, ফিউরি নামক পুস্তক।"

জাবেরণ এ কথার কোন অর্থ আবিষ্কার করিতে পারিলেন না; তিনি বলিলেন, "আমি জানি, ত্রেভিষা এই পত্রের অর্থাবিষ্কার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া ছিলেন, এরূপ দক্ষলোক আর পাইব না; আর কে ইহার অর্থ বাহির করিবে? রুসিয়া গোপনে সের্ণবা-রাজ্য বাজেয়াপ্ত করিবার ষড়্‌যন্ত্র করিতেছে, চারিদিকে গুপ্ত চর ঘুরিতেছে, চারিদিক্ হইতে এইরূপ নানা গুপ্ত-পত্র আসিবে। কাহাকে সেই সকল পত্রের মর্ম্মভেদ করিবার ভার দিব?"

পল বলিলেন, "সাঙ্কেতিক পত্রখানি আমাকে দিতে পারেন, আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। আমারা যখন কালেজে পড়িতাম, তখন এইরূপ পত্র লেখা ও পত্র পাইয়া তাহার রহস্য ভেদ করা আমাদের একটা বাতিক ছিল. সেই সময় হইতেই ত্রেভিষা এ বিষয়ে পণ্ডিত; আমারও কিছু কিছু মনে আছে।"

জাবেরণ প্রথমটা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, পলের মত একজন অজ্ঞাতকুলশীল ভিন্ন দেশের লোককে বিশ্বাস করিয়া এই গুপ্ত চিঠির অর্থাবিষ্কারের ভার দেওয়া যায় কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

পল তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিলেন, বলিলেন, "মহাশয়, আপ'ন আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন; আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আপনাদের রাষ্ট্রীয় সেবা করাই আমার মহত্তর কামনা।"

জাবেরণের আর আপত্তি রহিল না, তিনি পলকে বলিলেন, "আসিয়ায় আপনি রুসিয়ার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, ইউরোপেও আপনি তাহাই করুন। আপনার হস্তেই এই পত্রের মর্ম্মভেদের ভার দিব; আপাততঃ একটু বিশ্রাম করুন, তাহার পর পত্রখানি লইয়া বসিবেন।"

পল মার্শেলের পরামর্শানুসারে পরবর্ত্তী কক্ষে বিশ্রমার্থ প্রবেশ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কিছুকাল বিশ্রামের পর পলের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি উঠিয়া পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় রাজ্ঞীর একজন উচ্চপদস্থ ভৃত্য তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, রাজ্ঞী তাঁহার উপস্থিতির সংবাদ পাইয়াছেন, তিনি বীর পুরুষ ও অনেক যুদ্ধে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, এইজন্য রাজ্ঞী তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করেন, সন্ধ্যাকালে তাঁহাকে রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইবে।

পল সেইদিন সন্ধ্যাকালে নির্দ্দিষ্ট প্রাসাদকক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বর্ব্বোরা একখানা চেয়ারে বসিয়া পেন্সিল লইয়া কতকগুলি সরকারী কাগজপত্রে মন্তব্য লিখিতেছেন।

পল সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়াও বর্ব্বোরা মস্তক তুলিলেন না, যে ভাবে লিখিতেছিলেন, সেই ভাবেই লিখিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার মানসিক উত্তেজনা তিনি গোপন করিতে পারিলেন না, তাঁহার হাত কাঁপিতে লাগিল।

পল একটু নিরুৎসাহ হইলেন; কিন্তু যথাযোগ্য রাজকীয় প্রথায় রাজ্ঞীকে অভিবাদন করিতে ভুলিলেন না; অদূরে দণ্ডায়মান হইয়া রাজ্ঞীর আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার ও বর্ব্বোরার মধ্যে এখন সমুদ্রবৎ ব্যবধান বর্ত্তমান, বর্ব্বোরার অনুগ্রহে সেই ব্যবধান দূর হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহার বাহুবলে তাহা দূর হইবার নহে।

বর্ব্বোরা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কি ভাবে তাঁহার প্রণয়ীর সহিত নূতন করিয়া প্রথম পরিচয় আরম্ভ করিবেন?

কিন্তু রাজ-কায়দা অনুসারে তাঁহাকে প্রথমে কথা কহিতে হইল, তিনি কম্পিতস্বরে বলিলেন, "আমি যখন সংবাদপত্রে কাপ্তেন উড্‌ভিলির অপূর্ব্ব

বীরত্বকাহিনী পাঠ করিয়াছিলাম, তখন আমি একবার স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এই কাপ্তেন আমার পরিচিত ব্যক্তি,—তিনি কাপ্তেন ক্রেসিংহাম। দুই বৎসর পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল, ডালমাটিয়ার ভূমিকম্পে আপনার প্রাণ-বিয়োগ হইয়াছে।”

পল বলিলেন, “আপনার সম্বন্ধেও আমার ঠিক এই বিশ্বাস ছিল।”

রাজ্ঞী বলিলেন, “আপনি জানেন, আমি রাজ্ঞী নাতালি নহি; সুতরাং জের্ণবা-রাজ্যের সিংহাসনে আমার ন্যায়সঙ্গত অধিকার নাই, ইহাই বোধ হয়, আপনার বিশ্বাস।”

পল বলিলেন, “আমি আর সকল কথাই বিশ্বাস করিতে পারি, কিন্তু আপনি অন্যের অধিকার হরণ করিয়া এখানে রাজত্ব করিতেছেন, এ বিশ্বাস আমার নাই।”

রাজ্ঞী কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে পলের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, “আমার উপর আপনি অন্যায় বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই; আমি রাজ্ঞী নাতালি না হইলেও এখানকার রাজসিংহাসনের প্রকৃত উত্ত-রাধিকারিণী। কাপ্তেন ক্রেসিংহাম, আপনার সহিত যে দিন আমার প্রথম ছাড়াছাড়ি হয়, সে দিনের কথা বোধ হয় আপনার বেশ মনে আছে, কার্ডি-নাল রাস্তেনার আদেশ অনুসারে কতকগুলি প্রহরী আমাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, আমার পিতা রাজা আদ্রিয়াসের ইচ্ছানুসারে আমাকে এখানে গোপনে লইয়া আসা হইয়াছিল, আমার অতীত জীবনের সহিত বর্ত্তমান জীবনের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও অতীত জীবনের সকল বন্ধন হইতে যে মুক্তিলাভ করিয়াছি, এরূপ মনে করিবেন না।”—রাজ্ঞী ঈষৎ হাস্য করিলেন।

পল বলিলেন, “আপনি নাভো-দুর্গে যে সময় ছিলেন, সেই সময়ের সকল কথা বোধ হয় বিস্মৃত হন নাই।”

রাজ্ঞী হাসিয়া বলিলেন, "না কাপ্তেন ক্রেসিংহাম,আইসোলা সাক্রা দ্বীপে আমি যে দিন কাটাইয়াছিলাম, সে দিনের কথা বিস্মৃত হই নাই।"

বর্ব্বোরা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, তিনি উঠিয়া পলের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "রাজপ্রাসাদের দস্তুর এই যে, রাজকন্যারা তাঁহাদের প্রণয়ীর নিকট প্রথমে প্রণয় জ্ঞাপন করিবেন; পল, আমি সেই দস্তুর অনুসারেই কাজ করিতেছি, আইসোলা সাক্রা দ্বীপে প্রাচীন গ্রীক-মন্দিরের সম্মুখস্থ ভগ্নস্তূপের উপর বসিয়া তুমি আমাকে যে কথা বলিয়াছিলে,তাহা কি আজ তোমার স্মরণ হয়? দুই বৎসর ধরিয়া দিবা-রাত্রির মধ্যে একবারও আমি সেই স্মরণীয় দিনটীর কথা ভুলিতে পারি নাই; ডিউক অফ বোরার নাম স্মরণ করিয়া তাহার স্পর্দ্ধায় তুমি আমার উপর বিরক্ত হইতে পার বটে, কিন্তু স্থির জানিও, আমার হৃদয় হইতে তোমার প্রতিমূর্ত্তি ক্ষণকালের জন্যও অন্তহিত হয় নাই। এখন আমি রাজ্ঞী, এ কথা ভাবিয়া কি তোমার মনে কোন প্রকার সঙ্কোচ জন্মিতেছে? না, কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিও না, কারণ,তোমার নিকট আমি যে বর্ব্বোরা, সেই বর্ব্বোরাই আছি। কত সময় আমার ইচ্ছা করে, আমি আমার এই বিপদসঙ্কুল রাজমুকুট ও রাজদণ্ড পরিত্যাগ করিয়া এখান হইতে চলিয়া যাই; ডালমাটিয়ার সেই পাইনের অরণ্যে আবার আমার ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে বড় সাধ হয়; আদ্রিয়াতিক সাগরের সুনীল সলিলরাশিতে তরণী-বক্ষে আরোহণ করিয়া সেই ভাবে দাঁড় চালাইতে যে সুখ, এখানকার রাণীগিরীতে তত সুখ নাই; কিন্তু এ কি? তুমি এত গম্ভীর, এমন নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছ কেন? পল, আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখ।"

পল এ কথার কোন উত্তর না দিয়া কয়েকপদ অগ্রসর হইলেন, এবং সহাস্যে বর্ব্বোরার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "এখন আমার পক্ষে ইহা পাগলামী মাত্র।"

বর্ব্বোরা হাসিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে আমিও পাগল হইব।"

পল বলিলেন, "তুমি এখন একটী রাজ্যের রাণী, আর আমি একজন সামান্য সৈনিক কর্ম্মচারী।"

বর্ব্বোরা বলিলেন,"কিন্তু এই সামান্য সৈনিক কর্ম্মচারী যদি না থাকিত, তাহা হইলে ডালমাটিয়ার অরণ্যবাসিনী সেই নারী আজ রাণী হইবার জন্য কি বাঁচিয়া থাকিত ?"

পল বলিলেন, "বর্ব্বোরা, আমি এখনও তোমাকে সেইরূপ ভালবাসি।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "পল, আমি তোমার মুখে এই কথা শুনিবার জন্যই এতক্ষণ প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

পল বলিলেন, "আমি তোমাকে কত ভালবাসি, তাহা কথায় প্রকাশ করিয়া বলা অসম্ভব, কিন্তু যখন মনে হয়,আমাদের উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান, তখন—"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "পল, তুমি এ কথা বলিও না।"

পল বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি, জের্ণবার আইন অনুসারে আমাদের মিলন অসম্ভব ; সুতরাং এ জীবনে আর আমাদের মিলনের আশা নাই।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "প্রতিনিধি সভায় এই আইন রদ্ হইবে।"

পল বলিলেন, "তোমার মন্ত্রিগণ, তোমার রাজ্যের সর্দ্দারগণ, তোমার জনসাধারণ প্রজাবর্গ একজন আভিজাত্যগৌরববিরহিত ইংরাজের সহিত কখনই তোমার বিবাহ হইতে দিবেন না।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "আমি জের্ণবা-রাজ্যের রাজ্ঞী,আমার স্বামী-নির্ব্বাচন-সম্বন্ধে আমার মতের বিরুদ্ধে আমাকে পরিচালিত করা কাহারও সাধ্য নহে।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু ডিউক অফ বোরার হস্ত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিবে ?"

বর্ব্বোরা তাঁহার মুখখানি পলের বক্ষের উপর অবনত করিয়া বলিলেন, "পল, আমাকে ক্ষমা কর ; আমার সম্মুখে তাহার নাম উচ্চারণ করিয়া

আমাকে তিরস্কৃত করিও না, স্মরণ রাখিও, তুমি জীবিত আছ, আমার এরূপ বিশ্বাস ছিল না; আমি একদিনের জন্য তোমাকে ভুলি নাই, তোমার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বিরত হই নাই; রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বশীভূত হইয়া আমি ডিউককে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিলাম. প্রেমের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। ডালমাটিয়া হইতে এখানে ফিরিয়া আসিয়া যখন আমি রাজ্ঞী নাতালির স্থান অধিকার করিলাম, তখন রাজ্ঞী নাতালির অনুষ্ঠিত সকল কার্য্যেরই আমাকে অনুসরণ করিতে হইল; রাজ্ঞী নাতালি ডিউক অফ বোরাকে বিবাহ করিতে পূর্ব্বে সম্মত হইয়াছিলেন, সুতরাং নাতালি সাজিয়া আমাকেও সেই মত বজায় রাখিতে হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমি ডিউককে আন্তরিক ঘৃণা করি; আমার ইচ্ছা ছিল,যেমন করিয়া হউক, এই বিবাহের প্রস্তাব ভঙ্গ করিব; কিন্তু কিছুদিন হইতে কার্ডিনাল রাভেনা আমাকে সিংহাসনচ্যুত করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়া আসিতেছে; সেইজন্য আমার সিংহাসন সুদৃঢ় রাখিবার অভিপ্রায়ে চরিত্রের দুর্ব্বলতাবশতঃ আমি ডিউককে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়াছিলাম; আমার পরে এই সিংহাসনে ডিউকের অধিকার আছে, সুতরাং আমি বুঝিয়াছিলাম, ডিউককে বিবাহ করিলে পাদরী রাভেনার ষড়্‌যন্ত্র সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, তুমি এখানে পদার্পণ করায় আমার সে সকল কল্পনা দূর হইয়াছে।”

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিন্তু এ কল্পনাত্যাগের কারণ কি? ডিউকের সহিত তোমার বিবাহের রাজনৈতিক আবশ্যকতা কাল যেরূপ ছিল, আজও কি সেরূপ নাই?”

বর্ব্বোরা বলিলেন, “না, যখন আমার নিকট রাজমুকুট সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় পদার্থ ছিল, তখন আমি তাহা রক্ষা করিবার জন্য এ কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না; কিন্তু এখন রাজমুকুট হারাইলে আর আমার কোন দুঃখ নাই।”

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন?”

বর্ব্বোরা বলিলেন, "এ কথা আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ? রাজমুকুট হারাইলে ত তোমাকে হারাইতে হইবে না।"

পল বলিলেন, "তুমি বলিতেছিলে, পাদরী রাভেনা তোমাকে পদচ্যুত করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়াছে; এরূপ ভয়প্রদর্শনের কারণ কি?"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "কারণ, আমি তাহার আদেশ অনুসারে রাজ্যশাসনে সম্মত নহি; তাহার হুকুমের চাকর হইয়া রাজ্যশাসন করা আমার দ্বারা হইয়া উঠিবে না। কিন্তু সে নিজে অপদস্থ না হইয়া আমাকে অপদস্থ করিতে পারিবে না; সে তাহার উন্নতির পথ কণ্টকিত করিতে ইচ্ছুক নয়, সুতরাং আমার সর্ব্বনাশ করিতে হইলে, তাহাকে বিস্তর চিন্তা করিয়া সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।"

পল বলিলেন, "তুমি রাজা আদিয়াসের কন্যা, সে কিরূপে তোমাকে সিংহাসনচ্যুত করিবে, আর তোমাকে নাতালি সাজিয়াই বা রাজ্যশাসন করিতে হইতেছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "আমার আত্ম-কাহিনী আমি যতটুকু জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহা পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি। সে কথা তোমার স্মরণ থাকিতে পারে; পরে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহা তোমাকে বলিতেছি. শুন।

স্বর্গীয় রাজা আদিয়াস যৌবনকালে হিণ্ডা ট্রেসিনিয়ান নাম্নী একটী রূপসী ইংরাজ-যুবতীকে বিবাহ করেন। হিণ্ডা ওয়ারস্ নগরের সন্নিহিত কোন পল্লীতে বাস করিতেন। আদিয়াসের পিতা তখন জীবিত ছিলেন; তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা এই বিবাহে কখনই সম্মত হইবেন না; তাই এই বিবাহের কথা তিনি গোপন রাখিয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে তাঁহার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। কিছুদিন পরে আদিয়াসের অনুপস্থিতিকালে হিণ্ডার হঠাৎ মৃত্যু হয়। আদিয়াস দেশে ফিরিয়া শুনিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী একটী কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন.

কিন্তু কন্যাটী প্রসবের পরই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এ কথা সত্য নহে, কন্যাটী জীবিত ছিল। কিন্তু পাদরী রাভেনা হিণ্ডার দাসদাসীগণকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া রাজা আদিয়াসের নিকট মিথ্যা কথা বলিতে সম্মত করিয়াছিল।

রাভেনা তখন অজ্ঞাতনামা পাদরী থাকিলেও তাহার হৃদয়ে প্রবল উচ্চাভিলাষ বিরাজ করিতেছিল। এইরূপ প্রতারণার কারণ এই যে, তাহার ইচ্ছা ছিল, রাজকন্যাটীকে কাথলিক ধর্ম্মমতে দীক্ষিত করিয়া লইবে, রাজা আদিয়াস গ্রীকধর্ম্মাবলম্বী খৃষ্টান ছিলেন। রাজকন্যাকে পাকা কাথলিক করিয়া সে তাহাকে জের্ণবা-রাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবে; তাহা হইলেই জের্ণবা-রাজ্য হইতেই গ্রীকধর্ম্ম-মতের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়া কাথলিক ধর্ম্মমতের অভ্যুদয় হইবে, পোপ খুসী হইয়া তাহাকে উচ্চতর পাদরীগিরীতে উন্নীত করিবেন। সে ভাবিয়াছিল, যখন সুযোগ হইবে, তখন আদিয়াসের নিকট তাঁহার কন্যাকে উপস্থিত করিয়া পিতা-পুত্রীতে পরিচয় করাইয়া দিবে।

যাহা হউক, আদিয়াসকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাধ্য হইয়া প্রকাশ্যভাবে আর একটী বিবাহ করিতে হইল; এই মহিষার গর্ভে তাঁহার একটী কন্যা জন্মে। এই কন্যার নাম নাতালি। আমার জন্মের দেড় বৎসর পর নাতালির জন্ম হয়।

আমার পিতা রাজা আদিয়াস আমার বৈমাত্রেয় ভগ্নী নাতালিকে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন।

পাদরী রাভেনা যখন রাজাকে বলিল, আমি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মরি নাই, বাঁচিয়া আছি এবং রাজকন্যার মতই আদরে ও সম্মানে যথাযোগ্য শিক্ষালাভ করিয়াছি, তখন আমার পিতা বড়ই ভীত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, আমি বর্ত্তমানে তাঁহার প্রাণাধিকা কন্যা নাতালির রাজসিংহাসনে কোন অধিকার নাই। সুতরাং রাজা পাদরীর কথায় বিশ্বাস

করিলেন না, আমাকেও কন্যা বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। এই ভাবে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল।

কয়েক মাস পরে রাজকুমারী নাতালি অত্যন্ত অসুস্থ হইলে, রাজকীয় চিকিৎসক তাঁহাকে অদ্রিয়াতিক সমুদ্রে কিছুদিন বায়ুসেবন করিতে পাঠাইবার পরামর্শ দেন। কি কারণে জানিতে পারি না, আমার পিতা রাজা আদিয়াস কার্ডিনাল রাভেনাকে রাজকুমারী নাতালির অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া সমুদ্রে হাওয়া খাইতে পাঠান; অনেক স্থানে ঘুরাইয়া নাতালিকে ডালমাটিয়ায় লইয়া যাওয়া হয়; সেখানে নাভো-দুর্গে নাতালির মৃত্যু হয়।"

পল সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কিরূপে মৃত্যু হইল?"

বর্ব্বোরা কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "শুনিয়াছি, তিনি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আত্মহত্যার অবশ্যই অব্যর্থ প্রমাণ আছে।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "ঠিক জানি না, তবে এ কথা বাবার মুখে শুনা গিয়াছে, তিনি নাতালিকে দেখিবার জন্য ডালমাটিয়ায় গিয়াছিলেন ও নাভো-দুর্গের সন্নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁহাকে যথাকালে এই সংবাদ দেওয়া হইল। আমার বোধ হয়, নাতালি আত্মহত্যাই করিয়াছিলেন; বাবা তাঁহাকে এত ভালবাসিতেন, ইহার মধ্যে পাদরীর যদি কোন চালাকী থাকে, তাহা হইলে বাবা কি তাহাকে সহজে ছাড়িতেন?"

পাদরী রাভেনার প্রতি পল কোন দিনই সন্তুষ্ট ছিলেন না; তিনি মনে মনে ভাবিলেন, পাদরীটা যে রকম পাজী, তাহাতে সে নিশ্চয়ই নাতালিকে বধ করিয়া আদিয়াসের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছিল। কিন্তু পল তাঁহার এই সন্দেহের কথা মুখে প্রকাশ না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাতালি কিরূপে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন?"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "নাতালি হঠাৎ বুকে ছোরা বিঁধাইয়া আত্মঘাতিনী হন, পাদরী রাভেনা তাঁহার চাকর লামরু ও চাকরের চাকরাণী যাসিন্থা স্বচক্ষে নাতালিকে আত্মহত্যা করিতে দেখিয়াছে, বাবার নিকট এ কথা প্রকাশ করে।"

পল বুঝিলেন, ভণ্ড পাদরী রাভেনা তাহার দাস-দাসীদের উৎকোচ দিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রলুব্ধ করিয়াছে; নিজেও মিথ্যাকথা বলিয়াছে; জের্ণবায় কাথলিক ধর্ম্মের বিজয়পতাকা উড়াইবার জন্য একটী নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রা নিরপরাধিনী যুবতীকে হত্যা করা বা দুই চারিটী মিথ্যা কথা বলা তাহার নিকট নিতান্ত তুচ্ছ মনে হইল।

"আমার পিতা রাজা আদিয়াস তখন দেখিলেন, আমাকে কন্যা বলিয়া স্বীকার না করিলে, তাঁহার অবর্ত্তমানে জের্ণবারাজ্যের সিংহাসন ডিউক অফ বোরার অধিকারভুক্ত হয়। আদিয়াস উপায়ান্তর না দেখিয়া আমি যে মঠে ছিলাম, রাভেনার সহিত সেই মঠে উপস্থিত হইলেন, এবং আমাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন। কিন্তু মঠে আসিয়াই রাভেনার চক্ষুস্থির, সে শুনিতে পাইল, আমি তাহার সেখানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বদিন চম্পট দিয়াছি। আমার সন্ধানে চারিদিকে লোক ছুটিল, কিন্তু কেহই আমার কোন সন্ধান করিতে পারিল না। আদিয়াস ও রাভেনা ক্ষুণ্ণমনে নাভো-দুর্গে ফিরিয়া আসিলেন, সেই দিন আমরা আইসোলা সাক্রাদ্বীপে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সন্ধান পাইয়া পাদরী একদল সৈন্য পাঠাইয়া রাত্রে আমাকে বন্দিনী করিয়া লইয়া গেল। তুমি সেই দ্বীপে রহিয়া গেলে। তাহার পর তোমার কি হইল, সে কথা পরে শুনিব। আমার কি হইল, তাহাই আগে বলি শুন।

সৌভাগ্য বশতঃ আমরা সে রাত্রে নাভো-দুর্গে ফিরিয়া যাই নাই। সে রাত্রে ভয়ানক কোয়াসা হইয়াছিল। সেই কোয়াসার মধ্যে আমাদের নৌকা পথ ভুলিয়া আমাদের গন্তব্য স্থানের বিপরীত দিকে কয়েক মাইল

দূরে গিয়া পড়ে। সেখানে তীরে উঠিয়া আমারা একটা সরায়ে আশ্রয় গ্রহণ করি; যে ভূমিকম্পে ডালমাটিয়া সাগরগর্ভে বিলীন হইয়াছিল, সেই ভূমিকম্পে অদূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র সরাইখানার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই।

তোমার জন্য তখন আমার মনে কিরূপ শোক-দুঃখের উদয় হইয়াছিল, তাহা আমার বর্ণনা করিবার শক্তি নাই। আমি যেন পাষাণের মত হইয়া গিয়াছিলাম। আমার ভাব দেখিয়া আমায় বাবা ও রাভেনা উভয়েই বলিলেন, আমার প্রণয়ীকে লাভ করিলেই যদি আমি আনন্দিত হই, তাহা হইলে তাহাতে তাঁহাদের আপত্তি নাই। পরদিন প্রভাতে আমি শুনিতে পাইলাম, যে দ্বীপে আমরা পূর্ব্বদিন বেড়াইতে গিয়াছিলাম, তাহাও সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়াছে। এই সংবাদে আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল, কিন্তু দ্বীপের সঙ্গে সঙ্গে তুমিও গিয়াছ, এই কথা ভাবিয়া আমার পিতা ও পাদরী রাভেনা উভয়েই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

আমি শোকে দুঃখে অধীর হইয়া স্থির করিলাম, আবার মঠে ফিরিয়া গিয়া সন্ন্যাসিনী-ব্রত গ্রহণ করিব, জের্ণবার সিংহাসনে আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল না; কিন্তু অবশেষে আমার পিতা আদিয়াসের অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া তাঁহার সঙ্গেই আমাকে এখানে থাকিতে হইল; অবশেষে আমার পিতার বিশ্বাস হইয়াছিল, আমি তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত কন্যা।

যাহা হউক, জের্ণবা-রাজ্যের প্রজারা আমাকে কখনও দেখে নাই, আমার অস্তিত্বের বিষয়ও তাহারা অবগত ছিল না, সুতরাং সেখানে আমাকে রাজকুমারীরূপে পরিচিত করা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল না।

যে গির্জ্জায় রাজা আদিয়াসের সহিত ফিওা ট্রেসিনিয়ানের বিবাহ হইয়াছিল, হঠাৎ আগুন লাগিয়া সেই গির্জ্জা পুড়িয়া যাওয়ায় আমার জন্ম ও পিতা-মাতার সহিত আমার সম্বন্ধবিষয়ক সকল কাগজপত্র সেই সঙ্গে

ধ্বংস হওয়ায় আমার প্রকৃত পরিচয় পাইবার কোন উপায় ছিল না; আমি যে তাঁহার কন্যা, প্রতিনিধি-সভা সমক্ষে সে কথা ঘোষণা করিলে তাহা অনায়াসেই অগ্রাহ্য করিবার সভার অধিকার ছিল, বিশেষতঃ ডিউক অফ বোরা অনায়াসেই বলিতে পারিত, সিংহাসন হস্তান্তরের ভয়ে আমার পিতা কোথা হইতে একটী অজ্ঞাতকুলশীলা যুবতীকে লইয়া গিয়াছেন।

এই সকল অসুবিধার হাত হইতে মুক্তিলাভের আশায় আমার পিতা স্থির করিলেন, তিনি স্বরাজ্যে আমাকে তাঁহার পরলোকগতা কন্যা নাতালি বলিয়াই পরিচিত করিবেন, কারণ, নাতালির সহিত আমার এমন সৌসাদৃশ্য ছিল যে, আমি নাতালি নহি, ইহা কাহারও ধরিবার উপায় ছিল না। কিন্তু এ রহস্য পাদরী রাভেনা ভিন্ন আর কেহই জানে না, বাহিরের লোকের মধ্যে কেবল তিনিই জানেন. এমন কি, আমার পরম ভক্ত ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিশ্বাসী জাবেরণের নিকটও কোন দিন এ রহস্য ভেদ করি নাই। এই রহস্য জানে বলিয়াই পাদরী রাভেনা আমাকে যখন তখন সিংহাসন-চ্যুতির ভয় দেখায়, কিন্তু তাহার সে আশা পূর্ণ হইবে না। জাবেরণ আমার একমাত্র আশা-ভরসা হইল, সে যেরূপ ধূর্ত্ত ও ফন্দীবাজ, তাহাতে পাদরী রাভেনার ষড়্‌যন্ত্র সে ব্যর্থ করিবে।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহা হইলে তোমার জননী ইংরাজ-রমণী?"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "হাঁ, আমি আধা ইংরাজ, তোমার সহিত আমার যে ডালমাটিয়ায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ কর নাই তো?"

পল বলিলেন, "না, এ কথা আমি সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছি।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "এখন গোপন রাখাই ভাল, আমাদের প্রণয়-কাহিনীও কিছু কাল গোপন রাখিতে হইবে। আপাততঃ ত্রেভিষার পরিবর্ত্তে আমার একজন নূতন সেক্রেটারী চাই, আমি তোমাকে সেই পদে নিযুক্ত করিব। আশা করি, ইহাতে তোমার কোন আপত্তি নাই।"

"তোমাকে ঠিক রাজার মত দেখাইতেছে।"

[ভণ্ড পাদরী—১৭১ পৃষ্ঠা।

পল হাসিয়া বলিলেন, "রাণীর কথায় আপত্তি! কিন্তু আমাকে চাকরী দিলে কোন রকম গোলযোগ উপস্থিত হইবে না তো?"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "আমার রাজ্যের প্রজারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, একদল এ দেশের অধিবাসী, আর একদল প্রবাসী রুস। যদি আমি কোন এ দেশীয় লোককে সেক্রেটারী নিযুক্ত করিতাম, তাহা হইলে প্রবাসী রুসেরা আমার উপর বিরক্ত হইত, আবার যদি প্রবাসী রুসকে সেক্রেটারী নযুক্ত করিতাম, তাহা হইলে এদেশবাসিগণ রাগ করিত; সে জন্য আমি উহাদের কোন দল হইতে লোক লইব না।"

পল হাসিয়া বলিলেন, "অর্থাৎ দুই দলকেই চটাইবে; বর্ব্বোরা, তোমার এ অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু আমি সেক্রেটারী পদের যোগ্য নহি,—কলম আমার অস্ত্র নহে, আমার অস্ত্র তরবারি।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "তুমি ভাবিও না, আমি তোমাকে সেক্রেটারীর কাজ-কর্ম্ম শিখাইয়া দিব; তবে তোমার মত একজন সাহসী সেনাপতিকে হারাইয়া তোমাদের দেশের রাণী কি বলিবেন, তাহাই ভাবিতেছি।"

পল হাসিয়া বলিলেন, "তুমি এখন আমার রাণী।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "না পল, তুমি আমার সমান।"

বর্ব্বোরা টেবিলের উপর হইতে তাঁহার রাজমুকুট তুলিয়া লইয়া তাহা পলের মাথায় স্থাপন করিলেন ও হাসিয়া বলিলেন, "তোমাকে ঠিক রাজার মত দেখাইতেছে।"

পল হাসিয়া মস্তক হইতে রাজমুকুট নামাইয়া টেবিলের উপর রাখিলেন, তার পর বলিলেন, "তোমার রাজমুকুটে আমার লোভ নাই; তোমাকে পাইলে আমি চরিতার্থ হইব।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "আমাকে তুমি পাইয়াছ; মৃত্যু ভিন্ন আর আমাদের বিচ্ছেদ হইবে না; কিন্তু আপাততঃ আমরা আমাদের সম্বন্ধ গুপ্ত রাখিব,

তুমি সাবধান হও, প্রকাশ্যে আমি প্রভু, তুমি ভৃত্য, তাহা স্মরণ রাখিও, যেন সেই ভাবের ব্যতিক্রম না হয়।”

বর্ব্বোরা তাঁহার চোবদারকে ডাকিলেন, চোবদার তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলে তিনি বলিলেন, “মার্শেল জাবেরণকে আমার সেলাম দাও।”

জাবেরণ রাজ্ঞীর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “রসাকফের সংবাদ কি?”

জাবেরণ বলিলেন, “এখনও তাহার সন্ধান করিয়া উঠিতে পারি নাই, কিন্তু অনুসন্ধানের ত্রুটি হইতেছে না।”

রাজ্ঞী বলিলেন, রসগ্রাডের দুর্দ্দান্ত লোকগুলা ত্রেভিষার প্রাণবধ করিয়াছে, কারণ, ত্রেভিষা ইংরাজ ও আমার অত্যন্ত বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ছিলেন, কিন্তু ত্রেভিষাকে হত্যা করিয়া এই সকল নরপিশাচের কোন লাভ হইবে না, আমি তাঁহার ন্যায় আর একজন সুদক্ষ ও বিশ্বাসী ইংরাজকে সেই পদে নিযুক্ত করিতেছি। মার্শেল, ইনিই আমার নূতন সেক্রেটারী।” বর্ব্বোরা পলকে দেখাইয়া দিলেন।

জাবেরণ বলিলেন; “ইহাঁকে সেক্রেটারী নিযুক্ত করায় মন্ত্রীসভা ও প্রতিনিধিসভা যৎপরোনাস্তি আনন্দ প্রকাশ করিবেন।”

রাজ্ঞী বলিলেন, “তাঁহারা আনন্দিত হইবেন কি না হইবেন, সে কথা চিন্তা না করিয়াই আমি এই নূতন সেক্রেটারী নিযুক্ত করিয়াছি।”

জাবেরণ বলিলেন, “কেল্লাদার মিরোস্লাভ বলিয়া পাঠাইয়াছেন, ডিউক অফ বোরা জানিতে চাহেন, আর কত দিন তিনি সেখানে বন্দী থাকিবেন?”

বর্ব্বোরা বলিলেন, “যতদিন আমার সেক্রেটারী পলের ক্ষতচিহ্ন মিলাইয়া না যায়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে বন্দীভাবে কাল যাপন করিতে হইবে, ইহাতে তাহার আপত্তি থাকে, তাহা হইলে সে অনায়াসেই জের্ণবা-

রাজ্যের যথাযোগ্য বিচারালয়ে আপীল করিতে পারে, আপীলে দণ্ড বৃদ্ধি হইবে ভিন্ন কমিবে না।”

“এ সংবাদ ডিউকের গোচর করিব,” এই কথা বলিয়া জাবেরণ রাজ্ঞাকে অভিবাদন করিয়া প্রাসাদকক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

জাবেরণ ও পল রাজ্ঞীর প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া প্রাসাদসংলগ্ন উপবনে প্রবেশ করিলেন ; সেখানে আর দুইজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল, এই দুইজনের একজন রাজস্ব-সচিব ডোরিম্নাভ আর একজন কেল্লাদার মিরোম্নাভ। জাবেরণ পলের সহিত তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন, বাগানের মধ্যে কিয়ৎকাল ঘুরিয়া তাঁহারা খেলিবার মাঠে উপস্থিত হইলেন।

তাঁহারা সকলে খেলিবার মাঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, আরও অনেকে সেখানে আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন মহিলাও আছেন। কাত্রিনা ও তাঁহার ভগ্নী জুলিস্কাও সেই স্থানে খেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। জাবেরণ উপস্থিত পুরুষ ও মহিলাবর্গের নিকট পলকে পরিচিত করিলেন।

কথায় কথায় জাবেরণ পলকে বলিলেন, "কাপ্তেন উডভিলি, আপনি যখন ডিউক অফ বোরার সহিত ডুয়েল-যুদ্ধে সাহস করিয়াছিলেন, তখন নিশ্চয়ই আপনার অসিচালনায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে, আমরা সকলে আপনার তরবারি-ক্রীড়া দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। আমাদের রাজ্ঞীর চেষ্টায় আপনাদের ডুয়েল-যুদ্ধ নিবারিত হইয়াছিল, ইহাতে আপনি লাভবান্ হইয়াছেন কি ডিউক লাভবান্ হইয়াছেন, তাহা আমাদের জানিবার বড় আগ্রহ হইয়াছে।"

পল বলিলেন, "আপনাদের যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার সহিত অসিক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন।"

জাবেরণ বলিলেন, "আমরা এখানে ছয়জন অসি-যোদ্ধা উপস্থিত আছি ; অসি-যুদ্ধে এক ডিউক ভিন্ন জের্ণবা-রাজ্যে তাঁহাদের সমকক্ষ বীর কেহই নাই, সখের যুদ্ধে যদি আমাদের এই ছয় জনের মধ্যে কাহাকেও আপনি

পরাজিত করিতে পারেন, তাহা হইলেই আমরা অপনার অস্ত্র-নৈপুণ্যের পরিচয় পাইব।"

এই ছয় জন যোদ্ধার মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে জাবেরণের নাম উল্লেখযোগ্য; দ্বিতীয় কেল্লাদার মিরোম্নাভ, তৃতীয় রাজস্ব-সচিব ডোরিস্নাভ, চতুর্থ প্রধান মন্ত্রী কাউণ্ট রাজিভিন, পঞ্চম প্রতিনিধি-সভার সভাপতি ক্রনোস্কি, ষষ্ঠ অন্যতম সেনানায়ক নিকিতা।

জাবেরণ বলিলেন, "ইহার পর যদি আর কাহাকেও খুঁজিতে হয়, তাহা হইলে আমরা কাতিনাকে সপ্তম স্থান প্রদান করিতে পারি।"

পল এই ছয় জনের মধ্যে যে কোন ব্যক্তির সহিত অসিক্রীড়ার জন্য প্রস্তুত আছেন বলিলেন, তাহার পর তিনি একখানি ভোঁতা তরবারি লইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন; তরবারিখানির অগ্রভাগে একটী অনাতিস্থূল ভাঁটা; সেই তরবারি লইয়া তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান হইলেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল, প্রথমেই প্রধান মন্ত্রী রাজিভিন পলের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পল দেখিলেন, প্রধান মন্ত্রী বৃদ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার শক্তি ও অসিচালনার কৌশল ঠিক যুবকের মত; কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রধান মন্ত্রী পলের হস্তে পরাজিত হইলেন।

কাউণ্ট রাজিভিন পরাস্ত হইলে ডোরিস্নাভ অসি-হস্তে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তিনিও তিন মিনিটের মধ্যে পরাজিত হইলেন।

ডোরিস্নাভের পর কেল্লাদার মিরোম্নাভ অসি-হস্তে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ যুদ্ধের পর পরাস্ত হইয়া তাঁহাকে হটিয়া আসিতে হইল।

কাতিনা বলিল, "কাপ্তেন উডভিলি অনেকক্ষণ হইতে রণকৌশল দেখাইয়া শ্রান্ত হইয়াছেন, তাঁহার একটু বিশ্রাম করা উচিত।"

পল বলিলেন, "না, আমি কিছুমাত্র পরিশ্রান্ত হই নাই, এবার কে অগ্রে অসি ধারণ করিবেন, আসুন।"

জাবেরণ বলিলেন, "এবার আপনার সহিত আমার যুদ্ধ। কাপ্তেন উডভিলি, আমার দক্ষিণ হস্ত নাই, কিন্তু আমার বামহস্তও দুর্ব্বল নহে, আশা করি, আমার সহিত যুদ্ধে আপনি পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন। আপনি সাবধান হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিবেন।"

পলের সহিত জাবেরণের যুদ্ধ উপস্থিত হইল, উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল, কিন্তু জয়-পরাজয় স্থির হইল না; অবশেষে আরও কয়েক মিনিট যুদ্ধের পর জাবেরণ সহসা অসি নত করিয়া বলিলেন, "কাপ্তেন উডভিলি, যথেষ্ট হইয়াছে, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, অসিযুদ্ধে আপনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমি আমার অসি সংবরণ করিলাম।"

পল বলিলেন, "আপনি আমার অপেক্ষা অসিযুদ্ধে হীন, এ কথা স্বীকার করিবার আবশ্যক ছিল না, কারণ, আপনি যদি রুসিয়ায় আপনার দক্ষিণ হস্তখানি রাখিয়া না আসিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আমি আপনাকে পরাজিত করিতে পারিতাম না।"

পল অবশিষ্ট যোদ্ধাদ্বয়ের দিকে চাহিলেন, ক্রুনোস্কি বলিলেন, "আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চারিজন যোদ্ধা যখন ইহাঁর হস্তে পরাজিত হইলেন, তখন আমার চেষ্টা অনর্থক।"

পল বলিলেন, "নিকিতার কি মত?"

নিকিতা বলিলেন, "আমিও যুদ্ধ অনাবশ্যক মনে করি।"

পল বলিলেন, "তাহা হইলে আপনারা সকলে একত্র আমাকে আক্রমণ করুন, আমি আপনাদের দুজনকেই পরাজিত করিবার চেষ্টা করিব।"

ক্রুনোস্কি বলিলেন, "ইহা সঙ্গত কথা নয়।"

জাবেরণ বলিলেন, "সঙ্গত হউক অসঙ্গত হউক, কাপ্তেন উডভিলি যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।"

আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল, ক্রুনোস্কি ও নিকিতা যুগপৎ অসিহস্তে পলকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াও তাঁহারা অসিদ্বারা পলের

অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিলেন না, পল অপূর্ব্ব কৌশলে, তরবারির এক আঘাতে নিকস্তার অসি দ্বিখণ্ডিত করিলেন ও ক্রনোস্কির বক্ষঃস্থলে তাঁহার অসি স্পর্শ করিলেন. সুতরাং উভয়কেই তাঁহার হস্তে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। জাবেরণ উৎসাহের সহিত বলিলেন, "কাল রাজ্ঞী ডিউকের সহিত ইঁহার ডুয়েল-যুদ্ধে বাধা না দিলেই ভাল হইত; স্পর্দ্ধিত ডিউক অফ্ বোরা উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতেন।"

জাবেরণের এ কথায় কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহস করিলেন না।

জুলিস্কা পলের সম্মুখে আসিয়া হাসিয়া বলিল, "বড়ই আনন্দ ও গৌরবের বিষয় হইত।"

পল বলিলেন, "আমি কি এখনও এ দেশের লোক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারি না?"

জাবেরণ বলিলেন, "আপনাকে আমরা জের্ণবার অধিবাসীরূপে পরিগণিত করিতে ইচ্ছুক আছি; কিন্তু আপনি আরও কয়েক দিন ইংরাজের প্রজারূপে এখানে অবস্থিতি করুন, ইহাই আমার ইচ্ছা। আমি এ অনুরোধ কেন করিতেছি, তাহা পরে জানিতে পারিবেন।"

আমোদ-প্রমোদের কথা শেষ হইলে নায়কগণের মধ্যে কাজের কথা আরম্ভ হইল, প্রধান মন্ত্রী রাজিভিন কেল্লাদার মিরোস্নাভকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার প্রধান বন্দী ডিউকের খবর কি?"

মিরোস্নাভ বলিলেন, "ডিউক আজকাল বড়ই বিমর্ষ; বোধ হয়, দুঃখ ভুলিবার জন্য দিবারাত্রি রেনিস মদ খাইতেছেন, আর আপন মনে বিড়্ বিড়্ করিয়া কি বকিতেছেন। তিনি ধৃত হইয়া যখন কেল্লার নীত হন, তাহার অল্পক্ষণ পরে এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছিলেন।"

জাবেরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কাণ্ড?"

কেল্লাদার বলিলেন, "কোন বন্দী গ্রেপ্তার হইয়া কারাগারে নীত হইলে আমরা তাহার বস্ত্রাদি পরীক্ষা করিয়া দেখি। ডিউক বড় দরের বন্দী হই-

লেও তাঁহার সম্বন্ধে আমরা এ নিয়ম ভঙ্গ করি নাই। তাঁহার কাছে অবশ্য কোন জিনিসপত্র পাওয়া যায় নাই; কিন্তু যখন দেহ পরীক্ষা চলিতেছিল, সেই সময় একজন প্রহরী দেখিল, সেই কক্ষের অগ্নিকুণ্ডে একখানি পুস্তক দগ্ধ হইতেছে।"

জাবেরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বোধ হয়, ডিউক সেই পুস্তকখানি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।"

কেল্লাদার বলিলেন, "তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু সেখানে যে সকল লোক দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের অজ্ঞাতসারে তিনি যে কিরূপে ইহা করিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই।"

জাবেরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুস্তকখানি অগ্নিমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে ত?"

কেল্লাদার বলিলেন, "ভিতরের পাতাগুলি খোলা ছিল, আগুনে পড়িবামাত্র তাহা পুড়িয়া গিয়াছে, কেবল উপরের চামড়ার বাঁধাইটা ঝলসানো অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।"

জাবেরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুস্তকখানির নাম কি?"

কেল্লাদার বলিলেন, "গ্রীক কবি ইসিলসের গ্রন্থাবলী। এখন কথা এই যে, পৃথিবীতে এত জিনিস থাকিতে এই পুস্তকখানি অগ্নিমুখে সমর্পণ করিবার জন্য ডিউকের কেন এত আগ্রহ হইল?"

পল সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন, "কবি ইসিলসের ফিউরি নামক একখানি নাটক আছে, এখন আমার মনে পড়িতেছে, ত্রেভিষা মৃত্যুকালে এই পুস্তকখানির নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন; ত্রেভিষার কথা ও ডিউকের এই পুস্তক উভয়ের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই ত?"

জাবেরণ উৎসাহের সহিত হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "ঠিক হইয়াছে, ফিউরিনামক পুস্তকেই সাঙ্কেতিক পত্রের রহস্যভেদ হইবে।"

দশম পরিচ্ছেদ।

জাবেরণের কথাই ঠিক হইল; পল একখানি ইসিলসের গ্রন্থাবলী আনাইয়া লইলেন, এবং তাহার সাহায্যে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সেই সাংকেতিক পত্রের মর্ম্মোদ্ধার করিলেন।

সাঙ্কেতিক সংখ্যাগুলি ধরিয়া পল যে কথাগুলি প্রস্তুত করিলেন, তাহার অর্থ এইরূপ,—

"নিকোলাস সম্মত। তৎপরতার সহিত কার্য্য শেষ কর। দলীল পাঠাইলে ধরা পড়িতে পারে। সেখানেই তাহা পোড়াইয়া ফেল। কার্য্য শেষ করিয়া সংবাদ দিবে, পরে দূত দলীলের দাবি করিতে যাইবে। লিপস্কির কার্য্য সমর্থিত হইয়াছে, উৎকোচের টাকা শীঘ্র যাইবে। সকলকে বশীভূত করিতে হইবে। তাঁহার বিল পাশ হইলে, রুসিয়ার সুবিধা হয়, রাজ্যপ্রাপ্তিতে তখন ইউরোপের আপত্তি টিকিবে না।—অলক।"

পত্রশেষে নামটী পাঠ করিয়া পল বুঝিলেন, রুস-সম্রাটের প্রতিনিধি ওয়ারস্ নগরের গভর্ণর জেনারল ও কাতনার উৎপীড়ক এই পত্রখানি লিখিয়াছেন; কিন্তু পত্রের মর্ম্ম পল কিছু বুঝিতে পারিলেন না, তবে ইহা যে কোন ভীষণ ষড়যন্ত্রের ফল, তাহা বুঝিতে তাঁহার কষ্ট হইল না, সুতরাং জাবেরণের সহিত সাক্ষাতের জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, তিনি স্থির করিলেন, সেই রাত্রেই যদি জাবেরণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না আসেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সন্ধানে যাইবেন।

যখন পলের কাজ শেষ হইল, তখন রাত্রি গভীর হইয়াছিল, ভাবিতে ভাবিতে পলের মাথা গরম হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি উঠিয়া তাঁহার কক্ষের সম্মুখে একটী বাতায়ন খুলিয়া দিলেন।

বাতায়ন খুলিয়া ইতস্ততঃ চাহিতেই পল দেখিতে পাইলেন, সেই অন্ধকার-

পূর্ণ মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে তাঁহার ঠিক সম্মুখে কিছু দূরে প্রাসাদের একটী কক্ষের সম্মুখে কে একজন মানুষ ঝুলিতেছে, তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া তাঁহার বোধ হইল, দ্বিতলের একটী গবাক্ষ দিয়া সেই কক্ষে প্রবেশের জন্য কোন লোক রজ্জুর সাহায্যে উঠিতেছে।

পল সেই কক্ষের স্থূল লৌহ-গরাদেগুলি দিবাভাগে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাঁহার মনে হইল, কক্ষটীতে হয় ত রাজসংসারের মূল্যবান্ দলীলপত্র সংরক্ষিত থাকে, সুতরাং তাঁহার বিশ্বাস হইল, এই দোদুল্যমান লোকটী বাতায়নের লৌহ-গরাদে অপসারিত করিয়া কোন দলীলপত্র চুরি করিবার চেষ্টায় আছে, পলের মনে কিছু বিস্ময়ের সঞ্চার হইল, রাজপ্রাসাদশিখরে প্রহরীদল বিচরণ করিতেছে, নিম্নে প্রাঙ্গণেও প্রহরীর অভাব নাই, তথাপি একজন লোক এ ভাবে প্রাসাদে চুরি করিতে সাহস করিয়াছে, ইহা বিস্ময়কর ভিন্ন আর কি? তাঁহার সন্দেহ হইল, বিশ্বাসঘাতক প্রহরীদের সহিত হয় ত এ ব্যক্তির ষড়যন্ত্র আছে।

পল প্রথমে মনে করিলেন, তিনি ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণে নামিয়া গিয়া প্রহরীদের সাবধান করিয়া দিবেন; অথবা সিঁড়ি দিয়া ছাদে উঠিয়া প্রাসাদশিখরস্থ প্রহরীদের সকল কথা বলিবেন। কিন্তু প্রাসাদের যে অংশে তাঁহার শয়নকক্ষ, সেখান হইতে ছাদে উঠিবার বা নীচে নামিবার কোন উপায় ছিল না। সিঁড়ি সেখান হইতে বহুদূরে, সুতরাং জলনিকাশের গা-নল বাহিয়া তিনি ছাদে উঠিবার সঙ্কল্প করিলেন।

পল বুকের পকেটে একটী পিস্তল লইয়া জলনিকাশের নল বাহিয়া বহু কষ্টে ছাদে উঠিলেন। ছাদে উঠিয়াই দেখিতে পাইলেন, অদূরে একজন প্রহরী নিশ্চল ছবির মত দণ্ডায়মান হইয়া পূর্ব্ববর্ণিত তস্করের কার্য্য দেখিতেছিল; কিন্তু পল সেই তস্করকে আর পূর্ব্ববৎ রজ্জুর সাহায্যে শূন্যে ঝুলিতে দেখিতে পাইলেন না, তিনি দেখিলেন, গরাদেবদ্ধ বাতায়ন-

পথে ধূমযুক্ত আলো দেখা যাইতেছে। পল বুঝিলেন, সেই তস্কর গরাদে অপসারিত করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার ঈপ্সিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

পল নিঃশব্দপদসঞ্চারে প্রহরীর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি মজা দেখি-তেছ, না চুরির কিছু বখরা পাইবে?"

প্রহরী হতবুদ্ধি হইয়া পলের দিকে চাহিল, তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিয়া সে তাঁহাকে কর্ম্মচারী বলিয়া বুঝিতে পারিল। সে বুঝিল, আর তাহার নিষ্কৃতি নাই, আগন্তুককে মারিতে না পারিলে তাহার বিশ্বাসঘাতকতা প্রতিপন্ন হইবে; সুতরাং সে তাহার সঙ্গীন উদ্যত করিয়া পলকে আক্রমণ করিল। পল তাহার মনের ভাব বুঝিয়া পূর্ব্বেই সাবধান হইয়াছিলেন, তিনি একলম্ফে প্রহরীর উপর নিপতিত হইলেন, এবং তাহার হাত হইতে সঙ্গীন-সংযুক্ত বন্দুকটী কাড়িয়া লইয়া বন্দুকের কুঁদা দিয়া তাহার মস্তকে এখন জোরে প্রহার করিলেন যে, প্রহরী তৎক্ষণাৎ সেখানে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল।

তাঁহার এই কার্য্য আর কেহ দেখিল কি না, জানিবার জন্য তিনি ইত-স্ততঃ চাহিতেই দেখিলেন, একটী বাতায়ন হইতে একজন লোক একটা নীলবর্ণের লণ্ঠন লইয়া ইতস্ততঃ আন্দোলিত করিতেছে; নীল আলোক দুই তিনবার তিনি দেখিতে পাইলেন, তার পর আলোক অদৃশ্য হইল।

ছাদের যে স্থানে দড়ী ঝুলিতেছিল, পল তাড়াতাড়ি ছাদের সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া ব্যাপার কি দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িলেন; দেখিলেন, রজ্জুর সন্নিহিত বাতায়নের ভিতর হইতে ধূম বহির্গত হইতেছে। পল মনে করিলেন, তবে কি কেহ প্রাসাদের কোন কক্ষে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে?

পল সেই লম্বমান রজ্জুটী দুই হস্তে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িলেন, বারান্দায় তাঁহার পদস্পর্শ হইবামাত্র তিনি রজ্জু ত্যাগ করিয়া

বারান্দায় নামিলেন, তার পর যে কক্ষ হইতে ধূম নির্গত হইতেছিল, সেই কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন।

তাঁহাকে অদূরে সমুপস্থিত দেখিয়া একজন প্রহরী চাপা গলায় বলিল, "কে, পিটার না কি? তুমি ছাদ হইতে নামিয়া আসিলে কেন? কোন শব্দ করিও না, গাবর ও ধারে পাহারা দিতেছে।"

পল বুঝিলেন, গাবর একজন প্রহরীর নাম, তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "গাবর, গাবর, শীঘ্র এদিকে এস, এই বিশ্বাসঘাতককে বন্দী কর।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্ধকারে ছুটিয়া গিয়া সেই বিশ্বাসঘাতক প্রহরীকে সবলে জড়াইয়া ধরিলেন, এবং তাহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

এই প্রহরী বিলক্ষণ বলবান্ ছিল, সে পলের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু সে কোন ক্রমেই পলের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিল না; অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয়ে ধস্তাধস্তি করিল।

পলের চীৎকারে প্রহরিগণের অনেকেই সেখানে আসিয়া পড়িল, নানা জনে নানারূপ সোরগোল করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে জাবেরণ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

গাবর নামক যে প্রহরীকে পল আহ্বান করিয়াছিলেন, সে সর্ব্বাগ্রে পলের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, পল সেই বিশ্বাসঘাতক প্রহরীর বুকের উপর জানু দিয়া বসিয়া দুই হস্তে তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছেন; সেই ভূশায়িত প্রহরীর দিকে চাহিয়া লণ্ঠনের আলোকে গাবর তাহার মুখ দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এ যে দেখিতেছি মাইকেল!"

মুহূর্ত্তমধ্যে জাবেরণ পলের কাছে উপস্থিত হইলেন; পলের নিকট একখানি কাগজ দেখিয়া তাহা টানিয়া লইলেন, দেখিলেন, পূর্ব্বরাত্রের সেই সাঙ্কেতিক পত্র।

জাবেরণ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "গাবর, লঙ্কের, মেশিয়র, তোমরা এখান হইতে সরিয়া যাও, দরজা বন্ধ করিয়া বারান্দার অপর প্রান্তে গিয়া দাঁড়াও, আমি না ডাকিলে তোমরা সেখান হইতে এক পা মাত্রও নড়িবে না।"

পল মাইকেল নামক প্রহরীকে ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মাইকেল জাবেরণকে দেখিবামাত্র ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিল।

এই কক্ষের এক প্রান্তে একটী লোহার সিন্দুক ছিল, জাবেরণ প্রথমেই সেই সিন্দুকের ডালার দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, তাহা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় আছে, তিনি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইয়া মাইকেলের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি তোমাকে এখানে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিব না; তুমি কি জন্য এ কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলে, তাহা তুমি ও আমি উভয়েই, জানি,—যাহা লইতে আসিয়াছিলে, তাহা তুমি পাইয়াছ?"

মাইকেল কোন উত্তর দিল না। জাবেরণ কর্কশস্বরে বলিলেন, "তুমি বড় বিশ্বাসী প্রহরী, কুচকাওয়াজের সময় তোমার গলা সকলের আওয়াজ ছাড়াইয়া উঠিত, এখন যে কথা বাহির হইতেছে না? যাহা লইতে আসিয়াছিলে, তাহা পাইয়াছ কি না বল।"

পল বলিলেন, "আমি যখন প্রথম এখানে আসি, তখন ধূম দেখিতে পাইয়াছিলাম।"

এই কথা শুনিয়া মহা সাহসী জাবেরণের মুখ শুকাইয়া গেল, তাঁহার চক্ষুতে ভয় ও উদ্বেগ ঘনাইয়া আসিল, সাঙ্কেতিক পত্রে যে দলীল পোড়াইবার কথা লিখিত আছে, সে কথাগুলি এখন কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওরে হতভাগা, তুই যদি এই কাজ করিয়া থাকিস্, তাহা হইলে এখনই তোর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কুকুর দিয়া খাওয়াইব, চাবী কোথায় পাইয়াছিস্? চাবী?"

তথাপি মাইকেল কোন উত্তর করিল না; জাবেরণ উন্মত্তের ন্যায় দ্বারপ্রান্তে অগ্রসর হইতেই তাঁহার পায়ে কি ঠেকিল, তিনি তাহা কুড়াইয়া লইয়া দেখিলেন, সেই সিন্দুকের চাবী।

সেই চাবী দিয়া সিন্দুক খুলিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, সিন্দুকের মধ্যে যে সকল কাগজপত্র ছিল, তাহা পুড়িয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে। জাবেরণ ক্রোধে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া নিষ্কোষিত তরবারি-হস্তে মাইকেলের দিকে অগ্রসর হইলেন, তাহার পর এক আঘাতে মাইকেলের মস্তক তাহার দেহচ্যুত হইল।

পল এই দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ করিলেন কি, বিনা বিচারে এ লোকটার প্রাণবধ করিলেন? আমাদের ইংলণ্ডে হইলে কোর্ট মার্শেলে যথারীতি বিচার হইয়া অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইত।"

জাবেরণ বলিলেন, "কিন্তু ফল সমানই; দরকার পড়িলে, আইনের মুখ তাকাইয়া থাকা চলে না, এই হতভাগা বিশ্বাসঘাতক যাহাতে দ্বিতীয় ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতে না পারে, সেই জন্যই আমি—এই উপায় অবলম্বন করিলাম; এ যে কাজ করিয়াছে, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে দেওয়া হইবে না। কাপ্তেন উডভিলি, যদি আমি বুঝিতাম, আপনার দ্বারা গুপ্তকথা প্রকাশের সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে আমি এখনই এই তরবারির দ্বারা আপনার প্রাণদণ্ডেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতাম না।"

পল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন কি ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিয়াছে মার্শেল?"

জাবেরণ বলিলেন, "ইহা অপেক্ষা ভয়ানক অনিষ্ট আর কিছুই হইতে পারে না; ইহাতে রাজার অনিষ্ট হইয়াছে, রাজ্যের অনিষ্ট হইয়াছে, জের্ণবা-রাজ্যের স্বাধীনতা আজ বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে, আপনি সাঙ্কেতিক গুপ্ত-

লিপির রহস্য ভেদ করিয়াছেন বটে, কিন্তু একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, যদি আজ সন্ধ্যাকালেও আপনার নিকট এ সংবাদ পাইতাম।"

পল বলিলেন, "আপনার এ সকল কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।"

জাবরেণ আবেগভরে বলিলেন, "জের্ণবা-রাজ্যের স্বাধীনতার মূল ভিত্তি কি? রুস-সম্রাজ্ঞী কাথারাইন আমাদিগকে যে স্বাধীনতার সনন্দ দান করিয়াছিলেন, সেই সনন্দের বলে জের্ণবা-রাজ্যের স্বাধীনতা এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; রুস ইচ্ছাসত্ত্বেও এই স্বাধীন রাজ্যখণ্ডটুকু গ্রাস করিতে পারে নাই; আমাদের সেই স্বাধীনতার সনন্দ ঐ লোহার সিন্দুকে ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

জের্ণবা-রাজ্য গ্রাস করিবার জন্য রুস যে নাটকাভিনয় আরম্ভ করিয়াছে। ইহা সেই নাটকের প্রথম অঙ্ক। দ্বিতীয় অঙ্কে আমরা দেখিতে পাইব, রুস-সম্রাট আমাদের নিকট এক দূত পাঠাইয়া কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন, রুসায় পোলাণ্ডের অংশ স্বরূপ এই জের্ণবা-রাজ্য কোন্ অধিকারবলে স্বাধীন রাখিয়া আত্মপরিচয় দিতে চায়? রুস-রাজদূত এই কৈফিয়ৎ চাহিলে আমরা কি উত্তর দিব? আমর কোন্ দলীল দেখাইব? এই সনন্দের অভাবে রুস-সম্রাটের অনুগ্রহ ভিন্ন আর কোন উপায় নাই, রুস-মন্ত্রিগণ অসঙ্কোচে বলিবে, এরূপ সনন্দ কোন কালে দান করা হয় নাই, আমরা ফাঁকি দিয়া স্বাধীনতা ভোগ করিতেছি, এ কাল পর্য্যন্ত আমাদের সনন্দের যে সকল নকল বাহির হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহার আসল বর্ত্তমান নাই, ইতিহাসে যদি এই সনন্দের উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে সনন্দের তর্জ্জমা ভিন্ন তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, তাহারা বলিবে, আমরা আসল সনন্দ দেখিতে চাই, সম্রাজ্ঞী কাথারাইনের স্বাক্ষর-সংবলিত আসল সনন্দ বাহির কর। আমাদের বিপদ কিরূপ ভয়ানক, তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ।"

অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে পারিয়া পল ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন,তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "সনন্দখানি চুরি না করিয়া পোড়াইয়া ফেলিবার কি আবশ্যক ছিল ?"

জাবেরণ বলিলেন, "হাঁ, আবশ্যক ছিল ; ধূর্ত্ত অল ক বুঝিয়াছিল, ইহা চুরি করিয়া স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা করিলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা ছিল, সুতরাং নষ্ট করাই সঙ্গত মনে হইয়াছে। হায় হায়, আমি কি বোকামীই করিয়াছি। আমি এই সনন্দের রক্ষক অথচ তাহা রক্ষা করিবার আমার ক্ষমতা হইল না ? সৌভাগ্যক্রমে আপনি ও আমি ভিন্ন আর কেহই জানে না যে, রুসিয়ার ষড়্‌যন্ত্র সফল হইয়াছে, আর যে জানিত, তাহাকে আমি স্বহস্তে বধ করিয়াছি। অন্যান্য প্রহরীরা জানেও না যে, খানে প্রাসাদের এই স্থানে—এই আসল সনন্দ সংরক্ষিত ছিল ”

পল বলিলেন, "মার্শেল, আমার বিশ্বাস, এই সনন্দধ্বংসের কথা আরও কেহ কেহ জানিতে পারিয়াছে ; আমি এই গবাক্ষপ্রান্ত হইতে একটা নীল আলোক আন্দোলিত হইতে দেখিয়াছি, তাহাতে বোধ হইতেছে, বিশ্বাসঘাতক মাইকেল সনন্দখানি নষ্ট করিয়াছে, এ সংবাদ আলোকের সাহায্যে সে অন্যলোকের গোচর করিয়াছে।"

জাবেরণ বিষণ্ণভাবে বলিলেন, "তাহা হইলে রুস-সম্রাটের দূত আরও শীঘ্র এ দেশে আসিবে ; এই বিশ্বাসঘাতক প্রহরী ক্রমাগত দুই তিন রাত্রি চেষ্টা করিয়া জানালার পাশের ইট খসাইয়া তবে এই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, ছাদের প্রহরীরা কি তাহা লক্ষ্য করে নাই ?"

পল বলিলেন, "আপনার এই প্রহরীই ত ছাদে পাহারা দিত, আর একজন প্রহরী ছিল বটে, কিন্তু সেও বিশ্বাসঘাতক, আমি এখানে আসিবার সময় সে আমাকে আক্রমণ করায় বন্দুকের কুঁদার আঘাতে তাহাকে অজ্ঞান করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।"

জাবেরণ বলিলেন,"আপনি এতক্ষণ আমাকে এ কথা বলেন নাই কেন?

যদি সে চৈতন্যলাভ করিয়া পলাইয়া থাকে, তাহা হইলে গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়া পড়িতে বিলম্ব হইবে না।”

জাবেরণ ও পল আর সেখানে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া প্রাসাদের ছাদে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, আহত প্রহরী তখনও সেই ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। অনেক পূর্ব্ব হইতেই মেঘ করিয়াছিল, ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু প্রহরীর চৈতন্যসঞ্চারের কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। জাবেরণ তাহাকে তুলিতে গিয়া দেখিলেন, পলের বন্দুকের কুঁদার আঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, প্রাণবায়ু অনেকক্ষণ পূর্ব্বে বাহির হইয়া গিয়াছে।

জাবেরণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সহর্ষে বলিলেন,“উত্তম হইয়াছে,এই বিশ্বাসঘাতককে আর উঠিতে হইবে না।”—অনন্তর জাবেরণ গাবর ও তাহার সঙ্গী, প্রহরীদ্বয়কে গোপনে মৃতদেহ দুটী সমাহিত করিবার আদেশ দিলেন, এবং বলিলেন, যদি ইহাদের মৃত্যুর কথা প্রকাশ হয়, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদের তিনজনকেই গুলী করিয়া মারিবেন।

পল জাবেরণকে বলিলেন, অর্লকের এই সাঙ্কেতিক পত্র আপনার হাতেই পড়িয়াছিল, যাহাকে ইহা লেখা হইয়াছিল, সে তাহা পায় নাই, এ অবস্থায় পত্রের মর্ম্মানুসারে কাজ কিরূপে হইল?”

জাবেরণ বলিলেন, “তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, বোধ হয়, দুইজন গুপ্তচরের মারফৎ দুইখানি গুপ্তলিপি পাঠান হইয়াছিল, তন্মধ্যে একখানি আমাদের হাতে পড়িয়াছিল, একখান নির্ব্বিঘ্নে যথাস্থানে পৌঁছিয়াছিল, অথবা ইহাও হইতে পারে যে, প্রথম পত্রখানি হয় ত কোনরূপে শত্রুহস্তে পড়িয়াছে ভাবিয়া অর্লক দ্বিতীয় গুপ্তচরের মারফৎ আর একখানি পত্র পাঠাইয়াছিল, তাহারই ফলে এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে।”

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি মনে করেন, এই ষড়্‌যন্ত্রের সহিত রুস-সম্রাটের সহানুভূতি আছে?”

জাবেরণ বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, সম্রাট্ স্বয়ং এই চক্রান্তের প্রধান চক্রী, আর যদি এই চক্রান্তে তাঁহার যোগ নাও থাকে, তাহা হইলে তাঁহার কর্ম্মচারীরা কৌশলে যেটুকু সুবিধা করিয়াছে, তাহার ফলভোগে তিনি কখন বিরত থাকিবেন না। আপনি বোধ হয় জানেন, এ রাজ্যে এই ষড়-যন্ত্রের প্রধান চক্রী কে?"

পল বলিলেন, "আপনি কি ডিউক অফ বোরাকে সন্দেহ করিতেছেন?"

জাবেরণ বলিলেন, "সন্দেহ কি? সেই সকল চক্রের চক্রী, কিন্তু আমি তাহার বিরুদ্ধে এখন পর্য্যন্ত কোন প্রকার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। আমার বোধ হইতেছে, প্রহরী মাইকেলকে এত তাড়াতাড়ি হত্যা করিয়া কাজ ভাল করি নাই, কে তাহাকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়াছে, তাহা তাহার নিকট জানিয়া লওয়া প্রথমে আমার কর্ত্তব্য ছিল; এখন আর এ ব্যাপারে আমি ডিউককে জড়াইতে পারিব না। কেবল সন্দেহের বশেই আমি ডিউককে প্রকাশ্য বিচারালয়ে রাজবিদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করিতে পারি না; তদ্ভিন্ন জের্ণবার স্বাধীনতার সনন্দ নষ্ট হইয়াছে, এ কথা কোনরূপেই প্রকাশ করা যায় না; এমন কি, রাজ্ঞীর নিকট এ কথা আমি গোপন রাখিতে চাই; আমার অনুরোধ, আপনি রাজ্ঞীর নিকট ঘুণাক্ষরে এ কথা প্রকাশ করিবেন না, একেই নানা কারণে তিনি অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত আছেন, তাহার উপর এই ভীষণ বিভ্রাটের কথা শুনাইয়া তাঁহার চিন্তাভার বাড়াইতে ইচ্ছা করি না।"

জাবেরণ সেই কক্ষে পদচারণ করিতে করিতে সেই সাঙ্কেতিক গুপ্ত-লিপিখানি পাঠ করিতে লাগিলেন, তার পর তিনি হঠাৎ পলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "লিপস্কির কার্য্যে রুস-সম্রাট অনুমোদন করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য সফল হইলে রুস সহজেই জের্ণবা গ্রাস করিতে পারিবে। লিপস্কি প্রতিনিধিসভায় একখানি বিলের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছে। এই পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য, দেবোত্তর সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে।

কাথলিক মতাবলম্বীদের গির্জ্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। সে কোনরূপে সংবাদ পাইয়াছে, ট্রানস্‌ফিলারেসনের মঠে অনেক গুপ্তধন রাহয়াছে এবং সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে এই সকল অর্থ রুসের স্বার্থের প্রতিকূলে ব্যাবহৃত হইতে পারে, সুতরাং অর্লক্ এই বিল পাস করাইবার জন্য লিপাস্কির মারফৎ প্রতিনিধিসভায় পোল সভ্যদিগকে উৎকোচদানে বশীভূত করিবার চেষ্টায় আছে, আমি লিপস্কির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য সুদক্ষ গোয়েন্দা নিযুক্ত করিব। কাহারা তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে চায়, তাহাদের উপরও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রুসিয়ার অর্থে যদি জের্ণবার স্বাধীনতা ক্রীত হয়, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে তাহা অপেক্ষা অধিক লজ্জার কথা আর কিছুই নাই। জের্ণবার আজ ঘোর সঙ্কটকাল উপস্থিত। বিপদের মেঘ চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, ঐ মেঘগর্জ্জন শুনিতেছেন, উহা রুসিয়ার কামান-গর্জ্জনের পূর্ব্বাভাষ মাত্র ; কিন্তু আমি ভীত হই নাই, নিরুৎসাহ হই নাই, রুস-সম্রাট বড় বুদ্ধিমান্, অর্লক বড় দূরদর্শী, ডিউক অফ বোরা বড় চতুর, কিন্তু ইহারা তিন জনে একত্র হইয়াও আমার সমকক্ষ হইতে পারিবে না, ইহাই আমার বিশ্বাস। জাবেরণের চক্ষুতে ধূলা নিক্ষেপ করিয়া কেবল চাতুর্য্যবলে কার্য্যোদ্ধার করা সম্রাট্ নিকোলাস ও তাহার তাঁবেদারগণের সাধ্য নহে।”

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পলকে বর্ব্বোরা যতই স্নেহ করুন, প্রকাশ্যভাবে তিনি কোন দিন সে স্নেহের পরিচয় প্রদান করেন নাই, বর্ব্বোরা যেমন অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীকে পরিচালিত করিতেন, পলের সহিতও তিনি সেইরূপ ব্যবহার করিতেন, পলও আজ্ঞাবহ বিনীত ভৃত্যের ন্যায় নতশিরে রাজ্ঞীর সকল আদেশ পালন করিতেন; তথাপি তাঁহাদের মধ্যে প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য প্রকার সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে, তীক্ষ্ণদর্শী কূটবুদ্ধি জাবেরণ তাহা বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু সেজন্য রাজ্ঞার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা অণুমাত্র বিচলিত হইল না, তিনি জন্য রাজ্ঞীর প্রতি বিরক্ত হন নাই; তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চতুরতার সহিত যদি পলের অসিবল মিলিত হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে রাজ্ঞীর সিংহাসন সুদৃঢ় হইতে পারে।

কার্ডিনাল রাভেনা যখন শুনিতে পাইলেন, পল রাজ্ঞীর সেক্রেটারী হইয়াছেন, তখন তিনি মনে মনে একটু হাসিলেন বটে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট রহিলেন, তিনি বুঝিলেন, তখনও তাঁহার বিষোদ্গারের সময় হয় নাই, বর্ব্বোরা যে রাজ্ঞী নাতালি নহেন, এ কথা প্রকাশ করিয়া জের্ণবা-বাসিগণকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিবার প্রলোভন তিনি কষ্টে সংবরণ করিলেন; কার্ডিনাল রাভেনার সে অবসরও তখন ছিল না, কারণ, তিনি জের্ণবায় পদার্পণ করিবার দুই একদিন পরেই সংবাদ পাইলেন, পোপ কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য তাঁহাকে ইটালীতে আহ্বান করিয়াছেন। সে সময় রাভেনা জের্ণবা-পরিত্যাগে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক থাকিলেও তিনি পুরোহিত-সম্রাটের আদেশ অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া রোমে যাত্রা করিলেন, তাঁহার ন্যায় দুর্জ্জন কিছুকালের মত জের্ণবা পরিত্যাগ করায় বর্ব্বোরা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

এই ভাবে অনেক দিন অতিবাহিত হইল, ডিউক অফ বোরা তখনও দুর্গে বন্দীভাবে কালযাপন করিতেছিলেন, তাঁহাকে বিনা বিচারে এই-ভাবে দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ করিয়া রাখায়—রুসগ্রাডের প্রবাসী রুসগণের প্রতি-নিধি লিপস্কি প্রতিনিধি-সভায় এ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন, কিন্তু জাবেরণ সংক্ষেপে রাজ্ঞীর পক্ষ হইতে উত্তর দিয়াছিলেন, এই ব্যাপার সম্বন্ধে মাননীয় সভ্যের কোন কথা বলা অনধিকারচর্চ্চা মাত্র। ইহার উত্তরে লিপস্কি বলেন, "একটী অদূরদর্শিনী যুবতীর এইরূপ স্বেচ্ছাচার প্রতিনিধি-সভায় কদাচ উপেক্ষিত হইতে পারে না, রাজ্ঞীর এরূপ ব্যবহারে—প্রজা-সাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কখনই অক্ষুণ্ণ থাকিবে না, এমন কি, প্রতি-নিধিসভার সভ্যগণও রাজ্ঞীর ইচ্ছামাত্র অকারণে গ্রেপ্তার হইয়া দুর্গে কারা-বদ্ধ হইতে পারেন; ইহাতে রাজ্যে অশান্তিরই বৃদ্ধি হইবে, আশ্চর্য্যের কথা এই যে, রাজ্ঞীর এইরূপ স্বেচ্ছাচার একজন বিজ্ঞ অমাত্য কর্তৃক প্রকাশ্য-সভায় সমর্থিত হইয়া থাকে।"

দুই ঘণ্টাকাল এইভাবে বক্তৃতা করিয়া লিপস্কি উপবেশন করিলে, তাঁহার মতের সমর্থক ও পরিপোষকগণ হর্ষধ্বনি করিতে লাগিল, জাবেরণ লিপস্কির কথার উত্তর দিতে উঠিয়া বলিলেন, "মাননীয় সভ্য রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে যে সকল অসম্ভ্রমসূচক কথা বলিলেন, প্রতিনিধি-সভায় তাহার উল্লেখ অমার্জ্জনীয়, ডিউক ইচ্ছাপূর্ব্বক রাজ্ঞীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি জানিতেন, রাজবিধান অগ্রাহ্য করায় তাঁহাকে বন্দী হইতে হইবে, এবং তিনি যদি রাজ্ঞীর এই ব্যবহার অন্যায় মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রকাশ্য আদালতে তিনি রাজ্ঞীর বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারেন। কিন্তু তিনি যখন বিচারালয়ে রাণীর দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল করেন নাই, তখন প্রতিনিধি-সভার কোন সভ্যের সভাস্থলে ডিউকের মোক্তারী করা যে কোন প্রতিনিধির পক্ষে অসঙ্গত।"

কিন্তু ডিউক অফ বোরা আপীল করেন নাই, কারণ, তিনি জানিতেন

আপীল করিলেই তাঁহার দণ্ডবৃদ্ধি হইবে, অন্ততঃ ছয় মাস কাল তাঁহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, সুতরাং তিনি রাজ্ঞীর দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজ্ঞী পলকে বলিলেন, "দেখিতেছি, তোমার গালের ক্ষতচিহ্ন অদৃশ্য হইয়াছে, সুতরাং আমার অঙ্গীকার অনুসারে আমি ডিউককে মুক্তিদান করিতে চাই; তোমার কোন আপত্তি থাকিলে সে কথা আমাকে বলিতে পার।" পল ডিউকের মুক্তিদানে কোন আপত্তি করিলেন না, ডিউকের মুক্তিদানের নিমিত্ত যথাসময়ে কেল্লাদারের নিকট ডিউকের মুক্তির পরোয়ানা প্রেরিত হইল।

সেই দিন অপরাহ্নে জাবেরণ রাজপ্রাসাদে পলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; তিনি পলকে গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আপনি প্রাসাদবাতায়ন হইতে একদিন নীল আলোক আন্দোলিত হইতে দেখিয়াছিলেন, সে কথা আপনার মনে থাকিতে পারে; আপনি যেরূপ অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা যথার্থ; আমাদের স্বাধীনতার সনন্দখানি যে নষ্ট হইয়াছে, ইহা অন্য লোকে জানিতে পারিয়াছে, আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে; স্লাভোবিচ নগরে ওয়ারসর-নগরের গবর্ণর জেনারল থিওডোর অলক তিন দিনের মধ্যে আমাদের এখানে পদার্পণ করিবে। সে রুস-সম্রাটের দূত হইয়া আমাদের রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছে। আপনি বোধ হয়, তাহার আগমনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন।"

পল বলিলেন, "আপনাদের স্বাধীনতার সনন্দখানি দেখিতে আসিতেছেন কি?"

জাবেরণ বলিলেন, "তা ভিন্ন আর তাহার কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? যে কোন কৌশলে এ রাজ্য হস্তগত করাই এখন রুস-সম্রাটের প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়াছে।"

পল বলিলেন, "মার্শেল, আপনি রাজ্ঞীর নিকট এই সনন্দ নষ্ট হইবার

কথা গোপন রাখিয়া ভাল করেন নাই। তাঁহার চক্ষের যেরূপ দৃঢ়তা আছে, মনের যেরূপ সাহস আছে, তাহাতে এই ক্ষতি তিনি অবিচলিত-চিত্তে সহ্য করিতে পারিতেন। মনে করুন, রুস-দূত আসিয়া যদি সেই সনন্দ দেখিতে চায়, আর রাজ্ঞী আপনাকে তাহা দেখাইতে বলেন, তখন আপনি কি করিবেন ?"

জাবেরণ হাসিয়া বলিলেন, "সেজন্য আপনি ভীত হইবেন না, রুস-দূত অবশ্যই তাহা দেখিতে চাহিবে। কারণ,অর্লক সেই মৎলবেই এখানে আসিতেছে, কিন্তু রাজ্ঞী তাহা তাহাকে দেখাইতে সম্মত হইবেন না, আমি এ বিষয় তাঁহাকে যথাযোগ্য উপদেশ দিয়াছি। রুস-দূতের প্রতিনিধির প্রশ্নসমূহের কিরূপ উত্তর দিতে হইবে, তাহা রাজ্ঞী জানেন, কথায় তাঁহাকে কেহ পরাস্ত করিতে পারিবে না।"

তিন দিন পরে রাজ্ঞী নাতালি লিলোস্কা (এই নামেই তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন) রুস রাজ-দূত ও ওয়ারসার গভর্ণর জেনারেল কাউণ্ট ফিওডোর অর্লকের সহিত সাক্ষাতের জন্য একটী প্রকাণ্ড দরবার করিলেন। এই দরবারে রাজ্যের প্রধান প্রধান নায়ক ও উচ্চ কর্ম্মচারিগণ সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

এই দরবার বসিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদের যে সকল কক্ষ জাবেরণের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহারই এক অংশে একটী বড় অদ্ভুতকাণ্ড ঘটিল, জাবেরণ দরবারে যাইবার জন্য তাঁহার কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় একজন অস্ত্রধারী প্রহরী কাতিনাকে সঙ্গে লইয়া সেই কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইল।

কাতিনাকে দেখিয়া জাবেরণ বলিলেন,"গত দুই দিন তুমি কোথায় লুকাইয়া ছিলে ? আমার গোয়েন্দারা দেখিতেছি,তোমাকে বহু কষ্টে ধরিয়াছে।"

কাতিনা ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "তাহা হইলে কি আপনার আদেশেই আমি বন্দিনী হইয়াছি ?"

জাবেরণ বলিলেন, "এ বিষয়ে তুমি সন্দেহ করিও না। কয়েক দিন পর্য্যন্ত এই প্রাসাদকক্ষেই তোমাকে বাস করিতে হইবে; তুমি কোথাও যাইতে পাইবে না। তোমার জন্য প্রাসাদ-কক্ষ সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে; সত্য বটে, তোমার বাহিরে যাইবার স্বাধীনতা থাকিল না, কিন্তু কক্ষের মধ্যে তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পাইবে।"

কাতিনা জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে বন্দী করা হইতেছে কেন?"

জাবেরণ বলিলেন, "তোমার জীবনরক্ষার জন্য; আমি সংবাদ পাইয়াছি, অর্লক এখানে আসিতেছে শুনিয়া তুমি তাহাকে গুলী করিয়া মারিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ; তোমার বন্দুকের গুলী যেরূপ অব্যর্থ, তাহাতে আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, তোমাকে বন্দী করিতে না পারিলে, অর্লকের পরিত্রাণ নাই। কিন্তু অর্লক যদি তোমার হস্তে নিহত হয়, তাহা হইলে যথারীতি বিচারে আমাকে তোমার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তুমি রাজ-দূতের প্রাণবধ কর, ইহা আমার ইচ্ছা নয়, ইহাতে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যে আন্তর্জাতিক আইন প্রচলিত আছে, তাহার ব্যভিচার করা হইবে; সম্রাট্ নিকোলাস তাঁহার দূতের হত্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া জের্ণবার স্বাধীনতা নষ্ট করিবেন, প্রজাসাধারণের বিপদের সীমা থাকিবে না। যে কার্য্যে সমগ্র দেশের ও সর্ব্ব-সাধারণ প্রজাপুঞ্জের অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে, তুমি কখনও সেরূপ কার্য্য করিতে পাইবে না।"

কাতিনা হতাশভাবে বলিল, "আপনি আমাকে প্রতিহিংসা-গ্রহণের সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিতেছেন, এমন সুবিধা আর কবে পাইব? প্রতিহিংসানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। কতদিন পূর্ব্বে আমি এই নর-পিশাচকে স্বহস্তে বধ করিবার জন্য স্বয়ং রুশিয়ায় যাত্রা করিতাম; কিন্তু আমি তাহা পারি নাই; কারণ, আমার মুখ বহুসংখ্যক রুস-কর্ম্মচারীর সুপরিচিত। আমি জানি, তাহারা আমাকে চিনিতে পারিলেই অরেনবর্গে নির্ব্বাসিত করিবে।"

জাবেরণ বলিলেন, "কাতিনা, তোমার অভিপ্রায়ের সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আমি যদি জাবেরণ না হইয়া কাতিনা হইতাম ও তুমি যে ভাবে সেই পিশাচের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছ, সেইরূপ লাঞ্ছিত হইতাম, তাহা হইলে আমিও তোমার মতই প্রতিশোধগ্রহণের জন্য উন্মত্ত হইতাম; কিন্তু এ রাজ্যের কল্যাণের জন্য আমি দায়ী, রাজ্ঞীর মঙ্গল আমার সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য। তুমি যদি এ রাজ্যের সীমার বাহিরে গিয়া পাপিষ্ঠকে বধ করিতে, তাহা হইলে আমি সে সংবাদে আনন্দিত হইতাম। কিন্তু এ রাজ্যে তুমি তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না; বিশেষতঃ সে রাজদূত—অবধ্য।"

ইতিমধ্যে দামামার ধ্বনি হইল, কাতিনা বুঝিতে পারিল, দরবার-মণ্ডপে রাজদূত প্রবেশ করিয়াছে। কাতিনা উন্মত্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "সে রাজদূত হইয়া এখানে মহা সমারোহে আসিতেছে, রাজ্ঞী তাহাকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিবেন? রাজ্ঞীর মন্ত্রিগণ তাহার পানভোজনের কতই না অভ্যর্থনা করিতেছেন, কিন্তু আমি তাহার কশাঘাতে জর্জ্জরিত-দেহে নিরুদ্যমভাবে এখানে বসিয়া থাকিলাম, আমি তাহার উপপত্নী হইতে সম্মত হই নাই, এই আমার অপরাধ। না, আমি এ সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিব না, যেমন করিয়া পারি, তাহার প্রাণ বধ করিব। আপনি আমাকে মুক্তিদান করুন।"

জাবেরণ বলিলেন, "না কাতিনা, তাহা হইবে না, অলর্ক যে কয়দিন এখানে বাস করিবে, সে কয়দিনের মত তুমি এই প্রাসাদে বন্দিনী।"

কাতিনা ক্ষিপ্তার মত হইয়া বলিল, "যদি আমি অলর্ককে হত্যা করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি এখানে আত্মহত্যা করিব।"

জাবেরণ বলিলেন, "তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, তোমার আত্ম-হত্যার পাপ আমাকে স্পর্শিবে না; এই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ প্রজার স্বাধীনতা নষ্ট হওয়া অপেক্ষা একজনের আত্মহত্যা প্রার্থনীয়।"

এখানে আমরা মহা সমারোহপূর্ণ সুবৃহৎ দরবারের সুদীর্ঘ বর্ণনা দ্বারা

পাঠকের ধৈর্য্য নষ্ট করিব না। দরবারস্থলে বেদীর উপর রাজ্ঞী স্বর্ণসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন, তাঁহার মস্তকে হীরকখচিত রাজমুকুট, হস্তে রাজদণ্ড তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হীরামুক্তার অলঙ্কার ঝলমল করিতেছে, বহুমূল্য সুচিক্কণ শুভ্র পরিচ্ছদে তাঁহার রূপমাধুরী যেন শতগুণ বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে, সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে শত শত সুদৃশ্য চেয়ার, সেই সকল চেয়ারে রাজ্যের প্রধান প্রধান নায়ক, সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারিগণ ও গণ্যমান্য ভূম্যধিকারিগণ উপবিষ্ট; যে সকল স্বদেশপ্রেমিক বীরপুরুষ পোলাণ্ডের স্বাধীনতারক্ষার জন্য একাল পর্য্যন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাও এই দরবারে স্ব স্ব স্থান গ্রহণ করিয়াছেন।

রুসরাজদূত কাউণ্ট অর্লক দেখিতে অনেকটা অসুরের মত; অত্যন্ত জমকালো পরিচ্ছদে তাহার বিরাট দেহ সুসজ্জিত; লোকটী অত্যন্ত গোঁয়ার ও কলহপ্রিয়; তাহার কিছুমাত্র ভাষার সংযম ছিল না। কিন্তু জাবেরণ তাহার প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া রাজ্ঞীকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন, যদি অর্লক কোনরূপে শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলেও যেন তাহার প্রতি অনিষ্টাচারণ করা না হয়।

যথাসময়ে দরবারের কাজ আরম্ভ হইল, রাজদূত কাউণ্ট অর্লক আসন হইতে উঠিয়া রাজ্ঞীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "রুস-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ পোলাণ্ডের অধীশ্বর, পৃথিবীর গ্রীকধর্ম্মমতাবলম্বিগণের রক্ষক, মহাপরাক্রান্ত নিকোলাস পলোভিস জানিতে চান, জের্ণবার রাজ্ঞী গ্রীকধর্ম্মমত পরিত্যাগ করিয়াছেন কি না?"

রাজ্ঞী বলিলেন, "আমাকে এরূপ প্রশ্ন করিবার রুস-সম্রাটের কোন অধিকার না থাকিলেও তাঁহার কৌতূহলনিবৃত্তির জন্য আমি বলিতেছি, আমি গ্রীকধর্ম্মমতের সমর্থন করি না, কাথলিক ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম, এবং আমি তাহারই সমর্থন করি।"

অর্লক বলিলেন, "আমাদের সম্রাট্ আপনাকে জানাইয়াছেন, আপনা-

দের স্বাধীনতার সনন্দে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ আছে, আপনার মুকুটোৎসবের সময় আপনাকে সেই সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে।”

রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি বিধির কথা বলিতেছেন?”

অর্লক বলিলেন, “এই সনন্দের একটি সর্ত্ত এই যে, মুকুটোৎসবের সময় এ রাজ্যের রাজা বা রাজ্ঞীকে শপথ করিয়া বলিতে হয়, তিনি গ্রীকধর্ম্ম-বিশ্বাসানুসারে রাজ্য শাসন করিবেন।”

রাজ্ঞী বলিলেন, “এই সর্ত্ত আমি পালন করিব, কাথলিক রাজ্ঞীর হস্তে গ্রীকধর্ম্মাবলম্বী প্রজাগণ কোন অসুবিধা ভোগ করিবে না, তাহাদের স্বাধীনতা, তাহাদের সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিবে।”

অর্লক বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “কিন্তু উক্ত ধারার ইহা প্রকৃত ব্যাখ্যা নহে, আমাদের সম্রাট্ চান, আপনি গ্রীকধর্ম্মমতে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন।”

রাজ্ঞী বলিলেন, “আপনাদের সম্রাটের আবিষ্কৃত ব্যাখ্যা ঠিক নহে, ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা কি, তৎসম্বন্ধে কেবল এই রাজ্যের আইনজ্ঞ ও রাজনৈতিক-পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা লইয়াই আমরা সন্তুষ্ট থাকি নাই, আমরা ইউরোপের প্রধান প্রধান দেশসমূহের বিজ্ঞ রাজনৈতিকগণেরও মত জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, মুকুটোৎসবের প্রতিজ্ঞায় আমার ব্যক্তিগত ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা নাই, গ্রীক-ধর্ম্মমতাবলম্বী প্রজাপুঞ্জের সুখ, স্বাধীনতা ও অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার অঙ্গীকারই এই ধারার মর্ম্ম।”

অর্লক গম্ভীরস্বরে বলিলেন, আমি রুস-সম্রাটকে এই নূতন ব্যাখ্যার মর্ম্ম জ্ঞাপন করিব। এখন আমার দ্বিতীয় কথা শুনুন। আমাদের সম্রাটের অভিযোগ এই যে, সম্রাটের পরমাত্মীয় জ্ঞাতি ডিউক অফ্ বোয়াকে আপনি আমাদের অধিকারসীমা হইতে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়া আমাদের রাজশক্তির অমর্য্যাদা করিয়াছেন। সম্রাট্ ইহার কারণ জানিতে চাহেন।”

রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার অভিযোগ যে সত্য, ইহার কোন প্রমাণ আছে?"

অর্লক বলিলেন, "সম্রাট্ যে কথা বলিয়াছেন, তাহা কি আপনি মিথ্যা বলিতে চাহেন? সম্রাট্ যাহা সত্য বলিয়া জানেন, তাহার আবার প্রমাণ কি?"

রাজ্ঞী বলিলেন, "যাহা সত্য নহে, সম্রাট্ বলিলেও তাহা সত্য হয় না। আমি স্বয়ং অবগত আছি, ডিউককে আমার রাজ্যসীমার মধ্যেই বন্দী করা হইয়াছিল।"

অর্লক কঠোরস্বরে বলিলেন, "মিথ্যা কথা, ডিউক যে রুস-সীমার মধ্যে বন্দী হইয়াছিলেন, ইহার সাক্ষীর অভাব নাই; ডিউকের সেক্রেটারী ব্যারণ অষ্ট্রোভা ও একজন কসাক-প্রহরী ইহার সাক্ষী আছেন।"

রাজদূত অর্লকের এরূপ অভদ্র ভাষায় দরবারিগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া রাজদূতের দিকে সক্রোধে দৃষ্টিপাত করিলেন।

রাজ্ঞী দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আমি স্বয়ং যে ঘটনার সাক্ষী, সেই ঘটনা সম্বন্ধে বিশ জন অষ্ট্রোভা কি বিশ জন কসাক সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ সাক্ষ্য দিলেও সম্রাটের তাহা বিশ্বাস করা উচিত নহে। কিন্তু আমি সম্রাটকে এত সহজে সন্তুষ্ট হইতে বলি না, তিনি আমার কথাও বিশ্বাস করিতে পারেন কিন্তু আমি এমন একটী সাক্ষী উপস্থিত করিব, যাহার কথা বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই।—ডিউক অফ বোরা, আপনি উঠিয়া সাক্ষী দেন।"

ডিউক অফ বোরা মজা দেখিবার জন্য পশ্চাতের একখান আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, রাজ্ঞীর আদেশমাত্র তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তার পর অর্লককে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "হাঁ, রাজ্ঞী যাহা বলিতেছেন, তাহাই ঠিক; সংবাদদাতা সম্রাটের নিকট এ সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি যে সংবাদ পাঠাইয়াছিল, তাহাতে একটু ভ্রম ছিল; আমি সত্যই জের্ণবা-

রাজ্যের সীমায় বন্দী হইয়াছিলাম, সংবাদদাতা বোধ হয় রুস-রাজ্যসীমা বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।”

অলর্ক দুইটী প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু উভয় প্রশ্নেই অপদস্থ হইলেন, রাজ্ঞীকে রাজনৈতিক জালে জড়াইবার কোন সুবিধা না পাইয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; কিন্তু ক্রোধ সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “রুস-সম্রাটের অধিকার-সীমায় দুইটী অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়াছে, প্রথম ডুয়েল-যুদ্ধ, সম্রাটের আইনে তাহা নিষিদ্ধ; দ্বিতীয়তঃ সম্রাটের একজন কসাকরক্ষীকে উৎকোচদানে বশীভূত করা হইয়াছিল?”

রাজ্ঞী সুমিষ্টস্বরে বলিলেন, “সেই ধর্ম্মাত্মা কসাকটী কি আমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছে।”

অলর্ক সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, “এই উভয় কার্য্যেই রুসিয়ার আইন লঙ্ঘন করা হইয়াছে, সেই জন্য সম্রাট্ অপরাধীদ্বয়কে গ্রেপ্তার করিতে চান; ডিউক অফ বোরা ও কাপ্তেন পল উডভিলি নামক ইংরাজ এই দুইজনকে আমরা চাই।”

বর্ব্বোরা বলিলেন, “কাপ্তেন উডভিলিকেই বোধ হয় সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক?”

রাজ্ঞীর এই প্রশ্নে সকলের দৃষ্টি কাপ্তেন উডভিলির প্রতি আকৃষ্ট হইল।

রাজ্ঞী বলিলেন, “কাপ্তেন উডভিলি জের্ণবায় অবস্থিতি করিলেও তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রজা, সুতরাং সেণ্টপিটার্সবর্গে যে ইংরাজদূত আছেন, এ বিষয়ে তাঁহার অনুমোদন আবশ্যক, যে পর্য্যন্ত তাঁহার অনুমোদনপত্র না পাওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পাঠান অসম্ভব; ততদিন পর্য্যন্ত ডিউকের গ্রেপ্তারপ্রস্তাব রহিত থাকিতে পারে।”

বর্ব্বোরা ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টের স্কন্ধে কাপ্তেন উডভিলির গ্রেপ্তারের দায়িত্বভার নিক্ষেপ করায় অলর্ক একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিলেন, তিনি বুঝিতে পারিলেন, এরূপ একজন বিখ্যাত সেনাপতিকে রুসের হস্তে সমর্পণ করিতে ইংরাজ কখনই সম্মত হইবেন না।

অর্লক এইরূপ প্রতিপদে অপদস্থ হইয়াও নিরুৎসাহ হইলেন না ; তাঁহার তূণীরে তখনও অনেকগুলি তীর সঞ্চিত ছিল তিনি একে একে তাহা বাহির করিতে লাগিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রের্ণবা-রাজ্যে যে নূতন মুদ্রা নির্ম্মিত হইতেছে, তাহার উপর যে নক্সা আছে, তাহাতে সম্রাটের আপত্তি আছে "

রাজ্ঞী বলিলেন, "কি আপত্তি বলিতে পারেন।"

অর্লক বলিলেন, "এই মুদ্রায় পোলাণ্ডের রাজকীয় চিহ্ন অঙ্কিত আছে. ইহাতে এই বুঝায় যে, আপনি পোলাণ্ডের সিংহাসন দাবী করেন, কিন্তু রুস-সম্রাট পোলাণ্ডের অধীশ্বর।"

সেই দরবারমণ্ডপে একটী শ্বেতবর্ণ পুরাতন পতাকা বিলম্বিত ছিল, তাহার মধ্যস্থলে দ্বিমস্তক ঈগলের চিত্র কৃষ্ণবর্ণ সূত্র দ্বারা অঙ্কিত ছিল, রুসিয়া হইতে বহুদিন পূর্ব্বে এই পতাকা কাড়িয়া আনা হইয়াছিল. সেই পতাকার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বর্ব্বোরা বলিলেন, "ঐ যে পতাকা দেখিতেছেন, উহার মধ্যস্থলে একটী রাজকীয় চিহ্ন আছে, উহা কোন্ দেশের রাজকীয় চিহ্ন, বলিতে পারেন কি ?"

অর্লক বলিলেন, "উহা রুসিয়ার রাজকীয় চিহ্ন।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "কিন্তু এই দ্বিমস্তকবিশিষ্ট কৃষ্ণ ঈগল পক্ষী এক সময় কনষ্টাণ্টিনোপলের গ্রীক-সম্রাটগণের রাজকীয় চিহ্ন ছিল। যদি আমার মুদ্রা দেখিয়া সন্দেহ হয়, আমি পোলাণ্ডের সিংহাসনলাভের দুরভিসন্ধিতেই এই কুকার্য্য করিয়াছি, তাহা হইলে এ কথা মনে করা যাইতে পারে, সুলতানের সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য রুস-সম্রাটেরও আগ্রহ আছে। ইউরোপ যদি সম্রাটকে এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তিনি কি উত্তর দিবেন ?"

দরবারে হাস্যের মৃদু কল্লোল উত্থিত হইল। এই সময় রুস-সম্রাট নিকোলাস তুরস্ক অধিকারের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, এরূপ জনরব উঠিয়া-

ছিল; কিন্তু এই দরবারে সে কথা স্বীকার করা অলর্ক যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না, সুতরাং চতুর্থবার পরাজিত হইয়া মনে মনে আরও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

বর্কোরা বলিলেন, "পোলাণ্ডের রাজকীয় চিহ্ন আমি ব্যবহার করিয়াছি, কারণ, পোলাণ্ডের প্রাচীন রাজগণ আমার পূর্ব্বপিতামহ ছিলেন।"

অলর্ক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু এই ভাবে নূতন করিয়া মুদ্রা প্রস্তুতের আপনাদের কোন্ অধিকার আছে? স্বর্গীয়া সম্রাজ্ঞী কাথারাইন আপনাদের যে সনন্দ দিয়াছিলেন, তাহাতে কি তিনি স্বাধীনভাবে মুদ্রা প্রস্তুতের অধিকার দিয়াছেন?"

রাজ্ঞী জাবেরণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মার্শেল, আমাদের সনন্দের একখানি নকল লইয়া আইস।"

অলর্ক বলিলেন, "না, না, আমরা আসল সনন্দ দেখিতে চাই।" ডিউক অফ বোরার দিকে চাহিয়া তিনি মৃদু হাস্য করিলেন।

বর্কোরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আসল সনন্দ দেখিতে চান? এ আপনার অদ্ভুত দাবী; এই সনন্দ দুইখানি লিখিত হইয়াছিল; একখানি আমরা পাইয়াছিলাম, আর একখানি আপনাদের রাজকীয় দপ্তরখানায় রক্ষিত হইয়াছে; যদি আসল সনন্দ দেখিবারই আবশ্যক হয়, তবে আপনাদের কাছে তাহা দেখিলেই পারিবেন।"

অলর্ক বলিলেন, "সে সনন্দ আমরা অনেক খুঁজিয়াছিলাম; কিন্তু সেই জনরবমূলক সনন্দ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।"

বর্কোরা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "জনরবমূলক সনন্দ কথাটীর অর্থ কি?"

অলর্ক বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, "অর্থ অতি পরিষ্কার; জের্ণবা-রাজাকে এইরূপ কোন সনন্দ দেওয়া হয় নাই; অথচ বহুদিন হইতে এইরূপ একটা সনন্দের জনরব শুনিয়া আসা যাইতেছে। জের্ণবা-রাজ্যের প্রথম রাজা

কিরূপে যে সম্রাজ্ঞী ক্যাথারাইন-প্রদত্ত সনন্দের দোহাই দিয়া স্বাধীন হইয়া বসিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না, তবে সম্রাটের মন্ত্রীসভা প্রচুর প্রমাণের সাহায্যে জানিতে পারিয়াছেন, জের্ণবা-রাজ্যকে কখনও এরূপ সনন্দ দান করা হয় নাই।”

চারিদিকে ভয়ঙ্কর অসন্তোষের চিহ্ন পরিস্ফুট হইতে লাগিল, কোলাহল-নিবারণের অভিপ্রায়ে রাজ্ঞী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত করিলেন, তাহার পর অলফকে বলিলেন, “এরূপ সনন্দের অবর্ত্তমানে রুসিয়ার কি কর্ত্তব্য, তাহা আপনি অবশ্য বুঝিয়াছেন।”

অলফ বলিলেন, “ইহা স্পষ্ট কথা, রুসিয়ান পোলাণ্ডের মত জের্ণবা-রাজ্যও রুস-সম্রাটের অধিকারভুক্ত।”

বর্ব্বোরা বলিলেন, “কথাটা আর একটু খুলিয়া বলিলেন না কেন? আপনি ত ইহাও বলিতে পারেন, সম্রাটের অধিকারভুক্ত রাজ্য আমি স্বাধীনভাবে দখল-ভোগ করায় সম্রাটের স্বার্থহানি করিয়াছি; এ অপরাধে আমি নির্ব্বাসনের যোগ্য।”

অলফ বলিলেন, “সম্রাটের বিশ্বাস, অন্যায় কর্ম্ম হইলেও ইহা আপনি অনভিজ্ঞতা বশতঃ করিয়াছেন।”

রাজ্ঞী বলিলেন, “আপনাদের উদারতায় পরম পরিতৃপ্ত হইলাম, আমি যে জের্ণবার প্রকৃত অধীশ্বরী, তাহা রুস-সম্রাটও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, আপনি সম্রাট-প্রতিনিধি হইয়াও এই দরবারে আমাকে রাজ্ঞী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ও সেই ভাবেই সম্বোধন করিতেছেন, আপনি কি ভাবে দৌত্যকার্য্য করিতে আসিয়াছেন ও কেন এই সকল অসম্ভব প্রশ্ন উত্থাপিত করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না; আপনি স্পষ্ট করিয়া বলিলে বোধ হয় বুঝিতে পারি। আপনি বলিতেছিলেন, রুস-গবর্ণমেণ্ট কোন কালে আমাদের কোন সনন্দ দেন নাই; কিন্তু আপনার স্মরণশক্তি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে, আপনি বুঝিতে

পারিতেন, আপনি নিজেই নিজের কথার প্রতিবাদ করিতেছেন। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আপনি এই সনন্দ হইতে মুকুটোৎসব-সম্বন্ধীয় একটী নিয়ম উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। আপনি কি বলিতে চান, কোন কাল্পনিক সনন্দ হইতে এই ধারা উদ্ধৃত করিয়া রাজ্ঞীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শিক্ষা দিতেছিলেন? অথবা আমাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার অভিপ্রায়েই এই ছলনা অবলম্বন করিয়াছিলেন, প্রকাশ করিয়া বলিলে বাধিত হইব।”

পৃথিবীর অনেক পরাক্রান্ত রাজ্য হইতে দৌত্যভার বহন করিয়া অনেক রাজদূত পররাজ্যে গিয়াছেন, এবং তাঁহাদের কর্ত্তব্য গৌরবের সহিত পালন করিয়াছেন; কিন্তু আর কাহাকেও অলর্কের ন্যায় অপদস্থ বা বিড়ম্বিত হইতে হয় নাই। তাঁহার নিজের কথাতেই তাঁহাকে পরাস্ত হইতে হইল। তাঁহার বুদ্ধি কিছু কম হইলেও বর্ব্বোরার শ্লেষ তাঁহার অন্তরে বিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, একটী বিষয়বুদ্ধিহীনা বালিকাকে দুই একটা কথাতেই ভীত ও অভিভূত করিয়া স্বীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিবেন, কিন্তু তিনি এখানে আসিয়া দেখিলেন, রাজ্ঞী তাঁহাকে এক হাটে বেচিয়া এক হাটে কিনিতে পারেন। জাবেরণ এত খুসী হইলেন যে, তাঁহার মনে হইল, এ সময় কাতিনা এখানে উপস্থিত থাকিলে বড় ভাল হইত, শত্রুর দুর্দ্দশা দেখিয়া সে সুখী হইতে পারিত।

অলর্ক দেখিলেন, কিছু একটা উত্তর না দিলে আর চলে না, সাপে ছুঁচো ধরিলে তাহার যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থা অনেক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি বলিলেন, “আপনাকে রাজ্ঞী বলিয়া মানিয়া লইয়াছি, উহা সৌজন্য মাত্র জানিবেন।”

রাজ্ঞী বলিলেন, “আর আজ যে পঞ্চাশ বৎসর কাল জেণবা-রাজ্য অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে, তাহাও আপনাদের সৌজন্যের অনুগ্রহে! আপনি কি বলিতে চান, আমাদের কোন সনন্দ নাই, কেবল একটা মিথ্যা জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীনতা ভোগ করিতেছি? এই পঞ্চাশ বৎসরের

মধ্যে রুসিয়া একবারও আমাদের রাজ্যের প্রতি লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল না, ইতিহাসপাঠে রুসিয়ার এমন নির্লোভিতার পরিচয় পাওয়া যায় না। আপনাদের বিরাট বিশাল সাম্রাজ্যে এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এমন কোন বিচক্ষণ সচিব কার্য্যভার গ্রহণ করেন নাই, যাঁহার মনে এত বড় একটা রাজ্যের অধিকার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে। আপনার সম্রাট্‌কে জিজ্ঞাসা করিবেন, ভিয়েনার কংগ্রেসে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, তাহার সর্ত্তগুলি তাঁহার মনে আছে কি না? যদি স্মরণ না থাকে, তাহা হইলে তিনি সন্ধিপত্র খুলিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, দ্বিতীয় ক্যাথারাইন জের্ণবা-রাজ্যে যে সনন্দ দান করিয়াছেন, সেই সনন্দের বিধানানুসারে উক্ত রাজ্য শাসিত হইবে, এবং সেই সনন্দের সর্ত্ত সমূহ যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তৎপ্রতি রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রুসিয়া লক্ষ্য রাখিবেন। এই সনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি উক্ত কংগ্রেসের কোন সন্দেহ থাকিত, তাহা হইলে সন্ধিপত্রে কি তাঁহারা এ কথা লিখিতেন? ইতিহাস-বিদিত সনন্দের অস্তিত্বে সন্দেহ করা রুস-সম্রাটের পক্ষে বিজ্ঞোচিত হয় নাই এবং যদি কোন মন্ত্রী তাঁহাকে এরূপ বুঝাইয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে সে মূর্খের মত কার্য্য করিয়াছে।"

অলর্ক বলিলেন, "সম্রাটের যাহা বিশ্বাস, তাহাই তিনি বলিয়াছেন, আসল সনন্দখানি আমার সম্মুখে উপস্থিত না করিলে তাঁহার সন্দেহ দূর হইবে না।"

সনন্দখানি যে নাই, বর্ব্বোরা তাহা জানিতে পারেন নাই, তিনি বলিলেন, "মার্শেল জাবেরণ এই সনন্দের রক্ষক, তিনি অবিলম্বেই প্রমাণ করিতে পারেন যে, ঈগল টাওয়ারে এই সনন্দ সংরক্ষিত আছে।"

জাবেরণ উঠিয়া বলিলেন, "রাজ্ঞি, আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, আমার একটী নিবেদন আছে, আপনি যখন আমাকে এই সনন্দের রক্ষক নিযুক্ত করেন, তখন আমি উহা কোথায় রাখিয়াছি, তাহা আপাততঃ আমার প্রকাশ করিবার ইচ্ছা নাই; তবে ঈগল টাওয়ারের লোহার সিন্দুকে যে

একখানি সনন্দ নাই, এ কথা আমি বলিতে পারি না, সেখানে সনন্দের একখানা নকল রাখা হইয়াছে।"

জাবেরণের কথা শুনিয়া অর্লক ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন. তিনি প্রহরী রক্ষকগণকে অনেক টাকা উৎকোচ দিয়া যে সনন্দ দগ্ধ করাইয়াছেন, তাহা কি নকল মাত্র, তাহা হইলে আর কি হইল, এত কৌশলেও জের্ণবা-রাজ্য অক্ষুণ্ণ থাকিল, ইহা ভাবিয়া তিনি ক্ষুণ্ণ হইলেন, ডিউক অফ্ বোরার মুখেও উদ্বেগের চিহ্ন দেখা গেল।

বর্ব্বোরা বলিলেন,"মার্শেল যাহা বলিতেছেন,তাহাতে বোধ হয়, আপনার এই সনন্দের অস্তিত্বে অবিশ্বাস হইবে না।"

অর্লক বলিলেন, "রুস-সম্রাটের দূতকে আপনারা এই সনন্দ দেখাইবেন না স্থির করিয়াছেন ?"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "রুস-সম্রাট্ যে দাবী করিতেছেন, তাহা অসঙ্গত, ভিয়েনার কংগ্রেসের সন্ধিপত্রানুসারে অস্ট্রিয়া ও প্রসিয়ার রুস-সম্রাটের ন্যায়ই এই সনন্দ দেখিবার অধিকার আছে; কিন্তু তাঁহারা যখন এই সনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই, তখন কেবলমাত্র রুসিয়ার আপত্তিতে আমরা সনন্দ উপস্থিত করিতে পারি না; তিন রাজশক্তি যখন একত্র হইয়া সনন্দ দেখিতে চাহিবেন, তখন আমরা তাহা দেখাইব।"

অর্লক জানিতেন, রাজ্ঞীর এই প্রস্তাব অত্যন্ত সঙ্গত; অন্য দুই রাজশক্তি রুসিয়ার সহিত একযোগে এই সনন্দ দেখিবার দাবী না করিলে রুসিয়া একাকী তাহা তলপ করিতে পারেন না; কিন্তু রুসিয়ার উন্নতিতে অষ্ট্রিয়া ও প্রসিয়া যেরূপ ঈর্ষাকুল, তাহাতে তাঁহারা যে রুসিয়ার সহিত যোগদান করিয়া এই সনন্দের দাবী করিবেন, ইহা সম্ভব নহে।

অনেক চিন্তার পর অর্লক বলিলেন, "মুকুটোৎসবের সময় এই সনন্দ ভজনালয়ে বেদীর নিকট উপস্থিত করিয়া ও সেই সনন্দ স্পর্শ করিয়া

জের্ণবা-রাজ্যের রাজা বা রাণীকে তাহার নিয়মাবলী-পালনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইতে হয়, ইহা কি আপনারা অস্বীকার করেন ?”

বর্ব্বোরা বলিলেন, “না, তাহা অস্বীকার করি না, মুকুটোৎসবের সময় সেই সনন্দ ভজনালয়ে উপস্থিত করা হইবে, সে সময়ে আপনাকে সেখানে উপস্থিত থাকিবার জন্য আমি নিমন্ত্রণ করিলাম, তখন আপনি স্বচক্ষে তাহা দেখিতে পাইবেন।”

অলর্ক বলিলেন. “আমি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। আমার দৌত্যকার্য্য শেষ হইয়াছে, আমি এখন উঠিব, এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে সেণ্ট-পিটার্সবর্গে যাত্রা করিতে হইবে।”

বর্ব্বোরা বলিলেন,“রুস-সম্রাট আপনার ন্যায় বিচক্ষণ রাজদূত পাঠাইয়াছেন, ইহা তাঁহার ও আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা। আমাদের দরবারের কার্য্য শেষ হইয়াছে, এখন দরবার ভঙ্গ হউক।”

দরবারিগণ রাজ্ঞীর দীর্ঘ জীবন কামনা করিতে করিতে দরবার পরিত্যাগ করিলেন ; রাজ্ঞী দরবার হইতে মহাসমারোহে প্রাসাদে যাত্রা করিলেন। রাজ্ঞী বুঝিলেন, যদিও তাঁহার বুদ্ধিকৌশলে রুস-সম্রাটের দুরভিসন্ধি এবারের মত ব্যর্থ হইল, কিন্তু সম্রাট সুবিধা পাইলেই আবার তাঁহার রাজ্যের স্বাধীনতা বিপন্ন করিয়া তুলিবেন।

দরবারের পর অলর্ক স্বরাজ্যে যাত্রা করিলেন ; রাজমন্ত্রিগণ রাজ্ঞীর প্রাসাদসন্নিহিত প্রমোদোদ্যানে উপস্থিত হইয়া দরবার-সম্বন্ধে নানা কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন।

রাজিভিন বলিলেন,“রুস-সম্রাটের দূত মুখের মত উত্তর পাইয়া গিয়াছে, সকল কথা বলিলে বোধ হয় সম্রাটের ক্রোধের সীমা থাকিবে না।”

জাবেরণ পলকে বলিলেন, “অলর্ক বোধ হয় বিশ্বাস করিয়া গিয়াছে, আমাদের সনন্দ নষ্ট হয় নাই, তাহা সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থাতেই আছে।”

পল বলিলেন,“তাহার সন্দেহ যে একেবারে দূর হইয়াছে, এরূপ মনে হয়

না। কিন্তু যুক্তিতর্কে পরাজিত হইয়া তাহাকে অগত্যা চুপ করিয়া থাকিতে হইয়াছে, আমি ভাবিতেছি, মুকুটোৎসবের দিনে অভিষেককালে বেদীতে সনন্দ না দেখিয়া ইহারা কি ভাবিবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

জাবেরণ বলিলেন, "সে জন্য চিন্তা নাই, সকল ত্রুটিই সংশোধন করিয়া লইব। আজ সন্ধ্যাকালে বল্‌নাচের মজ্‌লীসে আপনি যাইতে-ছেন তো ?"

পল বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই যাইব ; আমাদের বয়স অল্প, এ সকল আমোদে যোগদান করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ; কিন্তু আপনি প্রায় বৃদ্ধ হইয়াছেন, নৃত্যগীতে এখনও যে অনুরাগ আছে, এরূপ আমার বিশ্বা ছিল না, আপনিও কি সেখানে যাইবেন ?"

জাবেরণ বলিলেন, "হাঁ, যাইব ; কেবল নৃত্যগীতমাত্র উপলক্ষ্য হইলে আমি যাইতাম না, তাহাতে আমার আর উৎসাহ নাই ; কিন্তু আজিকার নাচের মজ্‌লীস প্রকৃতপক্ষে একটী রাজনৈতিক মজ্‌লীস, নৃত্যগীতের অন্ত-রালে একটী গুরুতর রাজনৈতিক সমস্যার মীমাংসা হইবে,হয় ত ইতিহাসেও তাহা স্মরণীয় হইয়া থাকিতে পারে ; আপনি যথাকালে সকলই জানিতে পারিবেন।"

জাবেরণ প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া যে কক্ষে কাতিনা বন্দিনী ছিল, সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন ; তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল কাতিনা হয় ত আত্ম-হত্যা করিয়াছে, কিন্তু কাতিনাকে দেখিয়া তাঁহার উদ্বেগ দূর হইল কাতিনা বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল, তাহার পাশে একটা টোটাভর

।

জাবেরণ বলিলেন,"কাতিনা,আমি তোমাকে মুক্তিদান করিলাম, অল ব চলিয়া গিয়াছে।"

কাতিনা বলিল, "আমি তাহা জানি, সে যখন যায়, তখন আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম।"

জাবেরণ সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি তাহাকে দেখিয়াছিলে? তোমার বন্দুকটায় কি টোটা আছে?"

কাতিনা হাসিয়া বলিল, "হাঁ আছে, অলক যখন চলিয়া যায়, তখন ঐ জানালায় বসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম, আমার বন্দুকে টোটা ভরা ছিল, সে যেখান দিয়া যাইতেছিল তাহাতে একগুলীতেই আমি তাহার দূতগিরী শেষ করিতে পারিতাম, যাঁহাকে আমি ভালবাসি তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া আমি তাহা করি নাই।"

বেরণ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে সে, কাহাকে তুমি ভালবাস? তোমার হৃদয়ে যে স্নেহ-প্রেম আছে, তাহা পূর্ব্বে আমি জানিতাম না।"

কাতিনা বলিল, "কেন, আমি কি মানুষ নহি?"

জাবেরণ বলিলেন, "তুমি যে রমণী, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস হইল, তোমার হৃদয় আমার হৃদয়ের ন্যায় কঠোর তাহা স্নেহ-প্রেমের কোন ধার ধারে না, আমার হৃদয়ে একমাত্র স্বদেশানুরাগ ভিন্ন অন্য কোন বৃত্তির স্থান নাই; কিন্তু তুমি যে কাহাকেও ভালবাস, তোমার মুখে এ কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। সেই ভালবাসা লোকটী কে?"

কাতিনা জিজ্ঞাসা করিল, "তাহার নাম জানিতে চান? না, আপনাকে তাঁহার নাম বলিব না; কিন্তু রুসে তাঁহাকে চেনে, এমন কি, রুসিয়ার গুপ্তচর রসাকফ সে দিন প্রকাশ্য রাজপথে তাঁহার সহিত আমার অবৈধ সম্বন্ধের মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিল।"

জাবেরণ বলিলেন, "অন্য লোক, এমন কি, রসাকফ পর্য্যন্ত এ কথা জানে, কিন্তু আমাকে তাঁহার নাম বলিতে আপত্তি কি? তোমার জানা উচিত ছিল, এ কথা শুনিলে আমি সকল অপেক্ষা অধিক আনন্দিত হইতাম!"

কাতিনা এ কথার কোন উত্তর না দিয়া সপ্রেম-দৃষ্টিতে জাবেরণের

মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। জাবেরণ সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "এক এক সময় আমার সন্দেহ হইত, তুমি বুঝি আমাকেই ভাল-বাস, কিন্তু এমন অসম্ভব কথা কি সত্য হইতে পারে? জের্ণবা-রাজ্যের মধ্যে সকলেই আমাকে ভয়ঙ্কর শঠ ও ধূর্ত্ত বলিয়া জানে, আমার এক হাত ঠুঁটো, আমি প্রায় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, আপাততঃ আমার বয়স তোমার বয়সের দ্বিগুণ, আমার ন্যায় কদাকার লোক সংসারে অতি বিরল। কাতিনা, তুমি আমাকে ভালবাস, তোমার রুচির পরিচয় পাইয়া আমি হতজ্ঞান হই-তেছি, চারিদিকে কেমন সুন্দর সুন্দর রূপবান্ অল্পবয়স্ক পোলবুক থাকিতে শেষে তুমি কি একটা কদাকার বৃদ্ধের প্রেমে পড়িয়া গিয়াছ?"

জাবেরণ জানিতেন, জের্ণবা-রাজ্যে সৌন্দর্য্যে রাজ্ঞীর নীচেই কাতিনার আসন, কিন্তু কাতিনাকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প কোন দিন তাঁহার মাথায় আসে নাই; কাতিনার কথা শুনিয়া আজ তিনি তাহাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিলেন; তিনি সস্নেহে বলিলেন, "এস কাতিনা, তোমাকে প্রেমালিঙ্গন দান করি,তুমি বীরপুরুষের প্রণয়িনী হইবার যোগ্য।" জাবেরণ কাতিনার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। ঠিক সেই সময় কে দ্বারে করাঘাত করিল; জাবেরণ হুঙ্কার দিয়া বলিলেন, "কে ও?"

একজন সেক্রেটারী কতকগুলি জরুরী কাগজপত্র জাবেরণকে দেখা-ইতে আসিয়াছিলেন, জাবেরণ তাঁহাকে বলিলেন, "এখন আমার ফুরসুদ নাই, তুমি সয়তানের কাছে যাও।"

সেক্রেটারী আর কখনও জাবেরণকে এরূপ বিচলিত হইতে দেখেন নাই। তিনি কাগজপত্র লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কাতিনা জাবেরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি পূর্ব্বে আর কোন রমণীকে ভালবাস নাই?"

জাবেরণ বলিলেন, "না, কিন্তু এখন হইতে তোমার ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া আমি নারীজাতিকে ভালবাসিতে শিখিব।"

কাতিনা বলিল, "এ আনন্দ অর্লককে হত্যা করিয়া ফাঁসী যাওয়া অপেক্ষা অনেক বাঞ্ছনীয়।"

জাবেরণ বলিলেন, "তুমি তাহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, সে তোমাকে যে ভাবে লাঞ্ছিত করিয়াছিল, তাহার সহিত তুলনায় তাহাকে হত্যা করিলে তাহাকে এমন কি বিশেষ দণ্ড দেওয়া হইত? বন্দুকের এক গুলী, ক্ষণকালের জন্য বেদনা ও ছটফটানি, তাহার পর সব শেষ! তুমি তোমার প্রতি অত্যাচারের ও অপমানের প্রতিফল দিতে চাও? আমি তাহার উপায় বলিয়া দিতেছি, এই উপায় অবলম্বন করিলে অর্লক প্রাণে মরিবে না বটে, কিন্তু তাহার অন্তর্জ্বালা ও আক্ষেপের সীমা থাকিবে না।"

কাতিনা জাবেরণের হাত ধরিয়া বলিল, "কিন্তু প্রতিহিংসাসাধনের ইচ্ছা আর আমার নাই; প্রেম আমার জিঘাংসার স্থান অধিকার করিয়াছে।"

জাবেরণ বলিলেন, "তুমি তোমার প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ কর আর না কর, আমাদের জন্য তোমাকে একটা কাজ করিতে হইবে, কাজটা অত্যন্ত গোপনীয়, তুমি ভিন্ন আর কাহাকেও সে কথা বিশ্বাস করিয়া বলা যায় না।"

কাতিনা বলিল, "যদি স্ত্রীলোকের তাহা সাধ্য হয়, তবে আমি তাহা করিতে ক্ষণকালের জন্য কুণ্ঠিত হইব না।"

জাবেরণ কাতিনার দক্ষিণ হস্তখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিলেন, "আমি জানি, তোমার এই হস্ত লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ, কিন্তু লেখনী-চালনাতেও কি ইহা অসাধারণ নহে?"

কাতিনা সবিস্ময়ে জাবেরণের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,

"আমার লেখনী-চালনায় তোমার কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? তুমি কি আমাকে তোমার সেক্রেটারী নিযুক্ত করিবে? না, আমি তোমার সেক্রেটারী হব না; কাগজপত্র লইয়া তোমার দস্তখতের জন্য দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলে তুমি ত আমাকে সয়তানের কাছে পাঠাইয়া দিবে?"

জাবেরণ বলিলেন, "ও সকল কথা ছাড়িয়া দাও, লোকবিশেষকে সয়তানের কাছে পাঠাইতে হয়, আমি তোমাকে যে কাজের ভার দিতে চাই, সে কথা শুন, ইহা অত্যন্ত গুপ্ত কথা, এ কথা এত গোপনীয় যে, ইহা রাজ্ঞী বা তাঁহার মন্ত্রিগণেরও অজ্ঞাত।"

অনন্তর জাবেরণ কাতিনার কাণের কাছে মুখ আনিয়া নিম্নস্বরে তাহাকে কি বলিলেন, তাহার পর কণ্ঠস্বর উচ্চ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যাহা বলিলাম, তাহা পারিবে ত?"

কাতিনা বলিল, "তোমার মৎলব কি? তুমি কি আমাকে ফাঁসী দিতে চাও?"

জাবেরণ বলিলেন, "এরূপ অপরাধে আমি অনেকের ফাঁসী দিয়াছি বটে, কিন্তু আমি যাহা করিতে বলিতেছি, তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইলেও তোমার সে অপরাধ-মার্জ্জনা করা যাইবে, কারণ, ইহাতে রাজ্যের হিতসাধন হইবে। আমি যে কৌশল অবলম্বন করিতে চাহিতেছি, তাহা সফল হইলে ধূর্ত্ত অলক উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিবে। শঠের সহিত শঠতাচরণে কোন পাপ নাই। রুস-সম্রাটের কবল হইতে আমাদের এই রাজ্যটীকে রক্ষা করিতেই হইবে; কিন্তু আমি যাহা বলিলাম, ইহা ভিন্ন তাহার অন্য উপায় নাই। এ কার্য্যের ভার আর কাহাকেও দেওয়া যায় না, আমি জানি, আমার অপেক্ষা লেখনী-চালনায় তুমি সুদক্ষ, সুতরাং তোমার দ্বারা কার্য্য সফল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, আমাদের এই গুপ্তকথা আমরা কেবল দুই জন মাত্র অবগত আছি, এখন তুমি শুনিলে,

এই তিন জন ভিন্ন চতুর্থ ব্যক্তির কর্ণে এ কথা প্রকাশ করিলে আর তাহা গুপ্ত থাকিবে না ; সুতরাং আমি এ বিষয়ে অন্য কাহারও সাহায্যগ্রহণে ইচ্ছুক নহি। কেমন, তুমি পারিবে ত ?"

কাতিনা বলিল, "হাঁ, পারিব, আমাকে তুমি যাহা বলিবে, অসাধ্য না হইলে, জীবন দিয়াও তাহা সম্পন্ন করিব।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রুসিয়ার রাজদূত জের্ণবার রাজদরবারে যে দিন অপদস্থ হইয়া প্রস্থান করিলেন, সেই দিন রাজার ভিস্তুলা নামক রাজপ্রাসাদে ও প্রাসাদসংলগ্ন উপবনে একটী বলনাচের মজ্‌লীস হইয়াছিল। এই নৃত্যের একটু বিশেষত্ব ছিল, যে সকল মহিলা ও পুরুষ এই নৃত্যে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই মুখে মুখোস দিয়া ও বিচিত্র পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া ছদ্মবেশ ধারণ পূর্ব্বক নাচের মজ্‌লীসে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বর্ব্বোরাও এ দলে ছিলেন, এবং তাঁহারও ছদ্মবেশ ছিল। স্থির হইয়াছিল, তিনি পলের সহিত নাচিবেন, কিন্তু সর্ত্ত ছিল, অগণ্য রমণীরগুলীর মধ্য হইতে পল তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া লইবেন।

যথাকালে পল উপযুক্ত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া নাচের মজ্‌লীসে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার পরিধানে প্রাচীন পোল-জাতির পরিচ্ছদ ছিল; তাঁহার মাথার টুপীটী চতুষ্কোণ, পরিচ্ছদে জরির কাজই অধিক, কটিদেশে হীরকখচিত কোমরবন্ধ, তাহাতে সুদীর্ঘ তরবারি আবদ্ধ। মজ্‌লীসে আসিয়া তিনি বর্ব্বোরাকে খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন, তিনি ছদ্মবেশিনী অনেক সম্ভ্রান্ত-মহিলাকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও বর্ব্বোরা বলিয়া মনে হইল না। অবশেষে তিনি দেখিতে পাইলেন, বারান্দায় এক পাশে সন্ন্যাসিনীর বেশধারিণী একটী যুবতী বাগানের দিকে চাহিয়া আছেন, পল তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র সন্ন্যাসিনী-বেশধারিণী একবার মুখ ফিরাইয়া পলের দিকে চাহিলেন, তাঁহার মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত হইলেও চক্ষু দুইটীর সম্মুখে দুইটী গবাক্ষ ছিল, তাহার সাহায্যে তিনি পলের দিকে বিদ্যুৎকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পল সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরি, আপনার এমন উদাসিনীর পরিচ্ছদ কেন?"

সুন্দরী ধরা পড়িবার ভয়ে বিকৃতস্বরে বলিলেন, "এমন পবিত্র পরিচ্ছদে আপত্তি কি?"

পল বলিলেন, "প্রণয়ে বিরাগ না জন্মিলে কেহ এ পরিচ্ছদ সাধ করিয়া পরিধান করে কি?"

সুন্দরী বলিলেন, "প্রণয়ে যে আমার বিরাগ জন্মে নাই, তাহা কে বলিল?"

পল বলিলেন, "প্রণয়ে যদি বিরাগ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি প্রাচীন গ্রীকমন্দিরে যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই বিস্মৃত হইয়াছেন।"

সুন্দরী অবগুণ্ঠনের অন্তরাল হইতে সহাস্যে বলিলেন, "পল, তুমি দেখিতেছি আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছ; তুমি আমাকে অনেক জেরা করিলে, আমিও তোমাকে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব; তোমার এ প্রাচীন পোল-জাতির পরিচ্ছদ ধারণের কারণ কি?"

পল বলিলেন, "তুমি ইহাতে খুব সন্তুষ্ট হইবে, এইরূপই আমার মনে হইয়াছিল।"

বর্কোরা বলিলেন, "সত্যই তোমার পরিচ্ছদ দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি; আজ রাত্রে তুমি অনেক অদ্ভুত গুপ্তকথা শুনিতে পাইবে; এখনও নাচের সময় উপস্থিত হয় নাই, চল, আমরা বাগানে একটু বেড়াইয়া আসি।"

উভয়ে গল্প করিতে করিতে হাত-ধরাধরি করিয়া বাগানে প্রবেশ করিলেন। সেই উৎসবময়ী রজনীতে সেই প্রাসাদসংলগ্ন সেই উপবনটী অতি সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছিল, সুশীতল নৈশ সমীরণ-প্রবাহে চিরহরিৎ বৃক্ষপত্রগুলি যেন পুলকভরে সর সর করিয়া কম্পিত হইতেছিল,

বহুসংখ্যক কৃত্রিম নির্ঝর হইতে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় জলরাশি উর্দ্ধে বিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল; মেঘনির্ম্মুক্ত সুনীল আকাশে শশধরের মধুর হাসি এবং উপবনের মধ্যে শত শত বৃক্ষশাখায় বিচিত্র বর্ণের কাগজের লণ্ঠন, সকলে মিলিয়া সেই রাত্রিটীকে যেন অপ্সর-লোকের বিলাসিতা ও মাদকতায় পূর্ণ করিয়াছিল, দেখিয়া মনে হইত, সে যেন পরীর রাজ্য।

কথায় কথায় বর্ব্বোরা পলকে বলিলেন, "আমি ডিউককে বলিয়াছি, আমি কখনই তাহাকে বিবাহ করিতে পারিব না।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এই কথা শুনিয়া ডিউক কি বলিল ?"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "মুখে বিশেষ কিছু বলিল না বটে, কিন্তু ভাবে অনেক কথা প্রকাশিত হইল; দেখিলাম, আমার উপর তাহার ভয়ানক রাগ, কেবল রাগ বলিলেই ঠিক হইল না, সেই রাগের সহিত অবজ্ঞা, ঘৃণা, স্পর্দ্ধা সকলই মিশ্রিত ছিল, সে মন্ত্রীসভা হইতে পদচ্যুত হইয়াছে, প্রধান সেনাপতির পদ হইতেও অপসৃত হইয়াছে, সুতরাং এত অপমান সে যে সহজে পরিপাক করিবে, এরূপ আমার অনুমান হয় না, বিশেষতঃ তাহার মুরুব্বী একজন মহাশক্তিশালী ব্যক্তি। আমার বিশ্বাস, সে গোপনে গোপনে আমার বিরুদ্ধে কোন ষড়্‌যন্ত্র পাকাইয়া তুলিতেছে।"

পল বলিলেন, "আমার এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; যদি তুমি এখনও আমাকে তাহার সহিত ডুয়েল-যুদ্ধ করিতে দাও, তাহা হইলে তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করা কঠিন হয় না।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "না পল, তুমি তাহার সহিত কখনও যুদ্ধ করিতে পাইবে না; আমি বিশ্বাস করি, অসিযুদ্ধে তুমি ডিউককে পরাস্ত করিতে পার এবং তোমার অস্ত্র-নৈপুণ্যের কথা আমি জাবেরণের মুখেও শুনিয়াছি, কিন্তু এ রাজ্যে ডুয়েল-যুদ্ধ আইনানুসারে নিষিদ্ধ।

তুমি ডুয়েল-যুদ্ধ করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হও, ইহা আমার ইচ্ছা নহে; বিশেষতঃ যদি তুমি অসি-যুদ্ধে ডিউককে হত্যা কর, তাহা হইলে প্রবাসী রুযেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়া তোমাকে গোপনে গুলী করিয়া মারিতে পারে। আমি ডিউককে বিবাহ করিতে অসম্মত,ইহার কারণ যে তুমি,এ কথা প্রকাশ হইলে তোমার জীবনের আশঙ্কা আছে। জের্ণবা-রাজ্য অর্দ্ধ-সভ্য, গুপ্ত-হত্যাই এখানকার রাজনীতিযুদ্ধে জয়লাভের অস্ত্রস্বরূপ, আমার ইচ্ছা, তোমার পরিচ্ছদের নিম্নে জাবেরণের মত বর্ম্ম ব্যবহার কর।"

পল বলিলেন, "বর্ম্ম জিনিসটী ভাল, কিন্তু দেহে অধিকক্ষণ থাকিলে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে, আমি বর্ম্মব্যবহারের পক্ষপাতী নহি, যত দিন আমার দক্ষিণ হস্তে বল থাকিবে, যত দিন আমি তরবারি ধারণ করিতে পারিব, তত দিন পর্য্যন্ত আমার জন্য ভয় করিও না, কিন্তু এ কথা যাক্, বর্ব্বোরা, তুমি একবার তোমার অবগুণ্ঠন মোচন কর, তোমার মধুর মুখখানি একবার দেখিয়া লই।"

বর্ব্বোরা হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, এখানে অনেকের আগমন হইয়াছে, জাবেরণের মুখে শুনিয়াছি, রুস-গুপ্তচরের অভাব নাই, ছদ্মবেশের ভিতর দিয়া আমাকে কেহ চিনিতে না পারে, ইহাই আমার ইচ্ছা, আমি মুখ খুলিলেই কেহ না কেহ আমাকে দেখিয়া ফেলিবে।"

বর্ব্বোরা দেখিলেন, একজন সন্ন্যাসীবেশধারী ধীরে ধীরে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে বলিল,"ভ্রাতা তাঁহার দলস্থ ভগ্নীকে কয়েকটী কথা বলিতে ইচ্ছা করেন।"

বর্ব্বোরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে তোমাদের দলস্থ, তাহা কিরূপে বুঝিলে?"

সন্ন্যাসী বলিল, "স্বদেশপ্রেমিকের দল পরস্পরকে চিনিতে পারে।"

বর্ব্বোরা নিম্নস্বরে পলকে বলিলেন, "তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি শুনিয়া আসিতেছি।"

বর্ব্বোরা সন্ন্যাসীর সহিত দূরে প্রস্থান করিলেন। বর্ব্বোরার এই ব্যবহারে পল কিছুমাত্র বিস্মিত হইলেন না, তিনি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, "ট্র্যান্স ফিলার নামক যে সন্ন্যাসীর দল আছে, তাঁহাদের ধর্ম্মের আবরণ থাকিলেও স্বদেশই তাঁহাদের পূজার বস্তু, তাঁহাদের আগ্রহ ও চেষ্টা, পোলাণ্ডকে তাঁহারা স্বাধীন করিবেন। সহজ ভাষায় এই দলের নাম 'ষড়্‌যন্ত্রকারীর দল' বলা যাইতে পারে,কিন্তু ইহাঁরা স্বদেশপ্রেমিকের দল বলিয়াই বিখ্যাত। যে মঠে ইহাঁরা বাস করিতেন, সেই মঠের নাম ট্র্যানস্‌ ফিলারেসনের মঠ, এই মঠকে আমরা স্বদেশপ্রেমিকের মঠ বলিয়া উল্লেখ করিব। পল সেই ছদ্মবেশধারী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া মনে করিলেন, এ ব্যক্তি কোন বিশেষ সংবাদ লইয়া স্বদেশপ্রেমিকের মঠ হইতে আসিয়াছে।

বর্ব্বোরা প্রায় পনের মিনিটকাল সেই সন্ন্যাসীর সহিত দাঁড়াইয়া গল্প করিলেন, তাহার পর সেই সন্ন্যাসী তাঁহার হস্তে কয়েকখানি কাগজ দিলেন; বর্ব্বোরা কাগজ কয়খানি লইয়া চক্ষুর নিমিষে বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকাইয়া ফেলিলেন, সন্ন্যাসীও সেখান হইতে অদৃশ্য হইল।

এই সন্ন্যাসী চলিয়া যাইবার পর আর একজন ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী রাজ্ঞীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, আবার কিছুকাল তাঁহাদের দুজনের কথাবার্ত্তা চলিল, পল মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "সমস্ত রাত্রিই কি এই ভাবে সন্ন্যাসীদের আনা-গোনা চলিবে?"

বর্ব্বোরা পলের মনের ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "আর কোন সন্ন্যাসী আসিতেছে না। ঐ দেখ, মার্শেল জাবেরণ আসিতেছেন; আমি তোমার নিকট কোন কথা গোপন করিব না; আমার হইয়া জাবেরণ তোমার কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিবেন।"

জাবেরণ একটী কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে মণ্ডিত হইয়া মুখে মুখোস লাগাইয়া উপস্থিত হইলেও পল তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন।

জাবেরণ পলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কাপ্তেন উড্‌ভিলি, আজ আপনি এমন একটী ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবেন, যাহাতে অল্পদিনের মধ্যেই ইউরোপের মানচিত্র পরিবর্ত্তিত হইবার আশা আছে। রাজ্ঞী হঙ্গেরী রাজ্যের মুকুটহীন নরপতি লুই কুসুয়ের সহিত আজ রাত্রে একটী গুপ্ত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইবেন।"

এ কথা শুনিয়া পলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, তিনি স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জাবেরণ বলিতে লাগিলেন, "রাজ্ঞী আমাকে জানাইয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা, আপনিও এই স্বদেশপ্রেমিকের দলভুক্ত হউন, তিনি আমার নিকটে এই ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, আমি তাহাতে আপত্তি করি নাই; আমার বিশ্বাস, আপনি আমাদের সংকল্পের সমর্থন করিবেন, অন্ততঃ আমাদের গুপ্তকথা আপনার দ্বারা ব্যক্ত হইবার আশঙ্কা নাই। যাঁহারা এই দলভুক্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে প্রথমে শপথ করিতে হয় যে, তাঁহারা কোন কথা প্রকাশ করিবেন না।"

পল বলিলেন, "পৃথিবীতে আমি যাহা কিছু পবিত্র বলিয়া মনে করি, তাহার শপথ লইয়া বলিতেছি, আমার দ্বারা কোন গুপ্ত কথা ব্যক্ত হইবে না।"

জাবেরণ বলিলেন, "আপনার ন্যায় সাহসী সৈনিকের কথা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। এখন আমার বক্তব্য শ্রবণ করুন। আমাদের রাজ্ঞী নাতালি একটী গুপ্ত সম্প্রদায়ের অধিনেত্রী, রুসসম্রাট এই দলকে ষড়্‌যন্ত্রকারীর দল এই আখ্যা প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু এই দলের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। পোলাণ্ডকে রুসিয়ার অধীনতাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করাই এই দলের উদ্দেশ্য। আপনি যে দুইজন সন্ন্যাসীকে দেখিলেন, ইহাঁরা এই দলের দূত। প্রথম সন্ন্যাসীটী একজন পোল, তিনি ওয়ারস্‌ নগরের স্বদেশপ্রেমিকগণের প্রধান আড্ডা হইতে কতকগুলি মূল্যবান্ দলীলপত্র আনিয়াছিলেন, দ্বিতীয়

সন্ন্যাসী হঙ্গেরিয়া অধিবাসী, তিনি বুডা হইতে আসিয়াছেন, কসুয়ের সহিত সন্ধির সকল ভার লইয়া তিনি আমাদের রাজ্ঞীর সহিত সন্ধিবন্ধনের জন্য আসিয়াছিলেন। রাজ্ঞীর সহিত তাঁহার সাক্ষাতে যাহাতে কাহারও সন্দেহ না, হয় এই অভিপ্রায়ে আজিকার এই নৃত্যের আয়োজন; আমাদের চারিদিকে শত্রুপক্ষের চর যেরূপ ঘুরিতেছে, তাহাতে এরূপ সাবধানতার একান্ত আবশ্যক। বিশ্বাসঘাতক ডিউক অফ্ বোরা বল-রুমে নিশ্চিন্তভাবে আমোদে লিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কয়েকগজ দূরে এখানে কি কাণ্ড হইতেছে, তাহা তাহার স্বপ্নেরও অগোচর।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু এই ব্যাপারে হঙ্গেরীর কি স্বার্থ আছে?"

জাবেরণ বলিলেন, "হঙ্গেরী অষ্ট্রিয়ার অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভের জন্য বিপ্লবের আয়োজন করিতেছে: কয়েক মাসের মধ্যেই লুই কসুয়ের নেতৃত্বে হঙ্গেরী মস্তক উত্তোলন করিবে; তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী; হঙ্গেরী আবার ইউরোপে স্বাধীন রাজ্যসমূহের মধ্যে আসন লাভ করিবে, আমরা গোপনে হঙ্গেরীকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছি, যদি ঘুণাক্ষরে এ কথা প্রকাশ হয়, তাহা হইলে অষ্ট্রিয়া রুস-সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, সম্রাট্ সে সুযোগ ত্যাগ করিবেন না, অবিলম্বে জের্ণবা-রাজ্য হস্তগত করিয়া লইবেন। এই সকল কারণেই আমরা গোপনে হঙ্গেরীকে সাহায্য করিতেছি। অর্থ ও জাতীয় জীবনের শক্তি, বিপুল অর্থ না থাকিলে কেহ যুদ্ধ জয় করিতে পারে না, সে জন্য আমরা হঙ্গেরীকে বহু মুদ্রা ঋণদান করিতেছি; পোলাণ্ডে যখন স্বাধীনতার যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, তখন হঙ্গেরী সেই ঋণ পরিশোধ করিবে।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঙ্গেরীকে আপনারা কত টাকা ঋণ দিবেন?"

জাবেরণ বলিলেন, "একশত আশী কোটি রুবল; বলা বাহুল্য, আমরা এই টাকার নোট দিই নাই, স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রায় এই টাকা দিয়াছি, তাহার মধ্যে স্বর্ণালঙ্কার অনেক অল্প।"

পল বিস্ময়াভিভূত হইয়া বলিলেন, "পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা! কি আশ্চর্য্য! এই ক্ষুদ্র ক্ষেণবা রাজ্য হইতে এত টাকা কিরূপে উঠিল?"

জাবেরণ বলিলেন, "আপনি বিস্মিত হইবেন না, এ টাকা কেবল আমাদের রাজ্য হইতে উঠে নাই, পৃথিবীর যেখানে যত পোলাণ্ডের লোক আছে, তাহারা সকলে বহুদিন ধরিয়া স্বদেশের হিতার্থে এই টাকা গোপনে চাঁদা তুলিয়াছে, সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ তাঁহাদের হীরকরত্নাদি দান করিয়াছেন, এমন কি, সামান্য কৃষক, যে মজুরী করিয়া কয়েকটী পয়সা মাত্র উপার্জ্জন করে, সেও যথাসাধ্য সাহায্যদানে কুণ্ঠিত হয় নাই।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সকল অর্থ কোথায় সঞ্চিত আছে?"

জাবেরণ বলিলেন, "ট্র্যানস্ ফিলারেসনের মঠে, আমরা এখন হঙ্গেরীকে এ টাকা দিব, আবার আমাদের যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন ইহা হঙ্গেরীর নিকট ফেরৎ পাইব।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "পোলাণ্ডের কি সে সময় আসিবে?"

জাবেরণ বলিলেন, "হাঁ, নিশ্চয়ই আসিবে, যে দিন রুসিয়া বিপন্ন হইবে ইংরাজের সহিত তাহার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, সেইদিন পোলাণ্ড স্বাধীনতার সংগ্রাম আরম্ভ করিবে। রুসিয়ার সহিত ইংরাজের সংঘর্ষ শীঘ্র উপস্থিত হইবে, তাহার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে?"

জাবেরণ বলিলেন, "রুসিয়া সুলতানের রাজ্য দখল করিবার চেষ্টা করিতেছে, ইংরেজ কি তাহা সহ্য করিবেন?"

পল বলিলেন, "না, নিশ্চয়ই না, যতদিন পর্য্যন্ত লর্ড পামারষ্টোনের হস্তে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীত্বভার সমর্পিত আছে, ততদিন পর্য্যন্ত রুসিয়ার এই অনধিকারচর্চ্চা ইংলণ্ড কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইবে না।"

জাবেরণ পলের এই কথায় উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "আপনি সত্যই বলিয়াছেন, রুসিয়া যখন পদে পদে অপদস্থ হইবে, তাহার ধনভাণ্ডার

শূন্য হইবে, নব নব যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যখন তাহার সৈন্যগণ অধঃপতনের শেষ সীমায় উপস্থিত হইবে, তখন উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে চতুর্দ্দিকে ভীষণ দাবানল জ্বলিয়া উঠিবে, এই জাবেরণের অধীনে বিংশতি সহস্র অস্ত্রধারী সাহসী সৈন্য তাহাদের কোষবদ্ধ তরবারি উন্মোচিত করিবে; বীরবর কস্যুয়ের নেতৃত্বে সহস্র হঙ্গেরীয় সৈন্য আমাদের সাহায্যার্থ সীমান্তপ্রদেশ আচ্ছন্ন করিবে; এবং সকলে মিলিয়া, রুসিয়া পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে রাজ্য তস্করের ন্যায় অপহরণ করিয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। আমি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, সে সময় পোলাণ্ড স্বাধীন ছিল, আমি মৃত্যুকালে আবার পোলাণ্ডকে স্বাধীন দেখিয়া মরিব, ইহা ভিন্ন আমার অন্য উচ্চাভিলাষ কিছুই নাই; স্বদেশের কল্যাণের জন্য একবার আমি আমার দক্ষিণ হস্ত দান করিয়াছি, আর একবার আমার জীবন দান করিব। আর আমাদের রাজ্ঞী নাতালি—”

পল বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনাদের রাজ্ঞী কি করিবেন?”

জাবেরণ বলিলেন, “পোলাণ্ডের নেতৃগণ স্থির করিয়াছেন, রাজ্ঞী নাতালি যখন পোলাণ্ডের প্রাচীন রাজবংশসম্ভূত, তখন তাঁহাকেই স্বাধীন ও সুবিস্তীর্ণ পোলাণ্ডের রাজ্ঞী করা হইবে, কে বলিতে পারে, পোলাণ্ড, জের্ণবা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্য সম্মিলিত হইয়া একটী সাম্রাজ্য সংগঠন পূর্ব্বক নাতালিকেই তাহার সম্রাজ্ঞীপদে বরণ করিবে না? আমাদের রাজ্ঞী রূপে ও গুণে পৃথিবীর কোন্ সম্রাজ্ঞী অপেক্ষা হীন?”

পল বলিলেন, “আপনি বলিলেন, আপনাদের এই সকল গুপ্ত ধন ট্রান্‌স্‌ফিলারেসনের মঠে আছে, কিন্তু সংপ্রতি এখানকার প্রতিনিধি-সভায় দেবোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের একটী বিল লইয়া আলোচনা চলিতেছে; যদি এই বিল পাস হয়, তাহা হইলে তো এই সকল গুপ্তধন সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে।”

জাবেরণ বলিলেন, “হাঁ, রুসিয়ার ষড়্‌যন্ত্রেই এই বিলখানি যাহাতে পাস

হয়, প্রতিনিধি-সভায় রুস সভ্যগণ প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু আমাদের পোল-সভ্যগণ এই বিল অগ্রাহ্য করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। অন্যতম রুস-প্রতিনিধি লিপস্কি এই পাণ্ডুলিপির সৃষ্টি-কর্ত্তা; যদি এই বিল পাস হয়, তাহা হইলে তাহা আমাদের পক্ষে বড়ই অমঙ্গলের বিষয়; যদিও সাধারণ দেবোত্তর সম্পত্তি এই বিলের লক্ষ্য, তথাপি ট্র্যানস্‌ফিলারেসনের মঠই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য: রুসের সন্দেহ হইয়াছে, ইহা বিদ্রোহীদের একটা প্রধান আড্ডা, যদি রুসপক্ষীয়েরা একবার এই মঠে প্রবেশ করিতে পায়, তাহা হইলে তাহারা যে কেবল অন্যান্য ধনরত্নের সন্ধান পাইবে, এরূপ নহে. তাহারা আমাদের ষড়্‌যন্ত্রের অনেক সন্ধান অবগত হইবে, রুসিয়ার বহু দুর্গের নক্সা এই মঠে সংরক্ষিত আছে, তাহাও তাহাদের হস্তাগত হইবে, আর একটী গুরুতর কথা এই যে, এক লক্ষ সৈন্যের উপযুক্ত বন্দুক আমরা সংগৃহীত করিয়া রাখিয়াছি, এতদ্ভিন্ন এই মঠে এত বারুদ সঞ্চিত আছে যে, তাহার সাহায্যে সমগ্র জের্ণবা-রাজ্যটীকে উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে, নূতন কলের কামানও বহুসংখ্যক সংগৃহীত হইয়াছে, এজন্য এই মঠের অনেক সন্ন্যাসী নূতন নূতন যুদ্ধোপকরণ আবিষ্কারের জন্য দিবারাত্রি রসায়ন ও বিজ্ঞান লইয়া আলোচনা করিতেছেন, পোলাণ্ডের সহিত রুসিয়ার যে দিন যুদ্ধ উপস্থিত হইবে. তখন আমরা নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত এমন সকল কামান, বন্দুক ও সহজদাহ্য বিস্ফোরক পদার্থ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইব, যাহার কথা শুনিয়া সমগ্র সভ্যজাতি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইবে। এই সকল কারণে আমরা এই মঠে বাহিরের কোন লোককে প্রবেশ করিতে দিই না।”

পল বলিলেন, “এই জন্যই লিপস্কির বিল পাশে এত আগ্রহ।”

ক্যাবেরণ বলিলেন, “যদি এই বিল পাস হয়, তাহা হইলে মঠের সকল সম্পত্তিই স্বদেশ-প্রেমিকগণের হস্তচ্যুত হইবে, রুসিয়া আমাদের গুপ্ত ষড়্‌যন্ত্রের কথা জানিতে পারিবে, রুস-সম্রাট তখন যদি আমাদের এই রাজ্য

রাজেয়াপ্ত করেন, তাহা হইলে তাহা ইউরোপের চক্ষে দোষাবহ বলিয়া মনে হইবে না; সুতরাং যে উপায়েই হউক, এই বিল পাস হইতে দেওয়া হইবে না; আমার দেহে প্রাণ থাকিতে লিপস্কির বিল পাস হইতে দিব না।"

জাবেরণের কথা শেষ হইলে, বর্ব্বোরা পলকে বলিলেন, "সকল কথা শুনিলে ত, এখন তোমার মত কি?"

পল বলিলেন, "বর্ব্বোরা, আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি পোলাণ্ডের অধীশ্বরী হও; যেরূপ শুনিলাম, তাহাকে হয় ত ভবিষ্যতে আরও উচ্চ গৌরবের অধিকারিণী হইতে পার, কিন্তু তুমি যতই উচ্চে উঠিবে, তোমার ও আমার মধ্যে ব্যবধান ততই বিস্তৃততর হইবে।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "না পল, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে উঠিবে, ভারতে তুমি যে গৌরব ও খ্যাতি উপার্জ্জন করিয়াছ, ভবিষ্যতের যুদ্ধে তোমার অসি-বলে সেই গৌরব উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে, তখন তোমার সহিত আমার মিলনের পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক হইবে না।"

জাবেরণ বর্ব্বোরাকে বলিলেন, "আপনি কার্ডিনাল রাভেনাকে আমাদের এই ষড়্‌মন্ত্রের মধ্যে আনিতে অসম্মত কেন? তিনি যদি আমাদের দলভুক্ত হন, তাহা হইলে পোলাণ্ডের সমুদয় কাথলিক পাদরীকে আমদের সহায়তায় প্রবৃত্ত করিতে পারেন।"

বর্ব্বোরা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "কার্ডিনাল রাভেনার চরিত্র আমার অবিদিত নহে, সে লোকটা আমাদের বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য।"

ইতিমধ্যে প্রধান মন্ত্রী রাজিভিন ও রাজস্বসচিব ডোরিস্লাভ বিষণ্ণবদনে রাজ্ঞীর নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের ভাব দেখিয়া পল বুঝিলেন, তাঁহারা কোন মন্দ সংবাদ আনিয়াছেন। রাজ্ঞীর সহিত যদি তাঁহাদের কোন গুপ্তকথা থাকে, এই ভাবিয়া পল ধীরে ধীরে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

রাজিভিন রাজ্ঞীকে বলিলেন, "কসুয়ের সহিত সন্ধিপত্রে কি আপনি স্বাক্ষর করিয়াছেন?"

রাজ্ঞী বলিলেন, "হাঁ, সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে। হঙ্গেরীর দূত এক ঘণ্টা পূর্ব্বে এখান হইতে প্রস্থান করিয়াছে।"

রাজিভিন বলিলেন, "রাজ্ঞি, আমার বোধ হয়, আমরা সন্ধির সর্ত্তানুসারে কাজ করিতে পারিব না; মঠের সম্পত্তি বোধ হয় বাজেয়াপ্ত হইবে।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "আপনি কেন এ সন্দেহ করিতেছেন? প্রতিনিধি-সভায় কাথলিক পোল-সভ্যের সংখ্যা অল্প নহে, তাহারা কি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে?"

প্রধান মন্ত্রী রাজিভিন বলিলেন, "আজ সায়ংকালে, দেবোত্তর বাজেয়াপ্তি বিলের আলোচনা প্রতিনিধি-সভায় দ্বিতীয়বার উঠিয়াছিল। লিপস্কি বড় একটী কৌশল খাটাইতে উদ্যত হইয়াছে, সমগ্র কাথলিক মঠ সমূহে কত টাকার দেবোত্তর সম্পত্তি হস্তগত হইতে পারে, তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছে, এই তালিকাটী সম্পূর্ণ মন-গড়া; কারণ, আমাদের ট্র্যানস্‌ফিলাররেসনের মঠে কত টাকার সম্পত্তি আছে, সে ধারণাও তাহার নাই। যাহা হউক, এই তালিকা পাঠ করিয়া সে সভায় প্রস্তাব করে, যদি এই সকল সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আগামী তিন বৎসরের জন্য জের্ণবার সকল প্রজাকে ট্যাক্সের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইবে। এই কথা শুনিয়া সভার সভ্যগণের উৎসাহের সীমা রহিল না; তিন বৎসরের ট্যাক্স মাপের আশা পাইয়া আমাদের দলের অনেক সভ্য পর্য্যন্ত বাঁকিয়া বসিয়াছে, আমি হিসাব করিয়া দেখিলাম, আমাদের অপেক্ষা প্রতিপক্ষের সভ্যসংখ্যা এগার গুণ অধিক হইতেছে।"

জাবেরণ বলিলেন, "কেবল ট্যাক্স মাপের আশা নয়, অর্লকে-প্রদত্ত উৎকোচও ইহার অন্যতম কারণ।"

রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সভায় সকল সভ্যই কি উপস্থিত ছিলেন?"

রাজিভিন বলিলেন, "প্রতিপক্ষের সকলেই উপস্থিত ছিলেন, তিনজন ব্যতীত আমাদের দলেরও সকলে ছিলেন।"

রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের দলের কোন্ তিনজন সভায় উপস্থিত হন নাই ?"

রাজিভিন বলিলেন, "মার্শেল জাবেরণ, কার্ডিনাল রাভেনা ও ডিউক অফ্ বোরা।"

রাজ্ঞী বলিলেন,"ডিউক অফ্ বোরা এখনও শত্রুপক্ষে যোগ দান করেন নাই ? তাঁহাকে বিপক্ষ-দলেই ধরিয়া রাখুন ; তাহা হইলে প্রতিপক্ষের সংখ্যা আমাদের দল অপেক্ষা বার জন অধিক হইবে ; কার্ডিনাল ও জাবেরণের ভোট ধরিলে দশটী অধিক থাকিবে ; এই পাণ্ডুলিপি পাস্ বা অগ্রাহ্য হইবার শেষ দিন কবে ?"

রাজিভিন বলিলেন, "আর ঠিক এক সপ্তাহ আছে।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "দেখিতেছি, আমাদের বিরুদ্ধে দশটী ভোট অধিক,যদি আমরা কোনরূপে আর ছয়টী মাত্র ভোট সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের ভোট মোটের উপর দুইটী অধিক হইবে। যেমন করিয়াই হউক,আমাদের এই ছয় ভোট সংগ্রহ করিতেই হইবে, অধিক না হয়, ক্ষতি নাই।"

রাজিভিন গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ইহা যে সম্ভবপর হইবে, তাহা আমার বোধ হয় না।"

জের্ণবা-রাজ্যের স্বাধীনতার সনন্দ দগ্ধ হইয়াছে, লিপস্কির বিলও সম্ভবতঃ পাস হইয়া যাইবে ; বর্ব্বোরার সিংহাসন যে অধিক দিন স্থায়ী হইবে না, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়া ক্ষুণ্ণ হইলেন।

পর্ল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি যখন এ রাজ্যের রাজ্ঞী, তখন আপনি কি এই বিল না-মঞ্জুর করিতে পারেন না ?"

রাজ্ঞী বলিলেন, "সনন্দের সর্ত্তানুসারে জের্ণবা-রাজ্যের রাজা বা রাণীকে

প্রতিনিধি-সভার অধিকাংশ সভ্য কর্ত্তৃক স্বীকৃত বিল পাস করিতেই হয়; ইহাতে অসম্মত হইলে প্রতিনিধি-সভা রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রসিয়ার নিকট অভিযোগ করিতে পারে এবং এই সকল প্রবলশক্তি রাজা বা রাণীকে স্বাক্ষরে বাধ্য করিতে পারেন।”

রাজস্বসচিব ডোরিস্লাভ বলিলেন, “লিপস্কি ও তাহার প্রবাসী রুস অনুচরগণ শক্তিপুঞ্জের এরূপ সহায়তা প্রার্থনা করিলে, তাহার ফল কিরূপ বিষময় হইতে পারে, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।”

বর্ব্বোরা বলিলেন, “যদি প্রতিনিধি-সভা ভঙ্গ করিয়া আমি নূতন সভ্য-নির্ব্বাচনের আদেশ প্রদান করি, তাহা হইলে কি হয়?”

রাজিভিন বলিলেন, “ফল সমানই হইবে, আমাদের বিরুদ্ধেই ভোট অধিক হইবে।”

পল বলিলেন, “বিলের মধ্যে এই একটা ধারা বসান যে, ট্র্যান্স ফিলারেসনের মঠ দেবোত্তর সম্পত্তির তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।”

রাজিভিন বলিলেন, “তাহাতে কোন ফল হইবে না, প্রকৃত প্রস্তাবে এই মঠটী বাজেয়াপ্ত করিবার জন্যই এই বিল।”

পল বলিলেন, “তাহা হইলে ক্রমওয়েলের পন্থা অবলম্বন করুন; যেদিন ভোট লওয়া হইবে, সেদিন সভার দ্বারদেশে অস্ত্রধারী প্রহরী নিযুক্ত করুন, তাহারা বিরুদ্ধমতাবলম্বী সভ্যদের তাড়াইয়া দিবে, কিংবা আর এক কাজ করিলেও হয়, পূর্ব্বদিন রাত্রে বিপক্ষগণের কতকগুলি সভ্যকে একদিনের জন্য বন্দী করিয়া রাখুন।”

বর্ব্বোরা বলিলেন, “ইহা বে-আইনী হইবে; বিপক্ষদল ইহাতে সনন্দের সর্ত্ত লঙ্ঘিত হইয়াছে বলিয়া ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের সাহায্যপ্রার্থী হইতে পারে।”

পল বলিলেন, “তাহা হইলে মঠ হইতে গুপ্তধন ও অস্ত্রশস্ত্রগুলি গোপনে স্থানান্তরিত করুন।”

রাজস্বসচিব ডোরিয়াভ বলিলেন, "মঠে পাহারা বসিয়াছে, আমাদের বেতনভোগী প্রহরীরাই লিপস্কির ধূর্ত্ততায় আমাদের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে; মঠ হইতে যে বাহিরে আসিতেছে, তাহারই বস্ত্রাদি পরীক্ষা করা হইতেছে।"

পল বলিলেন, "উৎকোচদানে কি এই সকল প্রহরীকে বশীভূত করা যায়না?"

ডোরিয়াভ বলিলেন, "লিপস্কির গোয়েন্দারা দিবারাত্রি মঠের চারিদিকে ঘুরিতেছে।"

পল বলিলেন, "তাহা হইলে গুপ্তধন ও অস্ত্রশস্ত্র মাটী খুঁড়িয়া পুতিয়া ফেলিবার আদেশ দিউন।"

ডোরিয়াভ বলিলেন, "তাহাও নিষ্ফল; লিপস্কি এই বিল পাশ হইলে, মঠে প্রবেশ করিয়া মাটী খুঁড়িয়া, এমন কি, প্রাচীর পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া গুপ্তধনের অনুসন্ধান করিবে; সে যে দেবোত্তর সম্পত্তির খানাতল্লাসীর একজন কমিশন নিযুক্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

অনেকক্ষণ চিন্তার পর ডোরিয়াভ বলিলেন, "যদি এই বিল পাস হয়, তাহা হইলে ষড়্যন্ত্র গোপনে রাখিবার একটী মাত্র উপায় আছে, অন্ধকার রাত্রে সন্ন্যাসীরা সকলেই মঠ ত্যাগ করিয়া আসিবেন, আসিবার সময় তাঁহারা বারুদখানায় একটী পলিতা যোগ করিয়া তাহাতে দিয়েশলাই ধরাইয়া আসিবেন।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "এত কালের আয়োজন এইভাবে নষ্ট হইবে?"

এইভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া আন্দোলন চলিল, কিন্তু কোন মীমাংসাই হইল না। বর্ব্বোরা জাবেরণের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিলেন, "আশ্চর্য্যের কথা এই যে, মার্শেল এখন পর্য্যন্ত একটী কথাও বলেন নাই, আমার বিশ্বাস, তিনি বসিয়া বসিয়া কোন একটা ফন্দী বাহির করিতেছেন। জাবেরণ, তোমার শত্রুরা তোমাকে সয়তান বলিয়া থাকে, এই বিপদ্ হইতে

উদ্ধারের জন্য তুমি তোমার সয়তানী বুদ্ধির সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিতেছ না ?"

জাবেরণ বলিলেন, "রাজ্ঞি, আমার মনে হয়, এভাবে ইঁদুরের পরামর্শে সময় নষ্ট করা উচিত নয়, আপনি নিশ্চিন্ত হউন, লিপস্কির বিল কিছুতেই পাস হইবে না। এখনও এক সপ্তাহ বিলম্ব আছে, আমি কাহাকেও এক পয়সা ঘুস দিব না, কাহাকেও ভয় প্রদর্শন করিব না, কাহারও উপর অত্যাচার করিব না, তথাপি প্রতিধ্বনি-সভা এই বিল অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইবেন।"

প্রধান সচিব রাজিভিন বলিলেন, "আপনি এ অতি অসম্ভব কথা বলিতেছেন, ইহা কিরূপে যে সম্ভব, তাহা আমার ধারণার অতীত; আপনি কি করিতে চান ?"

জাবেরণ বলিলেন, "যাহা আপনার ধারণার অতীত, তাহা আপাততঃ আপনার শুনিবার আবশ্যক নাই; আমার মনের ভাব ব্যক্ত হইয়া পড়িলে, আমাদের পরাজয় সুনিশ্চিত; কার্য্যোদ্ধারের পূর্ব্বে আমার গুপ্ত অভিসন্ধি কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না।"

বর্ব্বোরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের রাজ্ঞীর নিকটেও প্রকাশ করিবে না ?"

জাবেরণ হাসিয়া বলিলেন, "আপনার নিকটেও কোন মতেই নহে।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "তুমি যখন এ কথা বলিতেছ, তখন তাহা জানিবার জন্য আমি কৌতূহল প্রকাশ করিব না; তুমি যখন যে কার্য্যের ভার লইয়াছ, কোন দিন তাহা অসম্পূর্ণ রাখ নাই।"

জাবেরণ বলিলেন, "এবারও আমার কথার খেলাপ হইবে না, যদি হয়, সেই দিন হইতে আমি আমার তরবারি ত্যাগ করিব।"

বর্ব্বোরা জাবেরণের এই কথায় নিশ্চিন্ত হইয়া পলকে বলিলেন, "এ কথা লইয়া আমাদের আর মাথা ঘামাইবার আবশ্যক নাই, নাচের সময় হইয়াছে,

চল আমরা যাই, জাবেরণ, তুমি আমার এই কাগজপত্র রাখ; ইহা যদি দৈবাৎ কোথাও পড়িয়া যায়, তাহা হইলে বিপদের সীমা থাকিবে না।"

বর্কোরা দলের সহিত প্রস্থান করিলে, জাবেরণ দুই এক পা করিয়া নাচঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন, পথিমধ্যে ডিউক ও তাঁহার দুইজন অনুচরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, বিল পাস হইবে, এই আশায় ডিউকের আনন্দের সীমা ছিল না; তিনি জাবেরণকে সম্মুখে দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন, ' কি হে মার্শেল,আজ বোধ হয়, রাণীর মেজাজ ভাল নাই,তোমাকেও সভায় দেখা যায় নাই, বোধ হয়. শুনিয়াছ, বাজেয়াপ্তির আইন পাস হইবার আর বড় বিলম্ব নাই।"

জাবেরণ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন "পাস হইবে? বলেন কি? আমি থাকিতেই বিলটা পাস হইয়া যাইবে, অসম্ভব।"

ডিউক অফ বোরা বলিলেন, "আজিকার সভায় আমিও যাই নাই, শুনিলাম, বিলের প্রস্তাব উঠিয়াছিল, স্থির হইয়াছে, বিলের পক্ষে এগারটী ভোট অধিক হইবে।"

জাবেরণ বলিলেন, "সভার তৃতীয় অধিবেশনে এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে, তাহার এখনও এক সপ্তাহ বিলম্ব আছে; ইহার মধ্যে কত কি ঘটিতে পারে, কে জানে?"

ডিউক অফ্ বোরা বলিলেন, "তুমি কি মনে কর, আজ যাহারা সপক্ষে মত দিয়াছে, সাত দিন পরে তারা বিপক্ষে মত দিবে?"

জাবেরণ অচঞ্চল-স্বরে বলিলেন, "হাঁ, তাহাই আমার বিশ্বাস, আগামী সপ্তাহে বিলের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির দিন সমস্ত সভ্যই সভায় উপস্থিত থাকিবেন। পাদরী রাভেনা রোমে গিয়াছেন, তিনি যদি ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে সেদিন সভায় একশত কুড়িজন সভ্যকেই উপস্থিত দেখিব। এই একশত কুড়িজনের মধ্যে অন্ততঃ সত্তর জন এই বিলের বিপক্ষে ভোট দিবে।"

ডিউক বলিলেন, "তুমি কি বলিতে চাও, কুড়ি ভোট অধিক পাইবে?"

জাবেরণ বলিলেন, "হাঁ, অন্ততঃ কুড়ি ভোট অধিক হইবে।"

ডিউক বলিলেন, "কত টাকা বাজি রাখিতে চাও?"

জাবেরণ বলিলেন, "কত টাকা বাজি রাখিলে খুসী হন, তাহাতেই আমি স্বীকার, বেশীও রাখিতে পারি।"

ডিউক বলিলেন, "পাঁচহাজার টাকা।"

জাবেরণ বলিলেন,"টাকার পরিমাণ দেখিয়া মনে হইতেছে,ও বিল পাস হওয়া সম্বন্ধে আপনারও সন্দেহ আছে।"

ডিউক উৎসাহের সহিত বলিলেন, "তাহা হইলে আমি দশহাজার টাকা বাজি রাখিলাম; বিলের বিরুদ্ধে অন্ততঃ ৭০ ভোট কম হইবে।"

জাবেরণ বলিলেন,"আপনি যে বাজি রাখিলেন, তাহা লেখা-পড়া করিয়া দিউন। আমি লিখিয়া দিতেছি, বিলের বিরুদ্ধে যদি অন্ততঃ কুড়ি ভোট অধিক না হয়, তাহা হইলে আমি দশ হাজার টাকা দিব।"

তৎক্ষণাৎ কাগজ-কলমে লেখা-পড়া হইয়া গেল। ডিউক বলিলেন "কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরও একটী কথা আছে, যদি তোমরা উৎকোচ দ্বারা কাহাকেও বশীকৃত করিয়া এই বিল না-মঞ্জুর করিবার চেষ্টা কর,তাহা হইলে বাজির টাকা পাইবে না।"

জাবেরণ সহাস্যে বলিলেন, "উৎকোচের কথা যদি বলেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে লিপস্কি অথবা তাঁহার মুরুব্বি অর্লকের যেরূপ হাতযশ আছে, আমাদের ততখানি নাই; আর আপনি ত হাতে কলমে সকলই করিতেছেন, আপনাকে এ কথা বলাই বাহুল্য।"

ডিউক এই কথায় চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু তাহা ধূর্ত্ত জাবেরণের দৃষ্টি অতিক্রম করিল না, তাহা লক্ষ্য করিয়া জাবেরণ বলিলেন, "দেখুন ডিউক, যবনিকার অন্তরালে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহা কিছুই আমাদের অজ্ঞাত নহে। ওয়ারসার রাজপ্রাসাদে বসিয়া অর্লক সুতা টানিতেছেন,

আর স্নাভোবিচের প্রতিনিধি-সভায় বসিয়া তাঁহার অর্থভোগী অপদার্থগুলা নাচিতেছে; আগামী সপ্তাহে আমি এই সূতা ছিঁড়িব, তখন দেখিবেন, তাহারা আমার সুরে সুর দেয় কি না।"

জাবেরণ যে গুপ্ত ষড়যন্ত্রের এতখানি সংবাদ রাখেন, ইহা ভাবিয়া ডিউক অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন; এ পর্য্যন্ত সকল বিষয়েই জাবেরণ তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া আসিয়াছেন, এই বিল উপলক্ষ্যেও কি জাবেরণ যাহা বলিতেছেন তাহাই ঘটিবে? কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তিনি বলিলেন, "কিন্তু মার্শেল, তুমি অত্যন্ত দুঃসাহসিকের মত কথা বলিতেছ; আমার বিশ্বাস, আমি বাজি জিতিব।"

জাবেরণ হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু টাকাগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে ভুলিবেন না।"

ডিউক সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলঘরে প্রবেশ করিলেন।

প্রধান মন্ত্রী রাজিভিন বলিলেন, "রাজ্ঞী ডিউককে মন্ত্রীসভা হইতে পদচ্যুত করায় উনি বড়ই চটিয়াছেন, প্রতিপক্ষের সহিত যোগ দিয়াছেন।"

জাবেরণ বলিলেন, "হাঁ, ডিউকের সুযোগ খসিয়া পড়িয়াছে, এখন নিজমূর্ত্তি বাহির করিয়াছেন; বড় আশা, জের্ণবার সিংহাসন অধিকার করিবেন।—যে কয়দিন বাঁচিয়া আছ, আস্‌মানসে কেল্লা বানাও; ১৫ই সেপ্‌টেম্বর তোমার শেষদিন।"

ডোরিস্নাভ বলিলেন, "১৫ই সেপ্‌টেম্বর তো আমাদের রাজ্ঞীর মুকুটোৎসবের দিন, সেদিন কি হইবে?"

জাবেরণ বলিলেন, "ডোরিস্নাভ, আমি ভবিষ্যৎ বলিতে জানি, সেই দিন ডিউকের পরমায়ু শেষ হইবে।"

রাজিভিন ও ডোরিস্নাভ এই কথা শুনিয়া স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহারা জানিতেন, জাবেরণের মুখ হইতে কখনও বাজে কথা বাহির হয় না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রতিনিধি-সভায় যেদিন নূতন দেবোত্তর সম্পত্তির বাজেয়াপ্তির বিল মঞ্জুরের জন্য শেষবার উত্থাপিত হইল, সেদিন সভার চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল ; অস্ত্রধারী প্রহরিগণ সভাগৃহে দ্বারদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে পাহারায় বসিল, সকলেরই আতঙ্ক হইতে লাগিল, শান্তিভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী।

বলা আবশ্যক, ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার অধিবেশন যেমন রাত্রিকালে হইয়া থাকে, জের্ণবা-রাজ্যের প্রতিনিধি-সভার অধিবেশনও সেইরূপ রাত্রিকালে হইত। সাধারণের যেরূপ মনের ভাব দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে সকলেরই বিশ্বাস হইয়াছিল, এ বিল নিশ্চয়ই পাস হইবে, কারণ, তিন বৎসরের জন্য সর্ব্বসাধারণের ট্যাক্স মাপের প্রলোভন বড় অল্প প্রলোভন নহে, কিন্তু রাজ্ঞী জাবেরণের আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলেন।

যেদিন প্রতিনিধি-সভায় এই বিল উত্থাপিত হয়, সেদিন অপরাহ্নে রাজধানীর প্রান্তবর্ত্তী মাঠে রাজকীয় সৈন্যগণের কৃত্রিমযুদ্ধ-প্রদর্শনী হইয়াছিল, রাজ্ঞী সেই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রাজ্ঞী যুদ্ধ-প্রদর্শনী শেষ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তিনি যে ল্যাণ্ডো গাড়ীতে উপবিষ্ট ছিলেন, সেই গাড়ীতে তাঁহার সম্মুখে রত্নাসনে পল ও রাজিভিন পাশাপাশি বসিয়া ছিলেন, সেই গাড়ীর ঠিক-পশ্চাতেই কতকগুলি অস্ত্রধারী অশ্বারোহী সৈন্যের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়া জাবেরণের অশ্ব ধাবিত হইতেছিল।

রাজধানীতে প্রবেশ করিবার কিছু পূর্ব্বে তাঁহারা একটী অরণ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন, পথের পাশেই এ অরণ্য, অরণ্যপ্রান্তে একটী প্রকাণ্ড

গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া দুইজন লোক একখানি খবরের কাগজ পাঠ করিতেছিল; লোক দুইটীকে দেখিয়া ভদ্রলোক বোধ হয় না, তাহাদের একজনের দাড়ী কালো ও অন্য জনের দাড়ী লাল।

রাজ্ঞীর গাড়ী কয়েকগজ দূরে দেখিয়া এই দুইজন লোক খবরের কাগজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল; তার পর যাহার দাড়ী লাল সে বস্ত্রান্তরাল হইতে একটী পিস্তল বাহির করিয়া গুলী ছুড়িল।

রাজ্ঞী এই দুইজন লোককে দেখিতে পান নাই, তিনি তখন প্রধান মন্ত্রীর সহিত বিল সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। একটী গুলী রাজ্ঞীর টুপী ভেদ করিয়া চলিয়া গেল; সঙ্গে সঙ্গে আর এক গুলী, সেই গুলীটী তাঁহার ললাটের এত নিকট দিয়া গেল যে, তাহার উত্তাপ পর্য্যন্ত তিনি অনুভব করিতে পারিলেন।

উভয় গুলী ব্যর্থ হইল দেখিয়া আততায়ীদ্বয় দ্রুতবেগে জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল; জাবেরণ একটু দূরে ছিলেন, তিনি এই ব্যাপার দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সৈন্যদের আদেশ দিলেন, "গুলী কর।"

জাবেরণের মুখ হইতে এই আদেশ উচ্চারিত হইবামাত্র দ্বাদশ জন সৈনিকের বন্দুক হইতে যুগপৎ ধূমানল-শিখা নির্গত হইল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আততায়ী তখন ভাসিয়াছে।

পল ও রাজিভিন গাড়ীর উলটাদিকে বসিয়া ছিলেন, সুতরাং মুহূর্ত্তমধ্যে কি কাণ্ড সংঘটিত হইল, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না, বন্দুকের শব্দে চমকিয়া তাঁহারা সেই দিকে সভয়ে চাহিলেন। পরমুহূর্ত্তেই রাজিভিন রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ত আহত হন নাই?"

রাজ্ঞী বলিলেন, "না, গুলী ব্যর্থ হইয়াছে।"

পল বলিলেন, "পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ. কাউণ্ট, আপনি রাজ্ঞীর পাহারায় থাকিলেন. আমি সেই নরপিশাচদের শিক্ষা দিয়া আসি।"—পল মুহূর্ত্তের জন্য গাড়ী থামাইয়া একলম্ফে নিম্নে অবতরণ করিলেন, তাহার

পর আততায়ীরা যেদিকে দৌড়াইয়াছিল, রাইফলে-হস্তে সেই দিকে ছুটিলেন।

কিন্তু অল্প দূর গিয়াই তাঁহার সম্মুখে ঘনকাণ্ডবিশিষ্ট কতকগুলি বৃক্ষ তাঁহার পথ রোধ করিল, তিনি আর দৌড়িতে পারিলেন না, তথাপি সেই সকল বৃক্ষের অন্তরালপথে গুঁড়ি মারিয়া অতি সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইলেন।

পল আততায়ীদ্বয়ের অনুসরণ করিবার পর-মুহূর্ত্তেই জাবেরণ ও তাঁহার আর্দ্দালি নিকিতা কতকগুলি সৈন্য সঙ্গে লইয়া সেই দিকে ছুটিলেন।

পল কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, কয়েক গজ দূরে আততায়ীদ্বয় পলাইতেছে,কিন্তু তাহারা না দৌড়াইয়া ক্যাঙ্গারুর মত লাফাইয়া লাফাইয়া যাইতেছে; তাহারা এ ভাবে কেন যাইতেছে, পল তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, পল তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িলেন ও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিলেন,কিন্তু দুই পা অগ্রসর না হইতেই মাটীতে আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

তখন আততায়ীদ্বয় অদৃশ্য হইয়াছিল, পল উঠিয়া আবার দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন, কিন্তু আট দশ পা যাইতে না যাইতে আবার সেই ভাবে আছাড় খাইলেন, তিনি উঠিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, দশ বার হাত অন্তর প্রায় দুই হাত উচ্চ করিয়া তারের বেড়া দেওয়া রহিয়াছে। পল বুঝিলেন, আততায়ীরা অনুসরণকারিদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার মৎলবেই পূর্ব্ব হইতে এই উপায় অবলম্বন করিয়া রাখিয়াছিল এবং তাহারা তারের অস্তিত্ব অবগত ছিল বলিয়াই ক্যাঙ্গারুর মত লাফাইয়া লাফাইয়া সেই সকল তারের বেড়া উল্লঙ্ঘন করিতেছিল।

সেখান হইতে প্রায় একশত গজ গিয়া পল দেখিলেন, সম্মুখে আর পথ নাই। দুর্গম বনভূমি প্রাচীরের ন্যায় সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে। আততায়ীদের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন তাহারা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়াছিল।

পল সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া একটু পরিষ্কার স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেখান হইতে দুইটী রাস্তা বিভিন্ন দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেই উভয় রাস্তার কোন্ রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইলে আততায়ীদের ধরা যাইতে পারে, পল ইহাই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সসৈন্যে জাবেরণ সেখানে উপস্থিত হইলেন, জাবেরণ একটী পথের কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, পথিপ্রান্তে একটী লাল টুপী পড়িয়া রহিয়াছে, এই টুপীতে রুস-সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত একটী সীসার মেডেল লাগান হইল। নিকিতা সেই টুপী দেখিয়া বলিল, "আমি এই টুপী কালো দাড়ীওয়ালা লোকটীর মাথায় দেখিয়াছিলাম।"

জাবেরণ পলকে বলিলেন, "আততায়ীরা তাহা হইলে এই পথেই আসিয়াছে, আপনি এই পথে তাহাদের অনুসরণ করুন, আমি অন্য পথে সসৈন্যে যাইতেছি। আজ হতভাগাদের ধরাই চাই।"

পল আবার রাইফেল-স্কন্ধে ছুটিলেন। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, সেই পথটী মহা কর্দ্দমসঙ্কুল জলার মধ্যে পড়িয়া অদৃশ্য হইয়াছে।

পল নিরাশ হইয়া বলিলেন, "তাহারা নিশ্চয়ই এ পথে আসে নাই, বোধ হয়, জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া আছে।"

পল প্রত্যাগমন করিলেন, পথে জাবেরণ ও তাঁহার সৈন্যগণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। জাবেরণ বলিলেন, "উহারা এই দুই পথের এক পথেও পলায় নাই, আমার বিশ্বাস, তাহারা জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া আছে, আমি সসৈন্যে এই জঙ্গল ঘেরাও করিব। তাহারা পলাইবে কোথায়?"

নিকিতা জিজ্ঞাসা করিল, "মার্শেল, যে লোকটা রাজ্ঞীকে গুলী করিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়াছিলেন কি?"

জাবেরণ বলিলেন, "না, তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই।"

নিকিতা বলিল, "আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, সে রসাকফ, আমি তাহাকে ভাল করিয়াই দেখিয়াছিলাম।"

পল বলিলেন, "আমি রসাকফকে চিনি, রসাকফের মত উহার লাল দাড়ী হইলেও রসাকফ অপেক্ষা দীর্ঘকায়।"

নিকিতা বলিল, "আমার দৃষ্টির যে ভ্রম হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করি না। সে নিশ্চয়ই রসাকফ।"

পল বলিলেন, "হতভাগাদের ধরিতে পারিলেই এ তর্কের মীমাংসা হইবে।"

তখন পল, জাবেরণ ও সঙ্গী সৈন্যগণ অরণ্য বেষ্টন করিবার অভিপ্রায়ে ফাঁকা মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িলেন, হঠাৎ দূরে প্রান্তরের প্রান্তসীমায় তাঁহাদের দৃষ্টি পতিত হইল, তাঁহারা দেখিলেন, তিনজন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে রুস-সীমার দিকে ধাবিত হইয়াছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহারা অদৃশ্য হইল।

জাবেরণ বলিলেন, "আর অনুসরণ নিষ্ফল, আততায়ীরা ঐ দেখুন পলাইতেছে। আমার বিশ্বাস, তৃতীয় কোন ব্যক্তি উহাদের দুইটী অশ্ব লইয়া অরণ্যপ্রান্তে কোথাও প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া উহারা পলাইতেছে, বোধ হয়, দশ মিনিটের মধ্যে নিশ্চয়ই উহারা রুস-সীমায় পদার্পণ করিবে।"

তখন পল ও জাবেরণ সৈন্যগণের সহিত রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; একটা অনির্দ্দিষ্ট অমঙ্গলের আশঙ্কায় পল অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন।

* * * * * *

ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইল, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিনিধি-সভার উৎসাহ ও উন্মাদনার সীমা রহিল না, দলে দলে সভ্যগণ সভায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন, আলোকমালায় সভাগৃহ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল, সকলের

দিবাভ্রম হইতে লাগিল, কখন্ রাত্রি বারটা আসিবে, এই আশায় সকলেই অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সভায় পোল, রুস, ইহুদী, তাতার, কসাক, হঙ্গেরিয়ান, রোমানীয়ান, সার্ভিয়ান প্রভৃতি বহু দেশের বিভিন্নজাতীয় লোক সভার কার্য্য দেখিতে আসিল। সভার সকল লোকই দুইভাগে বিভক্ত;—এক ভাগ বিল পাসের দিকে, আর এক ভাগ বিল নামঞ্জুরের দিকে; প্রথম দলের প্রায় সকলেই প্রবাসী রুস, দ্বিতীয় দলের সকলেই পোল।

পোলেরা এমন উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, লিপস্কিকে ধরিয়া ধনঞ্জয়দানের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহারা ষড়যন্ত্র আঁটিতে লাগিল; লিপস্কি প্রাণ বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে সভা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

অবশেষে সভাপতির ঘণ্টাধ্বনি হইলে, দর্শকগণ অপেক্ষাকৃত সংযতভাব ধারণ করিল, লিপস্কিও সময় বুঝিয়া ধীরে ধীরে অতি সাবধানে সভার দিকে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, "মন্ত্রিসভার সদস্যগণ ভাড়াটে গুণ্ডা আনিয়া বিলের পক্ষপাতী সভ্যগণকে অত্যন্ত অপমানিত করিয়াছেন; এমন কি, গুণ্ডারা বিলের পক্ষপাতী কোন কোন সভ্যকে সভায় প্রবেশ করিতে দিতেছে না।"

জাবেরণ তৎক্ষণাৎ সভায় দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "প্রবাসী রুসেরাই ভাড়াটে গুণ্ডা আনিয়া নিরীহ পোল-প্রতিনিধিদের উপর অত্যাচার করিতেছে, এমন কি,আমার উপরেও অত্যাচার হইয়াছিল। এই দেখুন,আমার কপাল কাটিয়া গিয়াছে, আমার পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া দিয়াছে।" কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে জাবেরণের গাত্রে কেহ হস্তক্ষেপ করিতেও সাহসী হয় নাই, তিনি যখন অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময় একটী শুষ্ক ডালের খোঁচা লাগিয়া তাঁহার কপাল কাটিয়া গিয়াছিল ও কাঁটায় পোষাক ছিঁড়িয়া গিয়াছিল।

বিল লইয়া উভয় পক্ষের তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সকলেরই বিশ্বাস হইল, বিল নিশ্চয়ই পাস হইবে, ডিউক অফ বোরা তাঁহার নিজের আসন ছাড়িয়া রাজবিদ্বেষদুষ্ট কোন কোন পত্রের সম্পাদক ও রুসগ্রাডের ডেপুটী এবং প্রতিনিধি-সভার অন্যতম সদস্য লিপস্কির পাশে বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন ও জাবেরণের দিকে চাহিয়া অদ্ভুত মুখভঙ্গী করিতেছিলেন।

সন্ধ্যার সময় রাজ্ঞীকে হত্যা করিবার যে চেষ্টা হইয়াছিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই সভার সকল লোক সে কথা জানিতে পারিল; সকলেরই মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, অবশেষে রাত্রি প্রায় এগারটার সময় জাবেরণ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মন্ত্রীসভার পক্ষ হইতে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন।

জাবেরণ বাগ্মী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন না, কথা অপেক্ষা কার্য্যেরই তিনি অধিক পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি অল্পভাষী হইলেও যে দুই চারিটী কথা বলিতেন, তাহা অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী হইত এবং তাঁহার যুক্তি কেহ খণ্ডন করিতে পারিত না; সেই অল্প কথায় তিনি অনেক প্রতিদ্বন্দ্বীকে নীরব করিতে পারিতেন।

জাবেরণকে বক্তৃতার জন্য উঠিতে দেখিয়া সভ্যগণের অনেকে শেয়াল-কুকুর ডাকিতে আরম্ভ করিল; যতবার তিনি কথা বলিবার চেষ্টা করেন, বিপক্ষের দল ততবারই চীৎকার করিয়া তাঁহার কণ্ঠস্বর ডুবাইয়া দেয়, কেহ বা পায়ে খট খট শব্দ করে, কেহ বা ডেস্ক বাজাইয়া বাদ্য-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। জাবেরণ বুঝিলেন, ডিউক অফ বোরাই পালের গোদা, তাঁহার উৎসাহেই শান্তিভঙ্গ হইতেছে।

প্রতিনিধি-সভার সভাপতি গণ্ডগোল থামাইবার জন্য ক্রমাগত দুই মিনিট কাল ঘণ্টাধ্বনি করিলেন, কিন্তু বিপক্ষদল তাহাতে নীরব হইল না, জাবেরণকে কোন কথা বলিতে দিবে না, ইহাই তাহাদের ইচ্ছা।

অবশেষে ক্রনোস্কি উপায়ান্তর না দেখিয়া একজন আরদালীকে চুপে চুপে কি বলিয়া দিলেন, দুই তিন মিনিটের মধ্যে কয়েক জন অস্ত্রধারী প্রহরী সভায় প্রবেশ করিল। ক্রনোস্কি বলিলেন, "যে কেহ কোনরূপ গোলমাল করিবে, সভা হইতে তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইবে এবং তাহার ভোট দেওয়ার অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইবে।" সভাপতির এই কঠোর আদেশে আর কেহ গোলযোগ করিতে সাহস করিল না।

জাবেরণ বলিলেন, "এই সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে আমি রাজ্ঞীর জীবনরক্ষার জন্য পরমেশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে সভ্য মহোদয়গণকে অনুরোধ করি।"

জাবেরণের কথায় লিপস্কি সভাস্থলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "সভাপতি মহাশয়, আমি এ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছি; মার্শেল বেদস্তুর কাজ করিতেছেন, আজিকার সভায় আলোচনার বিষয় দেবোত্তর সম্পত্তির বাজেয়াপ্তির বিল, সে বিষয়ের অবতারণা না করিয়া তিনি কেন অন্য বিষয়ের আলোচনায় সভার সময় নষ্ট করিতেছেন?"

সভাপতি ক্রনোস্কি বলিলেন, "মার্শেল নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করিবেন না; হয় ত অদ্যকার আলোচনার বিষয়ের সহিত এ বিষয়ের কোন সম্বন্ধ আছে।"

সভাপতি মহাশয় অপক্ষপাতভাবে এই কথাটী বলিলেও তাহা বিপক্ষ-দলের মনঃপূত হইল না; তাহারা ভাবিল, সভাপতি জাবেরণের প্রতি পক্ষপাত করিলেন, কারণ, সভাপতি স্বয়ং পোল।

জাবেরণ বলিলেন, "মাননীয় সভ্য মহোদয়গণ সকলেই অবিলম্বে বুঝিতে পারিবেন, মাননীয় ডেপুটী মহাশয় কি জন্য সভাস্থলে আমাদের রাজ্ঞীর প্রসঙ্গ উত্থাপনে আপত্তি করিতেছেন। আজ রাজ্ঞীকে হত্যা

করিবার জন্য যে আয়োজন হইয়াছিল, সে জন্য দায়ী কে? যাহারা রাজ্ঞীকে গুলী করিয়া জেণবার সৌভাগ্যক্রমে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাহাদিগকে দায়ী করাও যা, গুলীকে দায়ী করা বা বন্দুককে শূলে চড়ান একই কথা। সভাপতি মহাশয়, যাহারা বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে এই রাজ্যের রাজ্ঞীর বিরুদ্ধে সাধারণকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহারাই প্রকৃত-পক্ষে রাজ্ঞার জীবননাশের চেষ্টার জন্য দায়ী; এই সকল লোকের মধ্যে রসগ্রাডের ডেপুটী প্রধান; তাঁহার উত্তেজনাতেই এই কার্য্য ঘটিয়াছে ”

লিপাস্কি সক্রোধে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, “সভাপতি মহাশয়, আপনি কি বলিতে চান, আমি বসিয়া বসিয়া আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগের কথা শ্রবণ করিব? আমি ইহার প্রতীকার প্রার্থনা করি। আমি বলিতেছি, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।”

সভাপতি বলিলেন, “মার্শেল হয় তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করুন, না হয়, এই অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণ করুন।”

জাবেরণ বলিলেন, “আমার কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা আমি পরে প্রমাণ করিতেছি। যে দুইজন নরাপশাচ রাজ্ঞীকে হত্যা করিবার জন্য পথের ধারে বসিয়া ছিল ও সুযোগ বুঝিয়া গুলী করিয়াছিল, তাহারা কোন সংবাদপত্রের প্রবন্ধপাঠেই উত্তেজিত হইয়া এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, প্রস্তাবিত সংবাদ-পত্রের সম্পাদক আমার কথায় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন; এই সংবাদ-পত্রের নাম কোলোকোল এবং এই সংবাদপত্রের সম্পাদক নেস্কো লিপস্কি। যাহারা রাজ্ঞীকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারা এই সংবাদপত্রখানির গোঁড়া এবং তাহাদের বিশ্বাস, এই সংবাদপত্রের সম্পাদক রাজনীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।”

ডিউক অফ্ বোরা গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, “মার্শেল এ সকল কথা কিরূপে জানিলেন?”

জাবেরণ বলিলেন, "কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-বিচার দ্বারা আমি ইহা বুঝিতে পারিয়াছি। আমার হস্তে এই যে ময়লা কোলোকোলখানি দেখিতেছেন, এই পত্রখানি আততায়ীরা পলাইবার সময় ফেলিয়া গিয়াছিল। এই সংবাদপত্রে দেখিতেছি একটী প্রবন্ধ আছে, এই প্রবন্ধের নাম 'স্বদেশ-প্রেমিক হারমোডিয়াস্।' দেখিতেছি, এই প্রবন্ধের পাশে পাশে পেন্সিল দ্বারা নানাবিধ মন্তব্য লিখিত হইয়াছে, এক স্থানে লিখিত আছে 'উত্তম,' আর একস্থানে লেখা আছে 'সত্য,' আর একস্থানে লেখা দেখিতেছি, 'ইহা সঙ্গত,' সর্ব্বশেষে লেখা—'এমন রাজ্ঞীকে খুন করিতে হয়'।"—জাবেরণ সংবাদপত্রখানি খুলিয়া সভাপতির সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন।

দুই চারিজন সভ্য ব্যগ্রভাবে কাগজখানি দেখিতে লাগিলেন।

জাবেরণ বলিতে লাগিলেন, "সভ্য মহোদয়গণকে বোধ হয় হারমোডিয়াসের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। প্রাচীনকালে এই ব্যক্তি এথেন্স নগরের একজন রাজাকে গোপনে হত্যা করে, সেই জন্য স্বদেশপ্রেমিক বলিয়া এক শ্রেণীর লোক তাহার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। এখন আমি জিজ্ঞাসা করি, যে সংবাদপত্রে আমাদের দেশের রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা হইবার কথা, সেই সংবাদপত্রের সম্পাদক তেইশ শত বৎসর পূর্ব্বের একটী ঘটনাকে প্রবন্ধের বিষয়ীভূত করিলেন কেন? সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য হারমোডিয়াসও যেমন প্রাচীন এথেন্সের রাজাকে খুন করিয়াছিল, এবং খুন করিয়া সাধারণের নিকট স্বদেশপ্রেমিক আখ্যা লাভ করিয়াছিল, সেই ভাবে আমাদের এই জের্ণবা-রাজ্যের রাজ্ঞীকে হত্যা করিয়া স্বদেশপ্রেমিক বলিয়া পরিচিত হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য; এই প্রবন্ধের ইহা ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না।"

লিপস্কি দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের এরূপ দুরভিসন্ধি আমি অস্বীকার করি।"

জাবেরণ বলিলেন, "কিন্তু আপনার যাহা প্রকৃত উদ্দেশ্য, তাহা আপনার

পত্রিকার অন্ততঃ দুইজন পাঠক স্থায়ীরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল এবং তদনুসারে কাজ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। আপনার প্রবন্ধ প্রকাশের যে ফল, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইলাম, কিন্তু আপনি ইহার দায়িত্ব অস্বীকার করিতেছেন। আপনি সরলভাবে কথা বলুন, আমাদের নিকট আপনার অভিপ্রায় গোপন করিয়া লাভ নাই। এই সংবাদপত্রেই আর একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, এই প্রবন্ধের নাম 'হত্যাকণ্ড কখন গর্হিত নহে।' এই প্রবন্ধের দুই এক স্থান আমি পাঠ করিয়া দেখাইব, আততায়ীদ্বয়ের কার্য্যের সহিত সম্পাদকের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।"

সভাপতি বলিলেন, "আপনাকে হয় সমস্ত প্রবন্ধটী পাঠ করিতে হইবে, না হয়, আপনি ইহার কোন অংশ পাঠ করিবেন না, কারণ, কোন একটা প্রবন্ধের দুই একটী অংশ মাত্র পাঠ করিলে সমগ্র প্রবন্ধের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায় না, এবং লেখকের অভিপ্রায়ও স্পষ্ট বুঝিয়া উঠা কঠিন হয়।"

জাবেরণ অগত্যা সমগ্র প্রবন্ধটী পাঠ করিলেন, রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতিলাভের আশায় লেখা প্রবন্ধের ভাষায় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াও সমগ্র প্রবন্ধটী পাঠে বুঝিতে পারা গেল, তাহার অভিপ্রায় এই যে; প্রজাপুঞ্জ যে রাজার শাসনে সন্তুষ্ট নহে, তাহাকে হত্যা করাই সঙ্গত।

এই প্রবন্ধপাঠ প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় পোল-সভ্যগণ ঘৃণা-ব্যঞ্জক শব্দ করিতে লাগিলেন, প্রধান রুস-সভ্যগণ গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন।

জাবেরণ বলিতে লাগিলেন, "পূর্ব্বে আমাদের দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল না, আমাদের বর্ত্তমান রাজ্ঞী সিংহাসনে আরোহরণ করিয়াই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দান করিয়াছেন, কিন্তু নষ্টমতি সম্পাদকেরা সেই স্বাধীনততার কিরূপ অপব্যবহার করিতেছেন,তাহা বর্ত্তমান সংবাদপত্রখানি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। দুঃখের বিষয়, এইরূপ ইতর-প্রকৃতির লোক আমাদের এই প্রতিনিধি-সভার, এবং রুসগ্রাডের শাসনকর্ত্তা।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি এই ভাবে আমাদের মাতৃস্বরূপিণী রাজ্ঞীকে হত্যা করিবার জন্য প্রজা-সাধারণকে উত্তেজিত করে, সে পোলদিগের পক্ষাবলম্বন পূর্ব্বক তাহাদের ভোট চাইতে লজ্জা বোধ করে না। এইরূপ অনিষ্টকর বিল পাস করিবার জন্য পোলগণের নিকট তাহার ভোট প্রার্থনা করা কি পোলদিগের কল্যাণকামনার নিদর্শন? লিপস্কির পক্ষাবলম্বন করিয়া তাহার বিল পাসের জন্য ভোট দেওয়ার অর্থ রাজ্ঞীর হত্যাকাণ্ডের সমর্থন করা।”

পোল-সভ্যেরা এ কথা শুনিয়া, চীৎকার করিয়া বলিলেন, “না, না, আমরা হত্যাকাণ্ডের সমর্থন করি না।”

জাবেরণ বলিলেন, “আপনারা রাজ্ঞীর হত্যাকাণ্ড সমর্থন করেন কি না, তাহা আপনাদের ভোট দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। আজ রাজ্ঞী আততায়ীর আক্রমণ হইতে ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছেন, এজন্য যাঁহারা আনন্দিত হইয়াছেন, রাজ্ঞীর সহিত সহানুভূতি প্রদর্শনে যাঁহাদের আগ্রহ আছে, তাঁহারা একযোগে এই বিল অগ্রাহ্য করিয়া রাজ্ঞীর প্রতি তাদের শ্রদ্ধার তাহা ও সম্মানের নিদর্শন প্রদর্শন করুন।”

জাবেরণের কথা শেষ হইবামাত্র সভাপতি মহাশয়ের দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থিত একটী ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া রাজ্ঞী সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং সভাপতি মহাশয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সভাপতি ক্রনোস্কি তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া রাজ্ঞীকে আসন ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু রাজ্ঞী সে আসনে উপবেশন না করিয়া সভাস্থলে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজ্ঞী ঈষৎ বিষণ্ণ, সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তির দিকে সকলে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। চঞ্চল সভা মুহূর্ত্তের মধ্যে সম্পূর্ণ স্তম্ভিত ভাব ধারণ করিল।

রাজ্ঞীর মস্তকে যে টুপী ছিল, আততায়ীর গুলীতে তাহার প্রান্তভাগ বিদ্ধ হইয়াছিল; সভাগৃহের আলোকে সেই ছিদ্র সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল,

যেন তাহা রাজ্ঞীর পক্ষ হইতে সমগ্র সভ্যমণ্ডলীর সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছিল।

রাজ্ঞীকে এইভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া সভ্যমণ্ডলী সসম্ভ্রমে স্ব স্ব আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন এবং টুপী খুলিয়া রাজ্ঞীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। কেবল লিপস্কি উঠিয়া দাঁড়াইলেন না বা টুপী খুলিলেন না। তিনি যেমন বসিয়া ছিলেন, সেই ভাবে বসিয়া রহিলেন।

জাবেরণ লিপস্কির আচরণ দেখিয়া ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না, তিনি কম্পিতপদে লিপস্কির সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার তরবারির কোষাগ্র প্রস্তরনির্ম্মিত মেঝের উপর ঠং ঠং করিয়া শব্দ করিতে লাগিল। জাবেরণ লিপস্কির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বামহস্তে কোষবদ্ধ তরবারি অর্দ্ধ-উন্মোচিত করিয়া কর্কশস্বরে বলিলেন, "এখনি টুপী খুলিয়া দাঁড়াইয়া রাজ্ঞীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর, নতুবা আমার আদেশে আমার সৈন্যেরা তোমার মাথায় প্রেক বিঁধিয়া তোমার মাথার সহিত টুপীটা কায়েমী রকমে আঁটিয়া দিবে।"

লিপস্কি জাবেরণের কথায় ভীত হইয়া টুপী খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

প্রধান মন্ত্রী রাজিভিন বলিলেন, "সভাপতি মহাশয়, রসগ্রাডের ডেপুটী রাজ্ঞীর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করায় তাঁহাকে সভা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হউক।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "না মন্ত্রী মহাশয়, তাহা হইবে না, আমরা একজন ডেপুটীকে তাঁহার ন্যায্য ভোট হইতে বঞ্চিত করিব না।" রাজ্ঞীর এই কথায় চতুর্দ্দিকে কোলাহলধ্বনি উত্থিত হইল। সভাপতির ঘণ্টাধ্বনিতে সভা পুনর্ব্বার নিস্তব্ধভাব ধারণ করিলে। রাজ্ঞী বলিতে লাগিলেন, "সভাপতি মহাশয়, মন্ত্রিগণ ও প্রতিনিধিবর্গ, আপনারা বোধ হয় জানেন, এই প্রতিনিধি-সভায় যে সকল কার্য্য হয়, তাহার উপর রাণীর কোনরূপ হস্তক্ষেপণের অধিকার নাই, অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি যে প্রস্তাব মঞ্জুর করিবেন, রাজ্ঞী

তাহারই সমর্থন করিয়া ডিক্রীতে নাম স্বাক্ষর করিবেন, কিন্তু মহাশয়গণ, আপনাদের রাজ্ঞী একটী সজীব কল মাত্র নহেন, তাঁহার হৃদয় আছে, এবং এই হৃদয় নানা কারণে বিচলিত হইতে পারে, আমি স্বীকার করিতেছি, আজ এই সভায় যে বিল উপস্থিত করা হইয়াছে, এই বিলের সহিত আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই ; তবে আমি প্রচলিত আইনের কথনই বিরুদ্ধাচরণ করিব না, যদি এই বিল পাস হয়, তাহা হইলে আমি তাহা মঞ্জুর করিয়া তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিতে বাধ্য।”

রাজ্ঞীর কথা শুনিয়া প্রবাসী রুস-সভ্যগণ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

তাঁহাদের সে উচ্ছ্বাস থামিলে, রাজ্ঞী বলিলেন, “কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ সভায় এ বিল পাস হইবে না।”

রাজ্ঞীর কথায় পোল-সভ্যগণ মহানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

রাজ্ঞী আবার বলিলেন, “আমি এই সভার সকল সভ্যকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা দলাদলির কথা বিস্মৃত হইয়া ও বিবাদ ভুলিয়া এক যোগে এই বিল নামঞ্জুর করুন।”

রাজ্ঞী আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া সভ্যগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সভামণ্ডপ পরিত্যাগ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে শত শত কণ্ঠে ধ্বনি হইল, “জের্ণবা-রাজ্ঞী দীর্ঘজীবিনী হউন।”

রাজ্ঞীর এই অনুরোধবাক্যে পোল-সভ্যগণের হৃদয় আর্দ্র হইল, গত পাঁচ সপ্তাহ ধরিয়া এই বিলের বিরুদ্ধবাদিগণ বহু বক্তৃতায় যাহা করিতে পারেন নাই, রাজ্ঞীর একবার সভায় পদার্পণে সেই ফল হইল।

রাজ্ঞী সভামণ্ডপ পরিত্যাগ করিলে ক্রনোস্কি সভাপতির আসন পুনর্গ্রহণ করিলেন, জাবেরণ দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,“সভাপতি ও সভ্য মহোদয়গণ, আপনারা রাজ্ঞীর অনুরোধ শ্রবণ করিলেন, এখনও কি আপনারা কোন্ পক্ষে ভোট দিবেন, এ বিষয়ে ইতস্ততঃ করিতেছেন? না, ইতস্ততঃ

করিবার আর সময় নাই, এ কথা যেন কেহ ক্ষণকালের জন্যও না ভাবে যে,—"

জাবেরণ কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই অদূরে গির্জ্জার ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া রাত্রি বারটা বাজিতে আরম্ভ করিল, সকলেই বুঝিল, আর বিলম্ব করিবার অবসর নাই। এখনই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি শেষ করিতে হইবে, বিংশসহস্রাধিক লোক চতুর্দ্দিক্ হইতে বলিয়া উঠিল, "সময় হইয়াছে, ভোট লওয়া হউক।"

ক্রনোস্কি উঠিয়া বলিলেন, "আর বক্তৃতার সময় নাই, এখনই ভোট লইতে হইবে।"

জাবেরণ বলিলেন, "আমি প্রস্তাব করিতেছি, প্রকাশ্যে ভোট সংগ্রহ না করিয়া সভ্যগণ তাঁহাদের ভোট টিকিটে লিখিয়া তাহা একটী বাক্সে সঞ্চিত করুন।"

ডিউক অফ্ বোরা এই প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাঁহার আপত্তি টিঁকিল না। সুতরাং দুই প্রকার টিকিটে ভোট লওয়া হইল, যাঁহারা বিলের পক্ষে ভোট দিলেন, তাঁহারা সাদা টিকিটে নাম স্বাক্ষর করিলেন, যাঁহারা বিরুদ্ধে ভোট দিলেন, তাঁহারা কালো টিকিটে নাম লিখিলেন। পাছে কেহ কোনরূপ প্রবঞ্চনার সহায়তা গ্রহণ করে, এইজন্য প্রত্যেক সভ্যকে ভোটের টিকিট মুঠার মধ্যে লইয়া সভাপতির সম্মুখে আসিয়া তাঁহার টেবিলে সংরক্ষিত বাক্সে তাহা রাখিয়া যাইতে হইল। সভাপতি ক্রনোস্কি বলিলেন, শেষ ভোট তাঁহার।

সকলের ভোট দেওয়া শেষ হইলে সভার প্রধান কেরাণী বলিলেন, "একশত উনিশ জন্য সভ্য ভোট দিয়াছেন।"

হিসাব করিয়া দেখা গেল, প্রতিনিধি সভার সকল সভ্যই উপস্থিত ছিলেন, কেবল পাদরী রাভেনা আসেন নাই।

সকলেই আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কোন্ পক্ষের জয়

হইল?” ভোটের ফল জানিবার জন্য, জনসাধারণের উৎকণ্ঠার সীমা রহিল না।

অবশেষে ডোরিস্নাভ ভোটের বাক্স খুলিয়া ভোটের টিকিট গণিতে আরম্ভ করিলেন, চারিদিকে আবার মহা কলরব উত্থিত হইল, ডোরিস্নাভের গণনা শেষ হইলে, প্রধান কেরাণী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “জেণবা-রাজ্যের সকল লোক শ্রবণ কর, আজিকার এই সভায় একশত উনিশ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে উনচল্লিশ জন দেবোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির বিলের সপক্ষে মত দিয়াছেন, এবং আশীজন এই বিলের প্রতিকূলে ভোট দিয়াছেন, সুতরাং বিলের প্রতিকূলে একচল্লিশ জনের ভোট অধিক হইয়াছে।”

হিসাব করিয়া দেখা গেল, প্রতিনিধি-সভার প্রবাসী রুস-প্রতিনিধির সংখ্যা আটত্রিশ জন। বিলের পক্ষে উনচল্লিশ ভোট হওয়ায় সকলেই বুঝিল, অবশিষ্ট ভোটটী ডিউকের। পোল-প্রতিনিধির সংখ্যা একাশী জন, অনুপস্থিত রাভেনার সংখ্যা বাদ দেওয়াতে বিলের বিপক্ষে একচল্লিশ ভোট অধিক হইল।

বিল যে এ ভাবে নামঞ্জুর হইবে, তাহা পোলেরা একবারও কল্পনা করিতে পারে নাই; প্রবাসী রুসেরাও এরূপ পরাজয়ের কথা মনে করে নাই। বিল না-মঞ্জুর হইলে, চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র কণ্ঠে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল, সভার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে জনসাধারণের উৎসাহ ও উত্তেজনার সীমা রহিল না। উভয় দলের হাতাহাতি বাধিবার উপক্রম হইল। ডোরিস্নাভ উন্মুক্ত তরবারি-হস্তে সাধারণকে জনতা ভঙ্গ করিবার আদেশ দিলেন।

এইরূপে জনসংখ্যা হ্রাস হইলে, এবং অধিকাংশ প্রতিনিধি সভাস্থল ত্যাগ করিলে ক্রনোস্কি দ্বাদশ জন সভ্য লইয়া এই রিজলিউসন্ পাশ করিলেন যে, মঠ হইতে অস্ত্রধারী সৈন্যগণকে স্থানান্তরিত করা হউক।

সভামণ্ডপের এক প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র কক্ষে বর্ব্বোয়া তখনও অপেক্ষা করিতেছিলেন। গোলমাল না থামিলে, তাঁহার প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন সচিবগণের নিকট সমীচীন বোধ হয় নাই।

রাজিভিন রাজ্ঞীর নিকটে আসিয়া সহাস্যে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন; নিম্নস্বরে বলিলেন, "পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ, দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষা পাইল। মঠের গুপ্ত রহস্য প্রকাশের আর ভয় নাই। কস্তুই এখন অনায়াসেই আমাদের নিকট সাহায্য পাইবেন।"

জাবেরণ হাসিয়া বলিলেন, "অর্লকের কতকগুলি টাকা উৎকোচে অপব্যয় হইল। আমি একবার ডিউকের সহিত সাক্ষাৎ করিব। বাজীর টাকাগুলি আদায় করা চাই।"

জাবেরণ ডিউকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আজ আপনাকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? আপনার সেই উৎফুল্লভাব কোথায় গেল? আপনি বিলসম্বন্ধে যে বাজী রাখিয়াছিলেন, সে কথা স্মরণ হয় কি? স্থির হইয়াছিল, বিলের বিপক্ষে যদি কুড়ি ভোট অধিক হয়, তাহা হইলে আপনি দশ হাজার রুবল দিবেন। আপনার অঙ্গীকার রক্ষা করুন। দশহাজার রুবল বড় অল্প টাকা নহে; কিন্তু সেজন্য আপনার আক্ষেপের কারণ দেখি না। অর্লকের ঘুসের তহবিল হইতে আপনি এ টাকা অনায়াসেই দিতে পারেন।"

ডিউক এমন ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে জাবেরণের দিকে চাহিলেন যে, মনুষ্যের ক্রোধের যদি কাহাকেও ভস্ম করিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে জাবেরণও সেই স্থানে ভস্ম হইয়া যাইতেন, কিন্তু তিনি ভস্ম হইলেন না। বাজীর টাকার জন্য অবিচলিতচিত্তে হস্ত প্রসারিত করিলেন।

ডিউক উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা দশ হাজার রুবলের একখানি চেক সহি করিয়া দিয়া জাবেরণকে বলিলেন, "তুমি বাজী জিতিয়াছ বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রতিকূল ঘটনাচক্রেই তোমার জয় হইয়াছে।"

জাবেরণ চেকখানি পকেটে রাখিয়া বলিলেন, "আপনি নিরেট বোকা না হইলে বুঝিতে পারিতেন, এ ঘটনাচক্র আমারই সৃষ্টি।"

রাত্রি অধিক হইলে, জাবেরণ ও পলকে সঙ্গে লইয়া বর্কোরা প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া রাজ্ঞী জাবেরণকে বলিলেন, "আততায়ীরা আমাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করায় তাহার ফল আমাদের পক্ষে এরূপ কল্যাণজনক হইয়াছে যে, আমি অনায়াসে আততায়ীদ্বয়ের অপরাধ মার্জ্জনা করিতে পারি।"

জাবেরণ বলিলেন, "যে আপনাকে গুলী করিয়াছিল, তাহার অপরাধ যদি মার্জ্জনা করেন, তাহা হইলে এখনি তাহাকে আপনার নিকট উপস্থিত করিতে পারি, সে এই প্রাসাদের একটী কক্ষে অপেক্ষা করিতেছে।"

জাবেরণ পাশের একটী কক্ষদ্বারে তিনবার আঘাত করিবামাত্র সেই দ্বার খুলিয়া কাতিনা ও তাহার ভগ্নী জুলিস্কা রাজ্ঞীর কক্ষে প্রবেশ করিল। তখন আর তাহাদের ছদ্মবেশ ছিল না। রাজ্ঞী কাতিনাকে দেখিবামাত্র তাহাকে চিনিতে পারিলেন, কারণ, তিনি ক্রীড়াক্ষেত্রে অনেকবার কাতিনাকে দেখিয়াছেন।

জাবেরণ কাতিনার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এই যুবতী আপনার অনুমতি না লইয়া আপনাকে গুলী করিয়াছিল, এজন্য সে আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে।" বলা আবশ্যক, মার্শেল জাবেরণের অভিপ্রায় অনুসারেই সে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

রাজ্ঞী বলিলেন, "তোমার কথার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না, খুলিয়া বল।"

জাবেরণ বলিলেন, "প্রতিনিধি-সভার সকল সভ্যই জানিতেন, আপনি এই আইনের সমর্থন করেন না; কিন্তু এই আইন অগ্রাহ্য করিতে হইলে আমাদের ছয়টী অধিক ভোট সংগ্রহ করা আবশ্যক মনে হইয়াছিল। আমি ভাবিয়া দেখিলাম, এই সময় যদি শত্রুপক্ষের কোন লোক আপনার

প্রাণবধের চেষ্টা করে, তাহা হইলে আপনার প্রতি সাধারণের সহানুভূতি এরূপ বর্দ্ধিত হইবে যে, এই ছয় ভোট আমরা অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারিব। আমাদের পক্ষে ভোটের সংখ্যা আরও অধিক হইতে পারে, সেই জন্য আমি স্থির করিলাম, এমন কোন কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে লোকে বুঝিতে পারে, শত্রুপক্ষ আপনার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম, আমাদের পক্ষের কোন লোক দ্বারা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করাইয়া ঘটনাকে সত্যবৎ প্রতিপাদন করিব; কিন্তু পরে ভাবিয়া দেখিলাম, ফাঁকা আওয়াজে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে না, ইহা অভিনয় মাত্র বলিয়া হয় ত লোকের সন্দেহ হইবে; সুতরাং আসল গুলী লইয়া যাহাতে আপনাকে আক্রমণ করা যায়; অথচ আপনি সম্পূর্ণ অক্ষত থাকেন, এরূপ কোন উপায়ের চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

আমি জানিতাম, জের্ণবা-রাজ্যে কাতিনার মত আর কাহারও বন্দুকের লক্ষ্য অব্যর্থ নহে; সুতরাং আমি কাতিনাকে আমার মনের কথা বলিয়া আমার অভিপ্রায়ানুসারে কাজ করিবার জন্য সম্মত করিলাম।

কিন্তু তখনও আমার মন সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয় নাই। যদি কাতিনা দৈবাৎ আপনাকে গুলী করে, যদি তাহার গুলী আপনার মস্তকে বিদ্ধ হয়, এই ভয়ে আমি কাতিনাকে দুই এক দিন হইতে ঠিক করিতে বলিলাম। কাতিনা পিস্তল-হস্তে এক স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। জুলিস্কা অশ্বারোহণে তাহার সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া গেল, কাতিনা তাহার ভগ্নীকে লক্ষ্য করিয়া দুই গুলী ছুড়িল, একটী গুলী তাহার টুপীতে বিঁধিয়া তাহা ভেদ করিয়া চলিয়া গেল, অন্য গুলী তাহার ললাটের আধ হাত তফাৎ দিয়া চলিয়া গেল, জুলিস্কা সম্পূর্ণ অক্ষতদেহে ঘোড়ার পিঠে বসিয়া রহিল। এই ভাবে দুই দিন পরীক্ষার পর, কাতিনা ও তাহার ভগ্নীকে দাড়ী-গোঁপে সজ্জিত করিয়া পুরুষের বেশে ঘটনার দিন বনের ধারে একটী গাছের কাছে বসাইয়া রাখিলাম; তাহার পর যাহা যাহা হইয়াছে, তাহা সকলই আপনি

জানেন। বোধ হয়, আপনার স্মরণ আছে, এই বিল যাহাতে অগ্রাহ্য হয়, তাহার উপায় করিবার জন্য আপনি আমাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করিয়াছিলেন।"

এ কথা সত্য বটে, কিন্তু বিলখানি অগ্রাহ্য করিবার জন্য জাবেরণ যে এই কৌশল অবলম্বন করিবেন, তাহা পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল ?

রাজ্ঞা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আর কোন উপায় খুঁজিয়া পাও নাই ?"

জাবেরণ বলিলেন, "না, কয়েক দিন ধরিয়া মাথা ঘামাইয়াও আমি ইহা অপেক্ষা সহজ উপায় আবিষ্কার করিতে পারি নাই।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "যাহা হউক, আমি যখন সম্পূর্ণ অক্ষত আছি এবং বিলখানাও অগ্রাহ্য হইয়াছে, তখন আমি আর অধিক কি চাহিতে পারি ? কিন্তু এ খেলা বড় বিষম খেলা, মার্শেল,তুমি ইহাদের উপর গুলী চাল আদেশ দিয়াছিলে কেন ?"

জাবেরণ বলিলেন, "আমার আর্দ্দালি নিকিতা আমার ষড়্‌যন্ত্রের কথা জানিত, আপনার রক্ষী সৈন্যগণের বন্দুকে যে টোটা ছিল, তাহাতে গুলা ছিল না,সুতরাং তাহাতে কাতিনা ও তাহার ভগ্নীর অনিষ্টের কোন আশঙ্কা করি নাই; কিন্তু যখন কাপ্তেন উডভিলি বন্দুক লইয়া ছুটিলেন, তখন সত্যই আমার বড় ভয় হইয়াছিল।"

পল হাসিয়া বলিলেন, "আমারও সৌভাগ্য যে, কাতিনা তাহার লম্বা দাড়ী-গোঁপ লইয়া পলাইবার সময় ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে গুলী করেন নাই; তাঁহার লক্ষ্য যেরূপ অব্যর্থ, তাহাতে তিনি গুলী করিলে সেইখানেই আমার লীলা সাঙ্গ হইত।"

জাবেরণ বলিলেন, "আমি কাপ্তেন উডভিলিকে ধাধায় ফেলিবার জন্য পথে লাল টুপীটা ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, সেই অবসরে কাতিনা ও জুলিস্কা পলাইতে পারিবে।"

পল বলিলেন, "কোলোকোল সংবাদপত্রখানি লইয়া আপনি যে অভিনয় করিলেন, তাহা বোধ হয় আপনার কীর্ত্তি ?"

জাবেরণ বলিলেন, "হাঁ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি, প্রবন্ধে যে সকল মন্তব্য ছিল, তাহা আমি পেন্সিল দিয়া লিখিয়াছিলাম।"

পল হাসিয়া বলিলেন, "দেখিতেছি, আপনি প্রবঞ্চনায় অদ্বিতীয়, মিথ্যা কথা বলিতেও আপনার বাধে না, এত বড় প্রতিনিধি-সভাকে আপনি একবারে থ করিয়া দিয়াছিলেন।"

জাবেরণ বলিলেন, "যাহারা সংসারধর্ম্ম ছাড়িয়া ঈশ্বর উপাসনায় কালাতিপাত করে, সত্যবাদী ও ধার্ম্মিক হওয়া তাহাদের পোষায়; পিশাচের সহিত যাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হয়, তাহাদের সরলতা ও সত্যবাদ দ্বারা কখনও কার্য্য উদ্ধার হয় না; আমি পাঁচ বৎসর রুসিয়ায় বাস করিয়া এ সকল বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়াছি।"

বর্ব্বোরা গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কিন্তু মার্শেল, তোমার কুহকে পড়িয়া আমিও প্রতিনিধি-সভাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছি, সাধারণকে বুঝিতে দিয়াছি, সত্যই আমি আততায়ী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলাম।"

জাবেরণ বলিলেন, "কিন্তু তাহাতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হই নাই, ভোটগুলি সংগ্রহ করা গিয়াছে।"

বর্ব্বোরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু লিপস্কিকে তুমি এই কাণ্ডের সহিত কিরূপে জড়াইলে, লিপস্কি কি সত্যই এই চরিত্রের লোক ?"

জাবেরণ বলিলেন, "তাহাতে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই, সে যে তাহার কাগজে রাজগণের গুপ্তহত্যার সমর্থন করে, তাহা তার কাগজ হইতেই প্রতিপন্ন করিয়াছি; তাহার উপদেশে কিরূপ বিষময় ফল ফলিতে পারে, তাহা কৌশল সভাস্থলে প্রতিপন্ন করিয়াছি; সে যে গোপনে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছে, তাহারও সন্ধান পাইয়াছি।"

বর্ব্বোরা বলিলেন,"মার্শেল,তুমি তাহার বিরুদ্ধে কি জানিতে পারিয়াছ?

জাবেরণ বলিলেন,"লিপস্কির গতিবিধির সন্ধানের জন্য তাহার আফিসের সংলগ্ন একটা ঘর আমি ভাড়া লইয়াছিলাম, গত কল্য রাত্রে আমার গোয়েন্দা সন্দেহক্রমে সেই ঘরের প্রাচীরের কয়েকখান ইট খুলিয়া ফেলে, এবং ছিদ্রপথে লণ্ঠন দিয়া দেখিতে পায়, লিপস্কির আফিস-সংলগ্ন গুদামে অসংখ্য রাইফেল সঞ্চিত আছে, বোধ হয়, সংখ্যায় তাহা দশ সহস্রের কম নহে। একজন নগরবাসীর পক্ষে, এমন কি, সে যদি বন্দুক-বিক্রেতা হয়, তাহা হইলেও ইহার কুড়ি ভাগের এক ভাগ রাইফেলও আইন অনুসারে সঞ্চিত রাখিতে পারে না।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "এ অতি ভয়ঙ্কর কথা; এই সকল অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা আবশ্যক।"

জাবেরণ বলিলেন, "আমরা গোপনে রুস-সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারি বটে, কিন্তু আমাদের প্রজারা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য মাত্র সঞ্চয় করিবে, ইহা কিরূপে সমর্থন করা যায়? রুস-গ্রাডের অধিবাসিগণের জন্যই বোধ হয়, এ সকল অস্ত্রে সঞ্চিত আছে; যাহারা গরীব, অস্ত্র কিনিতে পারে না, আগামী ১৪ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে আপনার সিংহাসন বিপন্ন করিবার জন্য এই সকল অস্ত্র তাহাদের বিতরণ করা হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "১৪ই সেপ্‌টেম্বর রাত্রে? আমার মুকুটোৎসবের পূর্ব্বদিন?"

জাবেরণ বলিলেন, "আমার গুপ্তচরেরা সংবাদ দিয়াছে, প্রবাসী রুসেরা আপনার মুকুটোৎসবের দিন বিপ্লব উপস্থিত করিবে; তাহারা গ্রীক ভজনালয়ে আর একটী মুকুটোৎসবের আয়োজন করিবে, এরূপ স্থির করিয়াছে; এই উপলক্ষে তাহারা কাহার মস্তকে মুকুট স্থাপন করিতে চায়, তাহা আপনার অনুমান করিতে কষ্ট হইবে না।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "তাহাদের আশা কখনই পূর্ণ হইতে দেওয়া হইবে না।"

জাবেরণ বলিলেন, "সে কথা বলিয়া আর কেন কষ্ট পান? আমরা তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিব। আমি লিপস্কিকে এখন গ্রেপ্তার করিবার জন্য আপনার অনুমতি প্রার্থনা করিব না, কারণ, এখন যদি তাহার ষড়্‌যন্ত্র ধরিয়া ফেলি, তাহা হইলে, মুকুটোৎসবের যে কয়েক দিন বিলম্ব আছে, ইহারই মধ্যে সে আবার একটা নূতন ষড়্‌যন্ত্র গজাইয়া তুলিতে পারে; আমরা তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেও তাহার অনুচরেরা নিশ্চিন্ত থাকিবে না, ভয়ঙ্কর একটা গোলমাল উপস্থিত হইবে। সে জন্য আমি স্থির করিয়াছি, কয় দিন আমি তাহার গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিব ও যাহাতে সে তাহার গুদামের বন্দুক ও গুলী-বারুদ প্রভৃতি স্থানান্তরিত করিতে না পারে, তাহার উপায় করিব। তাহার পর সুযোগ বুঝিয়া সিংহ-বিক্রমে তাহার মালখানা আক্রমণ করিয়া সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করিব, তখন আর তাহার নূতন ষড়্‌যন্ত্রজাল বিস্তৃত করিবার সুবিধা হইবে না।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "মার্শেল, তুমি যাহা ভাল বুঝিবে, তাহাই করিতে পার, এ বিষয়ে আমার অনুমতির অপেক্ষায় থাকিবার আবশ্যক নাই।"

জাবেরণ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাকে বন্দুক লইয়া যে ভাবে আক্রমণ করা হইয়াছিল, কাজটা কল্যাণের জন্য হইলেও আমার পক্ষে তাহা বড় অপরাধ হইয়াছে, আমাকে ও আমার চক্রান্তে যাহারা যোগ দিয়াছিল, তাহাদিগকে আপনি মার্জ্জনা করিবেন ত?"

বর্ব্বোরা হাসিয়া বলিলেন, "মার্শেল, তুমি ক্ষমা প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বেই আমি তোমাকে মার্জ্জনা করিয়াছি; তুমি রাজ্যের এরূপ শুভানুধ্যায়ী ও সদা সতর্ক না হইলে বর্ব্বোরার সিংহাসন এতদিন অতল জলে ডুবিয়া যাইত।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার কয়েক দিন পরে, একদিন অধিক রাত্রে পল প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন; চন্দ্রালোকিত রাত্রে উদ্যান মধুর শোভা ধারণ করিয়াছিল।

এই উদ্যানের মধ্যে একটী সুবিস্তীর্ণ ঝিল ছিল, ঝিলটী কুঞ্জবনে পরিবেষ্টিত; পল সেই ঝিলের ধারে বসিয়া তাঁহার অতীত জীবনের কথা চিন্তা করিতেছিলেন; সহসা পশ্চাতে কাহার পদশব্দ শুনিয়া তিনি ফিরিয়া চাহিলেন, সান্ধ্য ভ্রমণের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বর্ব্বোরা তাঁহার পাশে আসিয়া বসিলেন।

বর্ব্বোরা বলিলেন, "পল, ডালমাটিয়ায় আমাদের জীবন কেমন সুখে ও শান্তিতে কাটিত, সে কথা কি তোমার মনে পড়ে? চল, এখান হইতে চলিয়া গিয়া সেইভাবে জীবন কাটাই।"

পল বলিলেন, "আমি তোমার কথা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "আমার কথা দুর্ব্বোধ্য নহে; জের্ণবা ত্যাগ করিয়া আজ রাত্রে এখনি চল দেশান্তরে যাই; তুমি সম্মত আছ?"

পল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তাঁহার কর্ণকে তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বিস্ময়ের মাত্রা প্রশমিত হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ তোমার এইমত পরিবর্ত্তনের কারণ কি?"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "ইহা ভিন্ন তোমার সহিত আমার মিলনের অন্য উপায় নাই; এ কথা কেন বলিতেছি শুন।"

বর্ব্বোরা পলকে যাহা বলিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই;—

সেইদিন সন্ধ্যাকালে বর্ব্বোরা মন্ত্রীতনয় ডিউকের সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ ভঙ্গ করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত করেন; এই কথা শুনিয়া ডিউকের

পন্থাবলম্বী মস্কোনামক একজন পাদরী তাঁহাকে বলেন, কাপ্তেন উড-ভিলি নামক সেক্রেটারীর সহিত তাঁহার আত্মীয়তা সম্বন্ধে যে সকল জনরব উঠিয়াছে, তাহা সত্য কি না, জানা আবশ্যক, যদি তাহা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে রাজ্ঞীর প্রতিবাদ করা উচিত।

বর্কোরা মস্কোর এই প্রশ্নে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তিনি কোন কথার বাদপ্রতিবাদে বাধ্য নহেন, তিনি সঙ্কল্প করিয়াছেন, কাপ্তেন উড-ভিলিকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে উচ্চতরপদে সংস্থাপিত করিবেন। মন্ত্রী-সভার সভ্যগণ ইহাতে অসম্মত।

পল বর্কোরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জাবেরণেরও কি এই মত?"

বর্কোরা বলিলেন, "জাবেরণ কোন মত প্রকাশ করেন নাই। তবে আমার বোধ হইল, তাঁহার মত আমার প্রস্তাবের প্রতিকূলে নহে; কিন্তু আমার প্রস্তাবের অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়া তিনি আমার কোনই উপ-কার করিতে পারিতেন না, তাঁহার একার মতে কোন কার্য্যই হইত না, হয় ত রাজিভিন তাঁহাকে ভিন্নপন্থাবলম্বী দেখিয়া তাঁহাকে মন্ত্রীসভার সভ্য-পদ ত্যাগ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেন; তিনি মন্ত্রীসভা ত্যাগ করিলে, আমাদের কোন উপকার করিতে পারিবেন না। যাহা হউক,মন্ত্রীসভা অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির করিয়াছেন, তোমাকে অবিলম্বে জের্ণবাত্যাগে বাধ্য করা হইবে, আমিও অগত্যা তাঁহাদের মতেই মত দিয়া আসিয়াছি; কিন্তু আমি যে তোমার সঙ্গে এ রাজ্য ত্যাগ করিব, এ কথা প্রকাশ করি নাই। পল, আমি তোমাকে একদিনও ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না; তুমি যেখানে যাইবে, আমি সেইখানে ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী হইব। আমার সিংহাসন ও জীবন অপেক্ষা তুমি আমার অধিক প্রিয়, তুমি আমার প্রিয়তম। আজ রাণীগিরী আমার নিকট দাসত্ব বলিয়া মনে হইয়াছে, চল, এ দাসত্ব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, জের্ণবার অদৃষ্টে যাহা ঘটে ঘটুক।"

বর্কোরার কথা শুনিয়া পলের হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, তাঁহার প্রেম

কত প্রবল, প্রেমিকা নারীর হৃদয় কত উচ্চ, তাহা অনুভব ।?"
আনন্দিত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, এমন নারীরত্নের তুলনায় রত্ন...
সন তুচ্ছ, কিন্তু তিনি এ প্রলোভন সংবরণ করিলেন, বলিলেন, "যখন তুমি আমায় জের্ণবা-ত্যাগে মত্ত দিয়া আসিয়াছ, তখন আমি আজ এই মুহূর্ত্তেই এ রাজ্য ত্যাগ করিব, কিন্তু আমি একাকী যাইব, তোমার যাওয়া হইবে না।"

বর্ব্বোরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি একা যাইবে? তুমি কি বলিতে চাও, এই জীবনে আর আমাদের মিলন ঘটিবে না? না, তাহা অসম্ভব।"—বর্ব্বোরার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

পল তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া প্রেমোচ্ছ্বাসিত-স্বরে বলিলেন, "প্রিয়তমে বর্ব্বোরা, যাহাই তুমি আমাকে আর মনে কর, আমাকে অপ্রেমিক ভাবিও না, আমার প্রণয়ে সন্দেহ করিও না। অন্ততঃ কিছুকালের জন্য আমার দূরে বাস করাই উচিত। আমি যাইব, কিন্তু তোমাকে এইখানে থাকিতে হইবে, তুমি এ রাজ্যের রাজ্ঞী; তুমি কেবল আমার নহ, তোমারও নহ, তুমি তোমার সমগ্র প্রজামণ্ডলীর জননীস্বরূপিণী। আজ যদি তুমি জের্ণবা ত্যাগ কর, কল্যই ডিউক অফ্ বোরা তোমার সিংহাসন অধিকার করিবে, শেষে কি তুমি তোমার ভক্ত প্রজামণ্ডলীকে এই বর্ব্বর নিষ্ঠুর ডিউকের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে? কে তাহাদিগকে রক্ষা করিবে? তোমার সিংহাসনত্যাগের অর্থ রুসিয়ার জয়, অবশেষে রুসিয়ার জিদ্‌ই বজায় রহিবে।"

বর্ব্বোরা গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আজ হউক, কল্য হউক, রুসিয়ার জিদ বজায় থাকিবেই; আজ আমাদের বার্লিন ও ভিয়েনার রাজদূতের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছি, জের্ণবা-রাজ্য লইয়া রুসিয়া যদি কোন অসরল ব্যবহার করেন, তাহা হইলে প্রসিয়া ও অষ্ট্রিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না; অর্থাৎ এই উভয় রাজ্যের অধিপতি রুস-সম্রাটকে অনায়াসে অনধি-

পক্ষাবলম্বী হ...ত দিবেন; সুতরাং জের্ণবা-রাজ্যের পতন অনিবার্য্য ...ও।"

পল বলিলেন, "তাহা হইলে ত আমাকে এখান হইতে যাইতেই হইবে।"

বর্ব্বোরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "একাকী আমাকে এই বিষম বিপদের মুখে সমর্পণ করিয়া যাইবে?"

পল বলিলেন, "তোমাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই আমার যাওয়া আবশ্যক; রুস-সম্রাট যাহাতে তোমার সিংহাসনের ছায়া স্পর্শ করিতে না পারেন, যাহাতে তোমার সিংহাসন সুদৃঢ় হয়, সেই চেষ্টাতেই আমি যাইব। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি একটী মৎলব ঠিক করিয়াছি, তাহাতে অত্যন্ত সাহসের আবশ্যক, এমন কি, তাহা আমার পক্ষে পাগলামী বলিয়াও মনে হইতে পারে; কিন্তু নিরুদ্যম থাকা অপেক্ষা চেষ্টা করিয়া সংকল্প বিফল হওয়া ভাল। যদি আমি আমার সংকল্প সিদ্ধ করিতে পারি, তাহা হইলে জের্ণবার সকল বিপদের আশঙ্কা দূর হইবে, এবং তখন তোমার মন্ত্রীসমাজ হয় ত আমাকে তোমার পাণিগ্রহণের অযোগ্য মনে না করিতেও পারেন।" কিন্তু পলকে বিদায় দিতে বর্ব্বোরার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল, তথাপি অবশেষে বিদায় দিতে হইল। পল বর্ব্বোরার নিকট বিদায় লইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় উপবন-প্রান্তে জাবেরণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

জাবেরণ পলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আজই জের্ণবা ত্যাগ করিতেছেন?"

পল বলিলেন, "মন্ত্রীসভার ইহাই যখন আদেশ, তখন আমি কিরূপে সে আদেশ লঙ্ঘন করি?"

জাবেরণ বলিলেন, "যান, কিন্তু আপনাকে আবার ফিরিয়া আসিতেই হইবে।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতদিন পরে ফিরিতে হইবে?"

জাবেরণ বলিলেন, "রাজ্ঞীর মুকুটোৎসবের পূর্ব্বদিন।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে দিন কেন?"

জাবেরণ তাঁহার কাণে কাণে কি বলিলেন, শুনিয়া পলের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, তিনি দৃঢ়মুষ্টিতে তরবারি ধারণ করিলেন, তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডিউক কি এইরূপ সঙ্কল্প স্থির করিয়াছে?"

জাবেরণ বলিলেন, "হাঁ, ইহাই আমার বিশ্বাস; কিন্তু কাপ্তেন উড্‌ভিলি, আপনি ভিন্ন আর কেহ তাহার এই সংকল্প ব্যর্থ করিতে পারিবে না; আপনি আসিবেন ত?"

পল বলিলেন, "যদি বাঁচিয়া থাকি, নিশ্চয়ই আসিব।"

জাবেরণ বলিলেন, "আপনি না আসিলে চলিবে না, তখন মন্ত্রীসভার এই নির্ব্বোধ সভ্যগুলি রাজ্ঞীর সহিত আপনার বিবাহে আপত্তি করিবেন না।"

পরদিন মন্ত্রীসভার সভ্যগণ শুনিতে পাইলেন, কাপ্তেন উড্‌ভিলি জের্ণবা-ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

সেইদিন জাবেরণ কথাপ্রসঙ্গে রাজ্ঞীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুকুটোৎসবের আর দুইমাস মাত্র বাকী আছে, কিন্তু এখনও কতকগুলি বিষয় স্থির করা হয় নাই; মুকুটোৎসবের সময় কোন্ পাদরী আপানার মস্তকে মুকুট স্থাপন করিবেন?"

রাজ্ঞী বলিলেন, "এবট ক্রষ্টস্, তিনি অতি সৎলোক, তাঁহাকেই আমি এই সম্মান দান করিব। কাপ্তেন উড্‌ভিলি সম্বন্ধে মন্ত্রীসভা যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে আমি আপত্তি করি নাই, কিন্তু এই বিষয়ে আমার আদেশ লঙ্ঘিত হইবে না; মন্ত্রীসভায় যখন এ বিষয়ে তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইবে, তখন তুমি সেখানে আমার মত প্রকাশ করিও।"

যথাসময়ে মন্ত্রীসভায় এ প্রস্তাব উপস্থিত হইল, আর্ক বিশপ মস্কো

রাভোবিচের সকল পাদরী অপেক্ষা পদগৌরবে শ্রেষ্ঠ হইলেও তিনি গ্রীকধর্ম্মাবলম্বী পাদরী বলিয়া মুকুটোৎসবে তাঁহাকে পৌরোহিত্য করিবার ভারপ্রদানে রাজ্ঞী আপত্তি করিলেন; রাজ্ঞীর প্রস্তাবানুসারে জাবেরণ যখন এবট ফষ্টসকে এই ভারপ্রদানের প্রস্তাব করিলেন, তখন সভায় অত্যন্ত আপত্তি উত্থিত হইল, অধিকাংশ সভ্যই বলিলেন, "এরূপ নিম্নপদস্থ নগণ্য পাদরী এরূপ উচ্চসম্মানের অধিকারী হইতে পারে না।" প্রধান মন্ত্রী রাজিভিন বলিলেন, 'যদি কোন কাথলিক পাদরীকে প্রধান পৌরোহিত্য-ভার প্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে কার্ডিনাল রাভেনা সেই পদ পাইবার যোগ্য, কারণ, তিনিই জের্ণবা-রাজ্যের কাথলিক পাদরী-সমাজের প্রধান ব্যক্তি, তাঁহাকে এ ভার না দিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ পাদরীকে এই সম্মান প্রদান করিলে কার্ডিনালের অপমান করা হইবে, বর্ত্তমান রাজনৈতিক সঙ্কটের সময় নূতন শত্রু সৃষ্টি করা দূরদর্শিতার পরিচায়ক নহে।"

জাবেরণ বলিলেন, "যদি নূতন শত্রু সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে আমাদের ভীত হইবার কারণ নাই; অমারা দুর্ব্বল হস্তে অসি ধারণ করি না এবং আমাদের কারাগারে দুর্ব্বিনীত ষড়্যন্ত্রকারিগণের জন্য স্থানের অভাব নাই।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "আমি মার্শেলের প্রস্তাবের অনুমোদন করি, কার্ডিনাল রাভেনা মুকুটোৎসবে আমার মুকুট স্পর্শ করিতেও পাইবে না; কেন, ইহার কারণ বলিতে আমি অনিচ্ছুক। যে কারণেই হউক, রাভেনার হস্ত হইতে মুকুট গ্রহণ আমার পক্ষে অসম্ভব। রাভেনার হস্তে মুকুট গ্রহণ না করিলে যদি মুকুটোৎসব অসম্ভব হয়, তাহা হইলে আমি রাজমুকুট চাহি না।"

পালামস্কি জের্ণবা-রাজ্যের ব্যবহারসচিব, তিনি প্রস্তাব করিলেন, "রাজ্ঞীর প্রজামণ্ডলীর মধ্যে যখন গ্রীক খৃষ্টান ও কাথলিক খৃষ্টান এই উভয় মতাবলম্বী লোকই আছে, তখন মুকুটোৎসবে কাথলিক ধর্ম্মমতাবলম্বী পাদরী-

দের সকল সম্মানের অধিকারী হইয়া গ্রীকধর্ম্মমতাবলম্বী পাদরীদের উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না।”

রাজ্ঞী বলিলেন, “আপনার এ কথা সমর্থন-যোগ্য, গ্রীকধর্ম্মমতাবলম্বী পাদরীদের মধ্যে মস্কোর পদ সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। এবট ফষ্টসকে যে সম্মান দান করা হইবে, তাহা স্থির হইয়া গিয়াছে। তাহার পর মস্কো অন্য কোন্ ভার লইতে ইচ্ছুক, আমি জানিতে চাই।”

পাদরী মস্কো বলিলেন, “মুকুটোৎসব আরম্ভের পূর্ব্বে ধর্ম্মগ্রন্থের কিয়দংশ পাঠ করিবার নিয়ম আছে। আমি সেই ভার গ্রহণ করিতে চাই।”

রাজ্ঞী মস্কোর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু ইহা অপেক্ষা অনেক সম্মানের কাজ থাকিতে মস্কো কেন যে এই সামান্য ভার গ্রহণ করিতে চাহিলেন, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

জাবেরণ মনে মনে বলিলেন, “এই হতভাগ্য পাদরীটা বোরার গুপ্তচর, ইহার মনে নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি আছে; কিন্তু বাইবেল পাঠে তাহার কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।”

অনন্তর মন্ত্রণাসভায় আরও নানা প্রসঙ্গের আলোচনার পর সভাভঙ্গ হইল।

পল জের্ণবা-ত্যাগের এক সপ্তাহ পর কাডিনাল রাভেনা রোম হইতে জের্ণবার রাজধানী স্লাভোবিচে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি আসিয়াই শুনিতে পাইলেন, তাঁহাকে লঙ্ঘন করিয়া রাজ্ঞী এবট ফষ্টসকে মুকুটোৎসবে প্রধান পৌরোহিত্যভার সমর্পণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই সংবাদে ধর্ম্মাত্মা সর্দ্দার পাদরীর মনে ভয়ঙ্কর ক্রোধের সঞ্চার হইল, তাঁহার অধীনস্থ পাদরীরা ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল শব্দে চীৎকার করিয়া রাজ্য মাথায় তুলিল, রাণীর সিংহাসন কাঁপিয়া উঠিল।

ধর্ম্মাত্মা পাদরী রাভেনা আর আহার-নিদ্রার অবসর পাইলেন না, অবিলম্বেই তিনি রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা

করিলেন; "শুনলাম, তুমি তোমার মুকুটোৎসবে আমার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া আমার অপেক্ষা নিম্নপদস্থ পাদরী ফষ্টসকে তোমার মুকুটোৎসবে প্রধান পৌরোহিত্যের ভার সমর্পণ করিবার সংকল্প করিয়াছ? এ কথা কি সত্য?"

রাজ্ঞী অসঙ্কোচে বলিলেন, "হাঁ, সম্পূর্ণ সত্য।"

রাভেনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "জের্ণবা-রাজ্যে আমাকে অপদস্থ ও অপমানিত করিবার অভিপ্রায়েই কি তুমি এইরূপ বিধি-বিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ? ইহা কি তোমার মতে ধর্ম্মসঙ্গত হইয়াছে?"

রাজ্ঞী বলিলেন, "নিষ্কলঙ্কচরিত্র ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির হাতে আমি রাজমুকুট গ্রহণ করিব না। যে ব্যক্তি ধর্ম্মানুসারে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়া তাহার পদের দায়ীত্ব ও সম্মান রক্ষা করিতে জানে না, যে ব্যক্তি আমাকে তাহার উপপত্নী হইবার জন্য অসঙ্কোচে অনুরোধ করিতে পারে, আমার অপমানে সাহস করে, সে কিরূপে এই পবিত্র কার্য্যে প্রধান পৌরোহিত্যভারগ্রহণের দাবী করিতে পারে, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। কার্ডিনাল, ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিতে কি আপনার মনে সঙ্কোচের উদয় হয় না? আপনি কি ধর্ম্ম, ভয়, বিবেকবুদ্ধি, সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছেন?"

কার্ডিনাল রাভেনার ধর্ম্মভয় বা বিবেক বুদ্ধি ছিল না, উচ্চাকাঙ্ক্ষায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল, ধর্ম্মকে তিনি তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা-পূরণের সোপান বলিয়াই জানিতেন।

রাভেনা ক্রোধে অগ্নিবৎ হইয়া বলিলেন, "তাহা হইলে কি আমার সহিত বিরোধ করাই তোমার অভিপ্রায়? উত্তম, তোমার যেদিন মুকুটোৎসব হইবে, সেদিন আমি ভজনালয়ে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করিব, তুমি রাজ্ঞী নাতালি নহ, তুমি শঠ ও প্রবঞ্চক, প্রবঞ্চনা করিয়া ডিউক অফ বোরার ন্যায়সঙ্গত অধিকার অপহরণ করিয়াছ।"

পাদরীর এ স্পর্দ্ধায় রাজ্ঞা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তুমি এরূপ কোন কার্য্য করিলে, তৎক্ষণাৎ তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে পাঠাইতে বাধ্য হইব। যদি আমার পতন হয়, তাহা হইলে তোমারও পতন হইবে।"

রাভেনা বলিলেন, "না রাজ্ঞি, তুমি সেরূপ মনে করিও না। ডিউক রাজা হইলে, আমার কোন ক্ষতি হইবে না, আমি পূর্ব্বেই তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিব; তুমি প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক জের্ণবার সিংহাসন অধিকার করায় পোপ পর্য্যন্ত তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন, তুমি নিজে কাথলিক, কিন্তু তুমি ঘোষণা করিয়াছ, গ্রীক খৃষ্টানদের প্রতি তুমি সমদর্শী হইবে, এ কথা শুনিলে পোপ তোমাকে কপট বলিয়া ঘৃণা করিবেন; আমার একটী মাত্র কথায় তিনি তোমাকে সমাজচ্যুত করিয়া এস্তাহার বাহির করিবেন, সমাজচ্যুত হইয়া রাণীগিরী করা কিরূপ শুভকর, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "আমাকে তোমার এই ভয়প্রদর্শন সম্পূর্ণ নিস্ফল।"

রাভেনা বলিলেন, "তোমার নারী-হৃদয়ে কত বল আছে, দেখিব। ধর্ম্মজগতে পোপ তোমার শত্রু হইবেন, রাজনীতিজগতে মহা পরাক্রান্ত রুস-সম্রাট ইতিমধ্যেই তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন, তোমার মুকুটোৎসবের আর দুই মাস মাত্র বিলম্ব আছে, এই দুই মাস তুমি সুখস্বপ্নে বিভোর থাক। মুকুটোৎসবের দিন তুমি মুকুটলাভের জন্য ভজনালয়ে যাইবে, কিন্তু ডিউকের মস্তকে রাজমুকুট শোভা পাইতেছে দেখিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবে। তখন আর তোমাকে রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিতে হইবে না। যে দুর্গে তুমি ডিউককে কারারুদ্ধ করিয়াছিলে, সেই দুর্গে তোমার স্থান হইবে; এই দুই মাস কাল তুমি এ জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক।"

বর্ব্বোরা বসিয়া বসিয়া তাঁহার অবস্থার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন,

রাভেনা ভাবিলেন, তাঁহার যুক্তি শুনিয়া বর্কোরার মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে, এবার আর বর্কোরা তাঁহার অঙ্কশায়িনী হইতে আপত্তি করিবে না।

কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে রাভেনা তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। বর্কোরা মুখ তুলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তুমি যদি পুনর্ব্বার এরূপ অপমান-জনক কথা বল, তাহা হইলে প্রহরিগণ আমার আদেশে তোমাকে বন্দী করিবে।"

পাদরী পিশাচের মত হাসিয়া বলিলেন, "সঙ্গে সঙ্গে তোমার পতন আরও ঘনাইয়া আসিবে, তুমি আমাকে বন্দী করিয়াছ, এ সংবাদ শ্রবণমাত্র আমার ভ্রাতুষ্পুত্র জামুস্কা নগরবাসী রের্ডাভিজ আমার প্রদত্ত মোহরাঙ্কিত তিনখানি পত্র যথাস্থানে প্রেরণ করিবে; তার পর দুইদিনের মধ্যে জের্ণ্বার সকলে জানিতে পারিবে,তুমি জাল-রাণী,আসল রাণী নহ; তার পর যা হইবে, বুঝিতে পারিতেছ।"

রাভেনা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিলেন বলিয়াই কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন জামুস্কা রুসিয়ার একটী ক্ষুদ্রনগর, জের্ণবা-রাজ্যের সীমাপ্রান্তে কয়েক মাইল মাত্র দূরে তাহা অবস্থিত। রাভেনার কথায় রাজ্ঞী ক্রোধে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেও রাভেনার ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম-ধামের কথা স্মরণ রাখিলেন; তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইল, তিনি বুঝিলেন, যদি কার্ডিনালের এই পত্রগুলি হস্তগত করা যায় ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা যায়, তাহা হইলে আর কোন আশঙ্কার কারণ থাকিবে না।

রাভেনা বলিলেন,"দেখিতেছি, তুমি তোমার মায়ের ধাত পাইয়াছ, তুমি একটা ইংরাজকে উপপতি করিয়াছ, তোমার মা রাজা আদ্রিয়াসের উপপত্নী ছিল; তোমার জননীর সহিত রাজা আদ্রিয়াসের বিবাহ হয় নাই, সে রাজার উপপত্নী মাত্র ছিল।"

বর্ব্বোরা ক্রোধে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইলেন, উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "ওরে মিথ্যাবাদী ভণ্ডপাদরী, তুই এতই কামান্ধ হইয়া উঠিয়াছিস্ যে, যিনি পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহার কন্যার সম্মুখে তাঁহার মিথ্যা কলঙ্ক-প্রচারে তোর মনে কিছুমাত্র দ্বিধা হইতেছে না ?"

রাভেনা বলিলেন. "ইহা মিথ্যা কলঙ্ক নয়, সত্য কথা, রাজা আদ্রিয়াস তোমার নিকট এ কথা প্রকাশ করেন নাই, কারণ, তিনি ভাবিয়াছিলেন, এ কথা শুনিলে তোমার মনে কষ্ট হইবে; তিনি এক অমূলক গল্প প্রচার করিলেন যে, তোমার মাতার সহিত যে গির্জ্জায় তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, সে গির্জ্জাটী পুড়িয়া গিয়াছে. এবং বিবাহ-সংক্রান্ত যে সকল দলীলপত্র ছিল, তাহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিবাহের কথা মিথ্যা; বিবাহই যখন হয় নাই, তখন বিবাহের দলীলপত্র কোথা হইতে আসিবে ?"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "তুমি যে কথা বলিতেছ, তাহা যে মিথ্যা কথা নহে, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করিব ? আমার বাবা একরকম বলিয়াছিলেন, তুমি একরূপ বলিতেছ, আমার বাবার কথা মিথ্যা আর তোমার কথা সত্য, ইহা আমি বিশ্বাস করি না।"

রাভেনা বলিলেন, "বিশ্বাস কর না, তাহার কারণ, তাহাতে তোমার স্বার্থসিদ্ধির আঘাত হয়। তোমার মুকুটোৎসবের দিন আমি সর্ব্বসমক্ষে দণ্ডায়-মান হইয়া স্পষ্টভাষায় বলিব, তুমি রাজ্ঞী নাতালি নহ, তুমি জাল-রাণী। রাণী নাতালির জন্মকালে, তাহার অঙ্গে যে একটী বিশেষ চিহ্ন ছিল, তাহা তোমার অঙ্গে নাই; তুমি বলিবে,তুমি নাতালির বয়োজ্যেষ্ঠা বৈমাত্রেয়া ভগ্নী, কিন্তু তোমার পিতা যে তোমার মাতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা তুমি প্রমাণ করিতে পারিবে না, তুমি যে তোমার মাতার জারজ সন্তান, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবে, সুতরাং সিংহাসনলাভ অতঃপর তোমার পক্ষে অসম্ভব হইবে; আমি তোমাকে যখন এইভাবে বিপন্ন করিতে পারি, তখন তুমি কোন্ সাহসে আমাকে অগ্রাহ্য করিতেছ ?"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "আমার বিশ্বাস, স্তের্ণবা-রাজ্যের সিংহাসনে আমার আইনসঙ্গত অধিকার আছে, সত্য বটে, আর আমি চতুর্দ্দিক্ হইতে বিপন্ন, কিন্তু পরমেশ্বরের অপার করুণায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমি আমার মনকে শান্ত করিব।"

রাভেনা বলিলেন, "পোলাণ্ডের ইতিহাস আলোচনা করিলে তুমি দেখিতে পাইবে, পরমেশ্বর চিরদিন প্রবলেরই সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, তুমি দুর্ব্বল, তুমি ঈশ্বরের সহায়তালাভে সমর্থ হইবে না।"

ভণ্ড পাদরীর মুখে ঈশ্বরের এমন অপবাদ শুনিয়া রাজ্ঞী আর সেখানে দাঁড়াইলেন না; ধীরে ধীরে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তিনি স্থির করিলেন, অন্ততঃ মার্শেল জাবেরণকে তাঁহার জীবনের গুপ্তরহস্য জ্ঞাপন করিবেন, কারণ, এ সঙ্কটকালে জাবেরণ ভিন্ন কাহারও উপর নির্ভর করা যায়, ইহা তাঁহার মনে হইল না।

রাজ্ঞার প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তনের অল্পকাল পরে জাবেরণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। বর্ব্বোরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মার্শেল, ছয়মাস পূর্ব্বে তুমি আমাকে একখানি সুন্দর ধনুক ও তাহার উপযুক্ত বাণ উপহার দিয়াছিলে, মনে আছে?"

জাবেরণ সবিস্ময়ে বলিলেন, "সে কথা আজ হঠাৎ বলিতেছেন কেন?"

রাজ্ঞী বলিলেন, "আমি সেই ধনুর্ব্বাণ একবারও ব্যবহার করি নাই, এ জন্য কি তুমি মনে মনে দুঃখিত হও নাই?"

জাবেরণ বলিলেন, "আমি জানি, ধনুর্ব্বাণ লইয়া সময়ক্ষেপ করিবার আপনার অবসর নাই।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "সময়ের অভাব ইহার প্রকৃত কারণ নহে, প্রকৃত কারণ এই যে, ধনুর্ব্বিদ্যায় আমি কখনও পারদর্শিনী ছিলাম না; তোমার নিকট ধনুর্ব্বাণ উপহার পাইয়া যদি আমি নূতন করিয়া লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিতাম, তাহা হইলে তোমার মনে হয় ত সন্দেহের উদয় হইত।"

জাবেরণ বলিলেন, "আপনি কি উপহাস করিয়া এ কথা বলিতেছেন? আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ধনুর্ব্বিদ্যায় আপনার অসাধারণ দক্ষতা ছিল, কিন্তু ডালমাটিয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর হইতে এ বিষয়ে আপনাকে বীতশ্রদ্ধ দেখিতেছি।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "মার্শেল, আমি জীবনে কখনও ধনুক ধারণ করি নাই।"

জাবেরণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দারুণ বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমাকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে, তিন বৎসর পূর্ব্বে যে রাজকুমারী ধনুর্ব্বিদ্যায় অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া আমাদের সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিতেন, সেই রাজকুমারী ও আপনি নিশ্চয়ই একজন নহেন।"

রাজ্ঞী গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "মার্শেল, তোমার এ অনুমান মিথ্যা নহে; সত্যই আমি নাতালি নহি।"

জাবেরণ হাসিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে আমিও জাবেরণ নহি, আপনি এরূপ অসম্ভব কথা কেন বলিতেছেন?"

রাজ্ঞী বলিলেন, "না জাবেরণ, ইহা পরিহাস নহে.আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য কথা। তোমার কি মনে পড়ে না, ডালমাটিয়া হইতে যখন আমি এখানে আসি, তখন আমার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া অনেকেই বলিত, দীর্ঘকাল রোগে ভুগিয়া রাজ্ঞার স্মরণশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে? সে সময় হয় পাদরী রাভেনা, না হয় আমার পিতা সর্ব্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া যাহাদের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হইত, তাহাদের নাম ও পরিচয়াদি বলিয়া দিতেন, কিন্তু তথাপি আমার পদে পদে ত্রুটি হইত, কিন্তু আমি যে নাতালি নহি, এ সন্দেহ কাহারও মনে, এমন কি, ডিউক অফ বোরার মনেও স্থান পায় নাই।"

রাজ্ঞী তখন জাবেরণকে তাঁহার জীবনের সকল কাহিনী সংক্ষেপে

জ্ঞাপন করিলেন; পাদরী রাভেনা রাজ্ঞী নাতালির সহিত কিরূপ পৈশাচিক ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া জাবেরণের চক্ষু হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল, রাভেনা তাঁহার নিকটেও কিরূপ অসৎ প্রস্তাব করিয়াছিল, সে কথা শুনিয়া জাবেরণ পুনঃ পুনঃ তাঁহার তরবারিতে হস্তার্পণ করিলেন, কিন্তু তিনি ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিলেন, "যদি আমি অন্ততঃ তিন ঘণ্টা পূর্ব্বেও এ সকল কথা জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে সে পাদরীর মুণ্ড ছেদন করিতাম।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "তাহা হইলে রাভেনার কথাই ফলিয়া যাইত, আমার সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত হইত, এখন ক্রোধে বিচলিত হইবার সময় নহে, আমাদিগকে এখন অত্যন্ত সাবধান হইয়া চলিতে হইবে, এখন কি করিতে হইবে শুন।"

রাভেনার সহিত রাজ্ঞীর যে সকল কথা হইয়াছিল, তিনি একে একে সে সকল কথাই জাবেরণের গোচর করিলেন, এবং রাভেনার যে তিনখানি গুপ্ত পত্র তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট গচ্ছিত আছে, সে ব্যক্তির নাম ও ঠিকানাও তাঁহাকে জানাইলেন।

জাবেরণ দুর্জ্জয় ক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, "এই পাদরীটা যেমন ভণ্ড, তেমনি ধূর্ত্ত।"

কিন্তু জাবেরণও ধূর্ত্ততায় পাদরী রাভেনা অপেক্ষা হীন ছিলেন না, তিনি রাভেনার চক্রান্ত ব্যর্থ করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ একটা মৎলব স্থির করিয়া ফেলিলেন; তাহার পর রাজ্ঞীকে বলিলেন, "পাদরী রাভেনা হইতে আপনার কোন ভয় নাই, রাজ্ঞী নাতালির সহিত সকল বিষয়েই আপনার এমন সাদৃশ্য আছে যে, তাহার কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না। আমরা বলিব, ভণ্ড পাদরী অপমানিত হইয়াও তাহার স্বার্থ রক্ষিত হইতেছে না দেখিয়া এই মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "কিন্তু রাভেনার কথার অব্যর্থ প্রমাণ বর্ত্তমান; আমার

ভগ্নী নাতালির দক্ষিণ স্কন্ধে একটী ক্ষতচিহ্ন ছিল, যে সকল চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন ও যে সকল ধাত্রী-হস্তে তাঁহার প্রতিপালনের ভার ছিল,তাঁহারা এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। আমার অঙ্গে সেরূপ ক্ষত-চিহ্ন নাই,সুতরাং রাভেনার অঙ্গের প্রতিবাদে কোন ফল হইবে না; আমার রক্ষার যদি অন্য কোন উপায় থাকে, তবে সে উপায় অবলম্বন কর। তুমি লিপস্কিকে তোমার কূটবুদ্ধির বলে পরাজিত করিয়াছ, এবার রাভেনাকে পরাস্ত কর।"

জাবেরণ বলিলেন, "একটা ভণ্ড বেকুব পাদরীকে স্তব্ধ করিতে আমার অধিক বিলম্ব হইবে না। আপনি এ সব কথা পূর্ব্বে আমাকে বলেন নাই কেন?"

রাজ্ঞী বলিলেন, "কাণ্ডটা তুমি খুব সহজ মনে করিতেছ, কি করিবে, আমি জানিতে চাই।"

জাবেরণ বলিলেন, "আপনার এই গুপ্তকথা রাভেনা, কাপ্তেন উডভিলি ও আমি এই কয়জন ভিন্ন আর কে জানে? রাভেনার ভাইপো রেডভিজ জানে কি?"

রাজ্ঞী বলিলেন, "শীলমোহর করা পত্র তিনখানিতে কি আছে, তাহ রাভেনা তাহার ভাইপোর নিকট প্রকাশ করে নাই, এইরূপই আমাকে বলিয়াছে।"

জাবেরণ বলিলেন, "তাহার কথা আমার সত্য বলিয়াই মনে হয়, কারণ, যে গুপ্তকথা দ্বারা সে লাভবান্ হইতে চায়, সে কথা সে সহসা অন্যের নিকট প্রকাশ করিবে কেন? যদি আমরা রাভেনাকে গ্রেপ্তার করি, তাহা হইলেই তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার উপদেশানুসারে পত্র কয়খানি যথাস্থানে পাঠাইয়া দিবে।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "ইহাই আমার ভয়।"

জাবেরণ বলিলেন, "ইতিমধ্যে যদি আমি লোক পাঠাইয়া রেডভিজের

নিকট হইতে পত্র কয়খানি কাড়িয়া আনি, তাহা হইলে কি হইবে মনে করেন?"

রাজ্ঞী বলিলেন, "তাহা হইলে রেডভিজ অবিলম্বেই সে কথা রাভেনার গোচর করিবে, সুতরাং এ ভাবে বলপ্রয়োগে কোন ফল হইবে না।"

জাবেরণ বলিলেন, "আপনার অনুমান সত্য, হয় ঠিক একই সময়ে এই পত্রগুলি হস্তগত করিতে হইবে ও রাভেনাকে জেলে পূরিতে হইবে, না হয়, তাহা অপেক্ষা অন্য কোন সহজ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যাহাই হউক, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। রাভেনা রোমে যাইতেছে, তাহার পরমায়ু অল্প, যে কয়দিন পারে, সে বাঁচিয়া থাকুক, সে যেদিন এখানে ফিরিয়া আসিবে, সেই দিন তাহার মুখ বন্ধ করিয়া একখানা গাড়ীর মধ্যে পূরিয়া তাহাকে কেল্লায় পাঠাইয়া দিব, আর তাহাকে বাহিরে আসিতে হইবে না।"

রাজ্ঞী জাবেরণের কথা শুনিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, ইহা সঙ্গত কথা নহে, বিনা বিচারে কার্ডিনালের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিলে পোপ, এমন কি, সমস্ত ইউরোপ পর্য্যন্ত আমাদের উপর খড়্গ হস্ত হইয়া উঠিবে।"

জাবেরণ বলিলেন, "আপনি বিচারের কথা কি বলিতেছেন? আপনি কি বলিতে চান, বিচারালয়ে আপনার গুপ্তকথা ব্যক্ত করা সঙ্গত হইবে? আমি স্বীকার করি, এই ভণ্ডটাকে নিপাত দিবার জন্য আমি যে উপায় অবলম্বন করিব, তাহার ফল বিপজ্জনক হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেওয়া তাহা অপেক্ষা অধিক বিপজ্জনক। আর তাহাকে গ্রেপ্তার করিবারই বা আবশ্যক কি? তাহাকে গোপনে সরাইবার শত শত উপায় বর্ত্তমান, তাহা তেমন বিপজ্জনক নহে। আমি গোপনে তাহাকে সরাইব এবং হত্যাকারীকে ধরিবার জন্য প্রকাশ্যে পুরস্কার ঘোষণা

করিব, অবশেষে গির্জ্জায় গিয়া একটু অনুতাপ করিলেই চলিবে, আর ইহারই বা আবশ্যক কি, একদিন সকালে উঠিয়া লোকে দেখিতে পাইবে, ধর্ম্মাত্মা পাদরী রাভেনা নিজের ঘরে আত্মহত্যা করিয়া পড়িয়া আছে।”

জাবেরণ রাজ্ঞীর সম্মুখে অসঙ্কোচে এই সকল কথা বলিলেন, স্বভাবতঃ তিনি নির্দ্দয় বা বিশ্বাসঘাতক ছিলেন না, কিন্তু তিনি রাজ্ঞীর প্রভুভক্ত ভৃত্য, রাজ্ঞার মঙ্গলের জন্য, কর্সিকা-রাজ্যের কল্যাণের নিমিত্ত, পোলাণ্ডের মুক্তিবিধানের অভিপ্রায়ে তিনি অনায়াসেই সকল কুকার্য্য করিতে পারিতেন।

কিন্তু সদয়হৃদয়া রাজ্ঞীর নিকট জাবেরণের এ সকল পরামর্শ সৎপরামর্শ বলিয়া মনে হইল না। কিছুকাল পূর্ব্বে, পাদরী রাভেনার ভয়প্রদর্শনের সময় তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, আর এখন তিনি তাঁহার গুপ্তহত্যার প্রস্তাবের সমর্থন করিবেন? তিনি জাবেরণের প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন না।

জাবেরণ বলিলেন, “এই নরপিশাচের প্রতি দয়া-প্রদর্শন, আপনার দয়ার ব্যভিচার মাত্র; সে যেরকম পাপিষ্ঠ,তাহাতে প্রাণদণ্ডই তাহার উপযুক্ত দণ্ড, আপনার ভগ্নী নাতালির প্রতি সে কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল? আপনি এ কথা একবারও মনে করিবেন না যে,নাতালি আত্মহত্যা করিয়াছিল, সতের আঠার বৎসরের যুবতী—সংসারে যাহার কোন দুঃখ, কোন দুশ্চিন্তা, কোন কষ্টের কারণ নাই,যাহার ভবিষ্যৎ জীবন সমুজ্জ্বল, সে কোন্ দুঃখে আত্মহত্যা করিবে? আমার বিশ্বাস, এই নরপিশাচ রাভেনার চক্রেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে, আমি যদি এই পাপিষ্ঠকে একবার চরকিতে তুলিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাহার গাঁটে গাঁটে সূচ বিঁধাইয়া তাহার মুখ হইতে সকল কথা বাহির করিয়া লইতাম।”

রাজ্ঞী বলিলেন, “তাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার তুমি সঙ্গত মনে কর, করিতে পার, কিন্তু তাহাকে হত্যা করিও না।”

রাত্রি ক্রমে অধিক হইতেছিল. জাবেরণ রাজ্ঞীর নিকট বিদায় লইলেন।

রাজ্ঞীর সহিত জাবেরণের এই সকল কথাবার্ত্তার ঠিক চারি সপ্তাহ পরে একদিন জাবেরণ রাজ্ঞীকে শীলমোহর করা তিনখানি পত্র আনিয়া দিয়া বলিলেন, "এই লউন, রাভেনার প্রধান অস্ত্র, আমাদের অর্দ্ধেক কাজ শেষ হইয়াছে।"

বর্ব্বোরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ পত্র কিরূপে সংগ্রহ করিলে?"

জাবেরণ বলিলেন,"কাতিনার ভগ্নী জুলিস্কা এ বিষয়ে আমার দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ হইয়াছিল; আমার উপদেশানুসারে সে জালুস্কায় গিয়া রেড্‌ভিজের পরিচারিকার সহিত সখ্যত্ব স্থাপন করে এবং সেই পরিচারিকাকে অনেক টাকা উৎকোচ দিয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া ফেলে। জুলিস্কার পরামর্শানু-সারে দাসী তাহার ভ্রাতার কঠিন পীড়া হইয়াছে বলিয়া কয়েকদিনের ছুটী লয় এবং জুলিস্কাকে তাহার প্রতিনিধি রাখিয়া যায়, সৌভাগ্যক্রমে জুলিস্কার উপর রেড্‌ভিজের পাঠগৃহটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার ভার অর্পিত হই-য়াছিল, রেড্‌ভিজ একদিন কয়েক ঘণ্টার জন্য স্থানান্তরে যাত্রা করিলে, জুলিস্কা রেড্‌ভিজের আলমারি খুলিয়া এই পত্র কয়খানি বাহির করিয়া লয়, এবং সাবধানে লেফাপা খুলিয়া তিনখানি পত্রের স্থানে তিনখানি সাদা কাগজ পূরিয়া লেফাপায় আবার পূর্ব্ববৎ গালা ও মোহর করিয়া রাখিয়া দেয়, গালা ও মোহর আমিই তাহাকে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলাম।"

রাজ্ঞী পত্র তিনখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন, পত্র তিনখানির ভাবার্থ একই রূপ; এ সকল পত্রের মর্ম্ম রাভেনা পূর্ব্বেই রাজ্ঞীকে বলিয়াছিলেন। রাজ্ঞী দেখিলেন, রাভেনা তাঁহাকে যে সকল কথা বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, পত্রেও তাহা অবিকল লিখিয়াছিলেন। পত্র তিনখানি পাঠ করিয়া রাজ্ঞী তৎক্ষণাৎ তাহা অগ্নিমুখে সমর্পণ করিলেন।

জাবেরণ বলিলেন, "পাদরীর কৌশলজাল ছিন্ন করিলাম, এখন সে

রোম হইতে এখানে ফিরিবামাত্র তাহাকে গ্রেপ্তার করিব, আমার আর একটা কাজ বাকী আছে, রাজদ্রোহী লিপস্কিকে ধরিলেই অনেক ঠাণ্ডা হওয়া যায়, রাজিভিন কি আপনাকে আপনার মুকুটোৎসবের সময় রুস-দূতের শুভাগমন-সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়াছেন? সে সময় যে রুস-সম্রাট তাঁহার একজন প্রতিনিধি পাঠাইবেন।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "এবারও বোধ হয়, অর্লক দূত হইয়া আসিবে। আমাদের স্বাধীনতা-সনন্দের অস্তিত্বে সে সন্দেহ করিয়াছিল; মুকুটোৎসবের সময়ে সে আসিয়া যেন আমাদের সনন্দ দেখিয়া ও পরীক্ষা করিয়া যায়।"

সনন্দখানি যে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সে কথা সেদিনও জাবেরণ রাজ্ঞীর নিকট প্রকাশ করিলেন না।

মুকুটোৎসবের দিন ক্রমেই সন্নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, রাজধানীতে উৎসবের আরম্ভ হইল, চতুর্দ্দিকে উৎসাহের সীমা রহিল না। রাজমহিলা-গণ আশা করিলেন, নির্দ্দিষ্ট দিনে উৎসবের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইবে।

কিন্তু সহসা একদিন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হইল, মুকুটোৎসবের দুই দিন পূর্ব্বে প্রধান মন্ত্রী রাজিভিন ও জাবেরণ ব্যস্তভাবে রাজ্ঞীর নিকট আসিয়া সংবাদ দিলেন, একলক্ষ রুস-সৈন্য জালুস্কায় শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে।

জালুস্কা জের্ণবা-রাজ্যের সীমাপ্রান্ত হইতে ছয় মাইল মাত্র দূরে অব-স্থিত ছিল।

রাজ্ঞী সবিস্ময়ে বলিলেন, "জালুস্কায় একলক্ষ রুসসৈন্য আসিয়াছে?"

রাজিভিন বলিলেন, "হাঁ, এবং রুস-সম্রাট স্বয়ং এ সকল সৈন্যের সেনা-পতি হইয়া আসিয়াছেন।"

রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন, "রুস-সম্রাটের এত সৈন্য লইয়া হঠাৎ আমাদের রাজ্যের এত কাছাকাছি আসিবার উদ্দেশ্য কি?"

রাজিভিন বলিলেন, "এই সৈন্য-সন্নিবেশের কারণ জানিবার জন্য আমি রুস-শিবিরে দূত পাঠাইয়াছিলাম। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আমাদের দূত

ফিরিয়া আসিয়াছে, সে জানিয়া আসিয়াছে, কুচ-কাওয়াজ করিবার জন্যই সেখানে সৈন্য-সমাবেশ হইয়াছে।”

রাজ্ঞী জাবেরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি এ কথা বিশ্বাস করিয়াছ?”

জাবেরণ বলিলেন, “না, আমার বিশ্বাস, আপনার মুকুটোৎসবে বাধা দান করিবার জন্যই সম্রাটের এই আয়োজন।”

রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার মুকুটোৎসবে বাধা-দানে রুস-সম্রাটের কি অধিকার?”

জাবেরণ বলিলেন, “রুস-সম্রাটের বল আমাদের অপেক্ষা অধিক, বাহু-বলে তিনি তাঁহার ন্যায্য অধিকার লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, জের্ণবা-রাজ্যের স্বাধীনতা ধ্বংস করাই তাঁহার উদ্দেশ্য।”

রাজ্ঞী বলিলেন, “আমাদের রাজ্যে বিশ্বাসঘাতকদের সংখ্যা অল্প নহে, তাহার উপর বহিঃশত্রুর এই সমরায়োজন! আমাদের ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র শত্রু।”

জাবেরণ বলিলেন, “যদি রুসসৈন্যেরা আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তখন আমরা কি করিব?”

রাজ্ঞী সতেজে বলিলেন, “আমরা নিশ্চয়ই কাতরকণ্ঠে তাহাদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিব না, অস্ত্রে অস্ত্রে ঝঞ্ঝনা উপস্থিত হইবে।”

রাজিভিন বলিলেন, “কিন্তু রাজ্ঞি, স্মরণ রাখিবেন, রুস-সম্রাট একলক্ষ সৈন্য লইয়া আসিয়াছেন; আমাদের মুষ্টিমেয় সৈন্য তাহাদের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর, এ অবস্থায় আমাদের কি আশা আছে?”

রাজ্ঞী বলিলেন, “হয় ত কোন আশাই নাই, সেই ভয়ে কি আমরা নতজানু হইয়া যুক্তকরে তাহাদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করিব? আমার রাজ্য দস্যুর ন্যায় অন্যে কাড়িয়া লইতেছে, তাহা দাঁড়াইয়া দেখিব? না, তাহা হইবে না। আমার সাহায্যের জন্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত একজন সৈনিক বর্ত্ত-

মান থাকিবে, একটীমাত্র বন্দুক আমাদের হাতে থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিব।"

রাজিভিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রীসভার ও প্রতিনিধি-সভার পরামর্শ গ্রহণ করিবেন না?"

রাজ্ঞী বলিলেন,"কি পরামর্শ লইব? পরামর্শ করিবার কি সময় আছে? কেবল বক্তৃতা ও মতামত লইয়া দ্বন্দ্ব—ইহাতে লাভ কি? না মার্শেল, তুমি আমার সৈন্যগণের প্রধান নায়ক, তুমি সৈন্যগণকে আদেশ দাও, তাহারা এখনি সীমান্তে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হউক, বিপক্ষ-সৈন্যের সম্মুখীন হইবার জন্য বা আত্মরক্ষার জন্য যে যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা তোমাকে করিতে হইবে।"

প্রধান মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সম্মুখে ত এই বিপদ্, আপনার মুকুটোৎসব কি আপাততঃ স্থগিত রাখা যাইবে?"

রাজ্ঞী বলিলেন, "তাহা হইলে রুস-সম্রাট ভাবিবেন, তাঁহার ভয়ে আমরা ভীত হইয়াছি। না, তাহা হইবে না, মুকুটোৎসব যে দিন সুসম্পন্ন হইবার কথা আছে, সেই দিনই তাহা হইবে; উৎসবান্তে আমি ভজনালয় হইতে শিবিরে যাত্রা করিব। জাবেরণ, আর ভাবিবার সময় নাই, ইতস্ততঃ করিলে চলিবে না; অস্ত্র গ্রহণ কর, তরবারি কোষমুক্ত কর, শত্রু-রুধিরে তাহা রঞ্জিত কর; যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের ধমনীতে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এক প্রাণীও জীবিত থাকিবে,ততক্ষণ পর্য্যন্ত পোলাণ্ডের এই স্বাধীন রাজ্যখণ্ডটুকু শত্রু-হস্তে আত্মসমর্পণ করিবে না।"

জাবেরণ বলিলেন, "রাজ্ঞি,ইহাই আপনার যোগ্য কথা; আপনি সত্যই পোলাণ্ডের স্বাধীন নরপতিগণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের শোণিত আপনার দেহে প্রবাহিত হইতেছে। হায়! হায়! আপনি যদি রমণী না হইয়া পুরুষ হইতেন, তাহা হইলে আপনার অধীনে পরিচালিত হইয়া আমরা শত্রুগণকে বীরের ধর্ম্ম দেখাইতাম।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

অল্পদিনের মধ্যেই মুকুটোৎসবের সকল আয়োজন শেষ হইয়া গেল, জের্ণবা-রাজধানী সুসজ্জিতা নগরীর ন্যায় অনুপম শোভা ধারণ করিল। জনপদবাসিগণ আসন্ন উৎসব সন্দর্শনের প্রত্যাশায় উৎসাহান্বিত হইয়া উঠিল। নগরের সেই বিচিত্র শোভা দেখিয়া বর্ব্বোরা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এ শোভা, এ আনন্দ কয়দিনের জন্য ? নির্ব্বাণের পূর্ব্বে দীপ অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠে, পতনের পূর্ব্বে অনেক নগরই এইরূপ নিরুপম শোভা ধারণ করে। হায় ! পল, তুমি এখন কোথায় ? জের্ণবা-রাজ্যের সঙ্কটকালে, তুমি এখানে প্রত্যাগমন করিবে আশা দিয়াছিলে, ইহা অপেক্ষা অধিক সঙ্কটের সময় আর নাই, তবে তুমি আসিতেছ না কেন ?"

রাজ্ঞী ঘণ্টায় ঘণ্টায় সীমাপ্রান্তে চর পাঠাইয়া শত্রুসৈন্যগণের গতিবিধির সন্ধান লইতেছিলেন, রুস-সম্রাট নিকোলাসের অধীনে অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ প্রভৃতি সর্ব্বসমেত লক্ষ সৈন্য জালুস্কায় উপস্থিত হইয়াছিল, ক্রমে তাহারা জালুস্কা হইতে জের্ণবা-রাজ্যের এক মাইল দূরে ছাউনি করিল, বিভিন্নজাতীয় সৈন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বীরদর্পে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল, তাহাদের মধ্যে পলোভাস্কি ও সেমিনোভাস্কি নামক রাজকীয় রক্ষী সৈন্য ছিল, তাতার সৈন্য ছিল, সুদূরবর্ত্তী ফিনলণ্ডের বহু-সংখ্যক সৈন্য ছিল, এমন কি, শার্কেশীয় সৈন্যেরও অভাব ছিল না। তাহারা আনন্দে, উৎসাহে, উদ্দীপনায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল, দুর্দ্দান্ত কসাক সৈন্যেরা অশ্বারোহণে জের্ণবার প্রহরিগণের গা ঘেঁসিয়া ঘুরিতে আরম্ভ করিল, কোনরূপ একটা গণ্ডগোল বাধানই তাহাদের উদ্দেশ্য ; কিন্তু জের্ণবা-সীমান্তের প্রহরী সৈন্যেরা জাবেরণের আদেশে কোন প্রকার কলহে প্রবৃত্ত হইল না।

অবশেষে রাজ্ঞী রুস-শিবিরে পর পর দুইজন দূতকে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু দূতদ্বয় প্রত্যাগমন করিল না; সুতরাং সকলেরই বিশ্বাস হইল, তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে।

রাজদূতকে যাহারা বন্দী করে, তাহাদের উদ্দেশ্য কখনও সৎ হইতে পারে না; বর্ব্বোরা বুঝিলেন, ছলে বলে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করাই রুস-সম্রাটের এই অভিযানের উদ্দেশ্য; সুতরাং তিনি আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, তাঁহার বিংশতি সহস্র সৈন্যের মধ্যে দশ সহস্র সৈন্য মুকুটোৎসবের সময় রাজধানী-রক্ষার্থ প্রস্তুত হইল, অবশিষ্ট দশসহস্র ডোরিস্নাভের অধীনে সীমান্তে যাত্রা করিল, জাবেরণ স্বয়ং গোলন্দাজ সৈন্যগণের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়া রাজধানীর পথ-ঘাট রক্ষা করিতে লাগিলেন।

সীমান্তে উভয় রাজ্যের সৈন্যই পরস্পরের সম্মুখীন হইল, রুসিয়ার লক্ষ সৈন্যের সম্মুখে জের্ণবার মন্ত্রিসমাজ প্রতি মুহূর্ত্তেই আক্রমণের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, জের্ণবার স্বাধীনতা সূর্য্য কখন্ অস্তমিত হয়, এই দুশ্চিন্তায় সকলেই ম্রিয়মাণ হইয়া উঠিলেন।

এই সঙ্কটকালে বর্ব্বোরা সংবাদ পাইলেন, ডিউক অফ বোয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছেন; বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডিউকের অভিপ্রায় কি, তাহা জানিবার জন্য রাজ্ঞী প্রাসাদের অন্যতন কক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। পথিমধ্যে জাবেরণের সহিত রাজ্ঞীর সাক্ষাৎ হইল।

রাজ্ঞী বলিলেন, "ডিউক আসিয়াছে।"

জাবেরণ বলিলেন, "আমরাও প্রস্তুত আছি।"

ডিউক রাজ্ঞীকে সম্মুখে দেখিয়া উঠিয়া যথাবিধি তাঁহার অভিবাদন পূর্ব্বক বলিলেন, "রাজ্ঞি, বোধ হয়, তোমার স্মরণ থাকিতে পারে, তুমি আমাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত আছ; সেই অঙ্গীকার পালন করিবে কি না, তাহাই জানিতে আসিয়াছি।"

রাজ্ঞী বলিলেন,"এ সম্বন্ধে আমার যাহা অভিপ্রায়,তাহা পূর্ব্বেই ডিউকের গোচর করা হইয়াছে।"

ডিউক বলিলেন, "তাহা আমার স্মরণ আছে, কিন্তু সংপ্রতি ঘটনা-স্রোত যে ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে আমার বিশ্বাস, রাজ্ঞীর পূর্ব্ব অঙ্গীকার সম্বন্ধে নূতন করিয়া বিবেচনার সময় আসিয়াছে।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "ঘটনাস্রোত পরিবর্ত্তিত হওয়ার অর্থ আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

ডিউক বলিলেন, "আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তোমার দ্বারে প্রচণ্ড রুস-সৈন্য উপস্থিত, তোমার সিংহাসন থর থর কম্পিত হইতেছে, এখন যদি তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও, তাহা হইলে তোমার সিংহাসন-চ্যুতি অবশ্যম্ভাবী।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "রুসিয়ার অনুগ্রহে তুমি জের্ণবার সিংহাসন অধিকার করিবে, এইরূপ আশা করিয়াছ; হয় ত তুমি তাহা পাইতে পার, কিন্তু যত দিন আমি জীবিত থাকিব,তত দিন সেই সিংহাসনে তোমার ন্যায়সঙ্গত দাবী থাকিবে না। এ অবস্থায় তুমি আমাকে কেন বিবাহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছ? ইহার কারণ আমি বুঝিয়াছি;—আমার প্রতি তোমার প্রেম বা দয়া বা উদারতা ইহার কারণ নহে, তুমি জের্ণবার সিংহাসনে আমার বর্ত্তমান ন্যায্য অধিকার স্থাপনের জন্যই আমাকে বিবাহ করিবার জন্যই ব্যস্ত হইয়াছ; কিন্তু এ চেষ্টা তোমার পক্ষে কাপুরুষতা মাত্র, অথচ তুমি দেখাইতে চাও,আমার বিপদ্‌কালে তুমি আমাকে বড় অনুগ্রহ করিতেছ!"

ডিউক বলিলেন, "তাহা হইলে তুমি আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলে, উত্তম,আমি এখন উঠিলাম, ভবিষ্যতে আর একবার সাক্ষাৎ হইতে পারে।"

ডিউক আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন।

রাজ্ঞী বলিলেন, "তুমি যেমন বসিয়া ছিলে, সেই ভাবে বসিয়া থাক, আমার কথার অবাধ্য হইলে প্রহরীদের ডাকিতে কুণ্ঠিত হইব না।"

রাজ্ঞীর ভাব দেখিয়া ডিউকের মনে আশঙ্কার উদয় হইল, তিনি ভাবিলেন, না আসিলেই ভাল হইত।

রাজ্ঞী বলিলেন, "গত এক বৎসর কাল তুমি আমাকে ভালবাস, এইরূপ ভাব দেখাইয়া কেন আমার অপমান করিয়াছ?"

ডিউক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে ভালবাসা, তোমাকে বিবাহ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করা, তুমি অপমান বলিয়া মনে করিতেছ কেন?"

রাজ্ঞী বলিলেন, "অপমান ভিন্ন আর কি, যদি তোমার অন্য উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে তুমি বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় গোপনে আমার বিরুদ্ধে শত্রুগণের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিতে না।"

ডিউক উত্তেজিত-স্বরে বলিলেন, "জাবেরণ মিথ্যাবাদী, তাহার কথা শুনিয়া তুমি মেজাজ বিগড়াইয়া বসিয়াছ।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "জাবেরণ মিথ্যাবাদী হইতে পারে, কিন্তু তোমার বন্ধু লিপস্কি বোধ হয় মিথ্যাবাদী নহে, ও কি, তুমি আমার কথা শুনিয়া চমকাইলে যে? আজ অপরাহ্ণে আমার সৈন্যেরা লিপস্কির বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়াছে; সেখানে কি পাওয়া গিয়াছে, জান? অসংখ্য বন্দুকে তাহার গুদাম পরিপূর্ণ ছিল, কয়েকজন রুস-গুপ্তচর সেখানে ধরা পড়িয়াছে, তন্মধ্যে আইভান রসাকফও ছিল, "লিপস্কি সকল অপরাধ স্বীকার করিয়াছে।"

ডিউক ক্ষণকাল বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কোন্ কোন্ কথা স্বীকার করিয়াছে?"

রাজ্ঞী বলিলেন, "অনেক কথা, এখানে একটীমাত্র দৃষ্টান্ত দিতেছি, প্রায় একবৎসর হইতে তাহার সম্পাদকতায় কোলোকোল নামক এক সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতেছে, এই সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য আমাকে ও আমার দলস্থ মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অন্যায় কুৎসা প্রচার। এই সংবাদপত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে রসগ্রাডের প্রবাসী রুসেরা রাজভক্ত ও প্রচলিত আইনের বশীভূত ছিল, এবং পোলেদের মতই তাহারা শান্তভাবে জীবন যাপন

করিত, কিন্তু কোলোকোলের চেষ্টায় তাহারা অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ও অশান্ত হইয়া ক্রমাগত শান্তি ভঙ্গ করিতেছে, ইহা কি ভাল কাজ হইয়াছে ?”

ডিউক জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঐ ব্যাপারের সহিত আমার কি সম্বন্ধ ?”

রাজ্ঞী বলিলেন, “সম্বন্ধ যথেষ্ট আছে, লিপস্কি এই পত্রের সম্পাদক বটে, কিন্তু ডিউক অফ বোরা এই পত্রের জীবনস্বরূপ, তাহার অর্থানুকূল্যেই এই পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে, এবং তাহার অভিপ্রায়ানুসারেই এই পত্রিকা পরিপুষ্ট হইতেছে।”

ডিউক বলিলেন, “লিপস্কি প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা কথা বলিয়াছে।”

রাজ্ঞী বলিলেন, “লিপস্কি মিথ্যা কথা বলিয়াছে, এ কথা তুমি তাহার সাক্ষাতে বলিতে পারিবে ত ? আমি তাহাকে এই প্রাসাদেই আনিয়া রাখিয়াছি, তাহার কথা যে মিথ্যা, ইহা তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তোমাকে স্পষ্ট ভাষায় বলিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে, দেবোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির পাণ্ডুলিপি তোমারই কীর্ত্তি, এই আইন পাশ করাইবার জন্য অনেক প্রতিনিধিকে লিপস্কি উৎকোচ দান করিয়াছিল, সে টাকা ওয়ারসার গভর্ণর জেনারল অর্লকের নিকট হইতে লইয়া তুমিই তাহাকে দিয়াছ।”

ডিউক গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, “মিথ্যা কথা।”

রাজ্ঞী বলিলেন, “জের্ণব-রাজ্যের স্বাধীনতার সনন্দখানি তোমার ষড়-যন্ত্রেই নষ্ট হইয়াছে।”

ডিউক বলিলেন, “জাবেরণ যাহা খুসী লিপস্কির মুখ দিয়া বলাইয়াছে।”

রাজ্ঞী এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া সক্রোধে পকেট হইতে একখানি শোণিতরঞ্জিত রুমাল বাহির করিলেন, এবং সেই রুমালখানি ডিউকের মুখের উপর আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, “তুমি জান, কাহার শোণিতে

এই রুমাল সিক্ত হইয়াছিল? ইহা ত্রেভিষার হৃদয়-শোণিত, ত্রেভিষার মত বিশ্বাসী রাজভক্ত কর্ম্মচারী আমার অধিক নাই, তাঁহা অপেক্ষা অধিক কর্ত্তব্যানুরাগী রাজভৃত্য আমার একজনও ছিল না, তোমার কুচক্রান্তে রসাকফ আমার সেই পরম বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর প্রাণবধ করিয়াছে।"

ডিউক বলিলেন, "ইহা মিথ্যা কথা।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "কাতিনা তাহার পিতার হোটেলে লিপস্কিকে রসাকফের সহিত একদিন পরামর্শ করিতে দেখিয়াছিল, এবং কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য চারিশত রুবল উৎকোচ যথেষ্ট নহে বলিয়া তাহার পরিমাণ দ্বিগুণ করিয়া লইয়াছিল, এ কথা যদি তুমি অস্বীকার কর, তাহা হইলে আমার সঙ্গে এস, লিপস্কি তোমার সাক্ষাতে সকল কথা স্বীকার করিবে।"

প্রাসাদের অন্য কক্ষে লিপস্কি ও রসাকফ প্রহরী-পরিবেষ্টিত হইয়া দণ্ডায়মান ছিল. ডিউক তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস করিলেন না, সাক্ষাতে সম্মত হইলেন না।

রাজ্ঞী বলিলেন, "তুমি তাহাদের সহিত সাক্ষাতে সম্মত নহ, ইহার অর্থ, সত্য কথা স্বীকার করিতে তোমার সাহস নাই, লিপস্কির গৃহে যে সকল বন্দুক পাওয়া গিয়াছে, তাহা তোমার সম্মতিক্রমে এবং তোমার জ্ঞাতসারে অর্লক সেখানে পাঠাইয়াছিল, আগামী কল্য প্রভাতে রুসগ্রাডের প্রবাসী রুসগণকে প্রকাশ্য বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইবার জন্য সেই সকল অস্ত্র বিতরণ করা হইত, আমার সৈন্যেরা সেই বিদ্রোহদমনে অস্ত্রধারণ করিলে, তুমি রুস-সম্রাটের সহায়তা প্রার্থনা করিতে, এই অভিপ্রায়েই রুস-সম্রাট সসৈন্যে আমার সীমাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়াছে, আমাকে বন্দী করিয়া কোন দুর্গে নির্ব্বাসিত করাই তোমার অভিপ্রায়। সুতরাং তুমি স্পষ্টভাবে রাজদ্রোহ করিয়াছ, তোমার ষড়্‌যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, এখন তাহার উপযুক্ত পুরস্কার গ্রহণ কর।"

এই বলিয়া রাজ্ঞী করতালি দিবামাত্র রাজপ্রাসাদের রুদ্ধ দ্বারগুলি এক সঙ্গে উন্মুক্ত হইয়া গেল, এবং প্রত্যেক দ্বারপথে শ্রেণীবদ্ধ সৈন্যদল রাজ্ঞীর সম্মুখে উপস্থিত হইল, সৈনিকেরা কোন শবদেহের সঙ্গে সঙ্গে সমাধি-ক্ষেত্রে যাইবার সময় তাহাদের অস্ত্র যে ভাবে উল্‌টাইয়া ধরিয়া যে ভাবে কাওয়াজ করিয়া চলে, সৈন্যগণকে সেই ভাবে আসিতে দেখিয়া ডিউক প্রমাদ গণিলেন।

সৈন্যগণ আসিয়া ডিউক ও রাজ্ঞীকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সেই ব্যূহ ভেদ করিয়া জাবেরণ ডিউকের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার ইঙ্গিতমাত্র একজন সৈনিক একগাছি দড়ী দিয়া ডিউকের উভয় হাত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া ফেলিল, আর এক জন সৈনিক হরতনের টেক্কার মত আকারের একখণ্ড সাদা সাটিন ডিউকের বুকের উপর পিন দিয়া আঁটিয়া দিল।

এবার ডিউকের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল, তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিল, তাঁহার দুই পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তিনি বুঝিলেন, তাঁহার আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া আসিয়াছে, রাজ-দ্রোহীর যে দণ্ড, তাহা তাঁহাকে লইতে হইবে; সৈনিকের অব্যর্থ গুলী ঐ সাটিননির্ম্মিত হরতনের টেক্কা ভেদ করিবে, সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ!

কয়েক মাইল মাত্র দূরে এক লক্ষ রুস-সৈন্য তাঁহার সাহায্যের জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাঁহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিবে বলিয়া দূরতর প্রদেশ হইতে সাজিয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহারা এখন কল্পনা করিতেও পারিতেছে না, যাহাকে তাহারা রাজা করিতে চায়, তাহাকে কয়েক মিনিট পরেই বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া এই লীলার অবসান করিতে হইবে!

জাবেরণ আদেশ দিলেন, "যাহারা গুলীকরিবে, তাহারা লাইনে প্রস্তুত হইয়া আছে, আসামীকে লইয়া যাও।"

ডিউক রাজ্ঞীকে অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "নাতালি, সাবধান, আজ তুমি যাহা করিতে উদ্যত হইয়াছ,সেজন্য রুস-সম্রাটের নিকট তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে।"

রাজ্ঞী তীব্রস্বরে বলিলেন, "মৃত্যুকালেও তুমি রাজদ্রোহসূচক কথা বলিতেছ। আমার রাজ্যের একজন বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহীকে তাহার অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিব, এজন্য রুস-সম্রাটের নিকট কৈফিয়ৎ কেন দিব? জের্ণবা-রাজ্যের শাসনকার্য্যে রুস-সম্রাটের হস্তক্ষেপের কি অধিকার আছে?"

জাবেরণ সক্রোধে বলিলেন, "বিশ্বাসঘাতক, রুস-সম্রাট যদি আমার সম্মুখে থাকিতেন, তাহা হইলেও তোর বুকে ছোরা বিঁধাইতে আমি কুণ্ঠিত হইতাম না। সৈন্যগণ, আসামীকে লাইনে লইয়া যাও।"

বাহিরে মুকুটোৎসবের উৎসববাদ্য বাজিতেছিল,কিন্তু ডিউকের মনে হইল, তাহা যেন সমাধিযাত্রার শোকবাদ্য।

ডিউককে লইয়া সৈন্যগণ প্রাসাদ হইতে প্রস্থান করিলে, জাবেরণ বলিলেন, "আমি প্রাণদণ্ডের ওয়ারেণ্ট প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, আপনি এই ওয়ারেণ্টে নাম স্বাক্ষর করুন।"

রাজ্ঞী বিমনা হইয়া তাঁহার নিজের নাম স্বাক্ষর করিলেন।

জাবেরণ তাঁহার স্বাক্ষর দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ কোন্ নাম স্বাক্ষর করিলেন? রাজ্ঞার প্রচলিত নাম স্বাক্ষর না দেখিলে, কাপ্তেন আসামীকে গুলী করিয়া মারিতে অসম্মত হইতে পারে।"

রাজ্ঞী ওয়ারেণ্টখানি হাতে লইয়া দেখিলেন, ওয়ারেণ্টে তিনি নাতালি নাম না লিখিয়া, বর্ব্বোরা এই নাম লিখিয়াছেন।

রাজ্ঞী বলিলেন, "দেখিতেছি, আমি নিজের অজ্ঞাতসারে আমার প্রকৃত নাম স্বাক্ষর করিয়াছি; হয় ত পরমেশ্বরের ইচ্ছাক্রমেই এরূপ হইয়াছে, হয় ত ডিউকই সিংহাসনে আরোহণ করিবে, আমি দুর্গে বন্দী হইব।"

জাবেরণ বলিলেন, "রাজ্ঞি, আপনি এ কথা কেন বলিতেছেন?"

রাজ্ঞী জাবেরণের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "আমার ইচ্ছা হইতেছে, আমি আজই প্রতিনিধি-সভা আহ্বান করিয়া সর্ব্বজন-সমক্ষে আমার গুপ্ত জীবন-কাহিনী প্রকাশ করিয়া বলি, হয় ত আমি সত্যই আমার জননীর জারজ কন্যা, ইত্যাদি সত্য হয়, তাহা হইলে জের্ণবা-সিংহাসনে আমার কি অধিকার আছে?"

জাবেরণ বলিলেন, কিন্তু জের্ণবা-রাজ্যটীকে উৎসন্ন দিবারও আপনার কি অধিকার আছে? কার্ডিনালের গল্প যে সত্য, ইহার প্রমাণ কি? তাহার মত ভণ্ড পাদরীর মিথ্যা কথা বলা বিচিত্র নহে; আপনার সন্দেহ হইয়াছে, হয় ত আপনার জননীর সহিত আমাদের স্বর্গীয় রাজ্ঞীর বিধিমতে বিবাহ হয় নাই; এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আপনি আপনার রাজমুকুট একটা বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী নরহন্তাকে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আপনাকে আমার অধিক কথা বলা শোভা পায় না, কিন্তু আপনার যুক্তির প্রতি আমি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। আপনার যুক্তি অনুসারে চলিলে, রুস-সম্রাটকেও সিংহাসন ত্যাগ করিতে হয়; সম্রাট পল সম্রাট তৃতীয় পিটরের পুত্র বলিয়া রুসিয়ার সিংহাসন লাভ করিয়াছেন, কিন্তু সত্যই কি পল তৃতীয় পিটরের পুত্র? পলের জননী রাজ্ঞী ক্যাথারাইন ও রাজ্ঞীর সর্দ্দার খানসামা সল্টিকফ এ কথার উত্তর দিতে পারে। রাজ্ঞি, আপনি সকল বিষয়েই অত্যন্ত অধিক ইতস্তত করেন। আপনি রাজকন্যা বলিয়া যে এই সিংহাসনে আপনার অধিকার, এ কথা অস্বীকার করিলেও দোষ নাই, যিনি প্রজারঞ্জনে সমর্থ, তিনিই রাজা;

আপনার ন্যায় কোন্ রাজ্ঞী প্রজাকে সুখে ও আনন্দে রাখিতে পারিয়াছে? আপনি প্রজামণ্ডলীর ভক্তির সিংহাসনে উপবিষ্টা হইয়া আছেন; কে আপনাকে সেখান হইতে বিচালিত করিবে?"

রাজ্ঞী বলিলেন, "কিন্তু এ আত্মপ্রবঞ্চনা আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমি জানি, আমি রাজ্ঞী নাতালি নহি, কিন্তু তথাপি কাল মুকুটোৎসবের সময় সর্ব্বজন-সমক্ষে হলপ করিয়া ঘোষণা করিতে হইবে, আমি রাজ্ঞী নাতালি।—না, আমি এ মিথ্যা কথা বলিতে পারিব না, ইহাতে আমি প্রাণে শান্তি পাইব না।"

জাবেরণ বলিলেন, "আপনি সিংহাসন ত্যাগ করিলে জের্ণবা-রাজ্য রুস-ঋক্ষের কুক্ষিগত হইবে, আপনার বিশ্বস্ত মন্ত্রিগণ সাইবীরিয়ার প্রান্তরে নির্ব্বাসিত হইবে, তখন বোধ হয়, আপনি প্রাণে বেশ শান্তি পাইবেন।"

জাবেরণ তাঁহার তরবারি কোষমুক্ত করিয়া তাহা রাজ্ঞীর সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, "যতদিন দেহে প্রাণ থাকিবে, ততদিন আপনার স্বার্থ রক্ষা করিব, এই সংকল্পে তরবারি ধারণ করিয়াছিলাম। পোল-জাতির মঙ্গলের জন্য যে অসি আমি এত দিন ব্যবহার করিয়া আসিলাম, তাহা কি আপনি দ্বিখণ্ডিত করিতে বলেন? আপনার অনুগ্রহে বঞ্চিত হইয়া অবশেষে কি আমাকে স্বাধীনতা-রক্ষার নিমিত্ত হঙ্গেরীয়দিগের আশ্রয় লইতে হইবে?"

রাজ্ঞী বলিলেন, "মার্শেল, তোমাকে আমি ত্যাগ করিতে পারিব না, যাহারা আমার আশ্রয়প্রার্থী, তাহাদিগকে আশ্রয় দিতেই হইবে; কিন্তু আমি পরের নামে রাজত্ব করা বিড়ম্বনাজনক মনে করি।"

জাবেরণ বলিলেন, "এ কথা আপনি বলিতে পারেন; ইহার কোন প্রতীকার হইতে পারে কি না, তাহারও চেষ্টার ত্রুটি করিব না। এখন প্রাণদণ্ডাজ্ঞায় স্বাক্ষর করুন।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "এই ওয়ারেণ্টে আমার স্বাক্ষর করিবার অধিকার আছে কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে; নাতালি ডিউককে প্রাণাধিক প্রিয়-

তম জ্ঞান করিতেন, তাঁহার নাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম এই ওয়ারেণ্টে স্বাক্ষর করিলে নার্তালিব প্রেতাত্মার অপমান করা হইবে। আমি স্বাক্ষর করিব না।"

জাবেরণ বলিলেন, "রাজ্ঞি, আপনার এই অনুগ্রহ আপনি অপাত্রে ন্যস্ত করিতেছেন, এই নরপিশাচ আপনার অনুগ্রহের যোগ্য নহে।

রাজ্ঞী বলিলেন, "যে অযোগ্য, অনুগ্রহে তাহারই দাবী অধিক। ডিউকের যদি আজ প্রাণবধের আদেশ প্রদান করি, তাহা হইলে আমার এই সিংহাসনে অধিকার বর্দ্ধিবে, কিন্তু ডিউককে বাঁচাইয়া রাখিলে তাহাকে লইয়া আমি রুসিয়ার উপর উত্তম রাজনৈতিক চাল্ চালিতে পারিব। কারাদণ্ডই এখন আমার নিকট বিবেচনাসঙ্গত, আসামীকে কেল্লায় লইয়া গিয়া কারারুদ্ধ কর।"

জাবেরণ রাজ্ঞীর আদেশ নতশিরে পালন করিতে চলিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া জাবেরণ একখানি পত্র হস্তে পুনর্ব্বার রাজ্ঞীর নিকট উপস্থিত হইলেন, রাজ্ঞীকে বলিলেন, "একখানি পত্র আছে, আপনি দেখুন।"

রাজ্ঞী পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন, তাহাতে লেখা ছিল, "মার্শেল, এই পত্রবাহককে আপনি একবার রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন, কি,—পল উড্ভিলি।"

পলের নাম পাঠ করিবামাত্র, রাজ্ঞীর বিষণ্ণ মুখ প্রসন্ন হইয়া উঠিল, বক্ষে বিদ্যুৎপ্রবাহের সঞ্চার হইল, দুই মাস হইল, পল জের্ণবা-রাজ্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এই দুই মাসের মধ্যে বর্ব্বোরা তাঁহার কোন সংবাদ পান নাই; অবশেষে কি সত্য সংবাদ আসিল? সে কি সংবাদ?

রাজ্ঞী আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মার্শেল, এ পত্র কে আনিয়াছে?"

জাবেরণ বলিলেন, "নাভো-দুর্গের একজন পরিচারিকা, তাহার নাম

যাসিন্থা; সে আপনার সহিত সাক্ষাতের আশায় কক্ষান্তরে অবস্থান করিতেছে।"

যাসিন্থার নাম শ্রবণমাত্র বর্ব্বোয়া অস্ফুটশব্দ করিয়া উঠিলেন, এবং তাহাকে তৎক্ষণাৎ আনিবার অনুমতি দিলেন।

যাসিন্থা বর্ব্বোয়ার সম্মুখে জানু নত করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল, তাহার পর বলিল, "আপনি আপনার মুকুটোৎসব উপলক্ষে এখন যেরূপ ব্যস্ত আছেন, তাহাতে আপনার সময় নষ্ট করা আমার পক্ষে বেয়াদপি।"

বর্ব্বোয়া তাহার হাত ধরিয়া উঠিলেন, তাহার পর সহাস্যে বলিলেন, "তোমাকে হঠাৎ দেখিয়া আমি আমার মুকুটোৎসবের কথা ভুলিয়া গিয়াছি, সে কথা ছাড়িয়া আমার কাছে বসিয়া তুমি তোমার পূর্ব্বকথার আলোচনা কর।"

জাবেরণ সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু রাজ্ঞী তাঁহাকে অপেক্ষা করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

বর্ব্বোয়া যাসিন্থাকে বলিলেন, "আমি মরিয়াছিলাম, ভূমিকম্পের সময় তোমার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে, লামরো কোথায়, সে বাঁচিয়া আছে তো?"

যাসিন্থা বলিল, "না রাজ্ঞি; ভূমিকম্পের পূর্ব্বে গুড় গুড় করিয়া মেঘ-গর্জ্জনের মত শব্দ হওয়ায় সেই রাত্রে আমরা নাভো-দুর্গ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম; আমরা দুজনেই পলাইতেছিলাম, এমন সময় আমাদের সম্মুখে অনেকখানি মাটী ফাটিয়া গেল, লামরো চলিতে চলিতে ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া সেই ফাটলের মধ্যে পড়িয়া গেল, কিন্তু সে আর উঠিতে পারিল না, এক মিনিটের মধ্যেই আর সে ফাটলের কোন চিহ্ন দেখিলাম না। পৃথিবী যেন হাঁ করিয়া তাহাকে গ্রাস করিল। আমি যে কিরূপে মুক্তি লাভ করিলাম, বলিতে পারি না, কারণ, আমার চারিদিকেই মাটী ফাঁক হইতেছিল ও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহা বন্ধ হইতেছিল।"

যাসিন্থা যে আত্মকাহিনী বর্ণনা করিল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে,

ভূমিকম্পের পর সে ট্রিষ্টিতে জাহাজে উঠিয়া ইংলণ্ডযাত্রা করে; ইংলণ্ডে আসিবার কয়েক সপ্তাহ পরে সে কেন সহরের একজন বড় লোকের বাড়ীতে পরিচারিকার কর্ম্মে নিযুক্ত হয়।

বর্ব্বোরা বলিলেন, "এখন তুমি আমার কাছে থাকিবে ত?"

যাসিন্থা বলিল, "আমার সকল কথা শুনিলে, আপনি হয় ত এরূপ অনুমতি করিবেন না। আমি আমার নূতন মনিবের বাড়ীতে কাজ করিবার পর একদিন আমার মনিব আমাকে জানাইলেন, তাঁহার গৃহে তাঁহার একটী সম্ভ্রান্ত বন্ধু আসিবেন, সেই জন্য তাঁহার অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে হইবে, তাঁহার এই বন্ধুটীর নাম কাপ্তেন উড্‌ভিলি। আমার মনিবের সেই বন্ধুটী আসিলে আমি দেখিলাম, তিনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত কাপ্তেন পল ক্রেসিংহাম। কাপ্তেন আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কাপ্তেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাদের সেখানে যাইবার পূর্ব্বে রাভেনা যে যুবতীকে সেই দুর্গে লইয়া গিয়াছিল, সেই যুবতী সম্বন্ধে আমি কি জানি। কাপ্তেন সাহেব আমাকে বলিয়াছিলেন, তিনি আপনার বৈমাত্রেয় ভগ্নী, তাহার পর আমি কাপ্তেন সাহেবকে নাতালির মৃত্যুর প্রকৃত বিবরণ বলি।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "কাপ্তেন উড্‌ভিলি কি তোমাকে আমার নিকট সে কথা বলিবার জন্য পাঠাইয়াছেন?"

যাসিন্থা বলিল, "আমার ইচ্ছা ছিল, কাপ্তেন পল সে সকল কথা আপনার নিকট বর্ণনা করেন, তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না, তাঁহার ইচ্ছা, আমি স্বয়ং আপনাকে সকল কথা বলি, এবং এই অভিপ্রায়েই তিনি আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "তবে আর বিলম্ব করিতেছ কেন? সকল কথা খুলিয়া বল।"

যাসিন্থা বলিল, "ভূমিকম্পে যে নাভো-দুর্গ ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল, ইহা তেমন আশ্চর্য্যের কথা নহে, কারণ, সেথানে অনেক ভয়ঙ্কর পাপ-

কার্য্য হইয়াছে, আমি যে তাহাদের দলে ছিলাম, এ জন্য আমাকে অপরাধী করিবেন না, অনেক পূর্ব্বেই আমি পলাইতাম, কেবল লামরো ও তাহার কুকুরগুলার ভয়ে আমি পলাইতে পারি নাই। আমার ভয় হইতেছে, আমার মুখে সকল কথা শুনিয়া হয় ত আপনি আমাকে শাস্তি দিবেন।"

বর্ব্বোয়া বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই, তোমাকে শাস্তি ভোগ করিবার জন্য পল ইংলণ্ড হইতে এখানে পাঠান নাই; আমার ভগ্নী কিরূপে মরিয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইয়াছে।"

যাসিন্থা তখন বর্ব্বোরাকে নাতালির শোচনীয় মৃত্যুর সকল কথা জ্ঞাপন করিল, তাহা শুনিয়া বর্ব্বোরা ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রহিলেন; অনেকক্ষণ পরে বর্ব্বোরা অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "ভগ্নী নাতালি, যদি তুমি পাপিষ্ঠ পাদরীর হাতে না পড়িতে, তাহা হইলে আজও তুমি জীবিত থাকিতে; এই ভণ্ড পাদরীর কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় একজন আত্মহত্যা করিয়া সতীত্ব রক্ষা করিয়াছে, আর একজন তাহার পাপকামনা পূর্ণ না করায় সে তাহার বিনাশসাধনে উদ্যত হইয়াছে, হে ঈশ্বর, এরূপ পাপিষ্ঠকে পৃথিবীর ভারবৃদ্ধির জন্য তুমি এখনও জীবিত রাখিয়াছ? ডিউক অফ্ বোরাও পাপিষ্ঠ, কিন্তু এই নরপিশাচ রাভেনার পাপের তুলনায় তাহার পাপ নিতান্ত অল্প।"

জাবেরণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বর্ব্বোরার এই কাতরতা লক্ষ্য করিতেছিলেন, কার্ডিনালের উপর তিনি অধিক পরিমাণে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন, এবং স্থির করিলেন, যেমন করিয়া হউক, তাহার নিপাত-সাধন করিবেন। বর্ব্বোরা এই শোচনীয় কাহিনী শুনিয়া দুঃখে এতই অভিভূত হইলেন যে পল কেমন আছেন, কি করিতেছেন, এ সম্বন্ধে যাসিন্থাকে কোন প্রশ্ন করিবারও তাঁহার অবসর হইল না।

যাহা হউক, জাবেরণ যাসিন্থাকে কক্ষান্তরে লইয়া গিয়া পল সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন, পল তাহাকে সঙ্গে লইয়া বার্লিন নগর পর্য্যন্ত

আসেন, সেখানে তিনি যাসিস্কাকে রেলের গাড়ীতে তুলিয়া দেন, সেই ট্রেণে জের্ণবায় আসিতে আসিতে পথিমধ্যে পীড়িত হন; সেই জন্য জের্ণবায় পৌঁছিতে তাঁহার কয়েক দিন বিলম্ব হইয়া গিয়াছে; বার্লিন হইতে পল রুস-রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গে গিয়াছেন।

জাবেরণ এ কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, তিনি এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; কাপ্তেন উড্ভিলির মত একজন সুদক্ষ শত্রু-সেনাপতিকে হাতে পাইলে রুস-সম্রাট ও তাঁহার মন্ত্রিসমাজ সহজে ছাড়িয়া দিবেন, ইহা তাঁহার বিশ্বাস হইল না।

জাবেরণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া কোন মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না; অবশেষে তিনি বলিলেন, "কাপ্তেন উড্ভিলি এখান হইতে যাইবার সময় অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন, মুকুটোৎসবের পূর্ব্বদিন তিনি এখানে ফিরিয়া আসিবেন; কারণ, আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি, তাঁহার অসিবলের উপরে রাজ্ঞীর রাজমুকুটের স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে, কিন্তু আজও তিনি এখানে প্রত্যাগমন করিলেন না। সত্য বটে, ডিউককে আমরা বন্দী করিয়াছি, আগামী কল্য আর তাহা হইতে আমাদের কোন ভয়ের কারণ নাই, কিন্তু এ কথা ত পল জানেন না। তাহা হইলে তিনি আসিলেন না কেন? আমার অনুমান হইতেছে, রুসিয়ায় তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছেন।"

ইতিমধ্যে একজন প্রহরী জাবেরণকে সংবাদ দিল, একজন দূত তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছে।

জাবেরণ সেই দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিতে পারিলেন, কার্ডিনাল রাভেনা রোম হইতে জের্ণবা-রাজধানীতে কয়েক মিনিট পূর্ব্বে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি পোপের স্বাক্ষরিত একখানা পরোয়াণা আনিয়াছেন, সেই পরোয়াণায় রাজ্ঞীকে সিংহাসনচ্যুত করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

এ সংবাদ শুনিয়া বর্ব্বোরা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "হতভাগা পাদরী তাহার প্রাণবধের আদেশপত্র সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। এবার আর তাহার মুক্তি নাই।"

জাবেরণ রাজ্ঞাকে বলিলেন, "রাজ্ঞি, এই হতভাগার উপর আমার যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করিব, আপনি আদেশ দান করুন।"

বর্ব্বোরা এ কথার কোন উত্তর দিলেন না, অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

জাবেরণ "মৌনং সম্মতিলক্ষণম্" বুঝিয়া সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মুকুটোৎসবের পূর্ব্বদিন রাভেনা মেলচর নামক একটী ছোকরা পাদরীকে সঙ্গে লইয়া জের্ণবা-রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। মেলচর তাঁহার গুপ্তচর; মেলচরের মুখেই তিনি সন্ধান পাইলেন, ট্রানস্ফিলারেসনের মঠে পোলাণ্ডকে স্বাধীন করিবার জন্য অনেক অস্ত্র-শস্ত্র ও অর্থ সংগুপ্ত আছে এবং জের্ণবার স্বাধীনতার সনন্দ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় কাতিনা জাবেরণের প্ররোচনায় সেই সনন্দ জাল করিয়াছে; এমন কি, রুস-সম্রাজ্ঞী ক্যাথারাইনের নাম জাল করিবার জন্য সম্রাজ্ঞীর স্বাক্ষরিত একখানি পুরাতন দলীল যাদুঘরের গ্লাসকেস্ হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছে। মুকুটোৎসবে যে সনন্দ ভজনালয়ে উপস্থিত করা হইবে, তাহা নিশ্চয়ই জাল সনন্দ; রুস-সম্রাট যদি ঘুণাক্ষরেও এ কথা শুনিতে পান, তাহা হইলেই তিনি উৎসবকে ব্যসনে পরিণত করিবেন।

রাভেনা এই সকল গুপ্ত সংবাদ অবগত হইয়া সেই ছোকরা পাদরীটাকে যথেষ্ট পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইলেন; তার পর বলিলেন, "পোপ আমাকে প্যালেষ্টিনার প্রধান পাদরীর পদে উন্নীত করিয়াছেন, আর আমাকে ইতালী ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইবে না, তুমিও আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। আহা, ইতালী, ইতালী, তোমাকে আমি কতই ভালবাসি, তোমার আকাশ যেমন পরিষ্কার, তোমার রৌদ্র যেমন উজ্জ্বল, তোমার মদ্য যেমন সুমিষ্ট, তোমার রূপসী রমণীও সেইরূপ—"

ছোকরা পাদরী রাভেনার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "সেইরূপ উপভোগ্য; জের্ণবা-রাজ্যের সুন্দরীদের অপেক্ষা অনেক ভাল।"

রাভেনা খুসী হইয়া বলিলেন, "মেলচর, আজ সকল ক্যাথলিক পাদরীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বলিবে, অবিলম্বে আমার সহিত যেন তাহারা সাক্ষাৎ করে, আমি তাহাদিগকে পোপের আদেশ জানাইব।"

ছোকরা পাদরী, ধাড়ী পাদরীকে নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিল।

রাভেনা তখন সেই কক্ষে একাকী বসিয়া রুসসম্রাট নিকোলাসের নিকট পাঠাইবার জন্য একখানি পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন; পত্রখানিতে বর্ব্বোরার বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ ছিল, এই পত্রখানি অত্যন্ত ক্ষুদ্র আকারে মুড়িয়া একখানি অতি ক্ষুদ্র খামের মধ্যে পূরিলেন এবং তাহা হাতে লইয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিলেন।

তখন রাত্রি অধিক হইয়াছিল, অত্যন্ত গরম বোধ হওয়ায় তাঁহার আদেশে সেই কক্ষের দ্বার-জানালাগুলি সমস্তই খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, উন্মুক্ত বাতায়নপথে উৎসবমগ্ন রাজধানীর আনন্দোচ্ছ্বাস বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, রাভেনা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এই হাস্যোচ্ছ্বাস আগামী কল্য এ সময় রোদন-কলরবে পরিণত হইবে।"

রাভেনা তাঁহার পত্রখানিতে গালামোহর করিয়া তাঁহার টেবিলের উপর রাখিয়াছেন, এমন সময় তাহা তাঁহার হাতের ধাক্কা লাগিয়া চেয়ারের পায়ার কাছে পড়িয়া গেল; কিন্তু তিনি তাহা তুলিলেন না; মদের নেশা তখন তাঁহার বেশ জমিয়া আসিয়াছিল। তিনি জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখিলেন, রুসসৈন্যেরা রাজ্ঞীকে বন্দিনী করিয়া লইয়া যাইতেছে এবং ডিউক অফ্ বোরা রাজমুকুট পরিয়া বসিয়া বসিয়া হাসিতেছেন, আর রুসসৈন্যেরা চীৎকার-শব্দে রুস-সম্রাটের জয়ধ্বনি ঘোষণা করিতেছে।

রাভেনা চক্ষু মুদিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "ওরে দুঃশীলা বর্ব্বোরা, তুই যেমন আমার সম্মুখে দর্প করিয়াছিলি, তেমনি তোর দর্প চূর্ণ হইল।"

পশ্চাতে কে একজন মোটা গলায় বলিয়া উঠিল, "এখনও তাহার অনেক বিলম্ব। কার্য্যসিদ্ধি হইবার পূর্ব্বেই এত খুসী কেন?"

রাভেনা শিহরিয়া উঠিলেন, পশ্চাতে চাহিয়া তাঁহার নেশা ছুটিয়া গেল। তিনি সবিস্ময়ে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?"

জাবেরণ বলিলেন, "তোমার যম।"

রাভেনা ব্যস্তভাবে তাঁহার ভৃত্যকে আহ্বান করিলেন; কিন্তু তাঁহার ভৃত্যের পরিবর্ত্তে জাবেরণের আর্দ্দালী নিকিতা ও গাবর নামক একজন রক্ষীসৈন্য রাভেনার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাভেনা পুনর্ব্বার তাঁহার ভৃত্যকে আহ্বান করিলেন।

জাবেরণ বলিলেন, "অনর্থক ব্যস্ত হইতেছ, তোমার একজন খানসামা ভিন্ন জনপ্রাণীও এ বাড়ীতে নাই। তোমার সেই খানসামাটীও আমার অর্থে বশীভূত হইয়াছে; সে তোমার দাসদাসীদের উৎসব দেখিবার জন্য সহরে পাঠাইয়াছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাহাদের ফিরিবার সম্ভাবনা নাই; ইতিমধ্যেই আমি কার্য্য শেষ করিতে পারিব।"

রাভেনা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কার্য্য?"

জাবেরণ নীরসস্বরে বলিলেন, "তোমার মুণ্ডপাত।"

এই কথা শুনিয়া রাভেনার আপাদ-মস্তক—পদনখর হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার বক্ষের স্পন্দনধ্বনি তিনি সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলেন। তিনি কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি আমাকে বধ করিতে চাও, হত্যা করিবে?"

জাবেরণ বলিলেন, "ইচ্ছা হয়, ইহাকে তুমি হত্যা বলিতে পার, কিন্তু আমার ভাষায় ইহার নাম প্রাণদণ্ড।"

রাভেনা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার অপরাধ কি?"

জাবেরণ বলিলেন, "চুরি করা জিনিস খাইতে বড় মিষ্ট লাগে, তুমি ধর্ম্মাত্মা পাদরী, চিরজীবন কৌমারব্রত পালন করিবে বলিয়া তোমার

ধর্ম্মবাবা পোপের সম্মুখে শপথ করিয়াছ, যীশুখৃষ্টের ক্রুশ গলায় বাঁধিয়া ধর্ম্মের পাণ্ডা হইয়াছ। অথচ স্ত্রীলোক ভিন্ন তোমার রাত্রি কাটে না। তুমি এমন পাপিষ্ঠ যে, আমাদের রাজ্ঞী তোমার কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সম্মত হন নাই বলিয়া, তুমি তাঁহার বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে উদ্যত হইয়াছ। এখন জিজ্ঞাসা করিতেছ, তোমার অপরাধ কি? তোমার প্রায়শ্চিত্তকাল সমাগত।"—জাবেরণ তাঁহার সুদীর্ঘ তরবারির মুষ্টিতে হস্তার্পণ করিলেন।

রাভেনা বুঝিলেন, সকল কথাই যখন প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাঁহার মুক্তিলাভের আর কোন আশা নাই; তিনি সভয়ে আগন্তুকত্রয়ের মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু তাহাদের মুখে দয়ার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু জীবনের মায়া বড় মায়া, প্রাণের আশা নাই জানিয়াও তিনি জাবেরণকে ভয়প্রদর্শনে বিরত হইলেন না, তিনি বলিলেন, "তোমাদের এ কার্য্যের জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে।"

জাবেরণ গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট জবাবদিহি করিবার ভয় নাই; কিন্তু যদি পরমেশ্বরের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি; তোমাকে বধ করিয়া আমি যে পাপের স্রোত রুদ্ধ করিব, সেজন্য আমার বিশ্বাস, পরমেশ্বর আমাকে পুরস্কারের যোগ্য পাত্র মনে করিবেন। মনুষ্যের নিকট আমার জবাবদিহি করিবার ভয় নাই, কারণ, তোমাকে যে কেহ বধ করিয়াছে, ইহার প্রমাণ বর্ত্তমান থাকিবে না। আমার হাতে কি দেখিতেছ?"

জাবেরণ তাঁহার পকেট হইতে একটী ক্ষুদ্র বেলোয়ারি কাচের শিশি বাহির করিয়া তাহা রাভেনাকে দেখাইলেন, শিশির মধ্যে স্বচ্ছ জলের মত কি একটা আরক ছিল।

রাভেনা সেই শিশি দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন; তাহা লক্ষ্য করিয়া জাবে-

রণ বলিলেন, "তুমি চমকাইলে যে,তাহা হইলে তুমি এ শিশি চিনিতে পারিয়াছ, ইহা তোমার আলমারির গুপ্ত দেরাজ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে; ধর্ম্মাত্মা পাদরীর নিকট কি জন্য এরূপ ভয়ানক বিষ থাকে, তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে; এই বিষ তোমার উপর কি কাজ করে, তাহা আজ দেখিব; একটী প্রাণদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীর উপর আমি এই বিষ পরীক্ষা করিয়াছিলাম, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। রাভেনা, তোমার দাসদাসীগণ উৎসব দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইবে, তুমি মরিয়া পড়িয়া আছ, এবং এই বিষের শিশি শূন্যগর্ভ অবস্থায় তোমার মুঠার মধ্যে রহিয়াছে। কাল প্রভাতে তুমি আত্মহত্যা করিয়াছ কেন, এই কথা লইয়া নগরমধ্যে মহা আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইবে। তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র রেডভিজ তোমার প্রদত্ত গালা-মোহর করা পত্র তিনখানি যথাস্থানে পাঠাইয়া দিতে পারে, কিন্তু যাহাদের নামে পত্র, তাহারা লেফাপা খুলিয়া দেখিতে পাইবে, পত্রের পরিবর্ত্তে লেফাপার মধ্যে সাদা কাগজ রহিয়াছে। কারণ, তুমি শুনিয়া বিস্মিত হইবে যে, আসল পত্র তিনখানি ইতিপূর্ব্বে রাজ্ঞীর হস্তগত হইয়াছে, এবং তিনি তাহা পাঠান্তে অগ্নিমুখে সমর্পণ করিয়াছেন।"

জাবেরণের কথা শুনিয়া রাভেনা শূন্যদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,তার পর চক্ষু অবনত করিতেই তিনি কিছুকাল পূর্ব্বে রুস-সম্রাটকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, পথপ্রান্তে নিপতিত সে পত্রখানির উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, তিনি ধীরে ধীরে পদাগ্রদ্বারা সেই পত্রখানি ঠেলিয়া পদতলস্থ কার্পেটের নীচে লুকাইয়া রাখিলেন।

টেবিলের উপর রাভেনার সম্মুখে তখনও পোপ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত রাজ্ঞীর সিংহাসনচ্যুতির পরোয়াণাখানি সংরক্ষিত ছিল; রাভেনা আর তাহা সরাইবার সুযোগ পাইলেন না।

জাবেরণ সেই পরোয়াণাখানি তুলিয়া লইয়া উজ্জ্বল দীপালোকে তাহা

পাঠ করিলেন, তাহার পর রাভেনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজ্ঞীর সম্বন্ধে সকল গুপ্তকথাই তুমি পোপের গোচর করিয়াছ ?"

রাভেনা বলিলেন, "পোপকে আমি সকল কথাই বলিয়াছি, আমাকে হত্যা করিলে, পোপ সকল কথাই জানিতে পারিবেন, এ কার্য্য কাহার, তাহাও তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। এ সকল কথা চিন্তা করিয়া, আমাকে বধ করিলে, তাহার ফল কিরূপ ভয়ঙ্কর হইবে, তাহা বুঝিয়া তুমি আমার অঙ্গস্পর্শ করিও।"

জাবেরণ বলিলেন,"তুমি যখন এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছ,তখন আর তোমার রক্ষা নাই। তোমাকে আর কোন্ সংকল্পসিদ্ধির জন্য জীবিত রাখিব ? তুমি জীবনের আশা ত্যাগ কর। আগামী কল্য ভজনালয়ে পোপের এই পরোয়াণা পাঠ করিবার সুবিধা দেখিব, এরূপ মনে করিও না। পোপের পরোয়াণার কি গতি হয় দেখ।"

জাবেরণ সেই পরোয়াণাখানি প্রকাণ্ড বাতির উপর ধরিলেন, দেখিতে দেখিতে তাহা ভস্মীভূত হইল,—তার পর জাবেরণ বলিলেন,"পোপ রাজ্ঞীকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারও পতনের বিলম্ব নাই; সার্ভেনিয়ার রাজা পোপের দর্প চূর্ণ করিয়া শীঘ্রই রোমের সিংহাসন অধিকার করিবেন।"

জাবেরণের এই ভবিষ্যৎবাণী কিছুদিনের মধ্যেই সফল হইয়াছিল।

জাবেরণ বলিলেন, "কার্ডিনাল, তুমি যখন পোপকে আমাদের রাজ্ঞীর জীবনের সকল কথা বলিয়াছিলে, সে সময় রাজ্ঞী নাতালির কিরূপে মৃত্যু হইল, সে কথাও বলিয়াছিলে ত ?"

রাভেনা বলিলেন, "নাভো-দুর্গে রাজ্ঞী নাতালি আত্মহত্যা করিয়াছিল।"

জাবেরণ বলিলেন, "সে কথা সত্য, রাজ্ঞীর পিতা রাজা আদ্রিয়ন্‌কেও তুমি বলিয়াছিলে, তাঁহার কন্যা আত্মহত্যা করিয়াছেন, কিন্তু তুমি আত্ম-

হত্যার কারণ বলিয়াছিলে কি? তাঁহার আত্মহত্যার কারণ বলিবার তোমার সাহস আছে?"

রাভেনা নিরুত্তরভাবে বসিয়া রহিলেন।

জাবেরণ বলিতে লাগিলেন,"তুমি যখন নাতালির অভিভাবক হইয়া বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য তাঁহাকে আড্রিয়াটিক সাগরে লইয়া যাও,সেই সময় নাতালির রূপে মুগ্ধ হইয়া তোমার হৃদয়ে পাশবিক বৃত্তির সঞ্চার হয়, কিন্তু নাতালি তোমার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া জাহাজ ছাড়িয়া তোমার সঙ্গে নাভোদুর্গে যাইতে সম্মত হইয়াছিলেন, সেখানে তুমি নাতালির নিকট কুপ্রস্তাব কর, কিন্তু নাতালি এতই সরলহৃদয়া ছিলেন যে, তোমার পৈশাচিক অভিপ্রায়ের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তিনি যাসিন্থাকে সে কথা বলিয়াছিলেন, যাসিন্থা তোমার চরিত্র জানিত; কারণ, তাহার পূর্ব্বেও অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয়া বিধবা ও যুবতী কুমারীকে দীক্ষাদানের ছলনায় সেই দুর্গে লইয়া গিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলে, ক্রমে তুমি কুকর্ম্মে এতই অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলে যে,রাজকুমারীকেও কুপথে লইয়া যাইতে তোমার সংকোচ বোধ হইল না। একদিন রাত্রে পিশাচের ন্যায় তুমি কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় উত্তেজিত হইয়া গোপনে নাতালির শয়নকক্ষে প্রবেশ কর; তোমার কলুষিত করস্পর্শে নাতালি জাগিয়া উঠিয়া মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে সেই কক্ষ ধ্বনিত করিতে লাগিলেন। তোমার মন নরম করিবার জন্য কতই কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে তোমার হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। তখন তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার অঙ্গবস্ত্রের মধ্য হইতে একখানি ছুরিকা বাহির করিয়া তদ্দ্বারা আত্মহত্যা করিলেন। পরদিন তুমি ভয়প্রদর্শনে লামরো ও যাসিন্থার মুখ বন্ধ করিলে; রাজা আড্রিয়স্ তখন জারায় ছিলেন; তুমি তাঁহাকে তাঁহার কন্যার আত্মহত্যার সংবাদ দিলে। কন্যার অপমৃত্যুতে রাজা নাভো-দুর্গে গিয়া অনেক বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন কিন্তু তুমিই যে তাঁহার কন্যার মৃত্যুর

কারণ, তাঁহার মনে এ সন্দেহ স্থান পাইল না। নাতালির সর্ব্বনাশ করিয়াই তুমি ক্ষান্ত হইলে না, অবশেষে তাঁহার ভগ্নী আমাদের বর্ত্তমান রাজ্ঞী বর্ব্বোরার উপর তোমার লুব্ধ দৃষ্টি পতিত হইল, কিন্তু তিনি তোমার কুপ্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় তাঁহার মাতার চরিত্র-সম্বন্ধে মিথ্যা কলঙ্ক প্রচার করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিলে। তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, তোমার সকল গুপ্ত কথাই আমরা জানিতে পারিয়াছি। আমি এ পর্য্যন্ত এ হস্তে অনেকের প্রাণ সংহার করিয়াছি, কিন্তু আজ তোমাকে বধ করিয়া যে আনন্দ লাভ করিব, এমন আনন্দ আর কখনও পাই নাই।"

জাবেরণ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইলেন, তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন, "রাভেনা, তোমার অন্তিমকাল সমাগত, আজ নাতালির প্রতি অত্যাচারের প্রতিফল লাভ করিবে, কত সাধ্বীর ক্রন্দনধ্বনি পরমেশ্বরের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, তোমার পাপের প্রতিফল দিবার জন্য পরমেশ্বর আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন, তোমার পাপের প্রতিফল গ্রহণ কর।"

জাবেরণ, নিকিতা ও গাবরকে রাভেনার উভয় হস্ত ধরিয়া রাখিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

রাভেনা হতাশভাবে বলিলেন, "আমাকে দশ মিনিট সময় দাও, কেবল দশ মিনিট মাত্র সময়; আমি একবার পাশের কুঠুরীতে যাইব।"

জাবেরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেখানে গিয়া কি হইবে?"

রাভেনা বলিলেন, "সেখানে আমার অন্তিম উপাসনা শেষ করিব।"

জাবেরণ বলিলেন,"মৃত্যুকালে ঈশ্বরের উপাসনা করিবে? তুমি কি মনে করিয়াছ, চিরজীবন ধরিয়া তুমি যে সকল পাপ ও দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, দশ মিনিটের উপাসনায় পরমেশ্বর তোমাকে সেই সকল পাপ হইতে পরিত্রাণ করিবেন? পরমেশ্বর যে এত করুণাময়, তাহা আমার বিশ্বাস নহে।"

রাভেনা বলিলেন, "দশ মিনিট সময় না দাও, পাঁচ মিনিট সময় দাও, পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন।"

জাবেরণ বলিলেন, "যদি আমি তোমার মত পাপিষ্ঠকে বধ করি, তাহা হইলেই পরমেশ্বর আমার মঙ্গল করিবেন, যদি তুমি উপাসনা করিতে চাও, তাহা হইলে সে ভণ্ডামী এইখানেই শেষ কর। আমি তোমাকে অন্য কক্ষে যাইতে দিব না।"

রাভেনা বলিলেন,"উপাসনার কক্ষে গিয়া উপাসনা করাই আমার দস্তুর, সেই কক্ষে আমার বেদী আছে, বেদীতে বসিয়া উপাসনা না করিলে, উপাসনা সম্পূর্ণ হইবে না।"

গাবর বলিল, "মার্শেল, এই হতভাগার মৃত্যুকালের প্রার্থনা পূর্ণ করিলে ক্ষতি কি ?"

নিকিতা বলিল, "এ বদ্‌মাইসের ধাড়ী, পলায়নের ফন্দীতে অন্য কক্ষে যাইতেছে।"

রাভেনা বলিলেন, "না, আমি পলাইব না, সেই কক্ষ হইতে বাহিরে যাইবার কোন দ্বার নাই, আমার পক্ষে পলায়ন অসম্ভব ; ইচ্ছা হয়, তোমরা দরজায় দাঁড়াইয়া পাহারা দিতে পার।"

জাবেরণ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সে কক্ষ হইতে বাহির হইবার সত্যই কোন দ্বার নাই, কক্ষের মধ্যস্থলে উচ্চবেদী, সুপ্রশস্ত বাতায়নগুলি সুদৃঢ় লৌহগরাদের দ্বারা বেষ্টিত। জাবেরণ বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি এই কক্ষে যাইতে পার, কিন্তু উপাসনার জন্য দশ মিনিটের অধিক সময় পাইবে না, আমি কক্ষদ্বারে উপস্থিত থাকিয়া তুমি কিরূপ উপাসনা কর, দেখিব।"

রাভেনা চেয়ার হইতে উঠিলেন, এবং ইচ্ছা করিয়া গালিচার উপর পতিত হইলেন ; তাহার পর তিনি যে পত্রখানি গা দিয়া গালিচার নীচে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা মুঠার মধ্যে লইয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন, এবং অন্য কক্ষে প্রবেশ করিয়া বেদীর উপর গিয়া বসিলেন।

গাবর জাবেরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই পাপিষ্ঠ যখন রাজ্ঞীর গুপ্ত

কথা পোপের নিকট প্রকাশ করিশ করিয়াছে, তখন উহাকে বধ করিয়া আমাদের কি লাভ হইবে?"

জাবেরণ বলিলেন, "কল্য মুকুটোৎসবের সময় সর্ব্বজন-সমক্ষে সে সেই গুপ্ত কথা প্রকাশ করিবার সুবিধা পাইবে না, ইহাই পরম লাভ।"

গাবর বলিল, "এ কথা সত্য, কিন্তু তাহার পর?"

জাবেরণ বলিলেন, "তাহার পর আমাদের রাজ্ঞী যে নাতালি নহেন, এ কথা কেহ বলিতে পারিবে না; আসল নাতালির দক্ষিণস্কন্ধে যেরূপ চিহ্ন ছিল, সেরূপ একটী চিহ্ন আমাদের রাজ্ঞীর সেই অঙ্গে প্রস্তুত করিয়া তোলা আমাদের কোন বিশ্বাসী চিকিৎসকের পক্ষে অসম্ভব হইবে না।"

নিকিতা হাসিয়া বলিল, "আমাদের মার্শেলকে বুদ্ধিতে পরাস্ত করিতে পারে, এমন লোক নাই।"

রাভেনা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "হাঁ, এখনও একজন আছে; মার্শেল জাবেরণ যদি, তুমি রাজ্ঞীকে সিংহাসনচ্যুত দেখিতে না চাও, তাহা হইলে আমার নিকটে আসিও না, আমার হাতে কি আছে দেখিতেছ?"

বেদীর গাত্রে একটী ক্ষুদ্র গহ্বর ছিল, রাভেনা উপাসনার ছলে সেই গহ্বরের ভিতর হইতে একটী পায়রা বাহির করিয়া তাহার মুখে তাঁহার হাতের পত্রখানি গুঁজিয়া দিয়াছিলেন, জাবেরণ সবিস্ময়ে রাভেনার হস্তে সেই কপোত দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, সভয়ে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ বার্ত্তাবহ কপোত।"

জাবেরণ দেখিলেন, ধূর্ত্ত রাভেনা এইবার কৌশলে তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছে; ক্ষণকাল তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া থাকিলেন, এতক্ষণ পরে বেদীর কাছে উপাসনা করিতে আসিবার অভিপ্রায় তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন, রাভেনা যদি এই কপোতকে মুক্তিদান করেন, তাহা হইলে সেই পত্র অবিলম্বেই শত্রুগণের হস্তগত হইবে।

রাভেনা বলিলেন, "শুন জাবেরণ, যদি তুমি পদমাত্র অগ্রসর হও, তাহা হইলে আমি এই কপোত ছাড়িয়া দিব, তুমি উহার মুখে ক্ষুদ্র পত্রখানি দেখিতে পাইতেছ? এই পত্রে কি লেখা আছে জান, তোমাকে তাহা বলিতে আপত্তি নাই।"

জাবেরণ বলিলেন, "বল, তোমার উপাসনার দশ মিনিট এখনও শেষ হয় নাই।"

রাভেনা বলিতে লাগিলেন, "আজ সন্ধ্যার পর তোমার আসিবার পূর্ব্বে রুস-সম্রাটকে এই পত্রখানি লিখিয়াছিলাম। ইহাতে তিনটী কথা লিখিত আছে। প্রথম কথা এই যে, জের্ণবা-রাজ্যের বর্ত্তমান রাণী রাজ্ঞী নাতালি নহেন, দ্বিতীয় কথা, জের্ণবা-রাজ্যের স্বাধীনতার সনন্দ আসল সনন্দ নহে, তাহা জাল-সনন্দ, কাতিনা নামক একটা বেশ্যা তাহা জাল করিয়াছে, তৃতীয় কথা এই যে, ট্র্যানস্ ফিলারেসের মঠে অনেক গুপ্তধন ও অস্ত্র-শস্ত্র পোলাণ্ডকে স্বাধীন করিবার জন্য সঞ্চিত রাখা হইয়াছে; রুস-সম্রাট এই পত্র পাইবামাত্র তোমাদের রাজ্ঞীকে রাজ্যচ্যুত করিবেন। যদি তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার গৃহ হইতে চলিয়া যাও, তাহা হইলে আমি এই কপোত ছাড়িব না, নতুবা কল্যই তোমাদের সর্ব্বনাশ হইবে, যদি ইচ্ছা হয়, স্বহস্তে রাজ্ঞীর সর্ব্বনাশ করিতে পার। আমাকে বধ করা সহজ, কিন্তু তাহার ফলে জের্ণবা-রাজ্যের সিংহাসন রুস-সম্রাটের অধীন হইবে. জের্ণবার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবে।"

জাবেরণ বলিলেন, "তোমার এই ভয়প্রদর্শন অনর্থক; বার্ত্তাবহ কপোত অন্ধকার রাত্রে চলিতে পারে না, তাহা আমার জানা আছে।"

রাভেনা বলিলেন, "কিন্তু জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে তাহারা উড়িতে পারে। ঐ দেখ, পূর্ব্বাকাশে চন্দ্র উদিত হইয়াছে।"

জাবেরণ বলিলেন, "আমি তোমার প্রাণ সংহার না করিয়া ফিরিব না, নিকিতা, বন্দুকে তুমি সিদ্ধহস্ত, কপোতকে গুলী কর।"

নিকিতা নিমেষ ফেলিতে না ফেলিতে বন্দুক উচ্চ করিয়া কপোতকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়িলেন, নিকিতার লক্ষ কখনও ব্যর্থ হইত না; কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধে গুলী রাভেনার মণিবন্ধে বিদ্ধ হইল, কপোত তাঁহার হাত হইতে উড়িয়া গিয়া ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

নিকিতা লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষুব্ধ হইয়া আবার বন্দুক উদ্যত করিল। কিন্তু কপোত ততক্ষণ বাতায়ন দিয়া বাহির হইয়া শূন্যমার্গে প্রস্থান করিল।

জাবেরণ ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া বলিলেন, "শীঘ্র বাহিরে যাও, এখনই কপোতকে গুলী করা চাই। উহার প্রাণবধের উপর জের্ণবা-রাজ্যের কল্যাণ, রাজ্ঞীর সিংহাসন, আমাদের স্বাধীনতা সকলই নির্ভর করিতেছে। উহার মৃতদেহ এখনই চাই।"

নিকিতা জাবেরণের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ত্রস্তপদে বাহিরে আসিল;—দেখিল, কপোত কোন্ দিকে যাইবে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া শূন্যমার্গে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে উচ্চে উঠিতে লাগিল। চন্দ্র তখন পূর্ব্বাকাশের অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল, সেই আলোকে নিকিতা কপোতকে লক্ষ্য করিয়া আবার গুলী ছুড়িল, কিন্তু দ্বিতীয়বারও তাহার গুলী ব্যর্থ হইল।

নিকিতার গুলী দুইবার ব্যর্থ হইতে দেখিয়া জাবেরণ মহা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তিনি বলিলেন, "ইহার অর্থ কি? এমন ত কখন হয় না, আমি জানিতাম, তোমার লক্ষ্য অব্যর্থ। যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে; আমরা যে জন্য আসিয়াছি, তাহা শেষ করিয়া যাই, ইতিমধ্যে রাভেনা জাবেরণ ও তাঁহার সঙ্গীদ্বয়কে অন্যমনস্ক দেখিয়া লাইব্রেরীর দ্বার খুলিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছিলেন; জাবেরণ একলম্ফে ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় তাহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং তাহার কোটের কলার চাপিয়া ধরিয়া

সিঁড়ির কাছে লইয়া আসিলেন, রাভেনা উৎসর্গীকৃত ছাগের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া জাবেরণ বলিলেন, "তুমি সরলা বিপন্না নাতালির আর্ত্তনাদে কর্ণপাত কর নাই, আমিও তোমার আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিব না; স্বর্গে তোমার স্থান নাই, নরকের রাজা যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, অকালে সেখানে তোমাকে কে পাঠাইল, তাহা হইলে মার্শেল জাবেরণের নাম করিও।"

জাবেরণ দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁহার সুদীর্ঘ তরবারি আকর্ষণ করিলেন, রাভেনার মস্তকের উপর সেই তীক্ষ্ণধার তরবারি নৈশ দীপালোকে মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্যুৎপ্রভা বিকাশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে ভণ্ড পাদরী রাভেনার ছিন্ন মুণ্ড ধরাতলে পতিত হইল, কিন্তু তাঁহাকে নিহত করিয়াই তাঁহার ক্রোধ দূর হইল না; জাবেরণ, নিকিতা ও গাবর তাঁহার মৃতদেহ বহুস্থানে অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অদূরবর্ত্তী ভজনালয়ের ঘড়ীতে বারটা বাজিয়া গেল।"

নিকিতা বলিল, "এই ঘড়ীর শব্দে রাজ্ঞীর মুকুটোৎসবের বার্ত্তা ঘোষিত হইতেছে।"

জাবেরণ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কে জানে, মুকুটোৎসব হইবে কি না।"

গাবর বলিল, "ঐ শুনুন, রাজধানীতে কি আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইতেছে।—ক্রমে রাত্রি যতই গভীর হইতে লাগিল, নৈশ আনন্দোৎসব ততই বর্দ্ধিত হইল, নগরবাসিগণের চক্ষু হইতে নিদ্রা সে রাত্রির মত পলায়ন করিয়াছিল।

জাবেরণ উত্তরদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন, রুসীয় শিবিরে যে সকল মশাল জ্বলিতেছিল, তাহার অগ্নি-জিহ্বা উত্তরাকাশের অনেক দূর পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়াছে। জাবেরণ বুঝিলেন, রাভেনার পারাবত আলোক লক্ষ্য করিয়া সেই দিকেই ধাবিত হইয়াছে, হয় ত এতক্ষণ কপোত-

বাহিত পত্র রুস-সম্রাটের হস্তগত হইয়াছে এবং তিনি হয় ত প্রভাতেই জের্ণবা আক্রমণের জন্য তাঁহার সৈন্যগণকে প্রস্তুত করিয়া যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতেছেন।

জাবেরণ রাজপ্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় জের্ণবার দুর্গ হইতে গম্ভীর শব্দে একবার কামানগর্জ্জন হইল, জাবেরণ বলিলেন, "কি বিভ্রাট! এই কামানগর্জ্জনের অর্থ আমি বুঝিয়াছি, ডিউক দুর্গ হইতে পলায়ন করিল।"

———

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রভাত হইল, পূর্ব্বাকাশে দিবাকর প্রসন্নমুখে সমুদিত হইলেন, আকাশ পরিষ্কার, মেঘশূন্য, দিঙ্মণ্ডল আনন্দপ্রফুল্ল; প্রজাপুঞ্জ হর্ষচঞ্চল; এমন দিনে যে জের্ণবা-রাজ্যে কোনরূপ শোচনীয় বিভ্রাট উপস্থিত হইবে, তাহা প্রভাতে কেহ কল্পনা করিতেও পারিল না।

রাজ্ঞী মুকুটোৎসবের জন্য ভজনালয়ে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার মন্ত্রি-সমাজকে প্রাভাতিক ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, মন্ত্রিগণ টেবিলের উপর আহারে বসিয়াছিলেন, প্রথমেই রাজ্ঞী, তাঁহার দক্ষিণদিকে রাজিভিন, বামদিকে জাবেরণ; ডোরিস্লাভ সৈন্য লইয়া সীমান্তে যাত্রা করায় তিনি সেখানে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই।

প্রভাত হইতেই আধঘণ্টা অন্তর একজন অশ্বারোহী বার্ত্তাবহ শত্রু-সৈন্যের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রাসাদ হইতে প্রেরিত হইতেছিল; রাজ্ঞী তাহার মুখে সংবাদ পাইলেন, রুসসৈন্যেরা তখন পর্য্যন্ত আক্রমণের উদ্যোগ করে নাই; সেই সংবাদে কোন কোন মন্ত্রী আশা করিতে লাগিলেন, হয় ত সত্যই রুস-সম্রাটের কোন মন্দ উদ্দেশ্য নাই, কিন্তু জাবেরণের বিশ্বাস, রুস-সম্রাট অবিলম্বে একটা বিভ্রাট উপস্থিত করিবেন; জের্ণবা-রাজ্যের বিপদ কিরূপ আসন্ন, তাহা তিনি যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, এমন আর কেহই বুঝিতে পারেন নাই, কারণ, ভিতরের খবর তিনি যত জানিতেন, এত আর কেহই জানিতেন না। রাভেন্না নিহত হইয়াছেন, ডিউক কারাগার হইতে পলায়ন করিয়াছেন, ইহা যদি কুলক্ষণ না হয়, তবে আর কুলক্ষণ কি হইতে পারে? কিন্তু তিনি রাজ্ঞীকে কি মন্ত্রি-সমাজকে জ্ঞাপন করিলেন না; তিনি বুঝিলেন, ক্ষণকাল পরেই

এ সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তখন তিনি কেন পূর্ব্ব হইতেই রাজীর দুশ্চিন্তাভার বৃদ্ধি করিবেন ?

আহারের সময় কার্ডিনাল রাভেনার মৃত্যুসংবাদ লইয়া মন্ত্রিগণ আলোচনা করিতে লাগিলেন।

রাজিভিন বলিলেন, "এমন দুষ্কর্ম্ম কে করিল ? কাজটা বড়ই গর্হিত হইয়াছে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য; ডাক্তারেরা বলিয়াছেন, রাভেনার দেহের আঠারটী স্থানে অস্ত্রাঘাত হইয়াছে।"

জাবেরণ বলিলেন, "তাহা হইলে জুলিয়াস সিজারের অপেক্ষা পাঁচটী আঘাত কম আছে।"

রাজিভিন বলিলেন, "হত্যাকারীকে ধরিবার জন্য পুরস্কারের ঘোষণা করা হইয়াছে ত ?"

জাবেরণ বলিলেন, "এক পয়সাও না ?"

রাজিভিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি কথা ? এত বড় একটা ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হইয়া গেল, অথচ উক্ত ঘাতককে ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হইল না, এরূপ অব্যবহারের কারণ কি ?"

জাবেরণ বলিলেন, "হত্যাকারীদের যখন আমি চিনি তখন পুরস্কার ঘোষণার আবশ্যক কি ? তিন জনে মিলিয়া এই কাজ করিয়াছে।"

রাজিভিনের বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল, তিনি বলিলেন, "আপনি তাহাদের চেনেন ? তাহা হইলে তাহাদের গ্রেপ্তার করা হইতেছে না কেন ?"

জাবেরণ বলিলেন, "গ্রেপ্তারে বিলম্ব করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।"

রাজিভিন বলিলেন, "কিন্তু গ্রেপ্তারে বিলম্ব হইলে আসামী ভাগিতে পারে।"

জাবেরণ হাসিয়া বলিলেন, "প্রধান হত্যাকারীর আমার হাত ছাড়াইয়া

পলাইবার উপায় নাই, সে পুলিসের সম্পূর্ণ পরিচিত এবং তাহার প্রতি পুলিসের দৃষ্টি আছে; আমি যত সহজে আমার এই কোটে হাত দিতে পারি, ঠিক সেইরূপ সহজেই আমি তাহার গায়ে হাত দিতে পারি।"

রাজিভিন এ সম্বন্ধে আরও কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বর্ব্বোরা তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনারা এই অপ্রীতিকর বিষয়ের আলোচনা বন্ধ করিলেই সুখী হইব; আজ শুভদিনে এ সকল কথা থাক্।"

প্রধান মন্ত্রী বলিলেন, "রাজ্ঞি, আমার কৌতূহল মার্জ্জনা করিবেন।"

রাভেনার হত্যাকাণ্ড যে কাহার, দ্বারা অনুষ্ঠিত, তাহা বুঝিতে রাজ্ঞীর একটুও বিলম্ব হয় নাই; তিনি রাভেনার হত্যায় বড়ই বিমর্ষ হইয়াছিলেন; তিনি জানিতেন, প্রাণদণ্ডই সে পাপিষ্ঠের উপযুক্ত দণ্ড, কিন্তু তথাপি এই হত্যাকাণ্ডের জন্য আপনাকেই দায়ী মনে করিতে লাগিলেন।

কিন্তু জাবেরণের মনে সেরূপ কোন কুণ্ঠার সঞ্চার হয় নাই, বরং তিনি মনে করিতে লাগিলেন, রাভেনাকে তিনি যে ভাবে হত্যা করিয়াছেন, ডিউককে যদি সেই ভাবে নিপাত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতের কাজ অনেকটা সহজ হইয়া আসিত; বিশেষতঃ সেই দিন প্রভাতেই তিনি লিপস্কি ও রসাকফের প্রাণদণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া ক্রমাগতই ভাবিতেছিলেন, প্রধান অপরাধীটা এখনও বাঁচিয়া আছে, ইহা ন্যায়ানুমোদিত নহে।

বর্ব্বোরা জাবেরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডিউকের কোন সংবাদ পাইয়াছ?"

জাবেরণ বলিলেন, "না, কিন্তু ডিউক কিরূপে পলাইল, সে সংবাদ লইয়া ঐ দেখুন কে আসিতেছে।"

জাবেরণের কথায় সকলের দৃষ্টি দ্বারপ্রান্তে নিপতিত হইল। সকলে সবিস্ময়ে দেখিলেন, দুর্গাধ্যক্ষ মিরোস্নাভকে এক দল সৈন্য গাবরের অধীনে বন্দী করিয়া লইয়া আসিতেছে।

গাবর রাজ্ঞীকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "দুর্গাধ্যক্ষ মহাশয় রাত্রে নগর ত্যাগ করিয়া পলাইতেছিলেন, আমি তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছি, এবং কর্ত্তব্য বোধে ইহা আমি নিজের দায়িত্বে করিয়াছি।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "উত্তম করিয়াছ, তোমার কর্ত্তব্যানুরাগ আমার স্মরণ থাকিবে।"—অনন্তর রাজ্ঞী দুর্গাধ্যক্ষের দিকে চাহিয়া বিরক্তিভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিরোস্নাভ, তোমাকে আমি আমার একজন অতি বিশ্বাসী কর্ম্মচারী জানিতাম, কিন্তু তুমি আমাদের অজ্ঞাতসারে দুর্গ ত্যাগ করিয়া কেন পলাইতেছিলে? আমি তোমাকে আদেশ দিয়াছিলাম, ডিউক অফ বোরাকে কড়া পাহারায় রাখিবে, তুমি সর্ব্বদা তাহার উপর দৃষ্টি রাখিবে, তথাপি সে পলাইতে সমর্থ হইল? আমার বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা।"

দুর্গাধ্যক্ষ বলিলেন, "রাজ্ঞি, ডিউককে আমিই পলাইবার অবসর দিয়াছি।"

জাবেরণ সক্রোধে তাঁহার অসি কোষ হইতে অর্দ্ধমুক্ত করিয়া বলিলেন, "বিশ্বাসঘাতক, আমার হস্তে আজ তোমার রক্ষা নাই।"

দুর্গাধ্যক্ষ মিরোস্নাভ সে কথার কোন উত্তর না দিয়া রাজ্ঞীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "রাজ্ঞি, আমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদানের পূর্ব্বে আমার যাহা কর্ত্তব্য আছে, দয়া করিয়া তাহা অগ্রে শ্রবণ করুন। কাল রাত্রি এগারটার সময় আমি সংবাদ পাইলাম, একজন লোক দুর্গদ্বারে আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য আসিয়াছেন। এই লোককে, আমার নিকট তাহার কি আবশ্যক, তাহা জানিবার জন্য আগন্তুকের নিকট একজন প্রহরীকে পাঠাইলাম, আগন্তুক একখানি কার্ডের উপর পেন্সিল দিয়া কয়েকটী কথা লিখিয়া

কার্ডখানি আমার নিকট পাঠাইলেন, সেই কার্ডখানি আপনাকে দেখাই-বার জন্য আনিয়াছি।"

মিরোস্লাভ তাঁহার পকেট হইতে একখানি ক্ষুদ্র কার্ড বাহির করিয়া তাহা গাবরের হস্তে প্রদান করিলেন। গাবর কার্ডখানি রাণীকে দিলে রাজ্ঞী বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে কার্ডখানি পাঠ করিয়া তাহা রাজিভিনের সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন; সেই কয়েক ছত্র লেখার উপর রাজিভিনের দৃষ্টি পড়িবামাত্র প্রধান মন্ত্রী ভয়ে অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিলেন, এবং জাবেরণের হস্তে কার্ডখানি প্রদান করিলেন, জাবেরণ নিঃশব্দে তাহা পাঠ করিলেন; মন্ত্রিগণের সকলেই একে একে তাহা পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

কার্ডখানিতে এইরূপ লেখা ছিল;—"এতদ্দ্বারা তোমাকে আদেশ করা যাইতেছে, তুমি এই মুহূর্ত্তেই ডিউক অফ্ বোরাকে মুক্তি দান করিবে; আদেশপালনে বিলম্ব হইলে তোমার প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য।

নিকোলাস পলোভিস্

সমগ্র রুস-সাম্রাজ্যের সম্রাট।"

মিরোস্লাভ বলিতে লাগিলেন, "আমি রুস-সম্রাটের নাম স্বাক্ষর দেখিয়াই আমার ভৃত্যকে আদেশ দিলাম, আগন্তুককে অবিলম্বে সসম্মানে আমার নিকট উপস্থিত কর। আগন্তুক আমার নিকটে আসিয়া আমার ভৃত্য-গণকে স্থানান্তরে যাইতে আদেশ করিলেন; আমি আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিবামাত্র চিনিতে পারিলাম, সত্যই তিনি রুস-সম্রাট নিকোলাস। তিনি আসিয়াই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ডিউককে মুক্তিদানের আদেশ দিয়াছ?'—আমি বলিলাম, 'আমাদের রাজ্ঞীর আদেশ ভিন্ন আমি তাঁহাকে মুক্তিদান করিতে পারি না, কারণ, আমি রাজ্ঞীর ভৃত্য, এবং রাজ্ঞীর আদেশেই ডিউক এই দুর্গে বন্দী হইয়াছেন।' আমার কথা শুনিয়া সম্রাট বলিলেন, 'জের্ণবা-রাজ্য আমার সাম্রাজ্যের অধীন, সুতরাং আমার আদেশ তোমাদের রাজ্ঞীর আদেশ অপেক্ষা কি অগ্রাহ্য'?"

মিরোস্লাভের কথা শুনিয়া রাজ্ঞীর চক্ষু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল; তিনি মিরোস্লাভকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি রুস-সম্রাটের আদেশ নতশিরে স্বীকার করিয়া লইলে?"

মিরোস্লাভ বলিলেন, "স্বীকার না করিয়া কি করি; আপনি শক্তিশালিনী, কিন্তু রুস-সম্রাটের শক্তি আপনার শক্তি অপেক্ষা অনেক অধিক; সম্রাট নিকোলাসের ন্যায় শক্তিশালী লোক পৃথিবীতে আর কে আছে? সম্রাট আমার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ায় ও তিনি যেরূপ দৃঢ়স্বরে আমাকে আদেশ প্রদান করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমি আতঙ্কে অভিভূত হইলাম; তাঁহার আদেশে মুহূর্ত্তমধ্যে কি প্রলয়কাণ্ড ঘটিতে পারে, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহার আদেশপালনই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য মনে করিলাম। যদি মার্শেল জাবেরণের হস্তে দুর্গরক্ষার ভার থাকিত, আমার বিশ্বাস, তাহা হইলে তিনিও আমার ন্যায় সম্রাটের এই আদেশ নতশিরে পালন করিতেন।"

এই কথা শুনিয়া জাবেরণ অবজ্ঞাভরে মৃদুহাস্য করিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

মিরোস্লাভ বলিতে লাগিলেন, "সম্রাটের আদেশে আমি ডিউককে আনিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। সম্রাট কোন কথা না বলিয়া ডিউককে সঙ্গে লইয়া দুর্গত্যাগ করিলেন, আমি যাহা করিয়াছি, অকপট-ভাবে তাহা স্বীকার করিলাম; যদি আমার পক্ষে ইহা অপরাধ হইয়া থাকে, রাজ্ঞী দয়া করিয়া সে অপরাধ মার্জ্জনা করুন।"

রাজ্ঞী গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "মিরোস্লাভ, তোমার প্রাণনাশের সম্ভাবনা থাকিলেও ডিউককে বন্দী করিয়া রাখা তোমার কর্ত্তব্য ছিল, আমার আদেশ অমান্য করিয়া বিদেশী রাজার আদেশপালন করায় তোমার রাজ-দ্রোহ অপরাধ হইয়াছে।"

অনন্তর রাজ্ঞী গাবরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "গাবর, আমরা ভজনা-

লয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া দুর্গাধ্যক্ষের অপরাধের বিচার করিব, আপা-ততঃ তাহাকে প্রাসাদে বন্দী করিয়া রাখ।"

গাবর রাজ্ঞীকে অভিবাদন করিয়া প্রহরীবেষ্টিত দুর্গাধ্যক্ষকে লইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল।"

প্রধান মন্ত্রী রাজিভিন বিচলিতস্বরে বলিলেন, "রুস-সম্রাট গোপনে আমাদের রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য কি?"

রাজ্ঞী দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "মন্ত্রী, রুস-সম্রাট আমাদের আশীর্ব্বাদ করিতে আসেন নাই।"

আহারাদি শেষ হইলে, রাজ্ঞী সময়োচিত পরিচ্ছদ পরিধানের জন্য কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে প্রাসাদের সম্মুখস্থ সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ জন-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল; নাগরিকগণ, সৈন্যগণ দলে দলে বিচিত্র বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া মুকুটোৎসবের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভজনালয়-অভিমুখে ধাবিত হইল, কাতিনাও সুন্দর বেশে সজ্জিত হইয়া একটী সুন্দর সুসজ্জিত সুবৃহৎ অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক একটী পতাকা-হস্তে এক দলের অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল, তাহার হস্তে সুদীর্ঘ বর্শা, কটিতটে কোষবদ্ধ তরবারি। জাবেরণও অস্ত্রশস্ত্রে-সজ্জিত হইয়া আসিয়া সৈন্যগণকে পরিচালিত করিতে লাগি-লেন; পথিমধ্যে কাতিনার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, কাতিনার বীরো-চিত সজ্জা দেখিয়া তিনি সানন্দে বলিলেন, "আজিকার দিনে সশস্ত্রভাবে সকলেরই উৎসবযাত্রায় যোগদান করা উচিত, হয় ত অল্পক্ষণ পরেই আমাদিগকে স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার জন্য সংগ্রাম করিতে হইবে।"

কাতিনা ভুবনমোহন হাস্যে জাবেরণকে বিহ্বল করিয়া বলিল, "হয় স্বাধীনতা রক্ষা, না হয় মৃত্যু।"

এই দিন জাবেরণ যে পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়াছিলেন, তাহা তিনি সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন না; তাহা তাঁহার জাতীয় পরিচ্ছদ, এই সুন্দর পরিচ্ছদটী

—পদপ্রান্ত হইতে শিরস্ত্রাণ পর্য্যন্ত হীরকখচিত; তিনি একটী সুবৃহৎ তেজস্বী কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে আরোহণ করিয়া যাইতেছিলেন, তাঁহার পার্শ্বে আর একটী শ্বেতবর্ণ অশ্বে শুভ্রকেশ, শুভ্রদেহ, বৃদ্ধ মন্ত্রী রাজিভিন শুভ্র পরিচ্ছদ-মণ্ডিত হইয়া উৎসবমণ্ডপাভিমুখে ধাবিত হইতেছিলেন।

জাবেরণ বলিলেন, "আমি কেবল ভাবিতেছি, কাপ্তেন উড্‌ভিলি এখনও আসিলেন না কেন?"

রাজিভিন সবিস্ময়ে বলিলেন, "কাপ্তেন উড্‌ভিলি কি জন্য আসিবেন? রাজ্ঞী কি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন।"

জাবেরণ বলিলেন, "না রাজ্ঞী, তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, আমি করিয়াছি। কাপ্তেন এখন পর্য্যন্ত এখানে উপস্থিত হইলেন না, এজন্য আমি বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। ডিউক যদি দুর্গে কারারুদ্ধ থাকিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার অনুপস্থিতিতে বিশেষ কোন অনিষ্টের আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু—ঐ যে রাণী আসিয়া পড়িয়াছেন, এখন এ কথা থাক্‌, আমি সময়ান্তরে আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিব।"

রাজ্ঞী উৎসবমণ্ডপাভিমুখে যাত্রা করিলে, প্রথমে রাজকীয় বাদ্যকরগণ উৎসববাদ্য বাজাইতে বাজাইতে সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইল; তাহার পর শ্রেণীবদ্ধ অশ্বারোহী সৈন্যদল; ইহারাই রাজ্ঞীর নীল-পোষাক-ধারী দেহ-রক্ষক সৈন্য; তাহার পর রাজ্ঞীর বহুমূল্য ও মণিরত্নখচিত সুবৃহৎ সুন্দর অশ্বশকট [illegible] সেই শকটের পশ্চাতে আবার শ্রেণীবদ্ধ শত শত অশ্বারোহী সৈন্য, তাহাদের পশ্চাতে সহস্রাধিক পদাতিক সৈন্য; সকলেরই হৃদয় আজ আনন্দে, উৎসাহে, উদ্দীপনায় পূর্ণ। যে পথ দিয়া তাঁহারা চলিতে লাগিলেন, তাহা সম্মুখে মুক্ত, কিন্তু সেই পথের উভয় পার্শ্বে বিপুল জনস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল; তাঁহারা যেন জনারণ্যের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন; প্রত্যেক গৃহ-বাতায়ন, বারান্দা, গৃহের চূড়া হইতে তাহার সোপানের প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র কেবল নরমুণ্ড ভিন্ন আর কিছুই

দেখা যায় না; যে সেখানে দাঁড়াইবার একটু স্থান পাইয়াছে, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া উৎসবযাত্রা নিরীক্ষণ করিতেছে।

সেই বিপুল জনস্রোত দেখিয়া জাবেরণ বলিলেন, "জের্ণবা-রাজধানীতে লোকের অভাব নাই, তবে দুঃখের বিষয় এই যে, সকলে অস্ত্র ধারণে অভ্যস্ত নহে, সকলেই যদি অস্ত্র ধারণ করিতে পারিত, তাহা হইলে আমি লক্ষ রুস-সৈন্যকে আমাদের সীমাপ্রান্ত হইতে বিতাড়িত করিতাম।"

রাজ্ঞী বর্ব্বোরা আজ যে বেশে সজ্জিত হইয়াছিলেন, বহুমূল্যে ও বহু পরিশ্রমে তাহা প্রস্তুত হইয়াছিল; এই পরিচ্ছদটী সুচিক্কণ, শুভ্র চীনাংশুকে নির্ম্মিত; এই সুন্দর পরিচ্ছদে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত; অঙ্গে হীরকালঙ্কার-গুলি দীপ্ত সৌরকরে ঝলমল করিতেছিল, তাঁহার মস্তকে হীরকখচিত সুদৃশ্য রাজমুকুট, নিখিলের সমস্ত সৌন্দর্য্য যেন আজ রাজ্ঞীর দেহের মহিমা বৃদ্ধি করিতেছিল। ভক্ত প্রজাবৃন্দ রাজ্ঞীকে দেখিবামাত্র উচ্চ-কণ্ঠে মহানন্দে তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল; রাজ্ঞীর প্রতি যাহাদের তেমন শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস ছিল না, তাহারাও সেই মহামহিমময়ী মূর্ত্তির সম্মুখে ভক্তিভাবে মস্তক অবনত করিল।—পৃথিবীতে এমন মূঢ় কে আছে, সৌন্দর্য্যের নিকট যাহার মস্তক অবনত না হয়?

রাজ্ঞীর সঙ্গে সঙ্গে যে কত স্বার্থত্যাগী স্বদেশপ্রেমিক বীর চলিতে লাগিল, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। স্বদেশের কল্যাণার্থ যাঁহারা সকল ঐশ্বর্য্য, সকল বিলাস, সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সকল সংসারসুখে উদাসীন নিষ্কলঙ্কহৃদয় সন্ন্যাসিগণের মুখে কি দেব-ভাব বর্ত্তমান! এমন কত সৈনিক পুরুষ সেই দলে ছিলেন, যাঁহারা জাবে-রণের ন্যায় মহাবীর নেপোলিয়ানের বিজয়পতাকামূলে সমবেত হইয়া মস্কো রাজধানী অবরোধে যাত্রা করিয়াছিলেন; এমন কত রাজনীতিক বীর ছিলেন, যাঁহারা চির তুষারাচ্ছন্ন দুর্গম সাইবীরিয়ার প্রান্তরে কঠোর নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিয়া, অঙ্গে লৌহশৃঙ্খলের গৌরবচিহ্ন পরিধান

করিয়া যৌবনের সীমাপ্রান্তে আসিয়া স্বদেশের সেবায় পুনর্ব্বার মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন; পোলাণ্ডের শত শত স্বদেশপ্রেমিক বীর এই ক্রেণবা-রাজ্যকে তাহাদের লুপ্ত স্বাধীনতার পুণ্যতীর্থ মনে করিয়া এই রাজ্ঞীর, এই দেবীর, এই বহু প্রজামণ্ডলীর জননীর-মুকুটোৎসব সন্দর্শনকামনায় সমবেত হইয়াছিলেন।

বর্ব্বোরা প্রসন্নবদনে ভক্তমণ্ডলীর এই পূজা গ্রহণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু তাহার অন্তরে দৈন্যের সীমা ছিল না। যেন কোন অস্ফুট বাণী পৃথিবীর সীমাপ্রান্ত হইতে পুনঃ পুনঃ তাঁহার কর্ণ-মূলে ধ্বনিত হইতেছিল, বলিতেছিল, "এই যে অগণ্য প্রজামণ্ডলীর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন, ইহা তোমার প্রাপ্য নহে, ইহা রাজ্ঞী নাতালির প্রাপ্য; রাজ্ঞী ষ্টিফানিয়ার গর্ভজাত এই রাজ্যের বিধিসঙ্গত রাজ্ঞী নাতালির প্রাপ্য সম্মান প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক অপহরণ করিয়া বর্ব্বোরা তুমি যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছ, তাহা কি বিধাতা কোন দিন মার্জ্জনা করিবেন?"

রাজ্ঞী মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আর কি ফিরিবার সময় আছে? আমার ন্যায় পাপিষ্ঠার সিংহাসন পরমেশ্বর কি কখনও দীর্ঘস্থায়ী করেন? তিনি সর্ব্বদর্শী, তিনি অপক্ষপাতী, হয় ত আজই আমার পাপের শাস্তি হইবে। কে বলিতে পারে, মুকুটের পরিবর্ত্তে আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই লৌহশৃঙ্খল আমার অঙ্গের আভরণ হইবে না?"

রাজ্ঞী ও তাঁহার পারিষদ্‌বর্গ উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন, চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র লোক দলবদ্ধ হইয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ও উৎসব আরম্ভ সন্দর্শনের আশায় প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময় একজন অশ্বারোহী সৈন্য রুস-শিবিরের দিক্ হইতে দ্রুতবেগে উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইল।

তাহাকে দেখিয়াই জাবেরণ চিনিতে পারিলেন, সে নিকিতা। জাবেরণ দ্রুতপদে নিকিতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিকিতা, সংবাদ কি?"

নিকিতা বলিল, "আর সংবাদ, আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হউন, রুস-সৈন্য বোধ হয় আমাদের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত।"

জাবেরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরূপে বুঝিলে ?"

নিকিতা বলিল, "ট্র্যানস্ ফিলারেসনের মঠে সন্ন্যাসিগণের কণ্ঠ নীরব হইয়াছে; আর সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছে না, মঠের উপর রুসিয়ার রাজপতাকা উড্ডীন দেখিলাম।"

জাবেরণ উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি স্বচক্ষে দেখিয়াছ ?"

নিকিতা বলিল, "হাঁ, আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতেছি।"

জাবেরণ বলিলেন, "রাভেনা নরক হইতে বোধ হয় খুব হাসিতেছে, ইহাই তাহার পত্রের প্রথম ফল, তাহা হইলে রুসের আক্রমণ আরম্ভ হইল। ডোরিয়াভ সেনাপতি হইয়া চমৎকার রাজ্যরক্ষা করিতেছেন। মঠের সন্ন্যাসীরা কোথায় ? রুস-সৈন্য যখন মঠে প্রবেশ করিল, সে সময় তাহারা বারুদের গুদামে আগুন দিয়া সকলে মরিল না কেন ? তাহা হইলে ত রুস-সৈন্য মঠ অধিকার করিতে পারিত না। ফষ্টস্ যদি সেখানে থাকিতেন, তাহা হইলে মঠ এতক্ষণ ধূলিরাশিতে পরিণত হইত। মঠে যে সকল রুস-সৈন্য গিয়াছিল, তাহাদের চিহ্ন মাত্র থাকিত না।"

নিকিতা বলিল, "এখন আপনার আদেশ কি বলুন।"

জাবেরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মঠে কত রুস-সৈন্য গিয়াছে ?"

নিকিতা বলিল, "তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। তবে যখন তাহারা সন্ন্যাসীদের পরাভূত করিয়া মঠ অবরোধ করিয়াছে, তখন শত্রু-সৈন্যের সংখ্যা অল্প নহে।"

জাবেরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রুস-সম্রাটের অবশিষ্ট সৈন্যেরা কোথায় ?"

নিকিতা বলিল, "তাহারা সীমাপ্রান্তে শিবিরে আছে।"

জাবেরণ বলিলেন, "নিকিতা, আমি এই মুহূর্ত্তেই যুদ্ধযাত্রা করিতাম, কিন্তু আমি এখন রাজ্ঞীর নিকট হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারিতেছি না। কারণ, এখানে অধিকতর অনিষ্টের আশঙ্কা আছে, ডোরিয়াভকে আমার আদেশ জানাও যে, রুস-সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে যেন তিনি তাহাদের আক্রমণ না করেন, যাহা কর্ত্তব্য, আমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহার ব্যবস্থা করিব।"

নিকিতা জাবেরণের আদেশ লইয়া অশ্বারোহণে সীমাপ্রান্তে ধাবিত হইল।

জাবেরণ অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "শত্রুসৈন্য আক্রমণে উদ্যত হইয়াছে, এখন মুকুটোৎসব আরম্ভ করা কাহারও কাহারও নিকট উপহাসের বিষয় বলিয়া মনে হইবে; কিন্তু উপায় নাই। আমরা উৎসব বন্ধ রাখিতে পারিব না, রুস-সম্রাট যদি স্বয়ং উৎসব দেখিতে আসেন ও আমাদের রাজ্ঞীর অধিকারে হস্তক্ষেপণ করেন, তাহা হইলে আমরা যেমন করিয়া পারি, সম্রাটকে বন্দী করিব, সম্রাট্‌কে একবার বন্দী করিতে পারিলে, আমরা এই অগণ্য রুস-সৈন্যকেও দুর্ব্বল করিতে পারিব।"

অল্পক্ষণ পরে উৎসবমণ্ডপের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারী জাবেরণের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "মার্শেল, ভজনালয়ে আর একজনেরও বসিবার স্থান নাই, তথাপি উত্তরধারে অনেক লোক ভিতরে আসিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে, তাহারা প্রায় সকলেই প্রবেশাধিকারপত্র লইয়া আসিয়াছে।"

জাবেরণ বলিলেন, "ইহার দ্বারা তোমার কর্ম্মদক্ষতার অভাব প্রতিপন্ন হইতেছে।"

প্রধান কর্ম্মচারী বলিলেন, "না মার্শেল, ভজনালয়ে যত লোক বসিতে পারে, আমরা ঠিক ততগুলি টিকিট বাহির করিয়াছিলাম; তথাপি লোক অনেক অধিক হইয়াছে।"

জাবেরণ বলিলেন, "তোমার এ কথার অর্থ, যাহারা টিকিট পায় নাই, এরূপ অনেক লোক ভজনালয়ে প্রবেশ করিয়াছে।"

কর্ম্মচারী বলিলেন, "আপনার অনুমান যথার্থ; আমার বিশ্বাস, জাল টিকিট লইয়া অনেক লোক প্রবেশ করিয়াছে; ইহাদের মধ্যে প্রবাসী রুসের সংখ্যাই অধিক, যাঁহাদের টিকিট দেওয়া হয় নাই, এরূপ বহু সম্ভ্রান্ত প্রবাসী রুসকে সে দলে দেখিলাম; অনেকে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া আসিয়াছে, যদি আমরা তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক সেখান হইতে দূর করিয়া দিই, তাহা হইলে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল, এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি?"

জাবেরণ বলিলেন, "এখন আর কোন কর্ত্তব্য নাই, যাহাতে দাঙ্গা হাঙ্গামা উপস্থিত না হয়, তাহাই করা এখন আমাদের কর্ত্তব্য; যদি এই সকল লোক শান্তভাবে উৎসব দেখে, তাহা হইলে মঙ্গলের কথা; কিন্তু যদি তাহারা উৎসবে বাধা দান করে, তাহা হইলে রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী।"

অনন্তর জাবেরণ স্বয়ং ভজনালয়-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া দর্শকগণকে দেখিতে লাগিলেন; উত্তরভাগে যাহারা বসিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই রুস; তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, দাঙ্গা করিয়া উৎসব ভঙ্গ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু তিনি ভীত হইলেন না। কারণ, পোল দর্শকদিগের সংখ্যা অনেক অধিক; তিনি স্থির করিলেন, হঠাৎ যদি কোন একটা বিভ্রাট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সৈন্য লইয়া গিয়া তিনি শান্তিভঙ্গকারীদের দমন করিবেন।

ক্রমে উৎসব আরম্ভের সময় আসিল, রাজ্ঞী বর্ব্বোরা একটী গুপ্তদ্বার-পথে ভজনালয়ের ভিতর হইতে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে তাঁহার জন্য রক্ষিত আসনে উপবেশন করিলেন।

রুস পাদরী মস্কো উৎসব আরম্ভে মঙ্গলাচরণ-স্বরূপ সুসমাচার হইতে কোন একটী পাঠ আবৃত্তি করিবেন, এইরূপ বন্দোবস্ত ছিল। জাবেরণ

মস্কোর দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন পুরোহিত বর্ম্ম পরিধান করিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহার বিশ্বাস হইল,মস্কোর গাত্রাবরণের নিম্নে তরবারিও লুক্কায়িত আছে।

জাবেরণের ইচ্ছা হইল, মস্কোর গাত্রাবরণ ছিন্ন করিয়া, তাহার রণসজ্জা সাধারণের দৃষ্টিগোচর করেন, এই পুরোহিত যে শক্রভাবে মিত্রতাচরণ করিতে আসিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসাধারণের গোচর করিয়া তাহাকে সেখান হইতে দূর করিয়া দেন। কিন্তু অনেক চিন্তার পর তিনি তাঁহার ইচ্ছা কার্য্য পরিণত করিলেন না। মস্কোর গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন।

মস্কো কোন দিকে না চাহিয়া সুবৃহৎ সুন্দররূপে বাঁধান সুসমাচার গ্রন্থখানি খুলিলেন, এবং পাতার পর পাতা উল্‌টাইতে লাগিলেন, তাহার পর সুমিষ্ট স্বরে একটী অধ্যায়ের প্রথমাংশ হইতে পাঠ করিতে লাগিলেন।

"ঈশ্বর একজন মনুষ্যকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম জন।"

পাদরী এইটুকু পাঠ করিবামাত্র, উত্তরধার হইতে একজন চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "তিনি এখানেই আছেন, তিনি আর কেহ নহেন, তিনি জন ডিউক অফ বোরা,জের্ণবার অধিবাসিবৃন্দ যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন, তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে কাজ করুন।"

জাবেরণ দেখিলেন, বক্তা ওয়ারসার গভর্ণর জেনারল অর্ল্ক। অর্ল্কের কথা শেষ না হইতেই ডিউক অফ বোরা একটী গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া রাজ্ঞীর সম্মুখের একটী আসন অধিকার করিয়া বসিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কাউণ্ট অর্লকের এই কথা শুনিয়া ও ডিউক অফ্ বোরাকে সর্ব্বজন-সমক্ষে সেই ভাবে উপস্থিত দেখিয়া উৎসবমণ্ডপে তুমুল আনন্দ-কলরব উপস্থিত হইল, মণ্ডপের উত্তরধারে যাহারা বসিয়াছিল, তাহারা একসঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিল, "সুসমাচারে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা আমাদের সম্পূর্ণ অনুকূল।"

পরক্ষণেই আবার শব্দ হইল, "আমরা রাজা চাই, রাণীতে আবশ্যক নাই।"

সে শব্দ থামিতে না থামিতে একদল লোক চীৎকার করিয়া উঠিল, "জন রাজা হউন, নাতালি সিংহাসনের যোগ্য নহেন।"

আবার সকলে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া বলিল, "পরমেশ্বর যাঁহাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি আমাদের রাজা হইবেন ; আমরা ডিউক অফ বোরাকে চাই।"

পরমুহূর্ত্তে পোলেরা সকল শব্দ ডুবাইয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল, "রাজ্ঞী নাতালি আমাদের এই রাজ্যের অধীশ্বরী, অন্য কেহ রাজা হইলে তাঁহাকে আমরা আমল দিব না।"

জাবেরণ বুঝিলেন, "অর্লকের এই উক্তি ও ডিউকের আকস্মিক আবির্ভাব নিশ্চয়ই কোন ষড়্যন্ত্রের ফল ; তিনি কর্কশস্বরে পাদরী মস্কোকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওহে বাপু ডিউকের ভাড়াটে পাদরী, তুমি খুব মঙ্গলাচরণ করিয়াছ, এখন বেদীর নিকট হইতে সরিয়া পড়, যদি সহজে না যাও, তাহা হইলে তোমাকে এমন স্থানে পাঠাইব যে, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিতে পারিবে না।"—জাবেরণ তাঁহার অসি অর্দ্ধোন্মুক্ত করিলেন।

পাদরী মস্কো জাবেরণকে বলিলেন, "মার্শেল, দেখিতেছি তুমি সয়তানেরও অধম; কিন্তু তোমার দর্প নিষ্ফল, জেণবা-রাজ্য আর কাথলিক রাজ্ঞীর অধীনে থাকিবে না।"

জাবেরণ পাদরীর কথায় কোন প্রতিবাদ না করিয়া ডিউকের নিকট উপস্থিত হইলেন, তিনি রুস-সেনাপতির পরিচ্ছদে, কণ্ঠে রুস-সম্রাটের পদক আঁটিয়া বসিয়া আছেন। রাজ্ঞী জাবেরণকে নিকটে দেখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "মার্শেল জাবেরণ, পলাতক বন্দীকে সম্মুখে পাইয়াও কেন তাহাকে গ্রেপ্তার করিতেছ না? তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এখনি দুর্গে পাঠাও।"

ডিউক অফ্ বোরা রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি, তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে পাঠাইতে চাও? তোমার এত সাহস! এত স্পর্দ্ধা! আমি তোমার ভয়ে আর ভীত নহি, তোমার রাজ্যচ্যুতির সময় উপস্থিত। জেণবার অধিবাসিবৃন্দ, তোমরা সকলে শুন, ইহা অতি আশ্চর্য্য কথা, কিন্তু আশ্চর্য্য হইলেও সত্য কথা, তোমরা যাহাকে রাজ্ঞী বলিয়া মনে করিতেছ, সে তোমাদের রাজ্ঞী নাতালি নহে, এ অন্য একজন স্ত্রীলোক, রাজ্ঞী নাতালির সহিত ইহার আকৃতিগত অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে বলিয়া সে নাতালি সাজিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে, তোমাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে; সে এই প্রবঞ্চনার উপযুক্ত কঠিন দণ্ডলাভের যোগ্য। আসল রাজ্ঞী নাতালি দুই বৎসর পূর্ব্বে ডালমাটিয়ায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

জাবেরণ স্তম্ভিতভাবে, ডিউকের কথাগুলি শ্রবণ করিলেন; তাহা হইলে সকলই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে! তিনি বুঝিলেন, রাভেনার বার্ত্তাবহ কপোত পত্র লইয়া রুস-শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিল।

ডিউক অফ বোরা জাবেরণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মার্শেল জাবেরণ, এখন আমি তোমার রাজা, আমার আদেশ পালন কর, এই জালরাণীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার কর।"

জাবেরণ বলিলেন, "বিশ্বাসঘাতককে আমি রাজা বলিয়া স্বীকার করিব না; রাজ্ঞীকে যদি আপনি গ্রেপ্তার করিতে চান, তাহা হইলে সাধ্য থাকে, আপনি গ্রেপ্তার করুন।"

জের্ণবা-রাজ্যের ব্যবস্থাসচিব পলোনাস্কি একজন প্রবাসী রুস; তিনি রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি আপনার বিরুদ্ধে ডিউকের অভিযোগ শুনিলেন, আপনি সর্ব্বজনসমক্ষে বলুন, এই অভিযোগ সত্য কি না।"

রাজ্ঞী কি বলিবেন, ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, জাবেরণ তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "রাজ্ঞি, আপনি এই বিশ্বাসঘাতক রাজভৃত্যের কোন কথার উত্তর দিবেন না।"

রাজ্ঞী ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "আমি রাজ্ঞী নাতালি নহি, এ কথা সত্য।"

যদি সে সময় ভীষণ ভূমিকম্পে সেই সহস্র সহস্র দর্শকগণের সহিত সে ভজনালয়—সেই উৎসবমণ্ডপ সেই মুহূর্ত্তে ভূগর্ভে প্রোথিত হইত, তাহা হইলেও পোলগণকে অধিকতর বিস্মিত ও বিচলিত হইতে হইত না। তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া রহিল, রাজ্ঞী স্বয়ং স্বীকার করিলেন, তিনি নাতালি নহেন, তাহা হইলে কি ডিউকের কথা ঠিক? রাজ্ঞীর যদি সিংহাসনের অধিকার না থাকে, তাহা হইলে ডিউক অফ্ বোরা নিশ্চয়ই জের্ণবার সিংহাসন অধিকার করিবেন; নিষ্ঠুর ডিউকের অধীনে তাহাদের ধন-মান-প্রাণ কিরূপে রক্ষা হইবে?"

জের্ণবার প্রবাসী রুস অধিবাসিগণ একবারও কল্পনা করে নাই, রাজ্ঞী এত সহজে অপরাধ স্বীকার করিবেন। তাহারা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল, আনন্দধ্বনি পর্য্যন্ত করিতে ভুলিয়া গেল।

পলোনাস্কি বলিলেন, "আপনি নিজমুখে যে কথা স্বীকার করিতেছেন, তাহার ফল আপনার পক্ষে কিরূপ শোচনীয় হইতে পারে, তাহা বিবেচনা

করিয়া দেখিবেন। আপনার কথা সত্য হইলে আপনার সিংহাসনচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী।"

বর্কোরা নীরসস্বরে বলিলেন, "না, এ কথা সত্য নহে, আমি বর্তমান থাকিতে রাজ্ঞী নাতালির জের্ণবা-রাজ্যের সিংহাসনে কোন অধিকার ছিল না, কারণ, আমি তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী বর্কোরা, জের্ণবার সিংহাসন আমারই প্রাপ্য।"

এবার পোলেরা আনন্দে উৎসাহ-হুঙ্কার দিয়া উঠিল, বর্কোরার উক্তি সত্য কি মিথ্যা, সে কথা তাহাদের ভাবিয়া দেখিবার অবসর ছিল না; ডিউক অফ্ বোরা যাহাতে তাহাদের রাজা হইতে না পারেন, তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, সেজন্য তাহারা সকলই করিতে পারিত।

পলোনাস্কি বলিলেন, "রাজ্ঞী নাতালির যে বর্কোরা নাম্নী কোন জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ছিলেন, জের্ণবার অধিবাসিবৃন্দের তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। স্বর্গীয় রাজা আদ্রিয়সের মহিষী রাজ্ঞী ষ্টিফানি একটী মাত্র কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন, তাঁহারই নাম নাতালি।"

বর্কোরা বলিলেন, "আমি রাজার প্রথম মহিষীর গর্ভজাত কন্যা।"

পলোনাস্কি বলিলেন, "আপনি এ অতি বিচিত্র কথা বলিতেছেন, রাজা আদ্রিয়স যে দুইবার বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা জের্ণবা-রাজ্যের প্রজা-বৃন্দের অবিদিত; আপনি যে কথা বলিতেছেন, তাহার কোন প্রমাণ আছে ?"

বর্কোরা উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "পলোনাস্কি, এ বিষয়ে তুমিই আমার সাক্ষী, কারণ, আমার পিতা রাজা আদ্রিয়সের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার সেই অন্তিমকালে অন্যান্য মন্ত্রিগণের ন্যায় তুমিও তাঁহার মৃত্যুশয্যাপ্রান্তে উপস্থিত ছিলে, তোমাদের সকলের সাক্ষাতে রাজা তাঁহার রাজমুকুট আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া বলেন, "বৎসে, তুমি আমার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত দুহিতা, আমি তোমাকে এই রাজমুকুট সমর্পণ করিলাম। এই

মুকুট ধারণ করিয়া 'জের্ণবা-রাজ্যের প্রজামণ্ডলীকে তুমি আজীবনকাল পুত্রবৎ প্রতিপালন কর। তাহাদের কল্যাণসাধনই যেন তোমার একমাত্র লক্ষ্য হয়,—পিতা তোমাদের সাক্ষাতেই বলিয়াছিলেন,আমি তাঁহার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত তনয়া। আমার পিতাকে সকলে ধার্ম্মিক আদ্রিয়স্ বলিয়া সম্বোধন করিত, অন্তিম মহূর্ত্তে তিনি মিথ্যা কথা বলিয়া অনধিকারিণীকে তাঁহার সিংহাসন দান করিয়া যাইবেন, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা? না, এ কথা সত্য, পিতার নিকট হইতে আমি যাহা লাভ করিয়াছি, যেমন করিয়া পারি, তাহা আমি রক্ষা করিব।"

এবার পোল প্রজামণ্ডলী আনন্দে সহস্রকণ্ঠে হুঙ্কার দিয়া উঠিল; কিন্তু তাহাতে পলোনাস্কির উৎসাহ থামিল না, তিনি বলিলেন, "মৃত্যুশয্যাশায়ী স্বর্গীয় রাজা যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আইনসঙ্গত প্রমাণরূপে গ্রহণ করা যায় না; বিশেষতঃ আপনি আপনার ব্যক্তিত্ব গোপন করিয়া অন্যের নামে এত দিন পর্য্যন্ত রাজদণ্ড পরিচালন করিয়া আসিয়াছেন, ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে,আপনি এখন যে কথা বলিয়া সিংহাসনে আপনার সত্ব সাব্যস্ত করিতে চান, সে কথা আপনি নিজেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না।"

পলোনাস্কির কথা শেষ হইলে, ডিউক দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "জের্ণবার প্রজামণ্ডলী, তোমরা সকলে শুন, আমি বিশেষরূপে অবগত আছি যে, বর্ব্বোরা রাজা আদ্রিয়সের বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত কন্যা নহে, রাজা আদ্রিয়সের রক্ষিতা একটী রমণীর গর্ভে তাহার জন্ম,প্রাচীনকালে এই জের্ণবা-রাজ্যে একটী নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, যখন রাজার অভিষেক-উৎসব সম্পন্ন হইত, সেই সময় যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহার সিংহাসনের দাবী করিতেন, তাহা হইলে রাজাকে বা তাঁহার কোন প্রতিনিধিকে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। যুদ্ধে যিনি জয়লাভ করিতেন, অন্যকে নিহত করিয়া তিনি রাজা হইতেন। এই আমি আমার দস্তানা খুলিয়া ফেলিলাম, রাজ্ঞীর প্রতিনিধি যদি কেহ থাক, আমার সহিত একাকী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

যদি আমি যুদ্ধে তাহাকে বধ করিতে পারি; তাহা হইলে এ রাজ্যের প্রাচীন প্রথানুসারে এই সিংহাসন আমার হইবে। অসিযুদ্ধে মীমাংসা হউক,সিংহাসন কাহার।”

ডিউকের কথা শুনিয়া প্রবাসী রুসেরা উল্লাসে হাস্য করিয়া উঠিল। অসিযুদ্ধে ডিউকের সমকক্ষ হইতে পারে, এমন লোক সে রাজ্যে আর কে আছে; এমন কি, জাবেরণ পর্য্যন্ত ডিউকের দস্তানা তুলিয়া লইতে সাহস করিলেন না; যদি তিনি বুঝিতেন, রাজ্ঞীর জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেও তাহাতে রাজ্যের ও রাজ্ঞীর মঙ্গল হইবে, তাহা হইলে অসিযুদ্ধে তিনি ইতস্ততঃ করিতেন না, কিন্তু তিনি প্রাণ দিয়াও ত রাজ্ঞীকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন না; তবে কোন্ আশায় তিনি আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন?

জাবেরণ মনে মনে বলিলেন,“এরূপ ঘটিবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। সেই জন্যই আমি পলকে মুকুটোৎসবের পূর্ব্বে এখানে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু অসি-যুদ্ধে ডিউককে পরাস্ত করিতে পারেন, এমন যোদ্ধা আমাদের মধ্যে কোথায়? পল এখনও আসিলেন না। আমাদের সকল আশা বুঝি বিফল হয়।”

গির্জ্জার ঘড়াতে ঢং ঢং করিয়া এগারটা বাজিয়া গেল। পলোনাস্কি বলিলেন,“এখন বেলা এগারটা,আর এক ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্ঞীকে প্রস্তাবিত অসি-যুদ্ধের জন্য তাঁহার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতে হইবে; প্রাচীন বিধান অনুসারে মুকুটোৎসবের দিনই এই যুদ্ধের নিয়ম।

প্রধান মন্ত্রী রাজিভিন বিরক্তিভরে বলিলেন, “অসি-যুদ্ধের উপর সিংহাসন নির্ভর করে,এ কিরূপ বর্ব্বর প্রথা? পলোনাস্কি যে প্রথার কথা বলিতেছেন, তাহা পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের প্রথা, এ প্রথা বহুকাল হইতে রহিত হইয়াছে।”

পলোনাস্কি বলিলেন, “রহিত হইয়াছে, এ কথা আপনি বলিতে পারেন

না,তবে আবশ্যক হয় নাই বলিয়া এত কাল এই প্রথানুসারে কাজ হয় নাই, কিন্তু যখন কোন নূতন আইনের দ্বারা এই প্রথা রদ হয় নাই, তখন তদনু-সারে কাজ কেন না হইবে?"

জাবেরণ বলিলেন, "আপনার যুক্তির কোন মূল্য নাই। কারণ, প্রতি-নিধি-সভা আইনজারী করিয়া ডুয়েল-যুদ্ধ নিষিদ্ধ করিয়াছেন।"

পলোনাস্কি বলিলেন, "আইনের দ্বারা প্রজাসাধারণের ডুয়েল-যুদ্ধ নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু মুকুটোৎসবে যদি এরূপ যুদ্ধের আবশ্যক হয়, তবে তাহা আইনে নিষিদ্ধ হয় নাই, দেশের প্রচলিত আইনের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "এই বিশ্বাসঘাতক ব্যবস্থাসচিবকে আমি এই মুহূর্ত্তে পদচ্যুত করিলাম; পদচ্যুত ব্যবস্থাসচিবের কোন ব্যবস্থাদানের অধিকার নাই। ডিউক অফ্ বোরা রাজদ্রোহী, রাজদ্রোহীরও সিংহাসনের উপর দাবী চলিতে পারে না।"

পলোনাস্কি বলিলেন, "উপযুক্ত বিচারালয়ে ডিউকের রাজদ্রোহিতা প্রতিপন্ন হয় নাই; সিংহাসনে যদি আপনার সত্যই অধিকার থাকিত, তাহা হইলেও আমরা আপনার উক্তি আইনসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতাম না, কিন্তু সিংহাসনেই যখন আপনার অধিকার নাই, তখন আপনার কথা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য।"

অর্লক প্রবাসী রুসের দল হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "একটা বেশ্যার কন্যা রাজ্ঞী হইবে, ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত কথা আর কি হইতে পারে?"

অর্লকের কথা শেষ হইবামাত্র, সেই মণ্ডপের এক প্রান্ত হইতে রমণী-কণ্ঠের ধ্বনি হইল, "জের্ণবার অধিবাসিবৃন্দ, তোমরা কি এতই অপদার্থ, কাপুরুষ, জড় হইয়াছ যে, রুস-সম্রাটের একটা ভাড়াটে গুণ্ডা তোমাদের রাজ্ঞীকে এমন কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিল, অপমান করিল, আর

তোমরা অনায়াসে তাহা সহ্য করিলে, প্রাচীন পোলবীরগণের সে সাহস, সে আত্মত্যাগ,সে রাজভক্তির চিহ্ন মাত্র কি তোমাদের মধ্যে বর্ত্তমান নাই? তোমাদের সেই স্বর্গবাসী পিতৃপুরুষগণ যদি তোমাদের মত কাপুরুষ হইতেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতে পারিতেন?"

সকলের দৃষ্টি যুগপৎ বক্তার মুখের উপর নিক্ষিপ্ত হইল, সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, বক্তা পুরুষ নহে, একটী রমণী। কাতিনা সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্বদেশবাসিগণকে এইভাবে তিরস্কার করিতেছিল। কাতিনা কথা শেষ করিয়া তাহার তরবারি কোষোন্মুক্ত করিল।

পোলেরা কাতিনার কথার অর্থ বুঝিল, তাহাদের পিতৃপুরুষের শোণিত কি তাহাদের ধমণীতে প্রবাহিত হইতেছে না? তাহারা সকলে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কাতিনা তাহার হস্তস্থিত পতাকা উড্ডীন করিয়া, তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে সহস্র সহস্র দর্শকগণের হৃদয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া একটী স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করিল; সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া পোল-বীরগণের হৃদয় উৎসাহে ও উদ্দীপনায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

জাবেরণ অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "ইহা প্রাচীন পোলজাতির রণসঙ্গীত, বোধ হয়, এখনি ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইবে।"

জাবেরণের অনুমান মিথ্যা হইল না, সশস্ত্র পোলগণ ক্ষিপ্তবৎ হইয়া তরবারি-হস্তে সম্মুখে অগ্রসর হইল, প্রবাসী রুসেরাও নিরস্ত্র ছিল না, তাহারাও শত শত তরবারি একসঙ্গে কোষোন্মুক্ত কারল, এবং রুসিয়ার রণসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে পোলদিগের সম্মুখে অগ্রসর হইল।

পোলেরা ক্ষিপ্তবৎ গর্জ্জন করিয়া বলিল, "প্রবাসী রুসদের নিপাত দাও, তাহাদের উষ্ণ শোণিতে এই গির্জ্জার প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ড রঞ্জিত হউক, রাজ্ঞী চিরজীবিনী হউন, ডিউক অফ্ বোরার সিংহাসনের লোভ মিটাইয়া দেওয়া যাউক।"

কাতিনা এই উত্তেজিত পোলগণের অগ্রগামিনী হইয়া সর্ব্বপ্রথমে অর্লককে আক্রমণ করিল, বলিল, "ওরে নারীপীড়ক! ওরে যথেচ্ছাচারী বর্ব্বর, তোর গুণের উপযুক্ত পুরস্কার গ্রহণ কর্।"—সঙ্গে সঙ্গে কাতিনার উন্মুক্ত তরবারি সবেগে অর্লকের স্কন্ধে নিপতিত হইল।

সেই শোণিতরঞ্জিত অসি উদ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া কাতিনা তীব্রস্বরে বলিল, "স্বদেশপ্রেমিক পোলগণ, আজ অতি সঙ্কটকাল সমুপস্থিত, তোমরা প্রাণ দিয়াও স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা কর। ঐ সকল বিশ্বাসঘাতক কুচক্রী প্রবাসী রুসগণকে পিপীলিকার ন্যায় বধ কর দেশের শত্রু নিপাত কর।"—কাতিনার তরবারি বিদ্যুৎবেগে শূন্যে ঘূরিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে শত শত তরবারি শূন্যে আস্ফালিত হইয়া কাতিনার আদেশের সমর্থন করিল।

অর্লকের মৃত্যুর পর সেই উৎসবমণ্ডপে বিশৃঙ্খলার সীমা রহিল না। উভয় পক্ষে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল; রাজ্ঞী বিভ্রাট অপরিহার্য্য বুঝিয়া রাজিভিনকে সৈন্যের সহায়তায় এই বিপ্লবদমনের জন্য আদেশ করিয়াছেন, এমন সময় একটী সুদীর্ঘদেহ সৈনিক-পরিচ্ছদধারী পরম রূপবান্ রুস-যুবক প্রবাসী রুসগণের ভিতর হইতে গম্ভীরস্বরে আদেশ করিলেন, "তোমরা সকলে অস্ত্র ত্যাগ কর, অবিলম্বে অস্ত্র ত্যাগ কর।"

অস্ত্রধারী পোল ও রুসগণ সবিস্ময়ে বক্তার মুখের দিকে চাহিল, আর কাহারও অস্ত্র কাহারও অঙ্গে পতিত হইল না, সকলেরই হস্ত যেন অসাড় হইয়া গেল, সকলে যুগপৎ বলিয়া উঠিল, "রুস-সম্রাট, রুস-সম্রাট।"

জাবেরণ দন্তে দন্ত সংঘর্ষণ করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "যদি বিভ্রাট সহজে না মিটে, আমি সম্রাটকে বন্দী করিতে কুণ্ঠিত হইব না।"

সম্রাট স্থিরদৃষ্টিতে একবার চতুর্দ্দিকে চাহিলেন, তাঁহার আদেশ শুনিয়া সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী পোলেরও আর অস্ত্র উদ্যত করিতে সাহস হইল না; রুস-সম্রাট স্বয়ং উপস্থিত থাকিতে তাঁহার সম্মুখে কে তাঁহার স্বদেশবাসিগণকে অস্ত্রাঘাতে সাহসী হইবে?

রুস-সম্রাটের আদেশে শান্তি সংস্থাপিত হইল, ইহাতে বর্ব্বোব্বা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন, তাঁহার রাজ্যে তাঁহার শক্তি অপেক্ষা রুস-সম্রাটের শক্তি অধিক, ইহা অনুভব করিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইলেন।

সকলে স্ব স্ব তরবারি কোষে বদ্ধ করিলেও কাতিনা তখন পর্য্যন্ত তাহার তরবারি অবনত করে নাই, সে অর্লকের রক্তসিক্ত তরবারি রুমালে মুছিতে মুছিতে বেদীর এক প্রান্তে উপস্থিত হইল এবং রাজ্ঞী ও সম্রাট যেখানে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহার অদূরে আসিয়া জানু নত করিয়া উপবেশন করিল।

সম্রাট কর্কশস্বরে বলিলেন, "তোমার উত্তেজনায় এখনি যুদ্ধ আরম্ভ হইত; তুমি স্বহস্তে আমার একজন প্রধান কর্ম্মচারীর প্রাণবধ করিয়াছ, তোমার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নহে, তোমার মার্জ্জনার প্রার্থনা নিষ্ফল।"

কাতিনা বলিল, "যেদিন নিকোলাস পলোভিসের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিব, সেদিন আকাশের নক্ষত্র পৃথিবীতে নামিয়া আসিবে। রাজ্ঞি,যে নরপিশাচ আপনার পবিত্র নামে কলঙ্কারোপ করিয়াছিল, তাহার প্রাণদণ্ড করিয়া যদি আমি শান্তিভঙ্গ করিয়া থাকি,তাহা হইলে আমি আপনার নিকট মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "নারী-নিগ্রহকারী ফিওডোর অর্লককে হত্যা করিয়া তুমি অন্যায় কার্য্য কর নাই, তোমার কোন অপরাধ হয় নাই, তোমার ক্ষমা প্রার্থনা অনাবশ্যক।"

রুস-সাম্রাজ্যের একজন গভর্ণর রুস-সম্রাটের সম্মুখে নিহত হইলেন এবং রাজ্ঞী এই হত্যার সমর্থন করিলেন; রাজ্ঞীর মন্ত্রিগণের হাত, পা উদরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাঁহারা কি বলিবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের কোন কথা বলিবার আবশ্যক হইল না; রাজ্ঞী রুস-সম্রাটের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার

দুর্গ হইতে একজন বিশ্বাসঘাতক বন্দীকে রুস-সম্রাটের বলপূর্ব্বক মুক্তিদান করিবার কি অধিকার আছে ?"

সম্রাট সবিস্ময়ে রাজ্ঞীর দিকে চাহিলেন ; তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এখন কথা কহিতে পারে, এমন লোক কেহ আছে, সম্রাটের এরূপ বিশ্বাস ছিল না। সম্রাট নিকোলাস বীরপুরুষ। রাজ্ঞীর এই তেজস্বিতা দর্শনে তিনি মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন,জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ সাহসে তুমি সম্রাটের নিকট কৈফিয়ৎ চাহিতেছ ?"

রাজ্ঞী বলিলেন, "রুস-সম্রাজ্ঞী ক্যাথারাইন-প্রদত্ত স্বাধীনতার সনন্দের অধিকারবলে।"

সম্রাট বলিলেন, "সম্রাজ্ঞী ক্যাথারাইন জের্ণবার রাজগণকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে স্বাধীনতা দান করেন নাই, সনন্দের কথা উপকথা মাত্র।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "ঐ বেদীর উপর ক্যাথারাইন-প্রদত্ত সনন্দ রহিয়াছে, সম্রাটের ইচ্ছা হইলে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।"

সম্রাট বলিলেন, "উহা জাল সনন্দ, মার্শেল জাবেরণের এ কথা জানা থাকিতে পারে।"

জাবেরণ বুঝিলেন, রাভেনার কপোতবাহিত পত্র হইতেই সম্রাট এই গুপ্তরহস্য জানিতে পারিয়াছেন,তিনি গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন,কোন উত্তর করিলেন না।

রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মার্শেল, ইহা কি ক্যাথারাইন-প্রদত্ত সনন্দ নহে ?"

জাবেরণ নির্ব্বাক্‌ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, তিনি বুঝিলেন, রাজ্ঞীর নিকট আর সত্য গোপন করা চলিবে না।"

রাজ্ঞী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কেন আমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছ না ?"

জাবেরণ বলিলেন, "ইহা আসল সনন্দের অবিকল নকল।"

রাজ্ঞী বুঝিলেন, যেরূপেই হউক, আসল সনন্দ নষ্ট হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাজ্যের স্বাধীনতার আশা নির্ম্মূল হইয়াছে, তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, কিন্তু সে ভাব প্রকাশ করিলেন না, তিনি জাবেরণকে তাঁহার নিকটে আসবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

জাবেরণ রাজ্ঞীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে, রাজ্ঞী মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মার্শেল, সত্য গোপন করিয়া তুমি কেন আমাকে প্রতারিত করিয়াছ?"

জাবেরণ বলিলেন, "সৎ অভিসন্ধিতেই আমি এরূপ করিয়াছি।"

রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করিলেন, "শেষে কি তুমি জালেরও সমর্থন করিতে চাও?"

জাবেরণ বলিলেন, "উপস্থিত ক্ষেত্রে এই জাল সমর্থনযোগ্য; জের্ণবার্গ-রাজ্যের স্বাধীনতা-রক্ষার জন্য যদি আমি কোন অন্যায় কার্য্য করি, তাহা শতবার সমর্থনযোগ্য।"

রাজ্ঞী বলিলেন, "কিন্তু জাবেরণ,আজ তুমি আমাকে যে সঙ্কটে ফেলিয়াছ, তাহাতে তোমার কার্য্যের নিন্দা না করিয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না।"

রুস-সম্রাট সমাগত প্রজামণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বেদীর উপর যে সনন্দ আছে, তাহা যে আসল সনন্দ, মার্শেলের এ কথা স্বীকার করিবার সাহস নাই, সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, এই রাজ্য এত দিন পর্য্যন্ত যে স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিয়াছে, তাহার কোন ভিত্তি নাই; প্রবঞ্চনা করিয়া তোমরা এত দিন যাহা ভোগ করিয়া আসিতেছিলে, তাহা হইতে আজ আমি তোমাদিগকে বঞ্চিত করিব। রুস-সম্রাটের আদেশ এই যে, এই রাজ্যের বর্ত্তমান রাজ্ঞীকে তাঁহার সিংহাসন হইতে অপসৃত করা হইল।"

রাজিভিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ যুক্তিতে?"

সম্রাট বলিলেন, "ডিউক অফ্ বোরা ইহার যুক্তি দেখাইয়াছেন, তোমাদের বর্ত্তমান রাজ্ঞী স্বর্গীয় রাজার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত কন্যা নহে।"

জাবেরণ রাজ্ঞীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ক্রোধে ও অপমানে তাঁহার সুন্দর মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার ললাট ঘর্ম্মধারায় সিক্ত।

জাবেরণ সম্রাটকে বলিলেন, "কাহারও জন্মে বৈধতা প্রতিপন্ন করা সহজে নহে, আমিও এমন সম্রাটের নাম জানি, যাঁহার প্রকৃত পিতামহ কে ন তাহা নির্ণয় করা কঠিন।"

রুস-সম্রাজ্ঞী স্বর্গীয় ক্যাথারাইনের চরিত্রে এইরূপ দোষারোপ করায় রুস-সম্রাটের মুখ প্রাবৃটের মেঘের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল. তিনি একবার তাঁহার অসি স্পর্শ করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ক্রোধ দমন করিয়া বলিলেন, "যদিও আইনানুসারে ডিউক অফ্ বোরা এই সিংহাসনের অধিকারী, তথাপি বর্ত্তমান রাজ্ঞীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া আমি এই আদেশ দান করিতেছি যে, এই রাজ্যের পূর্ব্বতন নিয়মানুসারে রাজ্ঞী তাঁহার কোন প্রতিনিধি দ্বারা ডিউক অফ্ বোরার সহিত ডুয়েল-যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া এই সিংহাসনের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন।"

রুস-সম্রাট আসন গ্রহণ করিলেন, তিনি জানিতেন, জের্ণবা-রাজ্যে অসি-যুদ্ধে ডিউকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে, এমন লোক কেহই নাই, সুতরাং জের্ণবা রাজ্যের প্রাচীন ব্যবস্থানুসারেই ডিউক এই সিংহাসন লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। এ অবস্থায় অধিক বাক্‌চাতুর্য্য অনাবশ্যক; জের্ণবা-রাজ্যের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়াই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অস্ত্রের সহায়তায় তাঁহার অভিপ্রায় সফল করিবার আবশ্যক কি?

রাজিভন বলিলেন, "যদি আমরা ডিউকের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া রাজ্ঞীর মুকুটোৎসবের কার্য্য সুসম্পন্ন করি; তাহা হইলে আপনি কি করিবেন?"

ক্রোধে রুস-সম্রাটের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল. তিনি বলিলেন, "যদি তোমরা তোমাদের নিজের দেশের আইনের মর্য্যাদা রক্ষা না কর, তাহা হইলে তোমাদের অন্যায়াচরণের দণ্ডবিধানের জন্য সীমান্তে লক্ষ সৈন্য সজ্জিত হইয়া আছে তাহারা আইনের সম্মানরক্ষায় তোমাদিগকে বাধ্য করিবে।"

রাজ্ঞী বুঝিলেন তাঁহার পতনের আর বিলম্ব নাই। এ অবস্থায় তাঁহার আত্মরক্ষা সম্পূর্ণ অসম্ভব ; হয় ত অবিলম্বেই শত্রু-সৈন্যহস্তে বন্দী-ভাবে রাজ্যত্যাগে বাধ্য হইবেন। রাজ্ঞী অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "আমি রাজ্ঞী ; ইহারা এ ভাবে কখনই আমাকে সিংহাসন হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারিবে না।"

কিন্তু জাবেরণ তখনও রাজ্ঞীর মত হতাশ হন নাই ; তিনি ভাবিলেন, অন্য উপায় যখন নাই তখন রুস-সম্রাটকে নিশ্চয়ই বন্দী করিতে হইবে, এবং জের্ণবা-রাজ্যের স্বাধীনতার নূতন সনন্দ লেখাইয়া না লইয়া তিনি কোন ক্রমেই তাঁহাকে মুক্তিদান করিবেন না। জের্ণবা-রাজ্যের স্বাধীনতাই রুস-সম্রাটের মুক্তি-পণ হইবে ; যদি বর্ব্বোরা তাঁহার এই প্রস্তাব মঞ্জুর না করেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বসাধারণ প্রজাবর্গের স্বার্থরক্ষার জন্য নিজের দায়ীত্বে এই কার্য্য করিবেন।

জাবেরণ তাঁহার এই সংকল্প রাজ্ঞীর গোচর করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় পলোনাস্কি বলিলেন, "ডুয়েল-যুদ্ধের যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার আর অধিক বিলম্ব নাই, সুতরাং রাজ্ঞী বলিয়া এখন যিনি পরিচয় দিতেছেন, অবিলম্বেই তাঁহার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক। আর পাঁচ মিনিট সময় আছে।"

রুসসম্রাটের ইঙ্গিতে ডিউক অফ্ বোরা গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, "বর্ব্বোরা, হয় তুমি সিংহাসন পরিত্যাগ কর, না হয় তরবারির সাহায্যে তাহা রক্ষা কর ; কে আমার সহিত যুদ্ধ করিবে, তাহাকে প্রস্তুত হইতে বল। আমি আমার মনস্কামনা অচিরে পূর্ণ করিব।"

পশ্চাৎ হইতে কে সুস্পষ্ট-স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "তবে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ কর।"

সকলে সবিস্ময়ে বক্তার দিকে চাহিলেন, ডিউক অফ্ বোরার সহিত অসিযুদ্ধে অগ্রসর হয়, এমন লোক কে আছে? কে এ কথা বলিল?

জাবেরণ বক্তাকে দেখিয়াই সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "পরমেশ্বর, তুমি ধন্য, কাপ্তেন উডভিলি আসিয়াছেন।"

শতাধিক কণ্ঠে যুগপৎ শব্দ উঠিল, "কাপ্তেন উডভিলি, কাপ্তেন উডভিলি।"

রুস-সম্রাট ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "এই লোকই কি তাজপুর-যুদ্ধে আমার অসংখ্য সৈন্য পরাজিত করিয়াছিল?"

উৎসবমণ্ডপের সেই তুমুল আনন্দধ্বনির মধ্যে পল উডভিলি ধীরে ধীরে মণ্ডপের মধ্যস্থলে, যেখানে রাজ্ঞীর সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিগণ, রুসসম্রাট, রাজ্ঞী, জাবেরণ, ডিউক অফ্ বোরা প্রভৃতি উপবিষ্ট ছিলেন, সেই স্থানে অগ্রসর হইলেন। আনন্দে উদ্দীপনায় বর্ব্বোরার হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

বর্ব্বোরার সম্মুখে তখনও স্পর্দ্ধিত ডিউক অফ্ বোরার দস্তানা নিপতিত ছিল। যে প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহার সহিত ডুয়েল-সংগ্রামে প্রস্তুত, তিনি ভিন্ন এই দস্তানা স্পর্শ করিবার আর কাহারও সাহস ছিল না। কারণ, এই দস্তানা স্পর্শ করার অর্থ প্রতিদ্বন্দ্বীকে যুদ্ধে আহ্বান করা।

পল রাজ্ঞীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং কোন দিকে না চাহিয়া দক্ষিণ-হস্তে সেই দস্তানা কুড়াইয়া লইয়া অবজ্ঞাভরে তাহা ডিউক অফ্ বোরার মুখে নিক্ষেপ করিলেন; তাহার পর বলিলেন, "ডিউক অফ বোরা, আমি রাজ্ঞীর প্রতিনিধিরূপে তোমার সহিত ডুয়েল-যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি। আমাদের একজনের যতক্ষণ না মৃত্যু হয়, ততক্ষণ যুদ্ধ চলিবে।"

পলোনাস্কি পলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,"মহাশয়, এত ব্যস্ত হইবেন না। আপনি স্বয়ং রাজ্ঞীর প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে পারেন না। রাজ্ঞী আপনাকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিবেন কি না, তাহা অগ্রে জানা চাই।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "না, আমি উহাঁকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিব না।"

এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রুস-সম্রাটের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য রাজ্ঞীর চেষ্টা ছিল, কিন্তু পল তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিতে গিয়া বোরার হস্তে নিহত হইবেন, এ কল্পনা তাঁহার অসহ্য হইল। তাঁহার নারী-হৃদয়ের উচ্চাভিলাষ তাঁহার প্রেমাস্পদকে এ ভাবে বিপন্ন করিতে সম্মত হইল না।

জাবেরণ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি রাজ্ঞীর কাণের কাছে মুখ আনিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, "রাজ্ঞি, আপনি এ কি বলিতেছেন? দেখিতেছেন না, আপনার সম্মুখেই আপনার রাজ্য, সিংহাসন, স্বাধীনতা সকলই ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, আমি স্বয়ং কাপ্তেন উড-ভিলির অস্ত্র-নৈপুণ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অসিযুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করে, ডিউক অফ বোরার এমন সামর্থ্য নাই।"

পলোনাস্কি জাবেরণের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন না। যাঁহার অসিবলের উপর জাবেরণের এত বিশ্বাস, তিনি নিশ্চয়ই সামান্য যোদ্ধা নহেন; অপাত্রে জাবেরণ বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই। পলোনাস্কি বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

পলোনস্কি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কাপ্তেন উডভিলি জের্ণবা-রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, জের্ণবায় পুনঃ প্রবেশে যখন তাঁহার অধিকার নাই, তখন তিনি কিরূপে রাজ্ঞীর প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে পারেন?"

জাবেরণ বলিলেন, "কাপ্তেন উডভিলি স্বেচ্ছায় জের্ণবা-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। মন্ত্রিসভা তাঁহার বিরুদ্ধে নির্ব্বাসনের পরোয়ানা বাহির করেন নাই।"

বর্ব্বোরা কি করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

জাবেরণ বলিলেন, "রাজ্ঞি, সময় যায়, সিংহাসন রক্ষা করুন।"

রাজ্ঞী অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "রুস-সম্রাটের অধীনে সামান্য করদ ভূস্বামী হইয়া থাকিবার জন্যই কি সিংহাসন রাখিব?"

জাবেরণ বলিলেন, "আপনি চিন্তা করিবেন না, আমাদের রাজ্যের স্বাধীনতা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার একটী উপায় আমি নিশ্চয়ই বাহির-করিব। এ সময় কি আপনার এমন নিরুদ্যম থাকা কি শোভা পায়? যে বিশ্বাসী পোলগণ শত্রু বিপদে এত কাল আপনাকেই তাহাদের আশ্রয়দাত্রী ও রক্ষাকর্ত্রী বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে, এখন আপনি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে চান? আপনি এই সিংহাসন ত্যাগ করিলে, ইহা কাহার হস্তগত হইবে, জানেন না কি? বিশ্বাসঘাতক, যথেচ্ছাচারী, নরহন্তা ডিউক অফ বোরা এই সিংহাসন অধিকার করিবে। আমরা আপনার বিশ্বাসী কর্ম্মচারিবর্গ সাইবীরিয়ার প্রান্তরে চির-নির্ব্বাসিত হইব। ডিউককে পরাস্ত করিয়া তাহার অহঙ্কার চূর্ণ করিবার, তাহার সকল সংকল্প ব্যর্থ করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি আপনার সম্মুখে উপস্থিত, তথাপি আপনি কেন তাঁহাকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিতেছেন না? ডিউক অফ বোরার দর্প চূর্ণ করিতে আপনি কেন বিলম্ব করিতেছেন? ক্রেভিষাকে কে বধ করিয়াছিল? স্বাধীনতার সনন্দ দগ্ধ কাহার কীর্ত্তি? লক্ষ রুসসৈন্য আমাদের গৃহদ্বারে কে লইয়া আসিল? বিশ্বাসঘাতক ডিউকেরই এই সকল কার্য্য। এখনও কি আপনি নিশ্চিন্তভাবে তাহার বিজয় জের্ণবায় নিরীক্ষণ করিবেন? আপনি নির্ভয়ে কাপ্তেনকে আপনার প্রতিনিধি

নিযুক্ত করুন। আমি জানি, কাপ্তেন ডিউককে অতি সহজেই লোকান্তরে পাঠাইতে সমর্থ হইবেন।"

রুস-সম্রাট অধীর হইয়া উঠিলেন; রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যুবতি, হয় তুমি সিংহাসন পরিত্যাগ কর, না হয় তোমার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত কর। আর বিলম্ব করিবার সময় নাই।"

বর্ব্বোরার এইরূপ ইতস্ততঃ দেখিয়া পোলেরা অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিল। তাহারা চারিদিক্ হইতে একবাক্যে বলিতে লাগিল, "রাজ্ঞি, কাপ্তেনকে আপনার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করুন, আপনি কেন বিলম্ব করিতেছেন?"

জাবেরণ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "জের্ণবার প্রজামণ্ডলী, আমি প্রস্তাব করিতেছি, কাপ্তেন উড্‌ভিলি এই দর্পান্ধ ডিউককে বধ করিয়া, তাঁহার বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ আমাদের রাজ্ঞীকে পত্নীরূপে লাভ করুন।"

চারিদিক্ হইতে সহস্র কণ্ঠে এই প্রস্তাবের সমর্থন হইল গির্জ্জার ঘণ্টা উচ্চ ধ্বনি করিয়া এই প্রস্তাবের সমর্থন করিল। পোলেরা বুঝিল, অত্যাচারী ডিউক অপেক্ষা রাজ্ঞীর প্রিয়পাত্র ইংরাজ রাজ্ঞীর পাণিগ্রহণের অধিকতর উপযুক্ত।

গির্জ্জার ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া বারটা বাজিতে আরম্ভ হইল। আর এক মিনিটও সময় নাই, জাবেরণ উন্মত্তের ন্যায় হইয়া বলিলেন, "রাজ্ঞি, আপনি কেন বিলম্ব করিতেছেন, আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরে আপনার সম্মতি-দান নিরর্থক হইবে।"

পল নিম্নস্বরে বলিলেন, "বর্ব্বোরা, সম্মত হও।"

তখন রাজ্ঞী অনিচ্ছার সহিত বলিলেন, "আমি কাপ্তেন উড্‌ভিলিকে আমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলাম।" ঠিক সেই মুহূর্ত্তে গির্জ্জার ঘড়ীতে বারোটা বাজিয়া গেল। রাজ্ঞীর কথা শুনিয়া পোলগণের মৃতপ্রায় দেহে যেন নবজীবনের সঞ্চার হইল। জাবেরণ উৎসাহভরে সহাস্যমুখে বলিলেন, "ডিউক অফ বোরা, তোমার শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত। আমার দৈববাণী মিথ্যা হইবার নহে।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

যে সকল লোক কেবল আমোদ দেখিবার জন্যই গির্জ্জায় আসিয়াছিল, তাহারা অত্যন্ত খুসী হইয়া উঠিল। কারণ, আমোদ যে এতদূর গড়াইবে, তাহা পূর্ব্বে তাহারা অনুমান করিতে পারে নাই।

প্রধান মন্ত্রী রাজিভিন এতক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন, তিনি এবার কথা বলিলেন, বলিলেন, "সুপবিত্র ভজনালয়ের প্রাঙ্গণে ডুয়েল-যুদ্ধ, নররক্তপাত, কি আশ্চর্য্য!"

জাবেরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আশ্চর্য্য কেন?"

রাজিভিন বলিলেন, "এমন পবিত্র স্থল রক্তপাতে কলুষিত করা কখনই ধর্ম্মসঙ্গত নহে।"

জাবেরণ বলিলেন, "আপনি বা আমি এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশে অনধিকারী; পাদরী ফষ্টস্ এখানে আমাদের প্রধান পুরোহিত, তাঁহার মতই অগ্রগণ্য।"

পাদরী ফষ্টস্ পাদরী হইলেও যৌবনকালে তিনি একজন যোদ্ধা ছিলেন, বৃদ্ধবয়সেও তিনি তাঁহার পূর্ব্বভাব বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই। তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ভজনালয় অতি পবিত্র স্থান এবং রাজ্ঞীর সিংহাসন রক্ষা করা ও কাথলিক ধর্ম্মবিশ্বাসের সমর্থন করা অতি পবিত্র কার্য্য। এই পবিত্র কার্য্য এই পবিত্র স্থানে সম্পন্ন হওয়া উচিত; বিশেষতঃ এখানে এই সর্ব্বপ্রথম রক্তপাত হইতেছে না, অর্লেকের রক্তে ইতিপূর্ব্বেই এই স্থান রঞ্জিত হইয়াছে।"

জাবেরণ বলিলেন, "পুরোহিত ফষ্টস্, আপনার উক্তি অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ, এই স্থানেই অবিলম্বে যুদ্ধ আরম্ভ হউক।"

পল গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "উত্তম, আমি প্রস্তুত আছি।"

ডিউক অফ বোরা তাঁহার কথায় প্রতিধ্বনি করিলেন।

ডিউক অফ বোরা বিদ্রূপ-পূর্ণস্বরে পলকে বলিলেন, "বীরপুরুষ, তোমার প্রিয়তমার নিকট শেষ বিদায় লইয়া আইস। ইহার পর আর প্রেমালাপের অবসর পাইবে না।"

পল বলিলেন, "তুমি তোমার পুরোহিতকে ডাকিয়া তোমার অন্তিম প্রার্থনা শেষ করিয়া লও, ইহার পর আর সময় পাইবে না।"

পলের দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য দেখিয়া রুস-সম্রাট এবং ডিউক অফ বোরা উভয়েই বিচলিত হইলেন।

বর্ব্বোরা পলকে বলিলেন, "পল, প্রিয়তম, স্বার্থান্ধ হইয়া আমি কি অন্যায় কার্য্য করিলাম! আজ এই যুদ্ধে যদি তুমি বিনষ্ট হও, তাহা হইলে তোমার জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার সকল আশার অবসান হইবে, আমার আর কোন অবলম্বন রহিবে না।"

পল সস্নেহে বলিলেন, "বর্ব্বোরা, তুমি কেন ভীত হইতেছ? ক্ষোভ ত্যাগ কর; নিশ্চয়ই জানিও, আজ তোমার জীবনের শুভ দিন; এখন আর আমার প্রতিনিবৃত্ত হইবার উপায় নাই, তাহার আবশ্যকও নাই; আমি যে সম্মানলাভে উদ্যত হইয়াছি, তাহা হইতে আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করাও তোমার উচিত নহে।"

বর্ব্বোরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু তোমার জয়লাভের সম্ভাবনা আছে কি? আমি জানি, ডিউক অফ বোরা অসি-যুদ্ধে অদ্বিতীয়। সিংহাসনে আর আমার লোভ নাই, আমি সিংহাসন লাভ করিয়া এমন কি আনন্দ পাইব? রুস-সম্রাট জানিতে পারিয়াছেন, আমাদের সনন্দ নষ্ট হইলেই তিনি নিশ্চয়ই জের্ণবা-রাজ্য বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবেন। তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া সামন্ত-নরপতির ন্যায় আমাকে রাজত্ব করিতে হইবে; এ অপমান আমার অসহ্য; এই বিড়ম্বনা-পূর্ণ সিংহাসনলাভের জন্যই কি

তোমার জীবন বিপন্ন করিলাম? তোমাকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া আমি বড়ই অন্যায় করিয়াছি।"

পল বলিলেন, "বর্ব্বোরা, তোমাকে সিংহাসনচ্যুত করে, কাহার সাধ্য? জের্ণবা-রাজ্যের স্বাধীনতা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, আমি তাহার উপায় করিয়া আসিয়াছি। আমি অতি সুসংবাদ আনিয়াছি; আর তোমাকে রুসিয়ার ষড়্‌যন্ত্রের ভয় করিতে হইবে না, তোমার সিংহাসনে ও জের্ণবা-রাজ্যের স্বাধীনতায় অনিষ্টাশঙ্কা নাই।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "পল, তোমার এ কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারিলাম না।"

পল বলিলেন, "আমি তোমাকে সকল কথাই বলিব, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে ডিউককে নিপাত করি; নতুবা যে সুসংবাদ রাজদূত লইয়া আসিতেছে, তাহা জানিতে পারিলেই ডিউক রুশ-সম্রাটের সহিত এখান হইতে চম্পট দিবে। ত্রেভিষার হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ এখনই দেওয়া চাই। কিন্তু আমার ইচ্ছা, এই রক্তপাত-ব্যাপার তোমার চক্ষুর সম্মুখে না হয়, আমার জন্য তুমি কোন ভয় করিও না। এই নির্দ্দয় ব্যাপার তুমি স্বচক্ষে দেখিয়া হয় ত অভিভূত হইয়া পড়িবে, এই ভয়ে আমি তোমাকে অন্তরালে যাইতে অনুরোধ করিতেছি. আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, ডিউককে আমি অসি-যুদ্ধে নিহত করিতে পারিব। অসিযুদ্ধে ডিউক কোন ক্রমেই আমার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। কারণ, বহুকাল হইতে অসি-যুদ্ধে অজেয় হওয়া আমার সংকল্প ছিল, তদনুসারে প্রতিদিন আমি এই চেষ্টা করিয়া আসিতেছি, এখন বুঝিতেছি, পরমেশ্বর এক দিন আমার পরীক্ষা লইবেন বলিয়াই এই বিষয়ে আমার মতি হইয়াছিল।"

বর্ব্বোরা গদগদস্বরে বলিলেন, "পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন; তিনি তোমাকে জয়যুক্ত করুন, তোমার সহিত আমার কোন কথাই হইল না, যুদ্ধ-জয়ের পর আমি তোমাকে সকল কথা বলিব, তোমার সকল কথা শুনিব।"

এইরূপ বিলম্বে রুস-সম্রাট অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন, তিনি ডিউক অফ বোরাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,"দেখিতেছি,এই যুবতীর সিংহাসন-ত্যাগে বড় কষ্ট হইতেছে, ডিউক, আর বিলম্ব করিবার আবশ্যক নাই। তুমি ডুয়েল-যুদ্ধে অবিলম্বে এই ইংরেজটাকে নিহত করিয়া জের্ণবা-রাজ্যের সিংহাসন অধিকার কর। তোমার ন্যায় সঙ্গত অধিকারে ইউরোপের কোন রাজ্যই আপত্তি করিতে পারিবে না।"

রাজ্ঞী অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে, স্পন্দিতবক্ষে ও কম্পিতপদে তাঁহার সহচরীবৃন্দ-পরিবৃত হইয়া ভজনালয়ের নিভৃততম কক্ষে প্রবেশ করিলেন, পল ও ডিউক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া মণ্ডপের মধ্যে মুক্ত স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন, স্থূল রজ্জু দ্বারা যুদ্ধস্থানের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল; একজন রাজভৃত্য আসিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী-যুগলের জন্য অভিন্ন প্রকারের দুইটী পরিচ্ছদ লইয়া আসিল; যুদ্ধস্থান পাছে রক্তপাতে পিছল হয়, এই জন্য একজন ভৃত্য কয়েক বস্তা বালি আনিয়া সেখানে ঢালিয়া দিল।

ডিউক পলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "পল ক্রেসিংহাম উডভিলি, তুমি কি বর্ব্বোরাকে এই জের্ণবা-রাজ্যের সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারিণী বলিয়া স্বীকার কর?"

পল বলিল, "হাঁ, করি।"

ডিউক আবার বলিলেন, "এই যুদ্ধের ফলাফলের উপর সিংহাসনের দাবী নির্ভর করিতেছে, এ কথায় তুমি সম্মত আছ?"

পল বলিলেন, "হাঁ, সম্মত আছি।"

তখন উভয় পক্ষের দূত ঘোষণা করিল, "যোদ্ধাদ্বয় উভয়েই ঠিক এক-রূপ তরবারি ব্যবহার করিবেন, তরবারির দৈর্ঘ্য সমান হইবে, যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া কেহই বিশ্রামের জন্য সময় চাহিতে পারিবেন না। যুদ্ধে কেবল পরাজয় হইলেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে না, যতক্ষণ একজন নিহত না হন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে হইবে, কেহ যদি সাংঘাতিকরূপে আহত হন,

তাহা হইলে তাঁহার রক্তরোধের জন্য কেহ চেষ্টা করিতে পারিবেন না; পরাজয়ভয়ে কেহ পলায়ন করিবেন না।"

পল ও ডিউক অফ্ বোরা এই শপথ গ্রহণ করিলে, উভয়ে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন। জের্ণবার সিংহাসনলাভের আশায় ডিউক অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, অন্যদিকে পল রাজ্ঞীর পাণিগ্রহণের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, প্রবাসী রুসগণ আশা করিতে লাগিল, ডিউক নিশ্চয়ই এই যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন, পোলগণের বিশ্বাস হইল, পল ডিউককে নিহত করিয়া রাজ্ঞীর পাণিগ্রহণে সমর্থ হইবেন; তাজপুরের যুদ্ধজয়ী বীরকে পরাজিত করা ডিউকের সাধ্য হইবে না।

পল তাঁহার কোট খুলিয়া ফেলিলে, রুস-সম্রাটের একজন দূত তাঁহার সার্টের অন্তরালে বর্ম্ম আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে আসিল।

পল তাহাকে বলিলেন, "তুমি কি আমাকে এতই নীচাশয় মনে কর?"

দূত বলিল, "ইহা নিয়ম, কেবল আপনার নহে, আমি ডিউকেরও দেহ পরীক্ষা করিব।"

তরবারি মাপিয়া দেখা গেল, পলের তরবারি ডিউকের তরবারি অপেক্ষা দুই ইঞ্চি ছোট, দুইখানি তরবারি সমান দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক বলিয়া, জাবেরণ বলিলেন, "কাপ্তেন, আপনি আমার তরবারি লইয়া যুদ্ধ করুন। আমার তরবারি ডিউকের তরবারির সমান দীর্ঘ; আমার তরবারির ইস্পাত পরীক্ষিত; এই তরবারিতে এই রাজ্যের এক শত্রু পাদরী রাভেনা নিহত হইয়াছে, আর এক শত্রুও নিহত হউক।"

ডিউক বলিলেন, "মার্শেল, কাপ্তেনের উপর দেখিতেছি তোমার অখণ্ড বিশ্বাস।"

জাবেরণ বলিলেন, "এবার রমণীর সিংহাসনে লোভ নহে, এবার পুরুষের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। ডিউক, সাবধান।"

রাজদূত বলিল, "আপনারা উভয় তরবারি স্ব স্ব অঙ্গে বিদ্ধ করিয়া রক্তপাত করুন ; অনেক সময় বিষাক্ত তরবারি লইয়া যোদ্ধৃগণ অন্যায় উপায়ে যুদ্ধজয়ের চেষ্টা করেন।"

ডিউক অফ বোরা তাঁহার করমূলে তরবারি বিদ্ধ করিয়া কয়েক বিন্দু শোণিত বাহির করিলেন, জাবেরণ তাঁহার তরবারি তাঁহার অঙ্গুলিতে বিদ্ধ করিলেন।

তখন উভয় বীর যুদ্ধারম্ভ করিলেন, দর্শকগণ রুদ্ধনিশ্বাসে বিচিত্র সংগ্রাম দেখিতে লাগিলেন, সুদীর্ঘ তরবারিদ্বয় উভয় বীরের মস্তকের উপর মুহূর্ত্তের জন্য আস্ফালিত হইল, পাঁচ সহস্র লোক পলকহীন নেত্রে সেই দুইখানি অসির গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। রুস-সম্রাট স্বয়ং বীরপুরুষ ও রণনিপুণ ব্যক্তি, উৎসাহে উদ্দীপনায় তাঁহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে উভয় বীরের অসিচালনা দেখিতে লাগিলেন। দুইখানি তরবারিই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় বিদ্যুদ্‌বেগে বন বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, কিন্তু পল ডিউককে আক্রমণের চেষ্টা করিলেন না। তিনি ক্রমাগত ডিউকের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতে লাগিলেন। ডিউক উৎসাহে উন্মত্তপ্রায় হইয়া নানাভাবে পলকে আহত করিবার চেষ্টা করিলেন, এবং ক্রমশঃ পলকে হটাইয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। পোল দর্শকগণ সভয়ে দেখিল, পল ক্রমেই হটিয়া যাইতেছেন। তিনি নিজের দেহ রক্ষার জন্যই ব্যস্ত, প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা তাঁহার বিন্দুমাত্র নাই। তাহারা তাঁহার জয়ের আশায় সন্দেহ করিল।

প্রধান মন্ত্রী রাজিভিন জাবেরণকে বলিলেন, "আমি কাপ্তেনের অসিযুদ্ধ পূর্ব্বে দেখিয়াছি। আমার বোধ হইতেছে, তাঁহার শক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে।"

জাবেরণ বলিলেন, "আপনার অনুমান ঠিক নহে, আপনি কি দেখিতেছেন না, ডিউক যাহাতে শীঘ্রই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে, কাপ্তেন ক্রমাগত

এই চেষ্টায় আত্মরক্ষা করিতেছেন, এখন পর্য্যন্ত তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীকে আক্রমণ করেন নাই। ডিউক কতক্ষণ পর্য্যন্ত এ ভাবে বিক্রম প্রকাশ করিবে?"

ডিউক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিলেন, ঝটিকাবেগে তৃণখণ্ডের ন্যায় তিনি পলকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন, কিন্তু পল যে ভাবেই বিক্ষিপ্ত হউন, তাঁহার অঙ্গে ডিউক একবারও অস্ত্রাঘাত করিতে পারিলেন না। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ডিউকের প্রত্যেক আঘাত পল তাঁহার তরবারিমুখে ব্যর্থ করিতে লাগিলেন, তাহার পর যখন তিনি দেখিলেন, ডিউক শ্রান্ত হইয়াছেন, ডিউকের অসি আর তেমন ক্ষিপ্রবেগে ঘূরিতেছে না, আত্মরক্ষায় আর তাঁহার তেমন লক্ষ্য নাই, কেবল আঘাতের দিকেই তাঁহার লক্ষ্য, তখন পল চক্ষুর নিমিষে এক লম্ফে ডিউকের একদিক্ হইতে অন্যদিকে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার পঞ্জরে এমন ক্ষিপ্রহস্তে তরবারি বিদ্ধ করিলেন যে, ডিউক পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু তাহা জাবেরণের দৃষ্টি অতিক্রম করিল না। তিনি হর্ষভরে বলিয়া উঠিলেন, "রক্তপাত আরম্ভ হইয়াছে, ডিউক আহত হইয়াছেন।"

বৃদ্ধ রাজিভিন বলিলেন, "না, ডিউক আহত হন নাই।"

কিন্তু চক্ষের নিমিষে সকল সন্দেহ দূর হইল, ডিউকের পঞ্জরের রক্তে তাঁহার কামিজ ভিজিয়া গেল।

সেই শোণিতপাত সকলেরই দৃষ্টিপথে পতিত হইল, কিন্তু কিরূপে যে এই কাণ্ড ঘটিল, তাহা কেহ অনুমান করিতে পারিল না, কারণ, পলের তরবারি কোন্ মুহূর্ত্তে ডিউকের পঞ্জর ভেদ করিয়াছিল, তাহা কেহই দেখিতে পায় নাই।

ডিউক জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম শত্রুর তরবারিতে আহত হইলেন, আঘাতজনিত যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া সম্মানরক্ষার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া

উঠিলেন, তিনি যথেষ্ট শ্রান্ত হইয়াছিলেন,কিন্তু শ্রমের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া দ্বিগুণ বিক্রমে পলকে আক্রমণ করিলেন।

পল ডিউকের নবোৎসাহ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন না, তিনি পূর্ব্ববৎ আত্মরক্ষা করিয়া ডিউককে অধিকতর অবসন্ন হইবার অবসর দিলেন।

জাবেরণের উৎসাহের আর সীমা রহিল না, তিনি সহাস্যে বলিলেন, সুবিখ্যাত নেপোলিয়ানের সহিত একদিন আমি আহার করিতে বসিয়াছিলাম, নেপোলিয়ান কথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন, 'রুসকে আঘাত করিলেই সে তাতারের মত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে দেখিতেছি, আহত হইয়া রুস ক্রমেই ঠাণ্ডা হইতেছে।"

রুস-সম্রাটের কর্ণে এই কথা প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি কৌতুহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "নেপোলিয়নের সহিত তুমি কোথায় আহার করিয়াছিলে?"

জাবেরণ বলিলেন, "আপনার রাজধানী মস্কো নগরের ক্রেমলিস প্রাসাদে।"

সম্রাট এই উত্তর শুনিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন, কষ্টে তিনি ক্রোধ দমন করিলেন।

কিন্তু অশ্রান্তভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল, যে সকল মহিলা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এই ভীষণ দৃশ্য তাঁহাদের অনেকেরই অসহ্য হইয়া উঠিল। কেহ কেহ মুখ ফিরাইলেন, কেহ কেহ চক্ষু ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন, পাছে ভয়ে চীৎকার করেন ভাবিয়া, কেহ কেহ ভয়ে মুখে রুমাল গুঁজিলেন, কাহারও কাহারও মূর্চ্ছার উপক্রম হইল।

পল পূর্ব্বে ডিউককে যে আঘাত করিয়াছিলেন, সে আঘাতটী সামান্য আঘাত নহে, তাঁহার অসি পঞ্জরের অনেকদূর পর্য্যন্ত বিদ্ধ হইয়াছিল, ক্রমাগত শোণিতস্রাবে তিনি অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, এদিকে

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার শরীর আরও অবসন্ন হইয়া আসিল, পল তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত হীনতেজ দেখিয়া আত্মরক্ষার প্রণালী ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে আক্রমণে উদ্যত হইলেন এবং দুই একবার চেষ্টার পর তাঁহার পঞ্জরের যে স্থানে তিনি আঘাত করিয়াছিলেন, সেই ক্ষতচিহ্নের উপর সজোরে আবার আঘাত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ডিউকের তরবারিতে এমন আঘাত করিলেন যে, তাঁহার তরবারি হাত হইতে খসিয়া পড়িল।

ডিউক আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, বক্র তরবারি ফেলিয়া উভয় হস্তে ভর দিয়া প্রসারিতপদে মাটীতে বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার ক্ষতমুখ হইতে এবার সবেগে শোণিতস্রোত নির্গত হইয়া মৃত্তিকা রঞ্জিত করিল।

পল ইচ্ছা করিলে সেই মুহূর্ত্তে এক আঘাতেই তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি বীরপুরুষ, আঘাত করিলেন না, বলিলেন, "নিরস্ত্র পরাজিত শত্রুকে বধ করা বীরের ধর্ম্ম নহে, আমি উহাকে বধ করিতে পারিব না।"

জাবেরণ উত্তেজিতস্বরে বলিলেন, "এ কি নির্ব্বোধের মত কথা! এই নরপিশাচ কি নিরস্ত্র ব্রেভিষার প্রাণবধে বিরত হইয়াছিল? আপনি যদি উহার অবস্থায় পতিত হইতেন, তাহা হইলে কি আপনি রক্ষা পাইতেন? এখন দয়া বা উদারতা দেখাইবার সময় নহে, রাজ্ঞীর সিংহাসন বিপন্ন, শীঘ্র শত্রু নিপাত করুন।"

উত্তেজিত পোলগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"শীঘ্র শত্রু নিপাত করুন।"

দূত বলিল, "এই যুদ্ধের নিয়ম এক জনকে মারিতেই হইবে; যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাহাকে বিশ্রাম করিবার অবসর দিবার নিয়ম কোথাও নাই।"

উভয় হস্তে ভর দিয়া প্রসারিত পদে মাটীতে বসিয়া পড়িলেন।

[ভণ্ড পাদরী—৩৪৬ পৃষ্ঠা।

ডিউক অফ বোয়া দেখিলেন, তাঁহার জীবনের আর আশা নাই, অন্তিম-কাল অদূরবর্ত্তী; মৃত্যুর সোপানপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া জীবনের লোভ তাহার প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি কাতরভাবে সম্রাটের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু সম্রাট সম্পূর্ণ নির্ব্বিকারভাবে বসিয়া রহিলেন; তিনি যে কথা বলিয়াছেন, ডিউকের অনুরোধে তাহা প্রত্যাহার করা তিনি সঙ্গত বোধ করিলেন না, ডিউককে অন্যায় সাহায্য করিয়া তিনি কাপুরুষের প্রশ্রয় দিবেন না।

পল উদ্যত অসি-হস্তে ডিউকের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং, তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "আমি এই মুহূর্ত্তে তোমার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিতাম, কিন্তু আমি নিরস্ত্র শত্রুকে কখনই আঘাত করিব না, অস্ত্র গ্রহণ কর, হয় সিংহাসন, না হয় মৃত্যু। ইহা ভিন্ন অন্য পথ নাই।"

পদাঘাতে ডিউক ক্ষণকালের জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, তিনি তাঁহার ভূপতিত অসি কুড়াইয়া লইয়া অন্তিম সাহসে ভর করিয়া আহত সিংহের ন্যায় পলকে আক্রমণ করিলেন, পল এ জন্য প্রস্তুত ছিলেন, তিনি ডিউকের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তাঁহার বাহুমূলে এমন আঘাত করিলেন যে, তরবারি সহ ডিউকের দক্ষিণবাহু ছিন্ন হইয়া ভূপতিত হইল, চক্ষুর নিমিষ না ফেলিতেই পল তাঁহার তরবারি ডিউকের বক্ষঃস্থলে প্রোথিত করিলেন।

মর্ম্মাহত ডিউক আর্ত্তনাদ করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

এই দৃশ্যে সহস্র সহস্র পোল কাপ্তেন পলের জয় ঘোষণা করিয়া উঠিল, প্রবাসী রুসগণ অবনতমস্তকে বসিয়া রহিল। রুস-সম্রাট চিত্রার্পিত পুত্ত-লিকার ন্যায় স্থির, তিনি প্রশংসমান চক্ষে পলের সুদীর্ঘ দেহের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

জাবেরণ উঠিয়া পলের করকম্পন করিলেন, সহাস্যে বলিলেন, "এমন অস্ত্রনৈপুণ্য আমি জীবনে দেখি নাই; আপনি অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

রুস-সম্রাট ডিউক অফ বোরার মৃত্যুতে প্রথমে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তাহার পর তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া তাঁহার আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, এবং সকলে শুনিতে পায়, এরূপ স্বরে বলিলেন, "রুস-সম্রাটের আদেশ কখনও অন্যথা হয় না, আমরা বর্ব্বোরাকে জের্ণবা-রাজ্যের রাণী বলিয়া স্বীকার করিলাম, মুকুটোৎসবের কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে।"

যুদ্ধশেষে পল তাঁহার শোণিতসিক্ত তরবারি কোষবদ্ধ না করিয়াই রুস-সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "সম্রাট, আপনি জের্ণবা-রাজ্যের উপর এরূপ আধিপত্য-স্থাপনের পূর্ব্বে আপনার পররাষ্ট্রসচিবের এখানে আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে ভাল হইত।"

জাবেরণ বলিলেন, "আপনার কথার অর্থ পরিষ্কার করিয়া বলুন।"

পল বলিলেন, "ইহা অপেক্ষা অধিক পরিষ্কার করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই; কারণ, তিনি ঐ দেখুন আসিয়া পড়িয়াছেন।"

চতুর্দ্দিকের জনকোলাহলের মধ্যে রুস-সম্রাটের পররাষ্ট্রসচিব উৎসব-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া রুস-সম্রাট সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাউণ্ট নেসেনরোভ, তুমি এখানে! ইহার অর্থ কি?"

কাউণ্ট নেসেনরোভ জানু নত করিয়া সম্রাটের অভিবাদন করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ইংলণ্ডের রাজদরবার হইতে একটী জরুরী ডেস-প্যাচ আসিয়াছে, তৎপ্রতি সম্রাটের অবিলম্বে দৃষ্টি আকর্ষণের অনুরোধ

আছে বলিয়াই স্বয়ং আমি তাহা লইয়া আপনার সন্ধানে যাত্রা করি, শুনিলাম, সম্রাট জালুস্কায় আছেন, তদনুসারে আমি দিবারাত্রি অশ্বারোহণে জালুস্কায় উপস্থিত হই, সেখানে গিয়া শুনিলাম, সম্রাট এখানে আসিয়াছেন, এই ডেসপ্যাচ অত্যন্ত জরুরী ও তাহার সহিত এই রাজ্যের সম্বন্ধ আছে বলিয়া আমি তাহা তাড়াতাড়ি সম্রাটের নিকট লইয়া আসিলাম।"

সম্রাট তাঁহার আসনে উপবেশন করিয়া পুরু লেফাপা খুলিয়া ডেস্‌প্যাচ পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল।

সম্রাট যখন এই ডেস্‌প্যাচ পাঠ করেন, তখন সকলের দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর ন্যস্ত ছিল; কেবল জাবেরণের তখন দেখিতে যাইবার অবসর ছিল না; কারণ, পুলিসের প্রধান কর্ম্মচারী সেই সময় তাঁহার হস্তে দুইখানি লেফাপা আনিয়া দিয়াছিলেন, এই লেফাপা দুইখানি কার্ডিনাল রাভেনার হত্যাকাণ্ডের পর তাঁহার বাসস্থান খানাতল্লাসী উপলক্ষে একটী গুপ্ত আলমারীর মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল।

জাবেরণ যখন অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সেই লেফাপা দুইখানির অভ্যন্তরস্থ কাগজপত্রগুলি পাঠ করিতেছেন, এমন সময় পল তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "মার্শেল, শুনিলাম, রাজ্ঞীর নিকট এখনও আমাদের ডুয়েল-যুদ্ধের ফল জানান হয় নাই, ইহা কি সত্য?"

জাবেরণ বলিলেন, "হাঁ, আমার আদেশেই তাহা জানান হয় নাই।"

পল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁহার উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করিবার কারণ কি?"

জাবেরণ বলিলেন, "যে বিজয়ী বীর যুদ্ধে শত্রু নিপাত করিয়াছেন, তিনিই স্বয়ং রাজ্ঞীর নিকটে উপস্থিত হইয়া এই সুসংবাদ তাঁহার গোচর করিবেন, এই উদ্দেশ্যেই দূতমুখে তাঁহার নিকট এ সংবাদ জানাই নাই;

আপনি স্বয়ং রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করুন, আর এই কাগজগুলিও তাঁহার নিকট লইয়া যান, তাঁহাকে বলিবেন, ইহা কার্ডিনাল রাভেন্যার বাসগৃহে পাওয়া গিয়াছে।'"

পল জাবেরণের নিকট হইতে কাগজগুলি লইয়া রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাতে চলিলেন।

বর্ব্বোরা তখন ভজনালয়ের দূরতম প্রান্তে একটী কক্ষে জানু নত করিয়া ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছিলেন; দূরে মণ্ডপমধ্যে যখন মহাহর্ষ-কোলাহল উত্থিত হইল, এবং মণ্ডপ-বহির্ভাগে সহস্র সহস্র দর্শক সেই আনন্দধ্বনিতে যোগদান করিল, তখন সেই মিশ্র হর্ষধ্বনি বর্ব্বোরার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল; তিনি বুঝিয়াছিলেন, সকলই শেষ হইয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধে একজন না একজন নিশ্চয়ই নিহত হইয়াছেন; তিনি কে, পল না ডিউক?

বর্ব্বোরা উৎকণ্ঠিতভাবে সংবাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু পাঁচ সাত ক্রমে দশ মিনিট অতীত হইল, কোন দূত তাঁহার নিকট সুসংবাদ বহন করিয়া আনিল না; তখন তিনি হতাশ হইলেন। তিনি বুঝিলেন, পল নিশ্চয়ই নিহত হইয়াছেন, সেই জন্যই তাঁহার কোন কর্ম্মচারী তাঁহাকে এ সংবাদ-দানে বিলম্ব করিতেছেন। তাহার পর সহসা গির্জ্জার অর্গানে সমুচ্চ জয়সংগীত ধ্বনিত হইল, তাহা বর্ব্বোরার কর্ণে যেন বহু দিনের চিরপরিচিত সুধাময় কণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইল, তিনি আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন, "যদি পল পরাজিত ও নিহত হইতেন, তাহা হইলে কি বিজয়-সঙ্গীত শুনিতে পাইতাম?"

সহসা কে তাঁহার পশ্চাৎ হইতে পরিচিত সুমিষ্টস্বরে ডাকিলেন, "বর্ব্বোরা!"

বর্ব্বোরা ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, পল, আনন্দে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল, কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পল প্রেমগদ্গদস্বরে বলিলেন, "বর্ব্বোরা, প্রিয়তমে, তোমার এ মূর্চ্ছিত হইবার সময় নহে, তোমার বিপদের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে তোমার রাজ-মুকুট, তোমার সিংহাসন অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।" পল সযত্নে বর্ব্বোরার মূর্চ্ছাভঙ্গ করিলেন, বর্ব্বোরা চক্ষু খুলিয়া বলিলেন, "তোমার দেহ ত অক্ষুণ্ণ আছে? তাহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রার্থনীয়। ডিউক অফ বোরার সংবাদ কি?"

পল হাসিয়া বলিলেন, "তোমার সকল শত্রু যেন তাহার ন্যায় নিহত হয়।"

বর্ব্বোরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার অঙ্গে কোন আঘাত লাগে নাই ত?"

পল বলিলেন, "আমার দেহের কোন স্থানে ডিউকের তরবারি স্পর্শ করে নাই।"

বর্ব্বোরা জিজ্ঞাসা করিলেন. "আর রুস-সম্রাট, তিনি কি করিতে-ছেন?"

পল বলিলেন, "অনধিকারচর্চ্চা করিলে কি ভাবে অপদস্থ হইতে হয়, তাহাই শিক্ষা করিতেছেন।"

তাহার পর পল জের্ণবা ত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছিলেন এবং কি করিয়াছিলেন, তাহার আমূল বৃত্তান্ত বর্ব্বোরার গোচর করিলেন।

পল যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, জের্ণবা-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যেদিন তিনি সর্ব্বপ্রথমে লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন, সেই দিনই তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামারষ্টোনের সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার বাসগৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কার্ড পাঠাইলেন। লর্ড পামারষ্টোন সেই কার্ডে পল উডভিলির নাম দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সসম্মানে তাঁহার নিকট লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিলেন।

লর্ড পামারষ্টোন অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর পলকে বলিলেন, "ইংলণ্ডেশ্বরীর

সৈন্যদলে, তাঁহার ন্যায় শৌর্য্য-বীর্য্যসম্পন্ন সেনাপতি অধিক নাই, তিনি অল্প-দিনের মধ্যেই সৈন্য-বিভাগের অতি উচ্চপদ লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি উন্নতির আশা পরিত্যাগ করিয়া, সুবিস্তীর্ণ ব্রিটিস সাম্রাজ্যের সেবায় বিরত হইয়া কেন যে ইউরোপের একটী ক্ষুদ্ররাজ্যে চাকরী গ্রহণ করিলেন, ইহা প্রধান মন্ত্রীর নিকট বিচিত্র রহস্য বলিয়া অনুভূত হইল। উপসংহারে লর্ড পামারষ্টোন বলিলেন, "তুমি ইংলণ্ডের জনসাধারণকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছ, তুমি প্রকাশ্যভাবে এখানে পদার্পণ করিলে আমরা তোমাকে সর্ব্বজনসমক্ষে বিপুল সম্মানে সম্মানিত করিতাম।"

পল প্রধান মন্ত্রীকে বলিলেন, "আমি ব্রিটিসমন্ত্রিসমাজের নিকট অন্য কোন সম্মানের প্রার্থী নহি, আমি জেণবা-রাজ্যকে আমার মাতৃভূমি বলিয়া মনে করিতেছি এবং সেইখানেই আমি বাস করিতেছি; ভিয়েনার সন্ধি-পত্রানুসারে সেই রাজ্য-সম্বন্ধে যে বিধান লিপিবদ্ধ হইয়াছে, ইংলণ্ড যদি তৎপ্রতি মনোযোগী হইয়া সেই বিধানকে বলবৎ রাখেন, তাহা হইলে তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার বলিয়া মনে করিব।"

লর্ড পামারষ্টোন পলের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন, তাহার কয়েক দিন পরে লর্ড পামারষ্টোন ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট কমন্স সভায় এ প্রস্তাব উত্থাপিত করিলেন যে, অষ্ট্রিয়া, প্রুসিয়া ও রুসিয়া গভর্ণমেণ্টকে এ কথা স্মরণ করিয়া দেওয়া হউক যে, যদি ভিয়েনার স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্রের কোন ধারা তাঁহারা অগ্রাহ্য করেন, অথবা তাহার প্রতিকূলে কোন কার্য্য করেন, তাহা হইলে রাইন নদীর তীরে ও পো নদীর তীরে যে সন্ধিপত্র কবুল মঞ্জুরবৎ গৃহীত হইয়াছে, তাহাও অগ্রাহ্য হইতে পারিবে। বিশেষতঃ এই সময় রুসিয়ার সহিত ইংলণ্ডের অত্যন্ত মনান্তর চলিতেছিল। রুসিয়া সসৈন্যে ভারতাভিমুখে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিলেন, সুতরাং রুসিয়াকে কিঞ্চিৎ শিক্ষাদানের জন্য কমন্স সভার অধিকাংশ সভ্যই লর্ড পামারষ্টোনের এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন এবং মন্ত্রিসমাজের রায় ডেস্‌প্যাচভুক্ত হইয়া

তাহা রুসের পররাষ্ট্রসচিবের নিকট প্রেরিত হইল। ডেস্‌প্যাচে এ কথাও লিখিত হইল যে, ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে জের্ণবা-রাজ্য যে স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে, এখন তাহা নষ্ট করিবার কাহারও অধিকার নাই। তাহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

বর্ব্বোরা বলিলেন, "কিন্তু রুস-সম্রাট যদি জের্ণবা-রাজ্যের স্বাধীনতা নষ্ট করিতেই উদ্যত হন, এই ডেস্‌প্যাচ যদি তিনি অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে তাহার কি ফল হইবে?"

পল বলিলেন, "ইংরাজ সঙ্গীনের সহায়তায় তাঁহার রাজসম্মান রক্ষা করিবেন; আমি যতদূর অবগত আছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস, এই ডেস্‌প্যাচে কোনরূপ ভয়প্রদর্শন নাই, কিন্তু কৌশলপূর্ণ ভাষায় ইংলণ্ড এই ডেসপ্যাচে তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমরা ফ্রান্সের সহায়তা লাভ করিবে; তুরুস্কের সুলতান রুসিয়ার প্রতি যেরূপ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে তিনিও আমাদের সহায়তায় পশ্চাৎপদ হইবেন না; সার্দ্দিনিয়াও আমাদের সহিত যোগদান করিবে। বর্ব্বোরা, তোমার কোন ভয় নাই; তুমি এ কথা মনে করিও না যে, ক্ষুদ্র জের্ণবা-রাজ্যের লোভে রুস-সম্রাট সমগ্র ইউরোপে দাবানল প্রজ্বালিত করিতে সাহসী হইবেন।"

সকল কথা শুনিয়া বর্ব্বোরা মৃদুহাস্যে বলিলেন, "পল, তুমি জের্ণবা-রাজ্যটীকে রক্ষা করিলে।"

এইবার পল বর্ব্বোরার হস্তে জাবেরণের প্রদত্ত কাগজপত্রগুলি প্রদান করিলেন।

কাগজগুলি পাঠ করিয়াই বর্ব্বোরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তিনি পলকে বলিলেন, "জের্ণবার সিংহাসনে আমার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, এই দেখ তাহার প্রমাণ; এই দুইখানি দলীলের একখানি আমার জননীর সহিত রাজা আদ্রিয়সের বিবাহের দলীল, আর একখানি দলীল

আমার ব্যাপ্তাইজের সার্টিফিকেট, এ সার্টিফিকেট হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, আমি আমার পিতা-মাতার বৈধসন্তান।”

এই দলীল দুখানি কিরূপে রাভেনার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন হইল না। রাভেনা তাহাতে সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য পূর্ব্ব হইতে যে ষড়্‌যন্ত্র আঁটিয়াছিলেন, সে সংকল্পে যাহাতে বিঘ্ন উপস্থিত না হয়, বর্ব্বোরা যাহাতে তাঁহার মুঠার মধ্যে থাকেন, এই অভিপ্রায়েই ভণ্ডপাদরী দলীল দুই-খানি কৌশলে হস্তগত করিয়া নিজগৃহে সাবধানে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

বর্ব্বোরার সহিত পলের কথাবার্ত্তা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময় জাবেরণ বর্ব্বোরার নিকট আসিয়া বলিলেন, “রাজ্ঞি, আজ আমাদের অতি সুখের দিন, কিন্তু এই আনন্দের দিনে যাঁহারা আমাদের মন্ত্রগুপ্তির জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের আত্মার কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা উচিত।”

রাজ্ঞী জাবেরণের মুখের দিকে চাহিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, “তোমার কথার অর্থ কি মার্শেল?”

জাবেরণ বলিলেন, “আজ প্রভাতে রুস-সম্রাটের রক্ষী সৈন্যগণ ট্রানস্‌ফিলারেসনের মঠ অবরোধ করিয়াছিল।”

রাজ্ঞী বলিলেন, “এই কার্য্যে রুস-সম্রাট ভিয়েনার সন্ধিপত্রের অসম্মান করিয়াছেন।”

জাবেরণ বলিলেন, “এ কথা সত্য; কিন্তু আমরা এই মঠে, রুস-সম্রাটের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্য কত অস্ত্র-শস্ত্র ও অর্থ সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা যদি প্রকাশ হইয়া পড়িত, তাহা হইলে রুসসম্রাট স্বয়ং বলিতে পারিতেন, আমরা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া পূর্ব্বেই সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি, কিন্তু সম্রাটের তাহা বলিবার পথ বন্ধ হইয়াছে, আজ মধ্যাহ্নে মঠের সন্ন্যাসীরা বারুদাগারে আগুন দিয়াছিলেন, মঠ ভূমিসাৎ হইয়াছে, রুসসৈন্য ও সন্ন্যাসিগণ সঙ্গে সঙ্গে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্নমাত্র

নাই। কষ্টস্ আপনার মুকুটোৎসব উপলক্ষে ভজনালয়ে ছিলেন, অন্য না সন্ন্যাসীর সহিত মিলিতে পারিলেন না বলিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন।"

বর্ব্বোরা বলিলেন, "আমাদের দীর্ঘকালের আয়োজন ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইল শুনিয়া দুঃখিত হইলাম; পোলাণ্ড যে আবার কতকাল পরে মাথা তুলিতে পারিবে, আমার তাহা অনুমান করিবার সামর্থ্য নাই; কিন্তু আমি কস্থয়ের নিকট মিথ্যাবাদিনী হইব; আমি তাঁহার সহিত গুপ্ত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ, অথচ সাধ্যানুসারে কার্য্য করিবার আমার সামর্থ্য রহিল না।"

জাবেরণ বলিলেন, "আপনি সে জন্য চিন্তিত হইবেন না, অষ্ট্রিয়া-সীমান্তে হঙ্গেরিয়ার দূত ধরা পড়ায় ষড়যন্ত্র প্রকাশের ভয়ে সে সেই সন্ধিপত্র চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিয়াছে, সুতরাং সন্ধিবন্ধন খুলিয়া গিয়াছে।"

বর্ব্বোরা সন্ধিপত্র চর্ব্বণ পূর্ব্বক ভক্ষণের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন; বলিলেন, "কিন্তু কস্থই আমাকে কি মনে করিবেন? যাহাই মনে করুন, এখন আর কিছু করিবার উপায় নাই।"

জাবেরণ বলিলেন, "রাজ্ঞি, সামান্য গণ্ডগোলের জন্য আপনার মুকুটোৎসবের দুই ঘণ্টা বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, আপনার ভক্ত প্রজাগণ অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছে, আপনি যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া আপনার প্রাপ্য মুকুট গ্রহণ করুন; রুস-সম্রাটের সম্মুখেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হইবে।"

তাহার পর নির্ব্বিবাদে উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল। জাবেরণের প্রস্তাবে দরবারে সেই দিনই স্থির হইল, পল তাঁহার অপূর্ব্ব বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ রাজ্ঞীকে বিবাহ করিবেন; জের্ণবা-রাজ্যের রক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য সকলেই একবাক্যে এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন।

জাবেরণের সহিত কাতিনারও বিবাহ হইয়া গেল। সুবর্ণের সহিত হীরক বিজড়িত হইল, আমরাও গ্রন্থ সমাপ্ত করিলাম।

সম্পূর্ণ।